ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত ॥

১৫শ ভাগ
৩য় সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮১৪
আষাঢ় মাস

যাজ্ঞবল্ক্য-সংহিতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তি।

নিমন্ত্রয়েত পূর্ব্বেদ্যু ব্রাহ্মণানাত্মবান্ শুচিঃ।
তৈশ্চাপি সংযতৈ র্ভাব্যং মনোবাক্কায় কর্ম্মভিঃ।

পবিত্র দেহ ও শুদ্ধেন্দ্রিয় হইয়া শ্রাদ্ধের পূর্ব্ব দিন ব্রাহ্মণ গণকে নিমন্ত্রণ করিবে। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ গণেরও মন বাক্য ও শারীর ব্যাপার সংযত হওয়া চাই।

অপরাহ্ণে সমভ্যর্চ্চ্য স্বাগতেনাগতাংস্তু তান্।
পবিত্র পাণি রাচান্তানাসনেষূপবেশয়েৎ।

উক্ত নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ গণকে শ্রাদ্ধকর্ত্তা অপরাহ্ণে স্বাগত সম্ভাসণ পূর্ব্বক অভ্যর্থনা করিবে। আচমনানন্তর তাঁহাদিগকে আসনে উপবেশন করাইবে।

যুগ্মান্ দৈবে যথাশক্তি পিত্র্যে যুগ্মাংস্তথৈবচ।
পরিস্তৃতে শুচৌদেশে দক্ষিণ প্রবণে তথা।
দ্বৌ দৈবে প্রাক্ ত্রয়ঃ পিত্র্যে উদগেকৈক মেববা।
মাতামহানামপ্যেবং তন্ত্রং বা বৈশ্বদেবিকং।

আভ্যুদয়িক শ্রাদ্ধে নিজ শক্ত্যনুসারে যুগ্ম ব্রাহ্মণকে এবং পার্ব্বণ শ্রাদ্ধে অযুগ্ম ব্রাহ্মণকে আসনযুক্ত পবিত্র দেশে উপবেশন করাইবে। বিশ্বেদেবের দিকে দুই জন ব্রাহ্মণকে পূর্ব্ব মুখে এবং পিতৃগণের দিকে তিন জন ব্রাহ্মণকে উত্তর মুখে উপবেশন করাইবে। অথবা এক এক জন ব্রাহ্মণকে বসাইবে। মাতামহ শ্রাদ্ধেও এই রূপ করিবে।

পাণি প্রক্ষালনং দত্ত্বা বিষ্টরার্থং কুশানাপি।
আবাহয়েদনুজ্ঞাতো বিশ্বে দেবাস ইত্যচা।

জল দ্বারা ব্রাহ্মণ গণের হস্ত প্রক্ষালন করিয়া উপবেশনার্থ কুশ প্রদান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া " বিশ্বেদেবাস্ " এই মন্ত্র দ্বারা আবাহন করিবে।

যবৈরন্ববকীর্য্যাথ ভাজনে সপবিত্রকে।
শন্নো দেব্যা পয়ঃ ক্ষিপ্ত্বা যবোঽসীতি যবাং স্তথা।

যব প্রক্ষেপানন্তর পবিত্র দ্রব্য বিশিষ্ট পাত্রে শন্নো দেবী এই মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর জল ও যবোঽসি এই মন্ত্রোচ্চারণ পুরঃসর যব নিক্ষেপ করিবে।

যা দিব্যা ইতি মন্ত্রেণ হস্তেষ্বর্ঘ্যং বিনিক্ষিপেৎ।
দত্ত্বোদকং গন্ধমাল্যং ধূপদানং সদীপকং।

" যাদিব্যা আপঃ পয়সং " এই মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া ব্রাহ্মণের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। তদনন্তর শুদ্ধ জল, চন্দন, মাল্য ধূপ দীপ দান করিবে।

ক্রমশঃ।

বাসন্তী।

মা! কমল ফুটিয়াছে। মল্লিকা আসিয়াছে। বেল দেখা দিয়াছে। টগর জাগিয়াছে। যুঁই হাঁসিয়াছে। অশোক বিশোক করিতেছে। জাতির বিমল ভাতি চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। রজনী-গন্ধ রজনীতে গন্ধ বিলাইতেছে। কুমুদ প্রমোদ সাগরে ভাসিতে ২ চন্দ্রের কৌমুদী মাখিতেছে। স্থলপদ্ম স্বচ্ছ সলিলে পদ্মিনীর পার্শ্বে আপনার প্রতিবিম্ব মিলাইতেছে। আপন আপন গন্ধ ও রূপ লইয়া একে একে পুষ্প গুলি আপন আপন আসন অধিকার করিয়াছে। কৈমা, তোমার আসনে তুমি কৈ?

ঐ দেখ, মা, তোমার আসরে আসিতে হইবে বলিয়া বৃক্ষ গুলি নব নধর পত্রে শোভিত হইয়া আসিয়াছে। কোকিল পঞ্চমে স্বর চড়াইয়া আসিয়াছে। ময়ূর ষড়জস্বরে আকাশ পরিপূর্ণ করিয়া তালে ২ নাচিতেছে। পাপিয়া কি জানি কাহার পিয়াসে উদাস প্রাণে ডাকিতেছে। কোকিল-কাকলীর সঙ্গে ভ্রমর সুর মিলাইয়া মিলাইয়া অবসন্ন হইয়া তোমার পদ কমলে বসিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে। মলয়ানিল ধীরে ২ পুষ্প গুলিকে সরাইয়া সরাইয়া তোমার জন্য পথ পরিষ্কার করিয়া রাখিতেছে। তোমাকে একবারে দেখিয়া যাইবে বলিয়া শীত দূরে দাঁড়াইয়া আছে; গ্রীষ্মও ঐ তোমায় লইতে আসিয়াছে। কৈমা, তুমি আসিতেছ কৈ?

ঐ মা, নব দুর্ব্বা দল তোমার চরণ ধুইয়া মুছিয়া দিবে বলিয়া শিশিরের ভার মাথায় বহিতেছে। তোমার শ্রমাপনোদন করিবে বলিয়া, স্থাণুও আজ নব কিশলয় দ্বারা ব্যজন করিতেছে। তোমার অঙ্গে কুঙ্কুম চন্দন মাখাইবে বলিয়া গন্ধবহ আজ মলয় বন বেড়াইয়া২ পুষ্পের পরাগ ভিক্ষা করিয়া আনিয়াছে। তোমার শ্রীপদে অর্ঘ্য দিবার জন্য শীত ঋতু ধান্য ও বসন্ত দুর্ব্বা লইয়া দাঁড়াইয়া আছে। তোমায় স্নান করাইবে বলিয়া, সরিৎ সকল সাগরকে ডাকিতে অবিরাম ছুটিয়াছে। তোমার দর্পণের কার্য্য করিবে বলিয়া সরোবর নিস্তরঙ্গ হইয়া বসিয়া আছে। তোমার কেশ বন্ধন করিবে বলিয়া লতিকা গুলি পুষ্পিতা হইয়া আছে। তোমার চরণ সাজাইবার জন্য পদ্ম আসিয়াছেন। তোমার মাল্য গাঁথিবার জন্য বেল ও গোলাপ আসিয়াছেন। নলকের জন্য শিশির অরুণ কিরণ মাখিয়া বসিয়া আছে। তোমার কর্ণের আভরণ জন্য কলিকা, চম্পক, ও ঝুমকা আসিয়াছে। মুকুটের জন্য জুঁই, অপরাজিতা, গন্ধরাজ, কৃষ্ণ চূড়া, শিরিস, টগর ও চামেলি আসিয়াছে। কণ্ঠহারের জন্য যুথি আছেন। লতিকা বলয় গাঁথিতেছে, রাধাপদ্ম সিংহাসন সাজাইয়াছে। চন্দ্র তোমার নখরে ও সূর্য্য হৃদয়ে স্থান পাইবেন এই আশা। মা! ইহাদের আশা কি বিফল হইবে?

মা! বেলা বাড়িতেছে, জীব কুল ব্যাকুল, নদী আকুল, সাগর অধীর, অচল চঞ্চল, ভানু সন্তপ্ত, বায়ু ক্ষিপ্ত, লতা লুণ্ঠিতা, কুসুম পরিম্লান হইতেছে; এস মা, এস। ঈষৎ পরিস্ফুট, সৌরভের নির্ঝর, বেলের হাঁসিরাশি লইয়া এসমা। স্বচ্ছ সলিলে "প্রভাত বাতাহতি কম্পিতাকৃতি" বিকচারবিন্দের বিমল বিম্ব-শোভা হইয়া এসমা! শিরীশ-পরাগ-কেশর-বিকম্পী মলয় মরুতের স্নিগ্ধ চাপল্য লইয়া এসমা। অমল সুনীল অম্বরের ফুল্লতারা মালা বিভূষিত পূর্ণ চন্দ্রের চন্দ্রিকা হইয়া—সুধাকরের সুধা ধারা হইয়া এস মা! শিশির-সিক্ত নব দূর্ব্বাহরিততটভূমিবাহিনীর বিরাম ভূমি সাগরের বক্ষোবিহারী বালারুণের গণ্ডদ্যুতি লইয়া এস মা! অনন্ত চঞ্চল নব কাদম্বিনীর তরঙ্গ ভঙ্গ বিলাসিনী সৌদামিনীর তীক্ষ্ণ মন্দ মধুর চপল চমক নয়ন-কোণে লইয়া এস মা! "সূর্য্যকোটি প্রতীকাশং চন্দ্র-কোটি-সুশীতলম্"সেই বিমল বিভা রূপিণী হইয়া এস মা! তুমি অম্বরের নীলিমা, তুমি দিবা করের কর রাশি, তুমি চন্দ্রের সুধা, তুমিই সলিলের শৈত্য, তুমিই বায়ুর

স্পর্শ, তুমিই পুষ্পের সৌরভ, তুমিই নরের বুদ্ধি, নারীর রূপ, তুমিই জ্ঞান, তুমিই প্রাণ, তুমিই সত্তা, এসব একাধারে লইয়া, "চিৎ সাগরের ফুটন্ত ফুল" "সোনার কমলিনী" হইয়া এস মা। পুষ্প সকল, ফল সকল, পত্র সকল, জলাশয় সকল, সূর্য্য চন্দ্র অগ্ন্যাদি, পুষ্প-সৌরভ-বাহী গন্ধবহ, দিক্ সকল, আদি লইয়া, বসন্ত ষোড়শোপচারে তোমার পূজা করিবে বলিয়া ব্যাকুল হইয়াছে। এস এস মা!

মা আসিয়াছেন।

মা না আসিলে, কি দিক্ সকল এত প্রসন্ন হয়? বায়ু এত সুখস্পর্শ হয়? গ্রহাদি তুঙ্গস্থ হয়? বালারুণ স্বর্ণ দ্যুতি গ্রহণ করে? চন্দ্র সুধা ঢালিতে ঢালিতে আপনা হারাইয়া ফেলে? আর তারা গুলি গলিয়া গলিয়া মায়ের নূপুর ধুইয়া দেয়? ফুল গুলি লাফ দিয়া ২ পদ ধূলি চুম্বন করে? ভ্রমর ফুলের অনুসরণ করিতে ২ পরাগ-ধূসর হয়?

আর—

"নখরে অরুণ ছোটে?
পদ চিহ্নে পদ্ম ফোটে?
মকরন্দ গন্ধে অন্ধ ভৃঙ্গ বৃন্দ
গুঞ্জি ধায়?"

আর—

প্রেমহাস্য অবিরত
তড়িত প্রকট কত।"
আর—"নিবিড় কুন্তল দল
বিজড়িত পায় পায়?"

মা, তুমি না আসিলে কি

রবি নিশাকর নক্ষত্রনিকর
আকাশে প্রকাশে ভাসে মনোহর,
দেখিতে তোমায় ভ্রমে নিরন্তর?"

আবার ঐ ঐ মা!

"দেখিতে তোমায় সাগরাম্বু রাশি,
উত্তাল তরঙ্গে ধায় দিবানিশি,
বনে রাশি রাশি, কুসুম হাঁসি হাঁসি,
চেয়ে রয় গো—
"দেখিবার তরে তোমায়, তরিণি।"

দেখ মা!

"প্রবল পবন দেশে দেশে ধায়
আনন্দে মাতিয়া তবগুণ গায়,
তরুলতা পাতা সবারে নাচায়,
দেখি তায় গো—
আপনি নাচিয়া কাঁপায় মেদিনী।"

আর—

"সুখে শুক শারী মুখোমুখী করি,
হের নৃত্য করে ঐ ময়ূর ময়ূরী।
মত্ত ভৃঙ্গ ধায়, সুখে পিক গায়
হের কুঞ্জবন সুখে ভেসে যায়।"

তবে কি মা আসিয়াছ? এ মর ধামে অমর পূজিতা মা আসিয়াছ? "অনন্ত অম্বর চিত্র কারিণী" অনন্ত জগৎ প্রসবিনী, অরূপিণী, জগৎ ব্যাপিনী সৌদামিনীর জ্যোতি কলিকার ন্যায়, আজ কি স্থির সৌদামিনী রূপ ধরিয়াছ?

মাহেশ্বরী রাজরাজেশ্বরী মা কি আজ জন্ম মৃত্যু রোগ শোক, দুঃখ জরা বিপদ্ সমাকুল মোহ পাশ-কলঙ্কিত ধরায় দেখা দিয়াছ? ভাবাভাব-বর্জ্জিতা আজ কি ভাবময়ী হইয়াছ? অগুণা আজ কি দয়াময়ী প্রেমময়ী হইয়াছ? পতিত পাবনি! আজ কি দুঃখীর কুটীর মনে পড়িয়াছে? তুই যে মা, "শুদ্ধমপাপবিদ্ধম্"—আর যে "পাপিনামহমেকাগ্রণীঃ" এ ঘরে এ নরক ভূমে,—অমলধবলে! তোমার কি আসিতে হয়? যদি আসিয়াছ, তবে একবার।

"বিরাজো মা, হৃদ্ কমলাসনে,
তোমার ভুবন ভরা রূপটি একবার দেখে লই
মা নয়নে।"

মা! তোমার প্রিয় কুমার ভক্ত-প্রবরের মুখে শুনিয়াছি,

"তুমি জগতের মাতা যোগী জনাসুগত্যা,
অন্তগত জনের কৃপা কল্পলতা,

(আবার) তোমায় মা ব'লে ডাকিলে নাকি
কোলে লও ভক্ত গণে ॥ ”

তাই মা!

“ সাধ মনেতে ভাবি,
মধুর হাসি মাখা মায়ের
মুখ খানি হেরি।
বসে মায়ের কোলে, মা, মা, বলে নাচিব
যোগধ্যানে। ”

মা!

“ আমারে আমার বলিতে
আমার আর কেহ নাই।
দুঃখী দীন হীনের দরদ বোঝে
এমন আর কেহ নাই। ”
“ আমি তাই মা বারে বারে ডাকি। ”
“ মা বিনা করুণা করে,
কে আছে আর ত্রিসংসারে
তাই ডাকি, মা, বারে বারে,
কোলে লও তাপ বারিণী। ”

মা, আর আমার কথা বলিবনা, ঐ দেখ মা! তোমার পূজার বিলম্ব হইতেছে। দূর্ব্বা! তোমার শিশির ভার দিয়া, ভক্ত! তোমার প্রেমাশ্রু দিয়া, মার পা ধুইয়া দাও। দাও ভক্ত! তোমার অক্ষি-পদ্ম দিয়া দুর্ব্বার সঙ্গে মার চরণ মুছাইয়া দাও। শীত ও গ্রীষ্ম! দূর্ব্বা ও অক্ষত দিয়া মা'র শ্রীপদে অর্ঘ্য প্রদান কর। রাধা পদ্ম! মা'কে ভাল করিয়া বসাও! দেখিও বর অঙ্গে যেন আঘাত না লাগে। মলয়! মাকে শীতল কর। তরু! ব্যজন কর। কোকিল! স্বর ধর, কল-কণ্ঠ বিহগ গণ! যোগ দাও। খঞ্জন, ময়ূর তোমরা নৃত্য কর। সাগরোত্থ মেঘ সকল, মাকে স্নান করাও। বায়ু! জলকণা সকল হরণ কর। নারিকেল! মাকে আচমনীয় দান কর। ফলধর! মাকে নৈবেদ্য দান কর। সূর্য্য শশাঙ্ক ও অগ্নি! দীপ, পুষ্প পরাগ ও ধূপ হও। সরিৎ, মাকে পানীয় দাও। গুবাক ও তাম্বুল, মাকে তাম্বূল দান কর। সরোবর ও পুষ্প এবং লতিকা বৃন্দ, মা'র বেশ বিন্যাস করিয়া দাও। অরবিন্দবৃন্দ! মা'র শয্যা রচনা কর। বিশ্ব! বিশ্বেশ্বরীর পূজা কর। শিরীষ কুসুম! মা'র অঙ্গ সেবা কর। বসন্ত! বাসন্তী আসিয়াছেন, পূজা কর। বিশ্বের সমুদায় জীব বৃন্দ, বাসন্তী পূজায় নিবিষ্ট হও। বল সবে—জয়, জয়, মা, বাসন্তীর জয়! এস প্রত্যেকে জোড় করে বলি—

“ জননি, চরণে প্রণমি আমি,
ও দীন তারিণি!
সুরনর সকলে পূজে যে চরণ দুখানি
শেষে এই ভিক্ষা, মা,—
“ মায়ের কোলে ঘুমাইব,
মায়ের অঙ্গে মিশাইব
মা ছেড়ে আর না আসিব
পেলিতে ত্রিনয়নি। ”

একনাথ-মহারাজ-চরিত।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

এই জীবন-বৃত্তান্তটী এই শিক্ষা দিতেছে যে, ঈশ্বর-লাভের জন্য গৃহ ত্যাগ করিবার আবশ্যকতা নাই। জনার্দ্দন পন্থ রাজ কার্য্য সমাধা করিতেন, আবার সাবকাশ মতে ভগবানের ধ্যানে নিমগ্ন থাকিতেন। একনাথও সংসারে থাকিয়া ঈশ্বর আরাধনায় এবং লোকের হিত সাধনে জীবন অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এ কথা যথার্থ বটে যে, সংসারে নানা প্রকার যন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, কিন্তু, যে মহাত্মা এ সকল উপেক্ষা করিয়া অটল উৎসাহের সহিত নিজের উন্নতি সাধন করেন এবং পরহিতব্রতে রত থাকেন, তিনিই প্রকৃত ধর্ম্মবীর। বিশেষতঃ নানা প্রকার প্রলোভন হইতে আপনাকে রক্ষা করিয়া ধর্ম্ম পথে অগ্রসর হওয়া প্রকৃত বীরের কার্য্য, এবং যিনি ইহা সামাধা করিতে পারেন, তাঁহার দ্বারা তিন লোক জিত হইয়া থাকে।

কেবল গ্রন্থ পাঠ করিলে জ্ঞান লাভ হয় না। পুস্তক হইতে যাহা শিক্ষা করা যায়, ভূয়োদর্শন ব্যতীত

তাহা পরিপক্ক হয় না। এই নিমিত্তই জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে তীর্থ দর্শন করিবার জন্য আদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। নানা জাতীয় লোকের আচার ব্যবহার না দেখিলে এবং তাহাদের সহিত সদালাপ না করিলে মন উদার ভাব ধারণ করিতে পারে না। লোকে স্বভাবতঃ স্বজাতির আচার ব্যবহারের প্রতি পক্ষপাতী। কিন্তু, অপর জাতির আচার ব্যবহার প্রত্যক্ষ করিলে, তাহাদের মধ্যে কি ভাল এবং কি মন্দ তাহা জানা যায়, এবং যাহা ভাল তাহা স্বজাতির মধ্যে প্রচলিত করিবার ইচ্ছা হয়। নানা স্থানে নানা প্রকার শিল্পজাত দ্রব্য দেখিলে মনোমধ্যে নব ভাবের অবির্ভাব হয়, এবং যাহা ভাল, তাহা স্বদেশে প্রস্তুত করিবার জন্য চেস্টা য়। স্বদেশে যে সকল নৈসর্গিক দৃশ্য আছে, প্রত্যহ দর্শন করাতে, তাহা আর মনকে আকর্ষণ করে না। কিন্তু ভিন্ন ২ স্থানের নূতন ২ দৃশ্য অবলোকন করিলে মন আনন্দে আপ্লুত হয়। এবং তাহাতে ভগবানের সত্তা হৃদয়ঙ্গম করিয়া তাঁহার ভাবে বিভোর হইয়া যায়। এই ত প্রতি দিন সূর্য্য ও চন্দ্র দেখা যায়, কিন্তু তাহাদের প্রতি মন আকর্ষণ কই হয়? যদ্যপি একটী উল্কাপাত হয়, তাহা হইলে লোকে কেমন আগ্রহের সহিত তাহার প্রতি দৃষ্টি পাত করে। নিজ বাস স্থানের নিকট দিয়া একটী বৃহৎ নদী বহিয়া গেলেও তাহা মনো-মুগ্ধ কর হয় না, কিন্তু কোন নূতন স্থানের একটী ক্ষুদ্র নদীও মনকে আকর্ষণ করিয়া থাকে। প্রধান ২ তীর্থ-স্থান দর্শনে একটী বিশেষ ফল পাওয়া যায়। সাধু সন্ন্যাসী গণ এই সকল স্থান পবিত্র করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সৌম্য মূর্ত্তি দর্শন করিলে এবং তাঁহাদের অমূল্য উপদেশ সকল শ্রবণ করিলে যে, বিশেষ রূপে উপকৃত হওয়া যায়, তৎপক্ষে আর সন্দেহ কি? ভূয়ো-দর্শন ব্যতীত মনুষ্যের শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। বিদ্যালয়ে শিক্ষা সমাপনের পর, যাহাতে ছাত্র গণ ভিন্ন ২ স্থান ভ্রমণ করত বহুদর্শিতা লাভ করিতে পারেন, তৎপক্ষে সমাজের নেতাগণের যত্নবান্ হওয়া উচিত।

গুরু জনের সেবা যে তীর্থ দর্শন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, তাহা এই জীবন বৃত্তান্ত হইতে জানা যায়। চক্র পানি ও তাঁহার স্ত্রীর আর কেহ ছিলনা যে, তাঁহাদের সেবা শুশ্রূষা করে। এক নাথ গৃহ ত্যাগ করাতে তাঁহাদের ক্লেশের এক শেষ হইয়াছিল। এই বৃত্তান্ত অবগত হইয়া জনার্দ্দন পন্থ একনাথকে এই বলিয়া পত্র লিখিলেন যে, "তোমার পিতামহ ও পিতামহীর তত্ত্ব লয় ও তাঁহাদের সেবা করে এমন কেহ নাই, অতএব তাঁহাদের সেবা করা তোমার কর্ত্তব্য এবং ইহাই তোমার প্রকৃত তীর্থ। আমার আদেশ এই যে, এই পত্র পাঠ মাত্র অন্যান্য তীর্থ স্থান দর্শন করা স্থগিত রাখিবে। যে সময়ে এক নাথ এই আদেশ প্রাপ্ত হয়েন, সে সময়ে পবিত্র তীর্থ স্থান সকল দেখিয়া তিনি অপার আনন্দ লাভ করিতেছিলেন, এবং তীর্থ দর্শন-স্পৃহা তাঁহার অন্তঃকরণে প্রবল হইয়াছিল। কিন্তু এমনি তাঁহার গুরুভক্তি যে, জনার্দ্দন পন্থের আজ্ঞা পাইবা মাত্র তিনি তাঁহার পিতামহ ও পিতামহীর সেবায় নিযুক্ত হইলেন। ইহা গুরু ভক্তির একটী উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত

যে সময়ে ব্রাহ্মণ দিগের আধিপত্য প্রবল ছিল, এবং শূদ্র গণ তাঁহাদের দ্বারা পদ দলিত হইত, সে সময়ে একনাথ সামান্য উদারতা দেখান নাই। কি ব্রাহ্মণ কি শূদ্র কি ধনী কি দীন তিনি সকলকেই সম ভাবে যত্ন করিতেন। ধনী বলিয়া যে তাঁহার জন্য ভোজনের বিশেষ আয়োজন করা উচিত, এরূপ ভাব তাঁহার মনে ছিল না। তিনি সকলের জন্য সমান রূপ আয়োজন করিতেন, এবং সকলকে যত্নের সহিত ভোজন করাইতেন। যে কোন বর্ণের আতুর ব্যক্তি তাঁহার নিকটে আসিত, তিনি সাদরে তাহাকে গ্রহণ করিতেন, এবং তাহার দুঃখ দূর করিবার জন্য যত্নবান্ হইতেন। ব্রাহ্মণ বলিয়া তাঁহার কাছে কেহ বিশেষ মর্য্যাদা পাইতনা। তিনি যে পাত্রে গুণ দেখিতেন,

তাহাকেই সমাদর করিতেন । লোভী ও অসচ্চরিত্র ব্রাহ্মণদের উপেক্ষা করিয়া তিনি গুণান্বিত শূদ্র দিগকে সমাদর করিতেন । একনাথ সদ্গুণের এত পক্ষপাতী ছিলেন যে, তিনি একদা একজন ভগবদ্ভক্ত শূদ্রের বাটীতে ভোজন করিয়াছিলেন ইহা অপেক্ষা অধিক উদারতা আর কি হইতে পারে ? এ কার্য্যটী শাস্ত্র-বিরুদ্ধ হয় নাই, যে হেতু সচ্চরিত্র ও ভক্ত শূদ্রের বাটীতে ভোজন করা ব্রাহ্মণের পক্ষে অবিধেয় নহে । শাস্ত্রে এ প্রকার আদেশ আছে । এই কার্য্যের দ্বারা একনাথ দেখাইয়াছিলেন যে, দেশাচার অপেক্ষা শাস্ত্রের আদেশ পালন করা সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য ।

এই জীবন-বৃত্তান্তে, অধ্যাপক মহাশয়দের অবনতির বিষয় বর্ণিত হইয়াছে । ইহা পাঠ করিলে অন্তঃকরণ অতিশয় ব্যথিত হয় । একনাথের সদুপদেশে অনেক অসচ্চরিত্র ব্যক্তি সৎপথ অবলম্বন করিয়াছিলেন । ইহা সে সময়ে কতক গুলি অধ্যাপকের ভাল লাগে নাই । তাহার কারণ এই যে, লোকে সচ্চরিত্র হইলে আর পাপ কার্য্য করিবে না । সুতরাং তাহাদের আর প্রায়শ্চিত্তের আবশ্যক হইবে না, এবং তাহা হইলে ভট্টাচার্য্য মহাশয়দের অর্থাগমের পথ বন্ধ হইবে । প্রাচীন কালের পূজনীয় ঋষিগণের বংশধরদের ইহা অপেক্ষা আর অধিক অবনতি কি হইতে পারে ? এক কালে ঋষিগণ সাংসারিক সুখকে তুচ্ছ বোধ করত, বনের ফল মূল ভক্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করিতেন, এবং সাধারণের হিতব্রত সাধনে নিযুক্ত [illegible]কতেন । কিন্তু হায় ! সেই ঋষি স্থানীয় ব্রাহ্মণ গণ লোককে সদুপদেশ দেওয়া দূরে থাকুক, তাহাদের, [illegible]ষ্টি-চেষ্টা করিতে কুণ্ঠিত হয়েন না ; এবং বলিতে কি, যে সাধু ব্যক্তি পর-হিত-ব্রত সাধনে তৎপর, তাঁহার কার্য্যে বাধা দিতে ক্রটী করেন না । বর্ত্তমান সময়ের অধ্যাপক মহাশয়দের হৃদয়ঙ্গম করা উচিত যে, যাঁহারা এক-নাথের সাধু উদ্দেশ্য সাধন পক্ষে বাধা দিয়া তাঁহাদের হীনতার পরিচয় দিয়াছিলেন, তাঁহাদের কার্য্য উল্লেখ করিয়া লোকে ধিক্কার দিতেছে, আর এক নাথের পবিত্র আত্মা আজ হিন্দুগণ কর্ত্তৃক সম্মানিত ও পূজিত ।

কোন ২ ধর্ম্ম উপদেষ্টা মৌখিক উপদেশ প্রদান করিয়া থাকেন, কিন্তু তাহা লিপিবদ্ধ করেন না । এ প্রকার উপদেশ দ্বারা কেবল শ্রোতাগণ মাত্র উপকৃত হয়েন, তাহার দ্বারা সাধারণের উপকার হয় না । তবে কোন ২ বিশেষ উপদেশ শ্রোতাগণ কর্ত্তৃক প্রচারিত হইতে পারে । বুদ্ধদেব ও চৈতন্য দেব কোন ধর্ম্ম গ্রন্থ প্রণয়ন করেন নাই ; কিন্তু তাঁহাদের প্রদত্ত উপদেশ তাঁহাদের শিষ্যগণ কর্ত্তৃক লিপি বদ্ধ হইয়া বহুল রূপে প্রচারিত হইয়াছে ও হইতেছে । তথাপি তাঁহাদের কত শত উপদেশ যে বিলয় প্রাপ্ত হইয়াছে, তৎ পক্ষে সন্দেহ নাই । মৌখিক উপদেশের আবশ্যকতা আছে বটে, কারণ এমন লোক অনেক আছে, যাহারা, গ্রন্থ-পাঠ করা ভার বোধ করে, কিন্তু কোন উপদেষ্টা বক্তৃতা প্রদান করিবেন ইহা শুনিবা মাত্র তাঁহার কাছে গমন করে । বিশেষত যাহারা লেখা পড়া জানে না, তাহারাও মৌখিক উপদেশ শুনিয়া উপকৃত হইতে পারে । উপদেষ্টা গণ যে সকল উপদেশ প্রদান করেন, তাহা যদি সময়ান্তরে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখেন, তাহা হইলে বড় ভাল হয় । কারণ, তদ্দ্বারা শ্রোতা গণ ভিন্ন অপরেও উপকৃত হইতে পারে, এবং বংশ হইতে বংশান্তরে প্রচারিত হইয়া তাহা আপামর সাধারণের মঙ্গল সাধন করে । এক নাথ মৌখিক উপদেশ দিতেন বটে, কিন্তু তদ্ভিন্ন নানা উপদেশপূর্ণ গ্রন্থ রচনা করাতে সাধারণের বিশেষ রূপ উপকার সাধন করিয়া গিয়াছেন । তাঁহার দৃষ্টান্ত উপদেষ্টা গণের অবলম্বন করা উচিত ।

মহাপুরুষগণ যখন দেখেন যে তাঁহাদের জীবনের কার্য্য শেষ হইয়াছে, এবং ইহার পর শরীর ধারণ [illegible]

বিড়ম্বনা মাত্র, তখন তাঁহারা সমাধি গ্রহণ করেন। এই অবস্থায়, তাঁহারা ভগবানে মন প্রাণ সমর্পণ করত তাঁহাকে চিন্তা করিতে২ দেহ ত্যাগ করেন। যে জীবন রক্ষা করিবার জন্য লোকে অসাধ্য সাধন করিয়া থাকে, সাধু জন গণ তাহা নির্ভীক চিত্তে ত্যাগ করেন। যাহারা বিষয়ের দাস, সাংসারিক সুখে মোহিত, তাহারা এ পৃথিবী ত্যাগ করিতে চাহে না। তাহারা এই ধরাধামকেই সুখের সদন বিবেচনা করে। পরকালে ভগবানের সহবাসে আনন্দ ও শান্তি ভোগ করিবে এ বিশ্বাস তাহাদের নাই। সুতরাং এই পৃথিবীর সুখেই তাহারা মুগ্ধ। কিন্তু সাধুদিগের ত সে ভাব নাই। ব্রহ্মানন্দ-ভোগই তাঁহাদের লক্ষ্য। ঈশ্বরের প্রিয় কার্য্য সাধন জন্যই তাঁহাদের ধরাধামে আগমন। তাঁহারা নিস্বার্থ ভাবে লোকের দুঃখ দূর করেন, এবং তাহাদিগকে সদুপদেশ ও নিজের দৃষ্টান্তের দ্বারা সৎপথে লইয়া যান। এই প্রকারে, তাঁহাদের জীবনের মহাব্রত সমাধা করিয়া তাঁহারা পুণ্যধামে গমন করত পরমাত্মার সহিত মিলিত হয়েন। একনাথ এক জন ধর্ম্মবীর ছিলেন। তিনি তাঁহার জীবনের কার্য্য শেষ করিয়া মৃত্যুকে পদ দলিত করত, যোগ্য ধামে গমন করিলেন।

সম্পূর্ণ।

মা আমার মাতা কি পিতা ?

মহাশক্তি সাগরে নিমগ্ন হইয়া যিনি রত্ন উদ্ধার করিতে চাহেন, তাঁহার চেষ্টা ও যত্ন সংসারের বাহিরে পৌঁছিয়াছে। অনন্ত অম্বুধির অতল তলে ডুবিতে ২ যিনি তলাইয়া যান, তাঁহার সংবাদ কিছুই পাওয়া যায় না। বুদ্ধি, জ্ঞান, চেষ্টা ও যত্নের সীমা যিনি অতিক্রম করেন, তাঁহার সমাচার জগতে পৌঁছে না। ব্রহ্মলোক হইতে সংবাদ পাওয়া যায়, বৈকুণ্ঠ লোক হইতেও সংবাদ পাওয়া যায়, কিন্তু সেই মূল শক্তির গভীর গর্ভে যিনি ডুবিয়া যান, তাঁহার সংবাদ পাওয়া যায় না। শ্রুতি সকল কথা বলেন বটে, কিন্তু সে স্থানের তত্ত্ব-বার্ত্তা ভাল করিয়া বলিতে পারেন না। সে স্থানের তারের সংবাদ জগতে কেহ আনিয়া দিতে পারে না। যোগী ঋষি সে স্থান সম্বন্ধে নির্ব্বাক্। ইঙ্গিতে ইঙ্গিতে শ্রুতি সেই ঈপ্সিত কথার কিঞ্চিৎ পরিচয় দেন বটে, কিন্তু পূর্ণ পরিচয় দিতে পারেন কৈ ? শ্রুতি তাঁহাকে ধরি ধরি করিয়া ধরিতে পারেন না, ছুঁই ছুঁই করিয়া ছুঁইতে পারেন না, যে তাঁহাকে ধরিল, সে মরিল, যে তাঁহাকে ছুঁইল, সে ভুলিয়া গেল, তাঁহার কাছে গিয়া কেহই আর ফিরিয়া আসেন না।

জানি না তাঁহাতে কি মধু আছে। সেই অজানা অচেনা বস্তুর জন্য জগৎ কিন্তু পাগল। যিনি বুঝিবার অগম্য পথে বিরাজ করিতেছেন, তাঁহাকে সম্মুখে পাইলে তাঁহার সহিত সম্পর্ক পাতাইতে ইচ্ছা হয়। জগতের কোন প্রিয়তম পদার্থকে যেমন ভালবাসি, সেই রূপ তাঁহাকে ভাল বাসিতে ইচ্ছা হয়। সাংসারিক ভালবাসার আদর্শে আমরা তাঁহাকে ভালবাসিতে চাই। সংসারে যে ভাবে প্রেমকে ব্যবহার করিতে শিখিয়াছি, সেই ভাবে তাঁহার সম্বন্ধেও প্রেমের প্রয়োগ করিতে চাই। আমরা যে ভাবে অভ্যস্ত, সেই ভাবই সম্বল করিয়া তাঁহার রাজ্যে যাইতে চাই। সংসারেই আমাদের ভালবাসার ভিত্তি ভূমি রচিত হইয়াছে। মাতা, পিতা, ভাই, বন্ধু, স্ত্রী, পুত্র ইহাদিগকেই আমরা ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। ইঁহাদিগকে লইয়াই আমাদের ভালবাসার আদর্শ গঠিত হইয়াছে। সুতরাং মাতৃত্ব, পিতৃত্ব, বন্ধুত্ব আদি সম্বন্ধই আমাদের ভালবাসার অবলম্বন। মাতা, ভাই, ভগিনী, বন্ধু ছাড়া ভালবাসা চরিতার্থ করিবার আশ্রয় আর আমরা জানিনা। এই সম্বন্ধ ছাড়া আর কোন রূপে আমাদের ভালবাসা অভ্যস্ত হয় নাই। বন্ধুকে ভালবাসি বন্ধুত্ব সম্বন্ধের ভিতর দিয়া, স্ত্রীকে ভাল বাসি স্ত্রীত্ব সম্বন্ধের ভিতর দিয়া। বন্ধুত্ব স্ত্রীত্বাদি সম্বন্ধ বর্জ্জিত হইয়া কেমন করিয়া

ভাল বাসিতে হয়, তাহা আমরা জানি না। যিনি জগতের অতীত, তাঁহাকে জগৎ ছাড়া সম্বন্ধের দ্বার দিয়া কেমন করিয়া ভালবসিতে হয় তাহা জানি না। তাই পরিচিত চিরাভ্যস্ত সম্বন্ধ লইয়াই ভগবান্‌কে ভাল বাসিতে চাই। তাঁহার সহিত মাতা, পিতা, সখা, প্রভু আদি সম্পর্ক পাতাইতে চাই।

তাঁহার সহিত কোন্ সম্পর্ক পাতাইব? তাঁহার সহিত আমাদের সর্ব্ববাদি সম্মত কোন্ সম্পর্ক হইতে পারে? তাঁহার সহিত বন্ধুত্ব সম্বন্ধই কি ঠিক? তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে। যে জীবনে বন্ধু ভাব কখনও অনুভব করে নাই, তাহার পক্ষে তিনি বন্ধু কেমন করিয়া? বন্ধু কি জিনিষ তাহা যে বুঝিল না, বন্ধুত্বের মর্ম্ম কি তাহা অনুভব করিবার অবকাশ জীবনে যাহার হইল না, বন্ধুত্বের দ্বার দিয়া সে কেমন করিয়া ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে? যে নিতান্ত শিশু, ভগবান্‌কে ভালবাসিবার তাহারও অধিকার আছে। শিশু সৌহার্দ্দের আস্বাদ বুঝিতে না বুঝিতেই জীবন-লীলা সম্বরণ করিল, তাহার সেই ক্ষুদ্র জীবন-গণ্ডির ভিতরে বন্ধুভাবে ভগবান্‌কে ভাল বাসা অসম্ভব। তাহার যে বৃত্তি ফুটিতেই পাইল না, সেই অপ্রস্ফুটিত বৃত্তির সাহচর্য্যে কোন কার্য্য করা তাহার পক্ষে আকাশ-কুসুম। তবে কি তাঁহার সহিত পিতৃত্ব সম্পর্কই সর্ব্ব-সম্মত। তাহাই বা কেমন করিয়া হইতে পারে? বালক যখন মাতৃগর্ভে বাস করিতেছে, সেই অবস্থাতেই তাহার পিতার মৃত্যু হইল, বালক ভূমিষ্ঠ হইয়া মাতার যত্নেই লালিত পালিত হইতে লাগিল, পিতা কি তাহা সে বুঝিল না, পিতৃত্বের মর্ম্ম কি, তাহাতে সে সম্পূর্ণ রূপে বঞ্চিত হইল, এই পিতৃত্ব রসানভিজ্ঞ পুরুষ পিতৃ রূপে ভগবান্‌কে ভালবাসিতে পারে কেমন করিয়া? যে কখনও দাস হইয়া প্রভুভাবের মর্ম্ম অবগত হয় নাই, সে প্রভু রূপে তাঁহাকে ভালবাসিতে পারে কেমন করিয়া? সুতরাং ভগবানের সহিত পিতা, সখা, বন্ধু আদি সম্পর্ক সর্ব্ব জন সম্মত বলিয়া স্থিরীকৃত হইতে পারে না। যে সম্পর্ক জন্মিতে অভিজ্ঞতার প্রয়োজন, শিক্ষার প্রয়োজন, সে ত কৃত্রিম, যাহা কৃত্রিম, যাহা মনুষ্য রচনার ময়লা মাটি মাখা, তাহা কি মূল প্রকৃতির সন্নিধি স্পর্শ করিতে পারে?

ভগবানের সহিত আমাদের মাতৃ সম্পর্কই অকৃত্রিম। মাতাই জগতে আমাদের সর্ব্ব প্রথমে ভালবাসার অবলম্বন। জগতের কাহারই সহিত যখন আমাদের পরিচয় হয় নাই, তেমন অবস্থায় কেবল মাত্র মাকেই "আপনার" বলিয়া বুঝিয়াছি। জগতের শিক্ষা দীক্ষা উপদেশ অভিজ্ঞতা আদি জঞ্জাল বিন্দু মাত্র যখন আমাদের হৃদয়কে অধিকার করে নাই, তেমন অবস্থায় প্রকৃতি এক মাত্র মাকেই আমাদের অভিভাবক বলিয়া পরিচিত করিয়া দিয়াছেন। সুতরাং মা'র সহিত সম্পর্কই আমাদের স্বাভাবিক। আমাদিগকে প্রকৃতি স্বয়ং ভাল বলিয়া যাহা দেন, তাহা যত মধুর, যত উপাদেয়, এমন আর কিছুই নহে। যাহা স্বাভাবিক, তাহাকে বিকশিত করা, সমুন্নত করা, আমাদের পক্ষে যত সহজ, এমন আর কিছুই নহে। মাতৃ ভাবের পরি-পুষ্টি আমাদের পক্ষে যেমন সহজ সাধ্য, এমন আর কিছুই নহে। সর্ব্ব প্রথমে সম্পূর্ণ নিঃসহায়াবস্থায় যাঁহার কোলে লালিত হইয়াছি, সর্ব্ব প্রথমে জীবন-কুসুমের মুকুলাবস্থায় যিনি আমার হৃৎপটে স্নেহ মায়া মমতার মূর্ত্তিমতী দেবতা রূপে অঙ্কিত আছেন, সর্ব্ব শেষে তাঁহারই কোলে মাথা রাখিয়া চিরদিনের জন্য জুড়াইয়া যাইব এ ভাব যেমন মধুর, যেমন সুন্দর, যেমন প্রাকৃতিক, যেমন সহজে আয়ত্ত হইতে পারে, এমন আর কিছুই নহে।

শৈশব অবস্থায় যে সংস্কার-রেখা হৃৎপটে অঙ্কিত হয়, তাহা মরমে ২ বদ্ধমূল হইয়া যায়, তাহার বজ্রলেখ কিছুতেই মুছিয়া যায় না, তাহা অন্তর হইতেও অন্তরতম প্রদেশে সূক্ষ্ম ভাবে জাগরূক

থাকে। কোন সামান্য উদ্‌বোধক কারণ জুটিলেই সেই সংস্কার সকল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাণে প্রাণে শৈশবের কোমলতা স্তূপের ভিতর দিয়া মাতার যে স্নেহময়ী সংস্কার-রেখা বজ্রতেজে বসিয়া গিয়াছে, সেই প্রসুপ্ত সংস্কার-রেখা ভগবৎ-প্রেমশক্তির আকর্ষণে সহজেই উদ্বুদ্ধ হইতে পারে। প্রাকৃতিক সূত্রের ভিতর দিয়া যে চেষ্টার প্রবাহ হয়, তাহা জগতে কখনই পরাজিত হয় না। সুতরাং মাতৃ-ভাবই আমাদের সহজসাধ্য সাধনা। মা'র মত অভি-ভাবক জগতে আর কেহ নাই। আজ পুত্রের জন্ম দিয়া পিতা মরিয়া গেলেও মাতা বাঁচিয়া থাকিলে গর্ভস্থ শিশুর কোন অমঙ্গলই হইতে পারে না। কিন্তু মাতা যদি মরিয়া যান, তাহা হইলে পিতা বন্ধু আদি সহস্র আত্মীয় জীবিত থাকিলেও শিশুর রক্ষা কিছুতেই হইতে পারে না। মা'র মত আপনার জিনিস জগতে আর কেহ নাই? গর্ভস্থ শিশুর কল্যাণ-কামনায় মা কি না করিয়া থাকেন। শিশুর রোগ শান্তির জন্য ব্রত, নিয়ম, উপবাস আদির কষ্টকে মাতা পরমাহ্লাদে সহিয়া থাকেন। পিতা পুত্রের জন্য বন্ধু বন্ধুর জন্য সে কষ্ট কি সহিয়া থাকেন? জগতের কোন বন্ধু, বান্ধব, আত্মীয় স্বজনের নিকট হইতে মার মত ভালবাসা কি পাওয়া যাইতে পারে? আমি যখন ভূমিষ্ঠ হই নাই, বাহ্য জগতের কোন সম্বন্ধই যখন আমাকে স্পর্শ করে নাই, সেই সর্ব্বপ্রথমে মাতৃ শক্তি আমার অন্তর্নিবিষ্ট। আজ গর্ভস্থ শিশুর কোন ব্যাধি হইলে মা যদি ঔষধ খান, তাহা হইলে তাঁহাতেই শিশুর রোগ সারিয়া যায়, কেননা মাতৃশক্তি শিশুতে সঞ্চারিত হয়। মার সহিত শিশুর এমনই অভেদাত্মক ভালবাসার সম্বন্ধ। জগতের অন্য কোন সম্পর্ক কি এতটা অভেদাত্মক ভালবাসা আনিতে পারে? পিতা ঔষধ খাইলে কি গর্ভস্থ শিশুর কখনও রোগ আরাম হয়? বন্ধুর হইয়া বন্ধু ঔষধ খাইলে কি রোগ বিদূরিত হয়? সুতরাং জগতের সর্ব্ব প্রথমে যিনি আমাকে চূড়ান্ত ভাল বাসিয়াছেন ও ভাল বাসিতে শিখাইয়াছেন, সেই ভালবাসার কেন্দ্রস্থলকে ছাড়িয়া আমার প্রীতি শক্তি আর কাহার কাছে গিয়া চরিতার্থ হইতে পারে? যিনি জগতের সর্ব্ব প্রথমে আমাকে কোলে করিয়া মানুষ করিয়াছেন, জগতের লোক ঘৃণা পূর্ব্বক একটা রক্ত মাংসময় পিণ্ড বলিয়া আমাকে স্পর্শ পর্য্যন্ত না করিলেও যিনি আমাকে সে দুর্দ্দিনে বুকে করিয়া রক্ষা করিয়াছেন, সেই স্নেহ কল্প-লতিকাকে ভালবাসার আদর্শ করিয়া তাঁহার চরণ তলে যদি প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ না করিলাম,—তবে করি-লাম কি? জগতের কোন সাহায্য যখন আমাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমন অবস্থায় শত দুঃখ যন্ত্রণা সহ্য করিয়া যিনি আমায় উদরে ধারণ করিয়াছেন, খাইতে শুইতে বসিতে, পাছে আমার কোন অমঙ্গল হয় এই রূপ দুশ্চিন্তায় অবিরত যিনি জ্বলিয়াছেন, ভোজনের সময় হয়ত আমাকে কোলে করিয়া খাইতে বসিয়া আমার বিষ্ঠাত্যাগ জন্য অর্দ্ধভুক্ত অন্ন পরিত্যাগ করিয়া যিনি আমায় লইয়া বিব্রত হইয়াছেন, সেই স্নেহ মায়ার নির্ঝরিণীকে ভালবাসার পূর্ণ প্রতিকৃতি না ভাবিয়া আর কাহাকে ভাবিব? মার বিচিত্র ভালবাসার কথা মনে হইলে ত্রিভুবনের সমস্ত ভাল বাসা পুঞ্জীকৃত করিয়া তুলাদণ্ডে পরিমাণ করিলেও মাতৃস্নেহের এক কণিকাও গুরু ভার হইয়া উঠে। যে মাতৃ ভাব আমাদের অস্তিত্বের আদি হইতে আমাদের মনঃ প্রাণ অন্তরাত্মায় ওত প্রোত ভাবে অনুস্যূত, ভাব স্বরূপ ভগবানকে পাইবার জন্য সেই ভাবই আমাদের সহজ সাধ্য সাধনা। কেননা উহাই প্রাকৃতিক পন্থা।

শাস্ত্রেও দেখিতে পাই, পিতা অপেক্ষা মার সম্মানই অধিক। গার্হস্থ্যাশ্রম-পরিত্যাগী সন্ন্যাসী পুত্র মার চরণে প্রণাম করিয়া পদধূলি লইবেন। মাতা তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করিবেন। কিন্তু সন্ন্যাসী পুত্র পিতাকে

প্রণাম করিতে পারেন না। পিতাই তাদৃশ পুত্রকে অগ্রে প্রণাম করিতে বাধ্য। তৎপরে পুত্র "নমো নারায়ণায়" বলিয়া তাঁহার আশ্রম-প্রচলিত নিয়মানুসারে যেমন সর্ব্ব সাধারণকে প্রণাম করিয়া থাকেন, সেই রূপ পিতাকেও প্রণাম করিবেন। শ্রুতি বলিয়াছেন "মাতা পিতুরপি গৌরবেণ সহস্রেণ তিরিচ্যতে।", সুতরাং শাস্ত্রও মাতাকে সর্ব্বোচ্চ অধিকার দান করিয়াছেন। মা পিতা অপেক্ষাও বড়। শিশু সর্ব্বাগ্রে "মা" "মা" বলিতে শিখে পরে বাবা আদি অন্যশব্দ উচ্চারণ করে। প্রকৃতির নিয়ম-কৌশলে শিশুর "মা" বলিবার বুদ্ধি সর্ব্বাগ্রে ফুটিয়া উঠে। সুতরাং প্রকৃতিও মাকে বড় করিয়াছেন। স্নেহ ভক্তি ভালবাসার ক্ষীর ভাণ্ড মথিত করিয়া নবনীত স্বরূপ "মা" এই কথাটি উৎপন্ন হইয়াছে। যে ভাষায় "মা" নাই, সেত পশুর ভাষা। যে পরিবারে মা বলিয়া আব্দার নাই, সেত মরুভূমি। যে হৃদয়ে মা বলিতে উচ্ছ্বাসের অমিয় ধারা বহিয়া না যায়, সেত প্রেতভূমি। প্রকৃতির গুহা গর্ভ উদ্ভিন্ন করিয়া যে ফুল ফুটিয়া উঠে, তাহার সৌগন্ধে ভুবন ভরিয়া যায়, তাহার মাধুরীতে জগৎ পুলকিত হইয়া যায়। তাই জগৎ মাতৃস্নেহের জন্য পাগল। রোগের নিদারুণ যন্ত্রণায় যখন ছট্‌ফট্ করিতে থাকি, তখন স্ত্রী ভাল লাগে না, পুত্র দৌহিত্র ভাল লাগেনা, বন্ধু বান্ধব কাহারও সেবায় শান্তি পাই না, তখন মা আসিয়া পাশে বসিয়া একবার যদি গায়ে হাত বুলাইয়া দেন, অমনি মুহূর্ত্তের জন্য মনঃ প্রাণ সুস্থির হইয়া উঠে। মা যে আমার প্রকৃতিপ্রদত্ত বন্ধু, আর স্ত্রী পুত্র বন্ধু বান্ধবকে আমি যে নিজে বন্ধু করিয়া লইয়াছি। মার সূক্ষ্ম স্নেহ-শক্তি জ্বলন্ত অগ্নিতে শান্তি বারি ছিটাইয়া দেয়, ঘোর নৈরাশ্যের অন্ধকারে আশার দীপশিখা জ্বালিয়া দেয়। দুশ্চিন্তার অকূল পাথারে মার মিষ্ট কথা কূল আনিয়া দেয়। জীবের পক্ষে মা বিধাতার কৃপাপ্রসাদ। মার মত অতুল দয়া আর কাহারও নাই। পুত্রের অপরাধ হইলে পিতা প্রহার করেন, বন্ধুর দোষ হইলে বন্ধুকে বন্ধু ত্যাগ করিয়া যান, কিন্তু শত সহস্র দোষে দোষী হইলেও মা পুত্রকে পরিত্যাগ করেন না। মা পুত্রের সকল দোষ ক্ষমা করেন, তাহার সকল দোষ ভুলিয়া গিয়া তাহাকে কোলে তুলিয়া লন। কাশীপতি জগৎ-পিতা বিশ্বেশ্বর পাপের জন্য জীবকে অগ্রে রুদ্র-যাতনা দেন, পরে মুক্তি দেন। মা অন্নপূর্ণা জীবের ক্ষুধার অগ্রেই পরমান্নের থালা হাতে লইয়া দাঁড়াইয়া থাকেন। আমরা কলির দুর্ব্বল জীব—অসমর্থ শিশু। যিনি ক্ষুধার অগ্রে আমাদিগকে অন্ন দেন, তিনিই আমাদের মাতা। তিনি কাহারও বনিতা নহেন, তিনি কেবলই "মা"। তিনি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবাদিরও প্রসূতি। যিনি ত্রিজগতের মা, তিনি স্বামীর স্ত্রী নহেন, পিতার পত্নী নহেন, তিনি সকলের মা, তিনি পিতারও মা। তিনি কেবলই মা, তাঁহার উপর আর কেহ নাই। তিনি মাতা হইয়াও পিতা, তিনি প্রকৃতি ও পুরুষ উভয়ই। আমাদের ব্যাকরণে পুরুষ, স্ত্রী, ক্লীব, এই ত্রিবিধ ভেদ আছে। তাঁহার রাজ্যে তাহা নাই। আমাদের ব্যাকরণ অনুসারে তিনি স্ত্রী নহেন, তিনি পুরুষ নহেন, তিনি ক্লীব নহেন। তিনি স্ত্রী, ক্লীব, পুংস্ত্ব এই ত্রিবিধ ভেদের অতীত পদার্থ। ব্যাকরণ-প্রচলিত স্ত্রীত্বানুসারে আমি তাঁহাকে "মা" বলিতেছি না, তাঁহাকে মা বলিতেছি, তিনি জগতের মূল শক্তি বলিয়া। যিনি জগতের মূল কারণ, তিনিই সকলের মা হইতে পারেন। যিনি জগতের মূল কর্ত্তা, তাঁহার উপর আর কেহ কর্ত্তা নাই। তিনি কাহারও অধীনা নহেন। যিনি আমাদের মা, তিনি সকল অপেক্ষা বড়। তাঁহার বড় আর কেহ নাই। সেই অঘটন ঘটন পটীয়সী দয়াময়ী মা আছেন বলিয়াই আমাদের মত পতিত দগ্ধ জীবের ভরসা আছে। মহামায়ার মাতৃ মূর্ত্তি জীবের যত আশাপ্রদ, এমন আর কোন মূর্ত্তিই নহে। আজ পিতা বিশ্বনাথের দিকে যখন তাকাই, তখন তাঁহার ত্রিশূল বাঘাম্বরধর

উগ্রমূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হই, আবার মা অন্নপূর্ণার দিকে যখন তাকাই, তখন সুশীতল মূর্ত্তি দেখিয়া মনঃ প্রাণ জুড়াইয়া যায়। এ মূর্ত্তিতে হুঙ্কার নাই, উগ্রতা নাই, করাল চেষ্টা নাই, কোন বিকট ব্যাপার নাই, কেবল মুখে মিষ্ট হাসি। প্রেমময়ী মূর্ত্তি হইতে করুণার অতুল কল্লোলিনী কেবল বহিয়া যাইতেছে। মার অভয় মঙ্গলা মূর্ত্তি দেখিয়া হৃদয়ে বল হয়, চিত্ত প্রফুল্ল হইয়া উঠে। শিশুকে যখন কেহ ভয় দেখায়, তখন শিশু যেমন বলে, "মাকে বলিয়া দিব"; সেই রূপ সাধক যখন বলিতে পারিবেন, যম! তুমি কি আমাকে ভয় দেখাও, ভয়হারিণী মা আমার শিয়রে দাঁড়াইয়া রহিয়াছেন, আমি তোমায় ভয় করি না" এই রূপ শিশুর হৃদয় লইয়া মার দিকে সাধক যখন একান্ত নির্ভর করিতে পারিবেন, তখনই তিনি কৃতকৃতার্থ হইতে পারিবেন। আইস জীব! মার চরণ তলে দাঁড়াইয়া ভিক্ষা করি—

সদ্ভক্তি কল্পলতিকে! ভুবনৈক বন্দ্যে!
ভুক্তান্ন পূর্ণ বরকাঞ্চন দর্ব্বীহস্তে!
মায়াসুতাঃ পরিজনোহিপ্যথ মকামাঃ
ভিক্ষাং প্রদেহি গিরিজে! ক্ষুধিতায় মহ্যং।

ধর্ম্মোৎসব।

১। কলিকাতা—৩০ এ বৈশাখ হইতে ৪ঠা জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত চালতা বাগান হরি সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। এই উৎসবে সভার প্রতিষ্ঠাতা মান্যবর শ্রীযুক্ত কালী কৃষ্ণ কর মহাশয় বিশেষ উৎসাহ ও বদান্যতা সহ অনেক দীন দরিদ্র ব্যক্তিকে অন্ন ও বস্ত্র দান করিয়াছেন। শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন ও শ্রীযুক্ত নীল কণ্ঠ গোস্বামী মহাশয় দ্বয়ের শাস্ত্র পাঠ ও ব্যাখ্যায় শ্রোতৃবর্গ পরম আনন্দ লাভ করিয়াছিলেন। উৎসবের শেষ দুই দিন পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী "দরিদ্রের পর্ণ কুটীর" ও "মানবের প্রকৃত ধর্ম্ম" বিষয়িণী দুইটী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা শুনিবার জন্য সভাগৃহে অত্যন্ত ভীড় হইত। এমন কি রাজ পথ পর্য্যন্ত লোকাকীর্ণ হইত। তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান ভক্তি পূর্ণ সুললিত বক্তৃতায় শ্রোতৃ বর্গের বিষয় সন্তপ্ত হৃদয়ে শান্তির সঞ্চার হইত।

শ্রীধীরেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য্য।

২। ভবানীপুর—৮ই জ্যৈষ্ঠ হইতে ১১ই জ্যৈষ্ঠ পর্য্যন্ত কলিকাতা ভবানীপুর হরি ভক্তি প্রদায়িনী সভার সপ্তম সাম্বৎসরিক মহামহোৎসব হইয়া গেল। সম্পাদক শ্রীযুক্ত নন্দলাল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উৎসাহে ও প্রযত্নে সভার দিন দিন উন্নতি দেখিয়া আমরা সন্তুষ্ট হইয়াছি। এই উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিত দিগের বিচার ও বিদায়, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভোজন, কাঙ্গালী বিদায়, নগর সংকীর্ত্তন আদির অনুষ্ঠান উত্তম রূপ হইয়াছিল। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত মদন গোপাল গোস্বামী মহাশয় শ্রীমদ্ভাগবত ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন, এবং শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় তাঁহার তেজস্বিনী ভাষায় জ্ঞান ও ভক্তি পূর্ণ বক্তৃতা করিয়া সভাস্থ সাধু হৃদয় মাত্রেরই অন্তঃকরণে ভগবৎ প্রেমের সঞ্চার করিয়াছিলেন। ভবানী পুরস্থ শিক্ষিত সম্প্রদায় স্বামীজীর ধর্ম্মার্থ পূর্ণ বক্তৃতা দুই দিন মাত্র শুনিয়া তৃপ্তিলাভ করিতে পারেন নাই, তাই আবার ভূত পূর্ব্ব হাইকোর্টের জজ অনরেবল্ স্যর্ শ্রীযুক্ত রমেশ চন্দ্র মিত্র মহাশয়ের বাটীতে আর একটী সভা আহূত হইয়া তাঁহার বক্তৃতা হয়। সে দিন কার সভায় মান্যবর জজ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় আদি সম্ভ্রান্ত ও সুশিক্ষিত হাকিম ও উকীল ও উচ্চ পদস্থ সম্ভ্রান্ত বহু ব্যক্তির সমাগমে সভাস্থল পরিপূর্ণ হইয়াছিল। স্বামীজী নিজ অমৃত ময়ী ভাষায় "হিন্দু ধর্ম্মের মহত্ত্ব" বিষয়িণী সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। যাঁহারা

কখনও ধর্ম্ম-কথা শুনিতে চাহিতেন না, এমন অনেক ব্যক্তিও নিস্তব্ধ ও নিস্পন্দ ভাবে মন্ত্র মোহিতবৎ ধর্ম্মভাবে আপ্লুত হইয়াছিলেন। অনেকে বক্তার প্রেমোচ্ছ্বাসের সঙ্গে ২ প্রেমাশ্রুপাত না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। স্বামীজীর বক্তৃতা লোক সকলকে আরও উৎসাহিত করিল। তৎপর দিন আবার তিনি নিতান্ত অনুরুদ্ধ হইয়া হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ঈশ্বর চন্দ্র চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বাটীতে গার্হস্থ্য ধর্ম্ম সম্বন্ধে এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা শুনিতে অনেক সম্ভ্রান্ত মহিলারও সমাগম হইয়াছিল। ভবানী পুরে লোকের স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিয়া এখনও আশা মিটে নাই। তিনি পূর্ব্ব বঙ্গ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন কালে আবার ধর্ম্মান্দোলন জন্য অনুরুদ্ধ হইয়াছেন।

শ্রীচন্দ্র ভূষণ সেন বি, এ,।

৩। ঝাঁপড় দা—পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় আমন্ত্রিত হইয়া মান্যবর শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাটীতে সমাগত হয়েন। ভদ্রমণ্ডলীর, বিশেষানুরোধে স্বামীজী তথায় একটী গভীর ধর্ম্মোপদেশ পূর্ণ বক্তৃতা করেন। শিক্ষিত ও অশিক্ষিত বহু পুরুষ ও নারীতে বক্তৃতার প্রশস্ত স্থান পরিপূর্ণ হইয়া যায়। কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তির সমন্বয় করিয়া ভগবৎ প্রেম তরঙ্গে শ্রোতৃবর্গের হৃদয়ে বক্তা যেন অমৃত রসের সঞ্চার করিয়া দিলেন। পণ্ডিত, অপণ্ডিত সকলেই আনন্দ ও প্রেমে গদ্‌গদ্ ও অশ্রু-পূর্ণ নেত্রে বক্তার বহুল স্তুতিবাদ করিয়া নিজ গৃহে গমন করিলেন। ঝাঁপড়দায় এরূপ স্বর্গীয় দৃশ্য কেহ কখনও দেখে নাই।

শ্রীমন্মথ নাথ মুখোপাধ্যায়।

৪। ঝিংরা—ঝাঁপড় দা হইতে পরিব্রাজক মহাশয় ঝিংরা হরিসভার বার্ষিক উৎসবোপলক্ষে গমন করেন। তথায় ভদ্র, অভদ্র, পুরুষ ও নারী, সকলেই স্বামীজীর শুভ সমাগমে আনন্দিত হইলেন। একদিন "আর্য্য-ধর্ম্মের গূঢ় মর্ম্ম" ও আর একদিন "মূর্ত্তি পূজা" বিষয়িণী বক্তৃতা হইল। তিনি শাস্ত্রের গূঢ় ও কঠিন বিষয় সকল এত সরল ও সহজ করিয়া বুঝাইয়া দিলেন যে অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষেরও বুঝিতে ক্লেশ হয় নাই। এই দুই দিনের উপদেশে অনেক লোকে অনেক নূতন শিক্ষা করিল, এবং অনেকের ধর্ম্ম সাধনের পথ সুগম হইল। এই উৎসব উপলক্ষে বৈষ্ণব ভোজন, দেব পূজা, সংকীর্ত্তন ও শাস্ত্রাদি পাঠ হইয়াছিল। কলিকাতা হইতে শ্রীযুক্ত কালী-প্রসন্ন বিদ্যারত্ন মহাশয় আসিয়াও দুই দিন বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শ্রীকিশোরী লাল।

৫। পরিব্রাজক মহাশয়ের বঙ্গ দেশে শুভাগমন উপলক্ষ করিয়া তেলেহাটী হরি সভার একটী বিশেষ উৎসব হয়। সভার সম্পাদক ও প্রতিষ্ঠাতা শ্রীযুক্ত ভোলা নাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয়ের বিশেষ যত্নে কয়েক বর্ষ হইতে সভাটী কতক গুলি গ্রামের বিশেষ উপকার সাধন করিতেছে, স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিবার জন্য পার্শ্ববর্ত্তী অনেক গুলি গ্রামের লোক একত্রিত হইত। স্বামীজীর দুই দিনের দুইটী সুদীর্ঘ ভক্তি রসামৃত বাহিনী বক্তৃতায় শ্রোতৃবর্গের প্রাণ সুশীতল হইয়াছে। কত পুরুষ, কত নারী এই দুই দিনে যে কত আনন্দ লাভ করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করিতে পারি না। এই উৎসবে হরিনাম সংকীর্ত্তনের উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়াছিল, এবং ভগবানের প্রভাস-লীলার বালক সংকীর্ত্তন হইয়াছিল। ইতি

শ্রীদ্বারকা নাথ ভট্টাচার্য্য।

পরিব্রাজক মহাশয় অতঃপর দার্জ্জিলিং যাত্রা করিয়াছেন, তথা হইতে ঢাকায় যাইবেন।

॥ ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ॥

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
পর সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত "।

১৫শ ভাগ	" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১৪
৪র্থ সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "	শ্রাবণ-মাস

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

তথাচ্ছাদনদানঞ্চ করশৌচার্থমম্বু চ।
অপসব্যং ততঃ কৃত্বা পিতৃণামপ্রদক্ষিণং ॥
দ্বিগুণাংস্তু কুশান্ দত্ত্বাহ্যুশন্তস্ত্বেত্যৃচা পিতৄন্।
আবাহ্য তদনুজ্ঞাতো জপেদায়ান্তু নস্ততঃ ॥

আচ্ছাদনের জন্য বস্ত্র এবং হস্তপ্রক্ষালনের জন্য জল দান করিবে। তদনন্তর অপসব্যানুষ্ঠানানন্তর পিতৃগণের বামাবর্ত্তে দ্বিগুণিত কুশাসন আস্তীর্ণ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ গণের অনুমতি গ্রহণ পূর্ব্বক "উশন্তস্ত্বা" এই মন্ত্র দ্বারা পিতৃ গণের আবাহন করিবে। তৎপরে "আয়ান্তু নঃ" এই মন্ত্র জপ করিবে।

অপহতা ইতি তিলান্ বিকীর্য্য চ সমন্ততঃ।
যবার্থাস্তু তিলৈঃ কার্য্যাঃ কুর্য্যাদর্ঘ্যাদি পূর্ব্ববৎ ॥

"অপহতা" এই মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক চতুর্দ্দিকে তিল বিকীর্ণ করিবে। যবের বিনিময়ে তিলের দ্বারা কার্য্য সাধন করিবে। এবং পূর্ব্ববৎ অর্ঘ্যাদি অনুষ্ঠান করিবে।

দত্ত্বার্ঘ্যং সংস্রবাংস্তেষাং পাত্রে কৃত্বা বিধানতঃ।
পিতৃভ্যঃ স্থানমসীতি ন্যুব্জং পাত্রং করোত্যধঃ ॥

ব্রাহ্মণ গণের হস্তে অর্ঘ্য দান করিবে। তাঁহাদের হস্ত হইতে যে জল নিঃসৃত হইবে, বিধি পূর্ব্বক সেই জল পাত্রে রাখিয়া "পিতৃভ্য স্থানমসি" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক পাত্র উপুড় করিয়া নিম্নে জল পাতিত করিবে।

অগ্নৌ করিষ্যন্নাদায় পৃচ্ছত্যন্নং ঘৃতপ্লুতং।
কুরুষ্বেত্যভ্যনুজ্ঞাতো হুত্বাগ্নৌ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥

ঘৃতাক্ত অন্ন ব্রাহ্মণ গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতৃযজ্ঞের বিধি অনুসারে অগ্নিতে হবন করিবে।

হুতশেষং প্রদদ্যাত্তু ভাজনেষু সমাহিতঃ।
যথা লাভোপপন্নেষু রৌপ্যেষু চ বিশেষতঃ।

হুতাবশিষ্ট অন্ন একাগ্রচিত্তে পাত্রে অর্পিত করিবে। নিজশক্ত্যনুসারে রৌপ্যপাত্রের আয়োজন করিতে পারিলেই ভাল হয়।

দত্ত্বান্নং পৃথিবীপাত্র মিতি পাত্রাভিমন্ত্রণম্।
কৃত্বেদং বিষ্ণুরিত্যন্নে দ্বিজাঙ্গুষ্ঠং নিবেশয়েৎ ॥

ভোজন-পাত্রে অন্ন রাখিয়া "পৃথিবীপাত্রং" এই মন্ত্র দ্বারা পাত্রের অভিমন্ত্রণ করিবে। "ইদং বিষ্ণু" এই মন্ত্র উচ্চারণ পূর্ব্বক উক্ত অন্নের উপর ব্রাহ্মণের অঙ্গুষ্ঠ রক্ষিত করিবে।

সব্যাহৃতিকাং গায়ত্রীং মধুবাতা ইতিত্র্যৃচং।
জপ্ত্বা যথাসুখং বাচ্যং ভুঞ্জীরংস্তেপি বাগ্যতাঃ ॥

ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী এবং মধুবাতা এই তিন মন্ত্র জপ করিয়া ব্রাহ্মণ গণকে সুখ পূর্ব্বক ভোজন করিতে বলিবে। ব্রাহ্মণ গণ মৌনী হইয়া ভোজন করিবেন।

ক্রমশঃ।

নাম-মাহাত্ম্য।

চিনির এত আদর, কারণ চিনিতে মিষ্টতা আছে, চিনি মাধুর্য্যবাহী। পদ্মের এত গৌরব, কারণ পদ্মের রূপ আছে, গন্ধ আছে, পদ্ম রূপৈশ্বর্য্যশালী। জগতে যাহার যত্ন কর, যাহার খাতির কর, যাহার জন্য পাগল হইয়া বেড়াও, তাহাদের ভিতরে এমন কিছু গুপ্ত ঐশ্বর্য্য নিহিত আছে যাহা আমাদের নাই এবং তজ্জন্য তাহারা আমাদিগকে মুগ্ধ করিয়া রাখিয়াছে। তোমার কবির ভাষায় এই মোহিনী শক্তিকে রূপ বলিতে পার, গন্ধ বলিতে পার, চন্দ্রের জ্যোৎস্না বল, বসন্তের মলয়পবন বল, ভ্রমর, কোকিল, ময়ূর, মেঘ, অমৃত পারিজাত—যাহাই তোমার কাণে মধুর শুনিতে হয় তাহাই বলিতে পার। উহারা সকলেই ঐশ্বর্য্য। যিনি ঐশ্বর্য্যশালী, তাঁহার সম্মান চিরকালপ্রচলিত। ঐশ্বর্য্যের আধার বলিয়াই ঐশ্বর্য্যশালীর খাতির, এবং সেই কারণে লোকেও মুগ্ধ হইয়া থাকে। সত্য মা এই কথাটি বিস্মৃত হইয়াছিলেন। তাই তিনি দশের সম্মুখে অপমানিত হইয়াছিলেন, তিনি জানিতেন না যে ভগবানের সর্ব্বৈশ্বর্য্য নামেই লুকান আছে—হরিনামের তুলনা নাই।

হরিনামের তুলনা নাই; হরি হইতে হরি নামের গৌরব অধিক। হরির খাতির নামের জন্য, এ ঘোর কলিতে আর কিছুই সম্বল নাই, আছে কেবল—

" হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্।
কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥ "

এ বড় বিষম কথা; স্বয়ং ভগবান্ হইতে তাঁহার নাম এত মহার্ঘ্য কেন? যাঁহাকে পাইলে আমি তন্ময় হইয়া যাইব, তাঁহাকে ছাড়িয়া, পৃথক্ রাখিয়া তাঁহার নামে,—হরি নামে ক্ষিপ্ত হইয়া দেশে ২ ঘুরিয়া বেড়াইব! চিনি২ বকিলে মুখে মিষ্টাস্বাদ পাওয়া যায় না বটে; কিন্তু চিনিকে বিলাতে পাঠাইয়া সাহেব মেমের স্বনিষ্ঠতায় রাখিয়া হিমানিনিন্দিত শুভ্রবর্ণ করিয়া,—দোবারা করিয়া দেশে আনিলে তাহার মিষ্টতা কি অধিক হয়? চিনির মিষ্টতা—চিনির ঐশ্বর্য্য জিহ্বার দ্বারা গ্রাহ্য, দেখিতে ভাল করিলে, চক্ষের সাধ মিটাইবার চেষ্টা করিলে, চিনির মাধুর্য্য হ্রাস হইতে পারে; বিশেষ চক্ষু দ্বারা ত চিনির মিষ্টতা গ্রাহ্য নহে, কাযেই কাশীর চিনি ময়লা হইলেও হিন্দুর কাছে অধিক যত্নের ও আদরের। তেমনি হরির ঐশ্বর্য্যগ্রাহী হইতে হইলে হরিনাম কীর্ত্তন করিতে হইবে; অর্থাৎ জিহ্বা, কর্ণ এবং হৃদয় এই তিনটিকে একতারে বাঁধিয়া, সপ্তমে চড়াইয়া নাম গাহিতে হইবে। যে গুণ যে ইন্দ্রিয়-প্রয়োগ দ্বারা গ্রাহ্য, তাহা সেই ইন্দ্রিয় সহযোগে পাইতে হয়। জীব যত দিন দেহী, যত দিন বাসনা বিলাস আদির দ্বারা জীব উত্তেজিত থাকিবে, ততদিন প্রবৃত্তির পথেই সকল আস্বাদ লইতে হইবে। প্রবৃত্তি যখন যে দুয়ার দিয়া যাহাকে আসিতে বলিবে তাহাকে সেই ভাবে, সেই পথ দিয়া আসিতে হইবে। তাই সাধনা কাণ্ডে দ্বৈতবাদই প্রশস্ত। " তুমি+আমিই " বজায় রাখিতে হইবে। কারণ যত দিন সপ্রবৃত্তিক থাকিবে, জীব রক্ত মাংসের দেহে জড়িত থাকিবে, ততদিন অদ্বৈত তত্ত্ব বুদ্ধিগম্য হওয়া অসম্ভব। অদ্বৈতামৃত অনুভাব্য সুতরাং সাধ্য, পরন্তু " আমি " এবং " তুমি " এ জ্ঞান সহজ। কাযেই মুখে নিষ্কাম ধর্ম্মের যতই ব্যাখ্যান কর, " সোহহং " বলিয়া উচ্চকথা উচ্চদরে বাজারে ফেরী করিয়া বেড়াও, কিন্তু যখন ভিতরে ২ কার্য্য দেখাইবার, শুনাইবার, বাহবা লইবার সময় নহে, তখন " তুমি প্রভু আমি দাস " বলিয়া পূজা করিতে হইবে। এই প্রকার উপাসনাপদ্ধতির সঙ্গেই নাম মাহাত্ম্য, এবং

নাম সংকীর্ত্তনের ব্যবস্থা আছে। ইহার আলোচনা আবশ্যক. আমরা কলির জীব, শাস্ত্র বলিয়াছেন এই নামের ভেলা ব্যতীত ভবনদী পার হইবার আমাদের অন্য উপায় নাই।

হরির নাম ব্যতীত আর কিছু আছে কি? তিনি ত নিরাকার, নির্ব্বিকার, সর্ব্বাধার, সর্ব্বময়, অনাদি, অনন্ত, অচিন্ত্য; ভাষায় তাঁহাকে বুঝান যায় না; ভাব তাঁহার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে পারে না—তিনি বাক্য মনের অগোচর; অথচ তিনি সৃষ্টির মধ্যে মাখামাখি হইয়া, ভিতরে বাহিরে,উপরে নীচে সর্ব্বত্রই বর্ত্তমান। দেশে২ তাঁহার একটা নাম প্রচলিত আছে। মনুষ্যকে তাঁহার সুধামাখা নাম কে প্রথমে কাণে২ আসিয়া বলিয়া দিয়াছিল তাহা জানি না। তবে তাঁহাকে বুঝিবার বুঝাইবার, ডাকিবার জন্য এক নামই মনুষ্যভাণ্ডারে সঞ্চিত আছে। এই নামের ভেলা ছাড়িয়া, কোটী২ বৎসর তাঁহার জন্য তপস্যা করিলেও, জন্ম জন্মান্তর তাঁহার জন্য পাগল হইয়া বেড়াইলেও তাঁহাকে পাওয়া যায় না; অতি দুরারাধ্য তিনি। কিন্তু কি জানি তাঁহাতে কি এক অপূর্ব্ব সৌরভ আছে কোন্ অজানা দেশ হইতে এক পবন আসিয়া এই সুবাস ত্রিভুবনে পরিব্যাপ্ত করিয়া দিয়াছে, তাই জগৎ তাহারই জন্য উদ্‌ভ্রান্ত ও উন্মত্ত। এই ত্রিভুবন-বিকীর্ণ সৌরভের কেন্দ্রস্থলে যাইলে উদ্‌ভ্রান্ততা কমিবে কি বৃদ্ধি পাইবে, আমাতে আমি থাকিব কি না, জানি না। তবে শুনিয়াছি আমারই মঙ্গলের জন্য, ভবরোগের ঔষধ স্বরূপ গুরু আমায় এই ভুবনভুলান সৌরভ, অপরিজ্ঞাতের অনমুভাব-কতাব্যঞ্জক শব্দময় মাধুর্য্যময় হরিনাম দিয়াছেন; এই নাম-সংকীর্ত্তনের দ্বারা যে বিশেষ মঙ্গল সাধিত হইবে তাহাতে আর অণুমাত্র সন্দেহ নাই। কিন্তু রোগের লক্ষণ দেখিয়া এবং ঔষধের গুণাগুণ বুঝিয়া তবে একটা ব্যবস্থা করা হয়। দেখিতেছি আমাদের জন্য বড়ই অনায়াসসাধ্য ব্যবস্থা করা হইয়াছে; "হেলয়া শ্রদ্ধয়া বা" হরি নাম করিতে হইবে। তবেই বুঝিলাম হয় রোগ বড়ই দুঃসাধ্য, নয় সব ফাঁকি। কেননা দুরারোগ্য হইলে যখন টোট্‌কাই প্রশস্ত, অথবা কেবল খেয়ালের রোগ হইলে ফাকিতেই কবিরাজ আরাম করেন।

রোগ টা কি তাহা প্রথমে স্থির করা যাউক। "ভবরোগ" এই নামেই ইহা সংসারে বিখ্যাত। ইহার প্রধান লক্ষণ অতৃপ্তি—বিষম বিশ্বগ্রাসী পিপাসা. কাম, ক্রোধ,লোভ,মোহ,মদ,মাৎসর্য্য এই রিপু গুলিকে সন্তুপ্ত করিতে পারিবে না,অসাধ্য সাধন করিলেও ইহারা খুসী হইবে না। দাহজ্বরের ন্যায় ইহার বড় জ্বালা। বিসূচিকার ন্যায় যেমন ইহার তীব্র তৃষ্ণা; কণ্ঠ, তালু. জিহ্বা বিশুষ্ক হইয়া যায়; তেমনি অত্যন্ত অজীর্ণতাও আছে। সঙ্গে সঙ্গে গ্রহণীর অনেক গুলি উৎকট লক্ষণ ইহাতে পাওয়া যায়। বিদ্যা গ্রহণ কর, অর্থলাভ কর, সম্মান প্রাপ্ত হও, বেমালুম কোনটাই হজম করিতে পারিবে না, দেশময় উহাদের দুর্গন্ধ ছড়াইয়া পড়িবে। তোমার বিদ্যার গৌরবে, অর্থের ঝনৎকারে, সম্মানের বিষদংশনে দেশের লোক গুলা বিব্রত হইয়া উঠিবে। কোন প্রকার সার পদার্থ অন্তরে রাখ তোমার এমন সাধ্য কি? অহঙ্কার রূপ আভ্যন্তরীণ উষ্ণতা উহাদিগকে অবচারে পরিণত করিবে। এই জন্য নাক্কারপ্রবলতাও অত্যধিক হয়। সময় অসময় জ্ঞান নাই, পাত্রাপাত্র বোধ নাই, স্থানে অস্থানে জিজ্ঞাসিত না হইলেও শাস্ত্রের রাশি ২ চর্ব্বিত চর্ব্বণ উপদেশ সকল—সার বিষয় সকল উদ্‌গিরণ করিবে। বিকারগ্রস্ত রোগীর ন্যায় ইহাতে উষ্ণমস্তিষ্কও হইতে হয়। কেহ মাথা ঠাণ্ডা করিতে উদ্যত হইলে, সৎবুদ্ধি রূপ শীতল সলিলসিঞ্চনে প্রকৃতিস্থ করিবার চেষ্টা করিলে তাহাকেই বিড়ম্বিত ও অপমানিত হইতে হয়। সদাই ভ্রূকুটি কুঞ্চিত থাকে। ললাট প্রদেশ কখনই প্রশস্ত প্রশান্ত ভাব ধারণ করে না। নয়নদ্বয় ও বিশেষ রাগরঞ্জিত হয়। সাদা চেখে কাহারও প্রতি তাকান যায় না। সর্ব্বদাই লালমুখ, লাল চক্ষু। সেই জন্য নজরটাও

বড় উঁচু থাকে এবং দৃষ্টিও বিশেষ মোটা হয়। নিদান রোগীর ন্যায় শিবনেত্র হয়, তারকাদ্বয় আর মাটির দিকে নামে না। নাসিকা কুঞ্চিত এবং বঙ্কিম ভাব ধারণ করে, নাক সিঁটকাইয়া এবং বাঁকাইয়া সর্ব্বদাই থাকিতে হয়। অধর এবং ওষ্ঠ দুইটি পল্লবই যেন ঈষৎ প্রফুল্লিত থাকে, ঠোঁট উল্টাইয়া থাকিতেই হইবে। জিহ্বায় সকল সামগ্রীই তিক্তাস্বাদযুক্ত বোধ হয়। কেহ আদর করিয়া কোন উপাদেয় পদার্থ খাইতে দিলে তাহার সুখ্যাতি করিবার শক্তি নাই, কেননা পরের আদরের সামগ্রী সবই তিক্ত লাগে। হৃৎপ্রদেশ অষ্ট প্রহর বিস্ফারিত থাকে, অষ্ট প্রহর বুক ফুলাইয়া থাকিতে হয়। হাত-পা-চোখ ভয়ানক জ্বলে, পিত্তরোগীর ন্যায় কোন পদার্থেই শীতল হস্ত বুলান যায় না। কোন সুন্দর সামগ্রী চক্ষু মেলিয়া দেখিবার চেষ্টা করিলে চক্ষু জ্বলিয়া উঠে। মোটামুটি রোগের এই কয়টিই বাহ্যিক লক্ষণ। এতদ্দ্বারা বেশ বুঝা গেল যে ভবরোগীর ভিতরে অত্যন্ত উষ্ণতা বিরাজ করিতেছে। উদ্গিরণমুখ ভীষণ আগ্নেয় গিরির ন্যায় অন্তরের গরম যেন মহাশব্দে শরীর বিদীর্ণ করিয়া বিচ্ছুরিত হইবে। তবে না কি মনুষ্য দেহ রক্ত মাংসের নির্ম্মিত চর্ম্মাচ্ছাদিত, পাথরের তৈয়ারী নহে, তাই ফুটি ফাটার ন্যায় আটখানা হইয়া ফাটিয়া যায় না। এ রোগের ভীষণ এবং অস্বাভাবিক বিভীষিকাও আছে। রোগী মনে করে ধরা খানা বুঝি কাঁচা মাটির সরা, পা দিলেই ফাটিয়া যাইবে; লোক গুলা অতিক্ষুদ্র—অতিসামান্য—শক্তিহীন, যেন বালখিল্লের ন্যায়, কৃমি কীটের ন্যায় হিলিবিলি করিয়া বেড়াইতেছে। এবং নিজের দেহটা যেন বোধ হয় প্রকাণ্ড বিরাট বিশ্বব্যাপী, আকাশে মাথা ঠেকিতেছে, তলাতলে পা দুখানি গিয়া রক্ষিত আছে, বিশাল বাহুদ্বয় অনন্ত প্রসারিত মহাবলযুক্ত, চক্ষু দ্বারা ভূত ভবিষ্যৎ বর্ত্তমান দেখিতেছি। ত্রিভুবনে আমার মত আর কেহ নাই, আমি অদ্বিতীয় এবং অপরাজিত। আমি যাহা খাই, তেমন আর কেহ খাইতে পায় না, আমি যেমন পরিচ্ছদ করি, তেমন কেহ করিতে পারে না। আমার মত সুন্দর পুরুষ কেহ নাই, আমার মত বুদ্ধিমানও কেহ নাই। পড়াপাখির মত সংসারের লোক গুলাকে আমি পড়াইব, নাচাইব। রোগের এই প্রলাপ। রোগের লক্ষণাদিত বেশ বুঝা গেল। রোগটা উৎকট বলিয়াই বিবেচনা হয়। তোমার আমার ন্যায় সংসার দুঃখদাবদগ্ধ জীবই এই ভবরোগগ্রস্ত। তবে মজা এই যে উন্মাদ গ্রস্তের ন্যায় রোগী রোগাক্রান্তির বিষয় জানিতে পারে না। রোগী মনে ২ ঠাওরায় যে তাহার কোন রোগই নাই, সে নিরাময় শরীর। এইটিই রোগের দুর্লক্ষণ। সুকবিরাজ হইলেও এমন রোগীর চিকিৎসা করা বড়ই দুঃসাধ্য ব্যাপার। পরন্তু যে দিন হইতে রোগী বুঝিতে পারিবে যে তাহার রোগ হইয়াছে, চিকিৎসা প্রয়োজন, সেই দিন হইতে সে সুপথে দাঁড়াইল, তাহার আরোগ্য নিশ্চয়। এ রোগের ঔষধত বলিয়াছি—নামকীর্ত্তন। এ ঔষধসেবনের ব্যবস্থা একজন বৈদ্যই বলিয়া দিয়াছেন—

"মন যদি মোর ভিয়ান করিস্।
ওরে কালী নাম কাশীর চিনি বদন খোলাতে চালিস্॥
বর্ণমালা উড়্কি করে ক্রমে ২ তাতে রাখিস্।
আর আলস্য ত্যজিয়ে সদা রসনাতাড়ুতে নাড়িস্॥
ক্রমধ্যে দ্বিদল চক্রে চন্দ্রবীজের সুধা রাখিস্।
সেই সুধাপানে অমর হয়ে অমর নগরে বসিস্॥"

শয়নে স্বপনে, প্রত্যুষে প্রদোষে, দিবারাত্রি, পাপে পুণ্যে, উঠিতে বসিতে, চলিতে-ফিরিতে, অশনে-ব্যসনে, ঘরে—বাহিরে, সর্ব্বত্র সর্ব্বসমক্ষে সর্ব্ব সময়ে, হেলয়া শ্রদ্ধয়া ভগবন্নামানুকীর্ত্তন করিতে হইবে। কখনও কদাচ কোন মতেই এ নাম করিতে ভুলিবে না। ঘড়ির পেণ্ডুলামের মত দুলিয়া দুলিয়া টক্ টক্ টক্ টক্ করিয়া অনবরত, অবিরাম গতিতে সেই নাম করিতে হইবে। রোগটা বড়ই উৎকট, তাই অতি ধীরে২ ঔষধ ধরিবে। ধীরে ২ তোমার অজ্ঞাতে একটি ২ করিয়া সকল লক্ষণ

গুলিই প্রশমিত হইবে, দূর হইবে। নাম করিতে ২ পরিণামে ফল দাঁড়ায় এই—

" তারা নামে সকলি ঘুচায়।
কেবল রহে মাত্র ঝুলি কাঁথা সেটাও নিত্য নয়।
যেমন স্বর্ণকারে স্বর্ণ হরে, স্বর্ণ খাদে উড়ায়।
ওমা তোর নামেতে তেমনি ধারা, তেমনি তো দেখায়॥ "

বসন্তাগমে যেমন ধীরে ২ একটি ২ করিয়া বৃক্ষের সকল পত্রই বিশুষ্ক হইয়া পতিত হয়, তেমনি এই ঔষধ-সেবনে ধীরে ২ এক এক করিয়া, ধন দৌলত, মান, মর্য্যাদা, সুখ-স্বচ্ছন্দ পিতা মাতা, স্ত্রী পুত্র সংসারের সকল সামগ্রীই খসিয়া যায়; কিছুই থাকে না, কিছুই রাখিবার ইচ্ছাও হয় না। যাহা রোগের অবস্থায় বড়ই ভাল লাগিত, তাহাতে বিষম অরুচি জন্মে। আবার যেমন বৃক্ষ নূতন পত্র পল্লবে পরিশোভিত হইয়া তাহাতে অপূর্ব্ব সুগন্ধি পুষ্প সকল প্রস্ফুটিত হইয়া দিঙ্মণ্ডল আমোদিত করিয়া দেয়, সে গন্ধ ঢাকিয়া রাখিবার যো নাই, তেমনি মনুষ্যের হরিনাম করিতে ২ প্রথমে এই হয়—

" ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ "

এবং যখন নামের গুণে জীবের ধারণা হয় যে—

" যং লব্ধাচাপরং লাভং মন্যতে নাধিকং ততঃ।
যস্মিন্ স্থিতো ন দুঃখেন গুরুণাপি বিচাল্যতে॥ "

তখন আর কিছুরই আবশ্যকতা বোধ হয় না, আপনার ভাবে আপনি মত্ত হইয়া, আপনার শোভায় আপনি মুগ্ধ হইয়া আপনাতে আপনি মজিয়া থাকিতে হয়। সে অবস্থা কেমন তাহা মূঢ় আমি কি করিয়া বুঝাইব, যে অতুল আনন্দসাগরে যে ডুবিয়াছে, সেই মজিয়াছে। ঔষধের অনুপান রোগীকে খুঁজিয়া আনিতে হইবে না। কেবল মাত্র ঔষধ সেবন করিতে থাকিলে আপনা আপনিই উহার অনুপান আসিয়া জুটিবে। হরি হরি বলিতে থাক, তোমাকে খুঁজিতে হইবে না, কিনিতে হইবে না, ভিক্ষা করিয়া আনিতে হইবে না, আপনা হইতে ভগবদ্ভক্তি রূপ অপূর্ব্ব পদ্মের মধু তোমার বদন কমলেতে আসিয়া পড়িবে, আর তুমি তোমার জিহ্বা জুড়ি দিয়া অষ্ট প্রহর হরি নাম করিতে থাক, অপূর্ব্ব সুধারসে তোমার দেহ কণ্টকিত রোমাঞ্চিত, চিত্ত আমোদিত হইবে। রোগও বুঝিয়াছি, রোগের ঔষধ সেবন-ব্যবস্থাও অনেকটা জানিতে পারিলাম। ইহার জন্য বিশেষ উদ্যোগ উৎকণ্ঠা করিতে হইবে না, কোন অন্বেষণও করিবার দরকার নাই। কাহাকেও পরামর্শ জিজ্ঞাসিতে হইবে না, কাহারও সাহায্য লইতে হইবে না। রোগী আপন ভাবে, আপন গৃহে ঔষধ সেবন করিতে থাকুক।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে কেন এমন হয়? এমন সামান্য ঔষধের এমন পথের ধারের গাছড়ার এত আশ্চর্য্য গুণ কোথা হইতে আসিল? জগতে কিন্তু ক্ষুদ্রের উপকারিতা এবং উপযোগিতাই অধিক, ক্ষুদ্রের শক্তিই অনিবার্য্য। শক্তিতত্ত্ব এবং পরমাণুতত্ত্বের আলোচনা করিলে ইহার সত্যতা প্রমাণ হয়। তদ্ব্যতীত ভগবান্ বিশ্বস্রষ্টা, বিশ্বপাতা, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্ব গুণবান্; তাঁহার নামেতে যে এই সামান্য গুণটুকু থাকিবে, তাহাতে আশ্চর্য্য কি, এবং চমৎকৃত হইবার কারণও বা কোথায়? সন্দিহান হইলে নাম গুণগান করিয়া দেখ পাইবে। হেলায়, শ্রদ্ধায়, মুখ ভেঙ্গাইয়া মুখ বাঁকা, ঠাট্টা তামাসা বিদ্রূপ করিবার মানসে এক বার হরিনাম জপ কর, দেখিবে ক্রমে ক্রমে কাচ ধীরে ২ তোমার নিজস্ব টুকু সাংসারিকতার উষ্ণ এবং কটু নীরের উপর ভাসিতে থাকিবে। যদি জীবের পক্ষে ভগবদুপাসনা আবশ্যক এবং কর্ত্তব্য নির্দ্ধারিত হয় তাহা হইলে নাম ব্যতীত তাঁহাকে প্রথমে আর কোন উপায়ে ধরা যায় না। ভগবানের যে বিবৃতি জগতে প্রচলিত, তাহাতে নাম ব্যতীত অন্য কোন উপায়ে তাঁহাকে ব্যক্ত করা যায় না। কাযেই মানস জপ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ উপাসনা। তাঁহাকে লক্ষ্য করিয়া নিজের

দুঃখ নিজের উৎকট যাতনা প্রকাশ করিবার ইচ্ছা হইলে তাঁহাকে সগুণ এবং সোপাধিক করিয়া লইতে হইবে; তাঁহাকে আমার দুঃখে দুঃখী হইতে হইবে—দয়াময়, প্রেমময়, রূপময়, মাতা পিতা সাজিতে হইবে। কাযেই উহা সাকার উপাসনা হইল। মুখে স্বীকার কর আর নাই কর, দশ ইয়ারে মিলিয়া চক্ষু বুজিয়া রবিবার সন্ধ্যার সময়ে টানা পাখার নীচে বসিয়া করযোড়ে কাতর কণ্ঠে "নিরাকারের" উপাসনা করিলে যাহা দাঁড়ায়, প্রতিমাকে ডাকের সাজে সাজাইয়া সাহেব সার্জ্জন পরিবেষ্টিত হইয়া মেস মহিষের কুল ধ্বংস করিয়া নৃত্যগানরত হইয়া মাঝে ২ "জয় মা" বলিয়া ডাকিলেও ঠিক তাহাই দাঁড়ায়। উপাসনা কোনটাই নহে। দুইটাই ভেঙ্গামি, দুইটাই প্রবঞ্চনার পাষণ্ডতার প্রথম স্তর, অহঙ্কারের সোপান। ভক্তি ভাবে মনঃ প্রাণ মিলাইয়া উক্ত রূপ উপাসনা এবং পূজা করিলেও উহা কেবল নাম জপ হইতেও অনেক নিম্ন স্তরে থাকে। কারণ উপাসনার দেবতা আমার সাধের দেবতা। আমার রুচি, আমার প্রবৃত্তি, আমার উদ্বেগ আমার বাসনা, আমার খেয়াল, আমার আব্দার মিলাইয়া মিশাইয়া তাঁহাকে হৃদয়ের ঠাকুর করিয়া তবে পূজা করি। তবে তাঁহাকে প্রাণের কথা, মনোব্যথা জ্ঞাপন করি। তিনি আমার কথায় সায় না দিলে, তিনি আমার অশ্রুবিন্দুর সহিত নিজ অশ্রুবিন্দু না মিশাইলে, আমার হৃদয়ের রক্ত বিন্দুর সহিত নিজে বুক চিরিয়া শোণিত ধারা না মিলাইলে কেন আমি তাঁহাকে ডাকিতে যাইব। অসীম অসাধারণ অতুল্য অগাধ মনবেদনা পাইব বলিয়াই বাঞ্ছাকল্পতরুর পদচ্ছায়ায় গিয়া আশ্রয় লই। তবে ইহা স্বপ্নময়, স্বপ্নের ঘোরে স্বপ্নের মায় মশলা দিয়া স্বপ্নের আকাশে স্বপ্নময় নিষ্কলঙ্ক শশী প্রস্তুত করি। ইহা আমার সৃষ্টি। যাহা মৎকৃত এবং আমার মনের মতন, তাহাতে সহজেই মন গিয়া মিশিবে বটে, অল্প ইশারাতেই সকল ভুলিয়া ক্ষেপিয়া উঠিতে পারি।

কিন্তু ইহা সকের, সুতরাং অচিরস্থায়ী, অল্পকালব্যাপী; সখ মিটিলেই বালাই চুকিল। সখ মিটিবার পূর্ব্বে উহাকে প্রকৃতির সহিত গাঁথিয়া লইতে পারিলে শুভ, নচেৎ পতন নিশ্চিত। আবার কর্ত্তব্য বোধে, দৈনন্দিন কার্য্য বোধে ভগবানের উপাসনা করিলে রস থাকে না, প্রেম হয় না। এক জন ইংরাজ পাদরী উহাকে "Clock Work business" বলিয়াছেন। করিতে হয় বলিয়া করি এই মাত্র। ইহাতে তীব্র ভক্তি সুদূরে স্থিত।

পরন্তু নাম জপের ব্যবস্থা স্বতন্ত্র। তাঁহাকে জানি না, তাঁহাকে চিনি না, কেহ আমাকে চিনাইয়া দিতেও পারিল না, তাঁহার মর্ম্ম বুঝা যায় না, তিনি ভাষা, ভাব, খেয়ালের অতীত। সুতরাং ভাষা ভাব খেয়াল দিয়া তাঁহাকে সাজাইতে মানাইতেও পারিব না। তবে শুনিয়াছি যে তাঁহার নাম "হরি"; জানি না হরিনাম জপ করিলে কি হয়, জানি না কেন হরি নাম জপ করিব, তত্রাচ আমি হরি নাম অহরহ জপ করি। তাঁহাকে ডাকিবার জন্য হরি নাম জপ নহে, কারণ তিনি সর্ব্বব্যাপী সর্ব্বত্র বিদ্যমান, ডাকিব কোথা হইতে। মনোবেদনা জ্ঞাপন করিবার জন্য হরিনাম জপ নহে, কারণ বলিব কাহাকে—বলিবই বা কি; তিনি-তুমি-আমি ভাল-মন্দ-আমার-তোমার সবই তিনি। তবে বুঝি বা শব্দের গুণ কিছু আছে! এতদ্ব্যতীত নাম জপে একাগ্রতা অধিক হয়, তন্ময়তা শীঘ্র আসিয়া জুটে। সাধের সামগ্রী তিলোত্তমা হইতে অধিক সুন্দর বটে, কিন্তু সৌন্দর্য্য উপভোগ্য, এবং সম্ভোগে চিত্ত ছড়াইয়া পড়ে, নানা কারণে উহাতে আত্মহারা হইতে হয় বটে কিন্তু তেমন সর্ব্বগ্রাসী তন্ময়তা সহজে হয় না। মনঃ সংযোগ করিতে হইলে প্রথমে বিন্দুতেই প্রকৃত মনোনিরোধ হইয়া থাকে। মনোবিলয় পঞ্চভূতের ক্রমানুযায়ী হয়। রূপে, গুণে, সম্ভোগে, লীলায়, চিন্তায় মনের নাশ। বিন্দুতে মনঃস্থির করিতে চেষ্টা করিলে শারীর সহযোগী অন্য ক্রিয়ার বিলুপ্তি হয় বটে, কেবল মনঃ শক্তির কার্য্য

হয়। পরন্তু বিন্দু রূপবান্ সুতরাং তেজ নামক ভূত সমুৎপন্ন, কাযেই মন তেজে গিয়া মিশে। পরন্তু শব্দ ব্যোম উদ্গীরিত, আকাশ হইতে উৎপন্ন, সুতরাং নাম জপ সরূপ উপাসনা হইতে সূক্ষ্ম এবং উচ্চস্তরগত। ইহা সাধন তন্ত্রান্তর্গত কথা। পাশ্চাত্য বিদ্যা এ পথে যাইতে পারে নাই, কাযেই ইহার পরিপোষক পাশ্চাত্য যুক্তির অভাব। টানিয়া বুনিয়া বুঝাইতে গেলে শাস্ত্রের অপলাপ করা হইবে মাত্র। এতদ্ব্যতীত শব্দ বিশেষের উচ্চারণে যে বিশেষ শারীর উপকার সাধিত হয় না তাহাই বা কে বলিতে পারে। আমরা জানি হরি নাম করিয়া হাঁপানি কাশী আরাম হইয়াছে। কেন হইল, কি ক্রমানুসারী হইল, শরীরের কোন্ ২ স্থানে প্রথম ঔষধ ধরিল তাহা আমরা বলিতে পারি না, এবং এ সকলের ব্যাখ্যানের ও বিচারের কোন আবশ্যকতাও দেখি না। পাটেণ্ট ঔষধের ন্যায় ব্যবহার করিলেই আপনি ফলোদয় হইবে। ঔষধের গুণ এই যে একবার ইহা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিয়াছে সে আর ছাড়িতে পারিবে না, অহিফেণের নেশার মত উহা আজীবনস্থায়ী।

তন্ত্রে এই নাম জপের ও বীজ মন্ত্র জপের একটা ব্যবস্থা আছে, একটা প্রণালী আছে। যিনি দীক্ষিত হইবেন, সদ্গুরু তাঁহার জন্মকোষ্ঠি দেখেন, চিকিৎসক দ্বারা তাহার প্রকৃতি নিরূপণ করেন, পুরুষ পরম্পরাগত কি মন্ত্রে তাহারা দীক্ষিত হইয়া আসিয়াছে তাহার সংবাদ লয়েন, তবে একটা বীজ মন্ত্রে শিষ্যকে দীক্ষিত করেন। ইহাতে বুঝিতে হইবে যে শব্দতত্ত্বের সহিত শারীর প্রকৃতির বিশেষ ঘনিষ্ঠতা আছে। অথবা শব্দশক্তি প্রয়োগ ব্যবস্থার দ্বারা শারীর প্রকৃতি এমন ভাবে উন্নত এবং সংস্কৃত হয় যাহাতে ত্বরায় জনন মরণ জন্য, পুরুষ পরম্পরাগত সংস্কার গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া জীব মুক্তির পথে অগ্রসর হইতে পারে। হিন্দু শাস্ত্রের উপদেশানুসারী মুক্তি সাধনই জীবের এক মাত্র উদ্দেশ্য এবং কার্য্য। ইহার জন্য নানা উপায় নানা ব্যবস্থা স্থিরী কৃত হইয়াছে। নাম জপও এক প্রশস্ত উপায়। নাম জপ করিলে কেমন করিয়া কি হয় তাহা তুমি আমি কেহই বলিতে পারিব না, কারণ আমরা কেহই জাপক নহি। তবে যোগ—নাড়ীর কথা তুলিয়া যৌগিক ক্রিয়ার বিষয় বিচার করিয়া ইহার একটা মোটা মুটি ভাব গ্রহণের চেষ্টা হইতে পারে। পরন্তু তাহা পাশ্চাত্য বিজ্ঞানসম্মত নহে। যাঁহারা যোগের তাবৎ বিষয় বিশ্বাস করেন, তাঁহারা নাম মাহাত্ম্যও বিশ্বাস করিবেন। তবে যে প্রথা শতাব্দীর পর শতাব্দী ব্যাপিয়া বিংশতি কোটী লোকের দেশে প্রচলিত, যে দেশ জগতের তাবৎ জ্ঞান বিজ্ঞানের মাতৃকুক্ষি, সেই প্রথা ও প্রণালী যে অসত্যের এবং প্রবঞ্চনার ভিত্তিতে প্রোথিত, তাহা আমরা স্বীকার করিতে পারি না। হইতে পারে উহা ইংরাজী শিক্ষিতগণের পক্ষে এক্ষণে উপযোগী নহে। কিন্তু উহা সত্য ও প্রকৃত। তোমার আমার বুদ্ধিতে উহা ধারণা যোগ্য নহে এই মাত্র। তবে বলিয়া রাখি, নাম জপ উপাসনা নহে, পূজা নহে, ভগবান্‌কে আহ্বান নহে, এই যে জগতে নানা দেশে নানা জাতি নানা ভাবে তাঁহার মন্দির নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার সেবা করিতেছে, নাম জপ তাহাও নহে, উহা ভবৌষধ।

শ্যামারহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

ইতি পূর্ব্বে আমরা সিদ্ধ স্থানের কথা বলিয়াছি, আসন সম্বন্ধেও কিঞ্চিৎ বলিয়াছি। যোগী দিগের কুশাসন, কম্বলাসন, মৃগ চর্ম্মাসন, ব্যাঘ্র চর্ম্মাসন প্রভৃতি আরও কতক গুলি আসন রহিয়াছে, ইহার মধ্যে কোন আসন কাহার পক্ষে উপযোগী, কোন্ আসনের কি গুণ ইত্যাদি অনেক কথা অবশিষ্ট থাকিলেও আমরা সে বিষয়ের অবতারণা করিব না। কারণ, এ সকল বিষয়ে শ্রুতি তন্ত্র উভয়েরই প্রায় ঐকমত্য পরিলক্ষিত

গিয়াছিলাম। দশখানি ঘোড়গাড়ী নারায়ণগঞ্জ পর্য্যন্ত ও দুই খানি লঞ্চ ষ্টীমার মুন্সিগঞ্জ পর্য্যন্ত এই লোক সমূহকে বহন করিয়াছিল। মুন্সিগঞ্জে বক্তৃতার জন্য স্কুল—ঘর নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। রায় বাহাদুর প্রায় ২৫০ আড়াই শত পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তাঁহাদের এবং অন্যান্য জনতায় গৃহটি পূর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র তর্করত্ন সভাপতি পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন। পণ্ডিত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন সুললিত ভাষায় রায় বাহাদুরের বদান্যতাদি সম্বন্ধে সংক্ষেপে কিছু বলিবার পরে, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী বক্তৃতা করিতে প্রবৃত্ত হন। তিনি বক্তৃতা আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে হিন্দু বিধবার অসতীত্ব ঘোষণা করিয়া প্রসিদ্ধ মুন্সেফ বাবু চণ্ডীচরণ সেন তথায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। "তাঁহাকে ইঙ্গিত করিয়া কোন কথা বলিলে তিনি রুষ্ট হইবেন,"—কোন পদস্থ ব্যক্তি কর্ত্তৃক এইরূপ জানিতে পারিয়া স্বামীজীর একটু ক্রোধের সঞ্চার হয়। সুতরাং তাঁহার চির প্রসিদ্ধ বাগ্মিতা সে দিন উপযুক্ত রূপে প্রকাশ পায় নাই। তিনি হিন্দুকুলাঙ্গার দিগকে উপলক্ষ করিয়া অনেক কথা বলাতে চণ্ডী বাবু প্রমুখ মুন্সেফ চতুষ্টয় আর তাহা সহ্য করিতে পারিলেন না; অমনি সভাগার হইতে প্রস্থান করিয়া সমস্ত সভাগণকে হাসাইলেন। যখন মুন্সেফগণকে উল্লেখ করিয়া কোন কথা বলা হয় নাই, তখন কেবল মুন্সেফদিগের চলিয়া যাওয়া কতদূর মুন্সীয়ানার কার্য্য হইয়াছে, বুঝিলাম না। ঢাকায় তাঁহাদের অপেক্ষা বহু শিক্ষাপ্রাপ্ত এবং বহু বিধর্ম্মী ব্যক্তিও যাঁহার বক্তৃতা শুনিয়া মোহিত হইয়াছেন, তাঁহার ছিদ্রান্বেষণ জন্য পাদপ বিহীন বনে এরণ্ড দ্রুম সাজিবার নিমিত্ত তাঁহারা পূর্ব্বে পরামর্শ না আঁটিলে এরূপ অবমানিত হইতেন না। বক্তা তাঁহাদিগের কোন অবমাননা করেন নাই, কিন্তু তাঁহাদের নিজ দোষেই তাঁহারা সমস্ত লোকের নিকট বড় কুৎসিত ভাবে পরিচিত হইয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রায় অভয়চন্দ্র মিত্র বাহাদুর শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর বক্তৃতা শ্রবণ উপলক্ষে বিক্রমপুর, পাটজোয়ার, মহেশ্বরদী, ঢাকা ও চান্দপ্রতাপের সমস্ত—প্রায় আড়াই শত ব্রাহ্মণ পণ্ডিতকে নিমন্ত্রণ করিয়া তাঁহাদিগকে চারি টাকা সহচারে বিদায় ও পাথেয় প্রদান করিয়াছেন। ঢাকা প্রভৃতি স্থান হইতে যে সকল ভদ্রলোককে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহাদেরও পাথেয়াদি বাবত সমস্ত ব্যয় বহন করিয়াছেন। অন্নকষ্টে প্রপীড়িত বহু সংখ্যক লোক এবং ভিক্ষোপজীবীদিগকেও উপযুক্ত রূপে ধন বিতরণ করিয়াছেন। ইহাতে তাঁহার কত সহস্র টাকা ব্যয় হইয়াছে, বলিতে পারি না, কিন্তু তাঁহার এরূপ দান যে অসাধারণ বদান্যতা ও হৃদয়বত্তার পরিচায়ক, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার্য্য। তাঁহার অন্যান্য শত প্রকারে অসাধারণ বদান্যতার বিবরণ আমরা বিশ্বস্তরূপে অবগত হইয়াছি। বিনা প্রার্থনায়, উপযুক্ত পাত্রকে তিনি যেমন দান করিতে জানেন, এরূপ কচিৎ পরিলক্ষিত হয়। আমরা এমন মহাশয় ব্যক্তিকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ দিতেছি।

আমরা অনেকের মুখে শুনিয়াছিলাম যে, শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী বক্তৃতা করিবার কালে বৃষ্টি দ্বারা কখনও তাঁহার বক্তৃতার ব্যাঘাত হয় না। এই আষাঢ় মাসে প্রায় প্রত্যহ বৃষ্টি হইতেছে; আমরা অনেকদিন তাঁহার বক্তৃতা শুনিতে যাইবার কালে মেঘের অবস্থা দেখিয়া বক্তৃতা হওয়া সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান হইয়াছি; কিন্তু তিনি যেদিনই ঘরের বাহিরে বক্তৃতা করিয়াছেন, তাহার একদিনও তথায় বৃষ্টিপাত হয় নাই। তথাপি তাহাতেও আমরা তাঁহার মাহাত্ম্য স্বীকার করা প্রয়োজন মনে করি নাই, কিন্তু গত শুক্রবারের ঘটনায় আমরা নিতান্ত বিস্মিত হইয়াছি। বহু লোকের ভিড় জানিয়া আমরা ৮ বিহারীলাল জিউর আখড়ায় বক্তৃতা শুনিতে যাই নাই। আমাদের প্রতিনিধি গিয়াছিলেন। রাত্রি নয়টা হইতে আমাদের এখানে প্রায় এক ঘণ্টাকাল ব্যাপী ঝমঝম বৃষ্টি হইয়াছে। বৃষ্টির জন্য আমাদের প্রতিনিধির আগমন সম্বন্ধে নিতান্ত সন্দিহান থাকিলাম। রাত্রি দশটার সময় বৃষ্টি থামিল; প্রতিনিধিও উপস্থিত হইলেন। তিনি আমাদের এদিকে বৃষ্টি হইয়াছে দেখিয়া নিতান্ত বিস্ময় প্রকাশ করিলেন। যে পর্য্যন্ত বক্তৃতা হইয়াছে, তথায় কিছু মাত্র বৃষ্টি হয় নাই, অথচ অতি অল্প দূরেই জলকাদা—বৃষ্টির সমূহ চিহ্ন রহিয়াছে,—ইহা নিতান্ত বিস্ময় জনক বই কি? স্বামীজি এখানে অনেকের দুঃসাধ্য পীড়াও নাকি আরোগ্য করিয়াছেন।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
পর সম্বিসৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত "।

১৫শ ভাগ	" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।	শকাব্দা ১৮১৪
৫ম সংখ্যা	শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "	ভাদ্র মাস

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

অন্নং মিষ্টং হবিষ্যঞ্চ দদ্যাদক্রোধনোত্বরঃ।
আতৃপ্তেস্তু পবিত্রাণি জপ্ত্বা পূর্ব্বজপং তথা ॥

যে অন্ন সুস্বাদু ও শ্রাদ্ধযোগ্য, তাহাই ব্রাহ্মণ গণ যতক্ষণ না ভোজনে পরিতৃপ্ত হন, ততক্ষণ তাঁহাদিগকে শান্তচিত্তে ধীরে ২ দান করিবে। এই সময়ে পবিত্র স্তোত্র সমূহ পাঠ করিবে। ভোজন সমাপ্ত হইলে ব্যাহৃতি সহিত গায়ত্রী আদি জপ করিবে।

অন্নমাদায় তৃপ্তাঃ স্থঃ শেষং চৈবানুমান্য চ।
তদন্নং বিক্রিয়েদ্ভূমৌ দদ্যাচ্চাপঃ সকৃৎ সকৃৎ ॥

ভোজন সমাপ্ত হইবার অব্যবহিত পূর্ব্বে নানাবিধ খাদ্য দ্রব্য সজ্জিত করিয়া ব্রাহ্মণ গণের সম্মুখে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিবে " আপনারা তৃপ্ত হইলেন কিনা "। তদনন্তর তাঁহাদের অনুমতি লইয়া ভূমিতে অবশিষ্ট অন্ন বিকীর্ণ করিয়া পিণ্ড দান করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণ গণের মুখশুদ্ধির জন্য অল্পে ২ জল দিবে।

সর্ব্বমন্ন মুপাদায় সতিলং দক্ষিণামুখঃ।
উচ্ছিষ্টসন্নিধৌ পিণ্ডান্ দদ্যাদ্বৈ পিতৃযজ্ঞবৎ ॥

তিল সহিত সমস্ত অন্ন গ্রহন করিয়া দক্ষিণ মুখ হইয়া উচ্ছিষ্টের নিকটেই পিণ্ড দান করিবে।

মাতামহানামপ্যেবং দদ্যাদাচমনং ততঃ।
স্বস্তি বাচ্যং ততঃ কুর্য্যাদক্ষয্যোদকমেবচ ॥

মাতামহ আদিকেও এই প্রকার পিণ্ডদান করিবে। অনন্তর আচমন দিবে। পরে স্বস্তিবাচনাদি করিবে।

দত্ত্বাতু দক্ষিণাং শক্ত্যা স্বধাকারমুদাহরেৎ।
বাচ্যতা মিত্যনুজ্ঞাতঃ প্রকৃতেভ্যঃ স্বধোচ্যতাং ॥

যথাশক্তি দক্ষিণা প্রদান করিয়া ব্রাহ্মণ গণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া পিতা মাতামহাদির উদ্দেশে স্বধা বাচন করিবে।

ব্রুয়ুরস্তু স্বধেত্যুক্তে ভূমৌসিঞ্চেত্ততোজলং।
বিশ্বে দেবাশ্চ প্রীয়ন্তাং বিপ্রৈশ্চোক্তইদং জপেৎ ॥

ব্রাহ্মণগণ যখন "স্বধাস্তু" বলিবেন, তখন জল ভূমিতে নিক্ষেপ করিবে। অনন্তর ব্রাহ্মণগণ কর্ত্তৃক অনুজ্ঞাত হইয়া " বিশ্বেদেবগণ প্রসন্ন হউন " এই রূপ কথন করিবে।

দাতারো নো বিবর্দ্ধন্তাং বেদাঃ সন্ততিরেব চ।
শ্রদ্ধা চ না ব্যগমদ্ বহুদেয়ঞ্চ নোস্ত্বিতি ॥

আমাদের বংশে দাতা, বেদ বিদ্যা ও সন্ততি বৃদ্ধি লাভ করুক, আমাদের মন হইতে শ্রদ্ধা বিদূরিত না হউক, আমাদের অধিকারে দানযোগ্য পদার্থ প্রচুর হউক, এই রূপ আশীর্ব্বাদ শ্রাদ্ধকর্ত্তা প্রার্থনা করিবে।

ইত্যুক্ত্বা প্রিয়াবাচঃ প্রণিপত্য বিসর্জ্জয়েৎ।
বাজে বাজে ইতি প্রীতঃ পিতৃপূর্ব্বং বিসর্জ্জনম্ ॥

অনন্তর সুমধুর বাণী উচ্চারণ করিয়া প্রণাম পূর্ব্বক প্রসন্ন মনে বাজে বাজে এই মন্ত্র পাঠ করত প্রথমে পিতৃগণকে পরে বিশ্বেদেবকে বিসর্জ্জন করিবে।

ক্রমশঃ।

শ্যামারহস্য।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিন্তু তন্ত্রের স্থানে ২ বাহিরের মদ্যমাংসাদির কথাও আমরা দেখিতেছি। কোনও ২ তন্ত্রে গৈরিক পৈষ্টিক প্রভৃতি সুরার নাম পর্য্যন্ত আছে। সুরা পাত্রের কথা আছে, সুরা শোধনের মন্ত্র আছে, বাহিরের মৎস্য মাংসাদির বিশেষ ২ বিবরণ আছে, মৈথুনে কোন্ স্ত্রী প্রসিদ্ধা কোন্ স্ত্রী অপ্রসিদ্ধা তাহারও একটা বিধি ব্যবস্থা রহিয়াছে, এ সমস্ত থাকিলেও উহা জ্ঞানীর পক্ষে নহে।

যাহারা সংসারাসক্ত জীব, তাহারা যেরূপ অন্তর্জ্জগতের তীর্থে গমন করিতে পারে না, অন্তর্জ্জগতের দেবদেবী দর্শন করিতে পায়না, অন্তর্জ্জগতের ধূপ দীপ গন্ধ পুষ্পাদি লাভ করিতে পারেনা, তাই তাহাদের বাহিরের তীর্থ, বাহিরের দেব দেবী বাহিরের ধূপ দীপাদি প্রয়োজনীয়, তদ্দ্বারাই তাহারা ক্রমে ২ সাধন মার্গে অগ্রসর হইয়া থাকে, তদ্রূপ যাহারা অন্তর্জ্জগতের পঞ্চতত্ত্ব লাভ করিতে অক্ষম তন্ত্র শাস্ত্র সেই সংসারাসক্ত জীবের নিমিত্ত বাহিরের মদ্যাদিরও বিধি ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন।

আজ কাল সকলেই আমরা দুর্ব্বলচেতা সংসারাসক্ত জীব, তবে কি সকলেরই পঞ্চমকারের সেবা করা কর্ত্তব্য ? না, তাহা নয়। তান্ত্রিক সাধনের দিব্যাচারে পশ্বাচারে মদ্যাদির বিধান নাই, এক মাত্র বীরাচারে মদ্যাদি বিহিত হইলেও উহার একটা কালাকাল পাত্রাপাত্র বিভাগ আছে। তন্ত্র শাস্ত্র কাল দেশ পাত্র বিচার করিয়া বীরাচারের বিধি ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই ব্যবস্থানুরূপ চলিলে সমাজে ও সাধন মার্গে কোথাও কোনও গোলযোগ উপস্থিত হয় না। ব্যবস্থার অভাবেই আমাদের দুরবস্থার এক শেষ ঘটিয়াছে। কাল দেশ পাত্রানুসারে তন্ত্রশাস্ত্র বীরাচারের কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে। যাহারা প্রকৃত বীর পুরুষ, তাহাদের পক্ষেই এই বীরাচার উপযুক্ত। যুদ্ধ বিগ্রহাদি যাহাদের কর্ত্তব্য কার্য্য, তেজঃ, বিক্রম, বীর্য্য, বল, যাহাদের শিরায় ২ দেদীপ্যমান, এবং সেই তেজোবিক্রমাদি রক্ষা করাই যাহাদের প্রয়োজনীয়, সেই রজঃপ্রধান ক্ষত্রিয়াদি জাতিই বীরাচারের এক মাত্র পাত্র বটেন। সত্ত্বপ্রধান ব্রাহ্মণ জাতি বীরাচারের পাত্র নহেন। তাই শাস্ত্র বলেন "ব্রাহ্মণস্তু সুরাং পিত্বা ব্রাহ্মণ্যাদেব হীয়তে"। ক্ষত্রিয় জাতির রাজ্যাদি রক্ষার নিমিত্ত তেজঃ, বিক্রম, বীরত্বাদির প্রয়োজন, মদ্যমাংসাদিও তেজঃ বিক্রম উৎসাহ বীরত্বাদির পরিপোষক। তাই তন্ত্র শাস্ত্র ইহাদের জাতীয় গুণ রক্ষা করিয়া প্রকৃতির অনুকূলে বীরাচারে সাধন মার্গে অগ্রসর হইতে বিধি ব্যবস্থা দিয়াছেন। অতএব যাহারা ক্ষত্রিয় কিংবা ক্ষত্রিয় গুণসম্পন্ন, এরূপ পাত্রেরই বীরাচার প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য, অন্যের পক্ষে কর্ত্তব্য কার্য্য নহে।

আবার এরূপ পাত্র হইলেও সকল দেশের লোকেই যে বীরাচার অবলম্বন করিতে পারিবে, তাহাও শাস্ত্রের উদ্দেশ্য নহে। বীরাচারের উপযুক্ত দেশে বীরাচারের উপযুক্ত পাত্র হইলেই বীরাচার অবলম্বন করিতে পারিবে। নচেৎ তাহা অবলম্বন করিতে পারিবে না।

মহাবিশ্বসার-তন্ত্রে উক্ত হইয়াছে—"কালী বিলাসকাদীনি তন্ত্রাণি পরমেশ্বরি! কালকল্পে! সুসিদ্ধানি অশ্বক্রান্তাসু ভূমিষু।" (শঙ্কর বলিতেছেন) হে পরমেশ্বরি! কালী বিলাসাদি কতকগুলি তন্ত্র অশ্বক্রান্তা ভূমিতে সুসিদ্ধ।

দেশ বিশেষে তন্ত্র বিভাগ করিয়া দেওয়ার তাৎপর্য্য এই যে সকল দেশের আচরণ একরূপ নহে। গ্রীষ্ম-প্রধান দেশের আহার বিহার শীত প্রধান দেশের আহার বিহারের বিপরীত। অশ্বক্রান্তাভূমি * (য়ুরোপখণ্ড) নিতান্ত শীত-প্রধান দেশে। সে স্থানে মদ্য মাংসাদি ব্যতীত কিছুতেই স্বাস্থ্য রক্ষা ও জীবন ধারণ করা যায় না। মৎস্য মাংস মদ্যে শারীরিক উত্তাপ রক্ষা করিয়া শীত-প্রধান দেশীয় লোকের স্বাস্থ্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে। এ দিকে কালী বিলাসাদি কতকগুলি তন্ত্র ও মদ্যাদি পঞ্চতত্ত্বের বিধায়ক বটে। ইহাতে বীরাচারের কথা বিস্তৃত রূপে বর্ণিত হইয়াছে। সুতরাং এই সকল তন্ত্রই শীতপ্রধান দেশীয় লোকের উপযুক্ত। তাই তাহাদের দেহমন সুস্থ রাখিয়া সাধন-মার্গে অগ্রসর হইবার জন্য কালী বিলাসাদি তন্ত্র দৈত্য দানবের দেশে বিভাগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। অতএব বীরাচার কেবল শীত প্রধান দেশেই ব্যবহার্য্য, অন্যদেশে ব্যবহার্য্য হওয়া তন্ত্র শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে।

কাল বিচারে প্রবৃত্ত হইলেও কলিকালে বীরাচার শাস্ত্র বিহিত বলিয়া পরিলক্ষিত হয় না। অশ্বমেধ, গোমেধ, নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে দেবরাদি দ্বারা সুতোৎ-পাদন, দত্তক ও ঔরস পুত্র ভিন্ন অন্যান্য পুত্রের গ্রহণ, মরণান্ত প্রায়শ্চিত্ত, গন্ধর্ব্ব বিবাহ, অসবর্ণা বিবাহ প্রভৃতি কতকগুলি কার্য্য কলিযুগে নিসিদ্ধ। ইহার তাৎপর্য্য এই যে কলিযুগের মানবগণ অতিদুর্ব্বল, ধর্ম্ম ভাব সাত্ত্বিকভাব তাহাদিগের হৃদয়ে অতিঅল্প। বলবীর্য্য শক্তি সামর্থ্য মাত্র এক পাদ, হৃদয় সর্ব্বদা রজস্তমোগুণে অভিভূত। ইহারা অশ্বমেধাদি দুষ্কর কার্য্য সাধন করিতে গেলে নানারূপ বিঘ্ন বিভ্রাট ঘটিবার সম্ভাবনা। হৃদয়ের দুর্ব্বলতা বশতঃ পাপ তাপে ব্যভিচারে সমাজ অধঃ-পাতে যাইবার সম্ভাবনা। তাই পারদর্শী শাস্ত্র-কারগণ কলিযুগে ঐ সকল কার্য্যের নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

দুই একটী দৃষ্টান্ত দেখাইয়া বলিতেছি, মনে করুন অন্যান্যযুগে নিয়োগ ধর্ম্মানুসারে ক্ষেত্রজ পুত্র ছিল, ধৃতরাষ্ট্র বিদুর যুধিষ্ঠির ভীম প্রভৃতি এই শ্রেণির পুত্র ছিলেন। এই নিয়োগ-ধর্ম্ম প্রতিপালন করা সহজ

---

* অশ্বক্রান্তা রথক্রান্তা বিষ্ণুক্রান্তা পৃথিবী এই তিনভাগে বিভক্ত। এই ভারত ভূমির নাম বিষ্ণুক্রান্তা। য়ুরোপ খণ্ডের নাম অশ্বক্রান্তা, আমেরিকা খণ্ডের নাম রথক্রান্তা। অশ্বক্রান্তার অপর এক নাম ইযুজাত। ভবিষ্য পুরাণের পূর্ব্বখণ্ডে লিখিত আছে—

ইযুজাতে নরাঃ শুক্লাঃ শূরাঃ শিল্প বিশারদাঃ।

ইযুজাতের মানবগণ শ্বেতবর্ণ বলবান্ ও শিল্প কার্য্যে পটু। এই ইযু জাত যে য়ুরোপ খণ্ড তাহা উক্ত বচন দ্বারা স্পষ্ট প্রতিপাদিত হইতেছে। বোধ হয় আমরা ইযু জাতের অপভ্রংশেই ইয়ুরোপশব্দ ব্যবহার করিয়া আসিতেছি। এই ইযু জাত (অশ্বক্রান্ত) অতি পূর্ব্বে হিন্দুর আবাসস্থান ছিল। মাতৃ সঙ্কলিনী তন্ত্র বলেন।

"অশ্বক্রান্তাং সমায়াতো বিড়ালাক্ষো মহাসুরঃ"।

মহিষাসুরের সেনাপতি অশ্বক্রান্ত হইতে এ দেশে আগমন করিয়া ছিলেন। এই বিড়ালাক্ষ কঠোর তপস্যা করিয়া শঙ্করের নিকট বর প্রার্থনা করিয়া ছিলেন যে আমার নাম চির স্মরণীয় হউক। তাহাতে মহাদেব বলিলেন—

অত্রজাতা নরাঃ শুক্লাঃ শূরা মার্জ্জার লোচনাঃ।

ভবিষ্যন্তি ন সন্দেহো মদাজ্ঞা চিহ্ন সূচকাঃ॥

তুমি চির স্মরণীয় হইবে। আমার আজ্ঞাক্রমে আজ হইতে এ স্থানের লোক শুক্ল বর্ণ বলবান্ ও বিড়ালাক্ষ (বিড়াল চক্ষুঃ) হইবে। তাহাতেই তোমার বিড়ালাক্ষ নাম চির স্মরণীয় থাকিবে। সেই হইতে অশ্বক্রান্তের লোক বিড়ালচক্ষুঃ হইয়াছে। এ [illegible] কল্পিত মনে করিলেও বিড়ালাক্ষ প্রভৃতি ভিন্ন ২ জাতীয় [illegible] অতি পূর্ব্বে যে অশ্বক্রান্তে বসবাস ছিল এ [illegible] ইহা দ্বারা [illegible] অনুমিত হইতেছে। বিড়ালাক্ষ সত্য যুগের লোক, [illegible] অশ্বক্রান্তে (য়ুরোপ খণ্ডে) বহু কাল বহু লোকের অবস্থান ছিল।

দ্বাপরের শেষে যখন দ্বারকাপ্লাবন হয়, তখন, উত্তর পশ্চিম ব্যাপিয়া ম্লেচ্ছ দেশাদি সমস্ত প্লাবিত হইয়াছিল। [illegible] জলপ্লাবন আর দ্বারকার জল প্লাবন ঠিক একই সময় ঘটে। সে প্রায় পাঁচ হাজার বৎসরের কথা, তাহার পর অশ্বক্রান্তে নূতন রাজ্যে নূতন মানবের আবির্ভাব হয়। বহু দিন হ্রদে গর্ত্তে বৃক্ষকোটরে বনা পর্ব্বতে [illegible] অবস্থান করিয়া কাল চক্রের পরিবর্ত্তনে তাঁহারাই এখন সভ্যতার চরম সীমায় উপনীত হইয়াছেন।

ব্যাপার নহে। ইহাতে স্ত্রী পুরুষ উভয়েরই মাত্র পুত্র কামনায় (কাম ভাবে নহে) শাস্ত্রোক্ত নিয়ম অবলম্বন পূর্ব্বক একবার মাত্র মিলিত হইতে হইবে। সে সময় উভয়েরই এতদূর মনঃসংযম করিতে হইবে যে কিছুতেই হৃদয়ে আত্মসুখ আত্মকাম উপস্থিত হইতে না পারে। তার পুরঃসেই পুরুষ সেই স্ত্রীকে আমরণ মাতৃবৎ ব্যবহার করিবেন।

যদি কলিযুগে এই নিয়োগ ধর্ম্মের বিধি ব্যবস্থা থাকিত, তবে শাস্ত্রের উদ্দেশ্য রক্ষা না হইয়া অনেক স্থলেই কেবল ব্যভিচারী ব্যভিচারিণীর দল বৃদ্ধি হইতে থাকিত। অনেকেই এই সুযোগে ছলে বলে কৌশলে পশুর ন্যায় ইন্দ্রিয় চরিতার্থ করিতে থাকিত, সমাজ ক্রমে ২ রসাতলে যাইবার উপক্রম ঘটিত, গন্ধর্ব্ব বিবাহাদি প্রচলিত থাকিলেও উক্ত রূপ আশঙ্কার বিষয় ছিল। অতএব যাহা ২ দুর্ব্বল চেতার পক্ষে অনর্থকর, আর্য্য মহর্ষিগণ কলিযুগে তাহার নিষেধ করিয়া গিয়াছেন।

যথাশাস্ত্র নিয়োগ ধর্ম্ম প্রতিপালন করা, অশ্বমেধ গোমেধ যজ্ঞকরা যেরূপ কঠিন, বীরাচার প্রতিপালন করা তাহা অপেক্ষাও শত সহস্র গুণে কঠিন। আজকাল আমরা যাহা দেখি, শুনি, উহা স্বেচ্ছাচার, উহার নাম বীরাচার নহে। তন্ত্র বলেন—

সিদ্ধমন্ত্রী ভবেদ্বীরো নবীরো মদ্যপানতঃ।

মন্ত্র সিদ্ধি করিলেই বীর হওয়া যায়. কেবল মদ্যপানে বীর হওয়া যায় না। বীরাচারে যে সকল ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হয় তাহা বড়ই কঠিন—বড়ই দুষ্কর বটে। মদ্য মাংসাদি উত্তেজক বস্তু ব্যবহার করিয়া, নিকটে মনোহারিণী রমণী রাখিয়া, স্থির ধীর ভাবে অবিচলিত চিত্তে নির্জ্জনে ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করিতে হইবে। চিত্ত চাঞ্চল্য হইলে সর্ব্বনাশ। বিষয় বড় গুরুতর। জ্ঞানিগণ বলেন, বিকারের হেতু নিকটে বিদ্যমান থাকিতেও যাহার হৃদয়ে বিকার উপস্থিত না হয় তিনিই বাস্তবিক বীর পুরুষ। প্রকৃত বীরের আচার বলিয়াই ইহার বীরাচার নাম হইয়াছে। যিনি বাহিরের শত্রুজয় করেন, তিনি প্রকৃত বীর নহেন; যিনি কামক্রোধাদি অন্তর্জ্জগতের শত্রুকে জয় করিতে পারেন, কিছুতেই যাঁহার হৃদয় ভীত চকিত না হয়, সেই ধীর পুরুষই বাস্তবিক বীর বলিয়া পরিচিত। অতএব স্থিরচিত্ত না হইলে বীরাচার প্রতিপালন করা যায় না। এই জন্যই তন্ত্রে সদাশিব বলিয়াছেন—

ত্বৎ সমাচ ভবেন্নারী মৎসমঃ পুরুষো যদি।
শুদ্ধাচিত্তস্তদাসৌতু সমর্থঃ কুলসাধনে॥

হে পার্ব্বতি! তোমার সমান নারী ও আমার সমান পুরুষ হইলে বীরাচার করিতে পারে। নচেৎ কেহ বীরাচার করিতে পারে না। কেবল বাহিরের মদ্যমাংসেই যদি বীরাচার সাধিত হইত, তবে পার্ব্বতীর ন্যায় নারী ও শঙ্করের ন্যায় পুরুষের প্রয়োজন হইত না। কুলার্ণবের ৫ম খণ্ডে ২য় উল্লাসে উক্ত হইয়াছে—

কৃপাণধারা গমনাৎ ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বনাৎ।
ভুজঙ্গ ধারণান্নূন মশক্যং কুলসাধনম্॥

শাণিত অসিধারা গমন, ব্যাঘ্রকণ্ঠাবলম্বন ও ভুজঙ্গধারণ অপেক্ষাও কুলসাধন কষ্টকর। এই সকল বচনপ্রমাণে বোধ হইতেছে যে কুলাচারের (বীরাচারের) অভ্যন্তরে যে সকল গুরুতর তত্ত্ব লুক্কায়িত রহিয়াছে, তাহা অসাধারণ অধিকারী ভিন্ন দুর্ব্বলচেতাঃ সামান্য অধিকারীর চেষ্টা যত্ন সাধ্য নহে। নির্ব্বাণ তন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে উক্ত হইয়াছে—

শ্মশানে ভবনে দেবি! তথৈব কাঞ্চনে তৃণে।
নভেদোযস্য চার্ব্বঙ্গি! সকৌলঃ পরিকীর্ত্তিতঃ॥

হে দেবি! যাহার গৃহে শ্মশানে, তৃণে কাঞ্চনে ভেদজ্ঞান নাই তিনিই বাস্তবিক কৌল। অতএব কুলাচার (বীরাচার) সহজ সাধ্য নহে। এ পথের পদে পদে প্রলোভন, এই প্রলোভন অতিক্রম করিয়া গন্তব্যস্থানে উপস্থিত হইতে হয়। এক পাদ স্খলিত হইলেই অধঃপাত হইবার সম্ভাবনা।

দিব্যাচারও দেবতুল্য না হইলে হয় না। ইহাতেও মিতাচার মিতাহার অবলম্বন পূর্ব্বক শুদ্ধচেতাঃ সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় হইতে হয়। এবং শত্রু মিত্রাদিতে সমজ্ঞান করিতে হয়।

যেরূপ পূর্ব্বোক্ত অশ্বমেধাদিতে দুর্ব্বলাধিকারীর শক্তি নাই বলিয়া কলিযুগে নিষিদ্ধ হইয়াছে সেই রূপ এই বীরাচার দিব্যাচারও কলির জীবের পক্ষে খাটেনা বলিয়া তন্ত্র শাস্ত্র নিষেধ করিয়া গিয়াছেন। মহানির্ব্বাণতন্ত্রে স্পষ্টাক্ষরে বলিয়াছেন—

দিব্যবীরময়ো ভাবঃ কলৌ নাস্তি কদাচন।
কেবলং পশুভাবেন মন্ত্রসিদ্ধির্ভবেন্নৃণাং॥

"দিব্যভাব ও বীরভাব কলিযুগে নাই, কেবল পশুভাবেই কলিযুগে মন্ত্রসিদ্ধি হইয়া থাকে।" যাহা নাই, যাহা কলিযুগে হয় না, বলাবল না বুঝিয়া সে পথে অগ্রসর হইতে গেলেই, বুদ্ধিবিভ্রাট ঘটে। সমাজে হাস্যাস্পদ হইতে হয়, সাধন রাজ্যেও অগ্রসর হওয়া যায় না। প্রত্যক্ষ প্রমাণেও আমরা আজ কাল তাহাই প্রায় দেখিতেছি। অতএব কাল দেশ পাত্র, ইহার যে দিক দিয়াই কেন দেখিনা, আমাদের পক্ষে বীরাচার কিছুতেই শাস্ত্র যুক্তি সঙ্গত হয় না। কলিযুগে শুদ্ধ পশ্বাচারে মন্ত্রসিদ্ধি করিতে মহানির্ব্বাণ তন্ত্র বলিয়াছেন। এই পশ্বাচারে ঋতু কাল ভিন্ন স্ত্রী গমন করিবে না, পক্ষ পর্ব্বে মৎস্য মাংসাদি পরিবর্জ্জন করিবে, সুরা স্পর্শ করিলেও প্রাণায়াম দ্বারা শুদ্ধি লাভ করিবে। বেদ বিহিত সাধ্বাচার অবলম্বন করিবে। সুতরাং ইহার সহিত শ্রুতি স্মৃতির কিছুই বিরোধ পরিলক্ষিত হয় না। রুদ্র যামলের দ্বিতীয় পটলে উক্ত হইয়াছে "পশুভাবেস্থিতো মর্ত্ত্যো মহাসিদ্ধিং লভেৎ ধ্রুবং।" যে মানব পশুভাবে স্থিত, সে মহাসিদ্ধি লাভ করিতে পারে। অতএব কলিযুগে আমাদের শুদ্ধ পশুভাবেই সাধন-মার্গে অগ্রসর হওয়া নিরাপদ ও শাস্ত্র যুক্তি সঙ্গত। অন্যভাব শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত নহে। কলিযুগে যদি দিব্যভাব বীরভাব না থাকে, এবং তাহাতে যদি সিদ্ধি লাভ না হয়, শুদ্ধ পশু ভাবেই যদি মন্ত্র সিদ্ধি করিতে হয়, তবে পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাণ্ড গিরি প্রভৃতি সিদ্ধ পুরুষগণ বীরাচারে সিদ্ধি লাভ করিলেন কি রূপে? এই রূপ দৃষ্টান্ত দেখাইয়া কেহ২ বীরাচারের পক্ষ সমর্থন করিতেছেন, কেহ২ বা বীরাচারস্রোতে গা ভাসাইয়া মুখ সন্তরণ করিয়া বেড়াইতেছেন। কিন্তু পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাণ্ড গিরি প্রভৃতি মহাপুরুষ গণ যে বীরাচারেই সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন এ রূপ কোনও স্পষ্ট প্রমাণ অদ্যাপি পরিলক্ষিত হয় না। তাঁহাদিগের স্বপ্রণীত কোন গ্রন্থে অথবা তৎ সমসাময়িক কোনও সিদ্ধ পুরুষের গ্রন্থে ইহার কোনও প্রমাণই দৃষ্টিগোচর হয় না। তাঁহারা কি আচারে সিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন তাহা তাঁহারাই মাত্র অবগত। এ রূপ অবস্থায় কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া মহানির্ব্বাণতন্ত্রের বাক্যে অশ্রদ্ধা করা বুদ্ধিমানের কর্ত্তব্য নহে।

দ্বিতীয়তঃ তর্কের অনুরোধে স্বীকার করিলাম পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাণ্ড গিরি প্রভৃতি সাধক গণ যেন বীরাচারেই সিদ্ধি লাভ করিয়া ছিলেন, কিন্তু এই দৃষ্টান্তে আমরাও যে বীরাচার অবলম্বন করিব এরূপ কোনও যুক্তি-তাৎপর্য্য দেখিতে পাওয়া যায় না। শাস্ত্র সাধারণ সমাজের প্রতি কতকগুলি বিধির বর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা সবলচেতা, তাঁহারা চির কালই এই বর্জ্জিত বিধির প্রতি দৃক্পাত না করিয়া উচ্চাসন লাভ করিয়া আসিতেছেন। পিতা মাতা ও যুবতি স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিতে শাস্ত্র বারবার নিষেধ করিয়াছেন। কিন্তু বুদ্ধদেব যুবতি স্ত্রীর প্রতি ভ্রূক্ষেপ না করিয়া সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিলেন। মহাপ্রভু চৈতন্য দেবও বৃদ্ধা মাতা ও যুবতি স্ত্রী পরিত্যাগ পূর্ব্বক সন্ন্যাস ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছিলেন। তীব্র জ্ঞান বৈরাগ্যের উদয় ব্যতীত, সাধারণ সংসারী ঐরূপ কার্য্য করিতে গেলে "ইতোভ্রষ্ট স্ততোনষ্টঃ" হইতে হইবে।

সেই রূপ পূর্ণানন্দ ব্রহ্মাণ্ড গিরি প্রভৃতি মহাশক্তিশালী মহা পুরুষগণ শাস্ত্রের বর্জ্জিত বিধির প্রতি দৃক্পাত না করিয়া হয় তো বীরাচারে সিদ্ধি লাভ করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তোমার আমার সে পথ অবলম্বন করিতে গেলেই সর্ব্বনাশ। তাই বলি তাঁহাদের কথা পৃথক্ আর সাধারণ-সমাজের কথা পৃথক্। উচ্চাধিকারীর দৃষ্টান্ত দেখাইয়া দুর্ব্বলচেতার সে পথ অবলম্বন করিতে যাওয়া বিড়ম্বনা বিশেষ মাত্র। সুতরাং শাস্ত্রাচারে সাধন-রাজ্যে অগ্রসর হওয়াই আমাদের সর্ব্বতো ভাবে কর্ত্তব্য।

ক্রমশঃ।

বিশ্বাস ও বিচার।

বিশ্বাসই বিচারের আধার, এ কথা বোধ হয় অনেকে মানিবেন না, আবার কেহ কেহ হয় তো বা হাঁসিবেন। কিন্তু আমরা সে দিকে দৃক্পাত না করিয়া এই বিচার-বুদ্ধির দ্বারাই বিশ্বাস-বিচারের বহু কালগত বিবাদের বিচার করিয়া বিশ্বাসকেই বিচারাসনে বসাইব।

বিশ্বাস ভাব ব্যঞ্জক, বিচার অভাব প্রতিপাদক। অস্তিত্বই ভাবের হেতুভূত কারণ। অস্তি আবার তন্ময় হইয়া তৎ-পদার্থের লক্ষ্যার্থবিধায়ক। অস্তিত্ব আছে বলিয়াই অভাবের কল্পনা, ঈশ্বর আছেন বলিয়াই মায়ার সৃষ্টি, সত্যের সত্তাই মিথ্যার মর্য্যাদার প্রতি কারণ। সেই রূপ বিশ্বাসের বর্ত্তমানতাই বিচারের আশ্রয় স্থান।

বিশ্বাস আত্মার প্রকাশ—আত্মানুকূল বৃত্তি, ইহার গতি আভ্যন্তরীণ। বিচার মনের বিকাশ মাত্র, ইহার বেগ বহির্মুখীন। বিশ্বাস একত্বপ্রতিপাদক, সমন্বয়সাধক শান্তি বিধায়ক ও সত্যের পরমপোষক, আর বিচার স্থূল দৃষ্টি, বহুত্ব বাচক (দুই বা ততোধিক না হইলে বিচার অসম্ভব) বিবাদপ্রদ সন্দেহোদ্ভেজক চাঞ্চল্য-কারক ও মিথ্যার প্রচারে ও প্রমাণে প্রবীণ। বিচারের আড়ম্বর বৃথা বিড়ম্বনা মাত্র।

কথা গুলি প্রথমতঃ কিছু কঠোর বলিয়া অনেকের বোধ হইলেও হইতে পারে। কিন্তু কি করিব, সত্যের সাজই এইরূপ। ইহা আপাততঃ তৃপ্তিকর নয়ন রঞ্জন মিথ্যাময় নহে। সত্যের দৃঢ়তা অন্যের নিকট কঠোরতার কারণ হইলেও সজ্জন গণের গ্রহণীয়। সত্যের পরীক্ষা শুদ্ধ জ্ঞান সাধ্য।

বিশ্বাস বাহিরে ব্যবহারের জিনিস নহে, উহা অন্তরের শক্তি অনন্ত কাল অভ্যন্তরেই (বিশুদ্ধ হৃদয়ে) লীলা করিয়া আসিতেছে। বিশ্বাসে বাহিরের বাতাস লাগিলে তাহার বিকাশ কমিয়া যায়, অন্তঃপুরচারিণীকে বহির্দ্বারে আনিলে অমর্য্যাদা করা হয়। প্রখর কর স্পর্শে স্বর্ণ বর্ণ বিবর্ণ হইয়া যায়। কুলের কামিনীকে বাহির করিলে কুলটা হইবার সম্ভাবনা। প্রেমিকের প্রাণের কথা বাহিরে বলিলে পাগলের কথা হইয়া পড়ে। এক বুঝাতে আর বুঝিয়া ফেলে। সোজা কথা বাঁকা হইয়া, ভাবের কথা ভাব ছাড়িয়া নীরস ও বিরস হইয়া যায়। কে জানে কে কি রূপে বোঝে তাই ভাল কথাও মন্দ হইয়া উঠে। দুই জনের মন কখনও এক নহে, সুতরাং একের কথা অন্যের কাছে গেলে তাহার কিছু না কিছু অন্যথা হইবেই হইবে। তাই কৃষ্ণকথাতেও অনেকের মনে অনেক কথা উঠিয়া থাকে; কিন্তু সে অনেক কথার কথা, তাহার দুই এক কথা তুলিয়া কথকের মত কতক কতক বলিলে "বিচারের" অবিচারে অকলঙ্ক কৃষ্ণ নামে বৃথা কলঙ্ক লাগিবে। সে কথা "যে বুঝেছে সে মজেছে, যে বোঝেনি সে আছে ভাল (?)"। না বুঝিয়াই লোকে বিশ্বাসের বিনাশ সাধন করিতে বসিয়াছে।

এত কথার পর অনেকে বলিতে পারেন, তবে বিশ্বাস বিচারাঙ্গনে আসিতে ভীত না কি? আমরা বলি না, তিল মাত্রও নহে, কিন্তু আসিবে কার কাছে, বিশ্বাসের নামেই বিচার ব্যতিব্যস্ত, বিশ্বাসের বিক্রমের সম্মুখে বিচার-বুদ্ধি বিলুপ্ত হইয়া যায়।

বিশ্বাস নিজ নিকেতনেই বিশুদ্ধ থাকিবার সম্ভব,

বিচারের মলিন রাজ্যে আসিলেই কলঙ্কিত হইতে হয়, বিচার বুদ্ধির দোষেই বিশ্বাসের প্রকৃত পরিচয় না পাইয়া লোকের "বিশ্বাসের" প্রতি বিশ্বাসের হ্রাস হইয়া আইসে।

বিশ্বাস আত্মভাবনায় অনুভূতিসাপেক্ষ স্বতঃ সিদ্ধ প্রমাণ। ভাবান্তর-বুদ্ধির উদয় না হইয়া চেষ্টার স্ফূর্ত্তি বিনা যে বিষয়ের যতখানি উপলব্ধি হয়, বিশ্বাসের রাজ্য ততদূর। বিচারবুদ্ধি—যুক্তি অজ্ঞাত বিষয়ের কল্পিত সিদ্ধান্ত। যাহা জানি না তাহাতেই যুক্তির প্রয়োজন হয়। তত্ত্বজ্ঞ মহাপুরুষের অন্তর্বহি আত্মভাবনায় সমস্তই বিশ্বাসময় হইয়া গিয়াছে, তাঁহার নিকট বিচারের আবশ্যক নাই, বিশ্বাসই ওত প্রোত ভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে। অনাত্মজ্ঞ দেহাত্মবুদ্ধি জীবের দেহ মাত্রই আপনার বলিয়া বোধ, সুতরাং তাহার সম্বন্ধে অপর সমস্তই অন্য পদার্থ, তাই জানিবার বিষয়ও অনেক। মনে রাখিতে হইবে যে বিচারের পশ্চাতে অজ্ঞান বর্ত্তমান, এই জন্যই অন্ধকারে লোষ্ট্রপাত করিয়া হাজারে ৯৯৯টা লক্ষ্যই ভ্রষ্ট হয়। বিচার-বুদ্ধি যে ভ্রম-সঙ্কুল, আমরা এক্ষণে তাহাই দেখাইব।

বিশ্বাস স্থিরতা দৃঢ়তা সত্ত্বগুণোদ্ভব, বিচারবিক্ষেপ রজোগুণ সম্ভূত। বিচার মনের ক্রিয়া, মন রজোজ, রজঃ শক্তি প্রবল হইলেই ক্রিয়ার উৎপত্তি হয়, এবং ক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষেপ (কেন্দ্রাতিগ শক্তি) উদ্ভূত হয়। এই রূপে পার্থক্য হইলেই ভেদ-বুদ্ধির উদয় হইয়া দ্বিত্বজ্ঞানে জীব ব্রহ্মের ভিন্নতা উপলব্ধি হয়, এই রূপে "আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তত্তথা" ইত্যাদি শ্রুতি সত্ত্বেও বিশ্বাসবিহীনতায় ভেদ বুদ্ধিতে বহুত্ব বোধ ও বিচারবিলাসে বহির্দৃষ্টির বৃদ্ধি হইয়া মিথ্যায় সত্যের প্রতীতি অথবা সত্যে মিথ্যার ভাগ (অন্যথা দৃষ্টিই মিথ্যা) হইয়া ভ্রান্তিময় সৃষ্টিতে বিশ্বাস হয়। সেই জন্যই বলিতেছিলাম বিচার ভ্রমান্ধ, বাহিরে বিশ্বাসের অপব্যবহার হয়। তবে কি আমরা কাহাকেও অন্ধ হইয়া যাহা তাহা মানিতে বলিতেছি? না, তাহাও নহে। বিচার অবসানে দেখিবেন বিশ্বাসই চক্ষুষ্মান্ আর লৌকিক বিচারই জন্মান্ধ। লোকে যাহাকে সাধারণতঃ বিশ্বাস বলে তাহাও বিচারসিদ্ধ বিশ্বাস, তাই তাহাও ভ্রমাত্মক। পাঠক! দেখিতে পাইবেন লৌকিক বিচার ও বিশ্বাস উভয়ই দোষাক্ত—সন্দেহশূন্য নহে; আত্ম-ভাবোদ্ভূত স্বয়ং সিদ্ধ বিশ্বাসই সত্য ও বিশুদ্ধ, তাহাই বিকৃত তর্ক বিতর্কের বিবাদ বিতণ্ডার বিরুদ্ধে স্থির থাকিতে সমর্থ, বিচার বিতর্ক বিলুপ্ত হইলেও সৃষ্টিস্থিতি প্রলয় হইলেও তাহারই বিদ্যমানতা (অস্তি) থাকিবে। বিশ্বাস বর্ত্তমানের বোধক, ইহার ভূত ভবিষ্যৎ নাই, ইহা ত্রিকালে একরূপ। ইহা কালেরও অতীত পদার্থ, মহাকাল রূপে কালকেও গ্রাস করিয়া আছে। এখানে কালেরও অবসান, তাই বলিতেছি বিশ্বাস চিরবর্ত্তমান।

শাস্ত্রেও বিচার আছে সত্য; কিন্তু সে বিচার সমন্বয়ের পক্ষপাতী। অবিবেচনায় ভেদ দৃষ্টিতে বিচার-বুদ্ধির উদয় হইয়াছে দেখিয়াই শাস্ত্র বিচার অবলম্বন করিয়াছেন; বিচার দ্বারা বিচারের নিরর্থকতা ও বিশ্বাসের সার্থকতা সমর্থন করাই শাস্ত্রের তাৎপর্য্য, বিষপ্রয়োগে বিষনাশই তাহার মূল উদ্দেশ্য। কিন্তু বিজ্ঞানের বিচার বিপর্য্যয়-দোষ-গ্রস্ত। বি-কারের উপসর্গে জ্ঞান প্রলাপে পরিণত হইয়াছে। শিষ্ট বিশিষ্ট ভাব পরিত্যাগ করিয়া ব্যাধির বিকৃত বিপরীত ভাবাপন্ন হইয়াছে, বিজ্ঞানের জ্ঞানে আজ কাল না কি রুদ্রের ছয় গুণেরও (১১+৬) অধিক ভূতের সংখ্যা হইয়াছে। মা গঙ্গার তিরোভাব হইলে ভূতের যে আরও বৃদ্ধি হইবে তাহাতো নিশ্চয়ই। বিজ্ঞান বলেন, বাস্থকি মাথা নাড়িলে ভূমিকম্প হয় এই ভ্রান্তবিশ্বাস বিচারে তিষ্ঠিতে পারে না, আমরা বলি আভ্যন্তরিক উত্তাপই যে ভূমিকম্পের কারণ কে বলিল? সে উত্তাপ কেনই বা প্রতি নিয়ত সমভাবে না থাকিয়া হ্রাস বৃদ্ধি হয়—?

এইরূপে। প্রশ্ন পরম্পরায় অনন্ত "কেনর" উত্তরে অসমর্থ হইয়া অগত্যাই বিজ্ঞানকে শেষে একটা হযবরল গোছের সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হইবে। মন পরাস্ত ও নিরস্ত হইলেই একটা কিছু মানিতে হইবে। বিশ্বাস করিতে হইবে। বিজ্ঞান বোকা ছেলের মত শীঘ্র বুঝিতে না পারিয়া খানিকক্ষণ ঝগড়া করিলেন মাত্র, বিশ্বাসী প্রথমেই অবনতমস্তকে স্বীকার করিলেন। ইন্দ্রদেবের হস্তীতে সমুদ্র জল তুলিয়া বৃষ্টিপাত করে বলা আর সূর্য্য রশ্মির উত্তাপে জল বাষ্পাকার ধারণ করিয়া মেঘ রূপে বৃষ্টি হয় বলাও তুল্যমূল্য। পৃথিবীর ছায়া পড়িয়া অথবা রাহু গ্রহের ছায়ায় গ্রহণ হয়, ইহাতেও মত দ্বৈধ রহিয়াছে দেখিতে পাওয়া যায়। পৃথিবী গোলাকার না হইলেও যে দূরের দ্রব্য ক্ষুদ্র দেখায়, আকাশ গোলাকার দেখায় তাহারও তো ভূরি২ প্রমাণ রহিয়াছে। এই বৈচিত্র্যময় জগতে একমাত্র কারণে কোনও কার্য্য হইতেছে না। এই মিথ্যা প্রপঞ্চের কখনই সদ্‌যুক্তি থাকিতে পারে না, প্রত্যেক যুক্তিই মিথ্যা; কেবল তোমার মনের বেগকে নিরস্ত করিয়া বিশ্বাসস্থাপনই উদ্দেশ্য। পুরাণ শাস্ত্র কিন্তু এইটী সহজে করিতে চেষ্টা পান, আর বিজ্ঞান সেইটী বাঁকাইয়া ঘাড় মুড়িয়া নাক দেখাইতে চান। পুরাণ সরল হৃদয়ের আর বিজ্ঞান কুটিল প্রকৃতির মোহমুদ্গর এই মাত্র প্রভেদ। কিন্তু পুরাণের পদসেবক শীঘ্রই শান্তি সুধা পানে তৃপ্ত হইবেন আর বিজ্ঞানের বাচ্ছা সব পাঁকে পড়িয়া নাকানি চোবানি খাইতে থাকিবেন—শান্তি স্বপ্নেও পাইবেন না।

"মন ভ্রমে ভুলেছ কেনে
তুমি নানা শাস্ত্র আলাপনে।
+ . + + . ' +
তোমার দ্বৈত ভাবে দিবস গেল
চিদানন্দ রয় কেমনে॥"

"ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিরেকেহ কুরুনন্দন।
বহুশাখাহ্যনন্তাশ্চ বুদ্ধয়োঽব্যবসায়িনাম্॥"
গীতা।

বিজ্ঞানে যে ভ্রমপ্রমাদ নাই কে বলিতে পারে? ন্যায়ানুসারে যখন বৈষম্যের একটী মাত্র কারণ থাকিলেও প্রমাণ অপ্রমাণ হইয়া যায়, তখন, মনুষ্যবুদ্ধি যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকৃততঃ বুঝিতে সমর্থ, তাহার নিশ্চয় কি? তোমার বা আমার প্রদর্শিত নিয়মেই যে জগৎ চলিতেছে তাহাই বা কে প্রমাণ করিতে পারে? দেখিতেছি বিজ্ঞান কিছু পূর্ব্বে যাহাকে মৌলিক বলিয়া স্থির করিয়াছেন, তাহাকেই পরে আবার যৌগিক বলিতেছেন। উত্তাপ, আলোক ও তড়িৎ পূর্ব্বে ভিন্ন২ শক্তি বলিয়া স্থির ছিল, এখন আবার তাহারা একই শক্তির পরিণাম রূপে প্রমাণিত হইতেছে। তবে কে জানে যে এক সময়ে বিজ্ঞানে ৬৭ বা ৭০ ভূত পঞ্চভূতে পরিণত না হইবে? যৌগিক জলের মৌলিক উপাদান হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন যে এক বংশজ হইবে তাহাও আর আশ্চর্য্যের বিষয় নহে, উত্তাপই যে কেবল মাত্র পরমাণু বিশ্লেষণের অদ্বিতীয় উপায় তাহাই বা কাহার বলিবার সাধ্য আছে? জড় জগতের সাধারণ তত্ত্বেরও সম্পূর্ণ আয়ত্ত করিতে অসমর্থ * অথচ আধ্যাত্মিক তত্ত্বে ছোঁ মারাই তো বিজ্ঞানের বাতুলতা, আমারা জড় বিজ্ঞানের উন্নতির বাধা দিতেছি না, যাঁহাদের বৈষয়িক আয়াসেই বিশেষ লক্ষ্য, তাঁহাদের জড় বিজ্ঞানের জ্ঞানও চর্চ্চায় খানিকটা লাভ হইতে পারে; পৌরাণিক মতে বিশ্বাস করিলে কিন্তু জড় বিজ্ঞানের ফলের সহিত কোন তারতম্য হইবে না। সূর্য্যরশ্মিতেই বাষ্প উঠুক আর ইন্দ্রের হাতীই জল তুলুক, ফলে দুই সমান। উহা একটী অলৌকিক শক্তির

* There are more things in heavn and earth,
Horatio,
Than are dreamt of in your philosophy
(Shakspere.)

যদি অবিচারজাত জগৎই ভাসিত হয়, সে বিচারে প্রয়োজন কি? স্বরূপ উপলব্ধি হইলে কিন্তু আর ভ্রম থাকিবেনা। রজ্জু জ্ঞান হইলে আর সর্প ভয় থাকিবে না। বিচারও বিশুদ্ধ হইবে। বিচার না থাকিলেও ক্ষতি হইবে না। তখন বিজ্ঞানেরও অতীত জ্ঞান হইবে। সমস্ত একত্বে পরিণত হইয়া তত্ত্বতঃ বোধ হইবে। সুতরাং দৃষ্টিশক্তি কমিয়া থাকে যদি, তবে অন্তরে দর্শন-স্নায়ুকে সবল করিতে হইবে—বিশ্বাস কেন্দ্রীভূত করিতে হইবে, চক্ষু জ্যোতিষ্মান্ হইবে ; কিন্তু অযথা উপনয়নের (চসমা) বিচারের অনুসরণ করিলে অস্পষ্ট আলোকও বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িবে, দৃষ্টি শক্তি আরও কমিয়া ক্রমশঃ অন্ধ (মূঢ় নাস্তিক) হইয়া যাইবে। আর স্বাভাবিকী দৃষ্টি (বিশ্বাস) সত্ত্বে আধুনিক অনুকরণে অনর্থক নয়নে উপনয়নসংযোগে (বিচার বিমুগ্ধ হইয়া) আরও আবরণের বৃদ্ধি করিয়া দৃষ্টি বাধা জন্মাইবার ও স্বেচ্ছা-পূর্ব্বক চোখের মাথা খাইবার কোনও প্রয়োজন দেখা যায় না। স্বতঃসিদ্ধ বিশ্বাস বৃথা-বিচার-বিলাসে বিনাশ করা বিড়ম্বনা বৈ আর কি ? ঔষধ রোগীর অমৃত, অরোগীর হলাহল। তবে অপব্যবহারে যদি চক্ষুর শক্তি হ্রাস হইয়া থাকে, তাহা হইলে অনুকূল ও উপযোগী উপনেত্র' শাস্ত্রসম্মত বিচার-পদ্ধতি অবশ্য অবলম্বনীয়। উহাতে হীন দৃষ্টির পুষ্টি—বিশ্বাসের বৃদ্ধি হইবে।

"দুস্তর্কাৎ সুবিরম্যতাং, শ্রুতিমতস্তর্কোঽনুসন্ধীয়তাম্।"

(সাধন পঞ্চক)।

এক্ষণে আমরা দেখিলাম বিশ্বাস সাম্প্রদায়িক বা কাল্পনিক গোঁড়ামী নহে। উহা অপরোক্ষ জ্ঞান-জাত আত্মানুভূতি, মধুর ভাবের রসের সাগরে উহার পর্য্যবসান। এই বিশ্বাসের অনুকূল, গুরু বেদান্ত বাক্যে বিশ্বাস জাত ও শুদ্ধান্তঃ করণ-নিঃসৃত অন্তর্মুখীন আলোচনাই বিচারবাদ* নামধেয়, অন্যথা এ অবিদ্যারাজ্যে সমস্তই অবিচার বিচারের ব্যভিচার মাত্র।

* "বাদঃ প্রবদতামহং।"

বিশ্বাস মহাবিষ্ণু স্বরূপ, বিশ্বাসই স্থিতির কারণ। বিশ্বাস জ্ঞানের পূর্ব্বাপর লক্ষণ, প্রেমের পরা কাষ্ঠার পরিচায়ক।

দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।

এ উপদেশের গূঢ়ার্থ গোপীরাই বুঝিয়াছিলেন, এত প্রেম তাঁহাদেরই ছিল, তাই এত বিশ্বাসের বল।

যৎ পত্যপত্য সুহৃদামনুবৃত্তিরঙ্গ।
স্ত্রীণাং স্বধর্ম্ম ইতি ধর্ম্মবিদা ত্বয়োক্তম্॥
অস্ত্বেবমেতদুপদেশপদে ত্বয়ীশে।
প্রেষ্ঠো ভবাংস্তনুভৃতাং কিল বন্ধুরাত্মা॥ ৩২

ভাগবত ১০ম ২৯ অ।

বিশ্বাসই বৈরাগ্যের বর্ম্ম, বিশ্বাসই বিশ্বব্যাপী বিভু, বিশ্বাসই স্তম্ভ মধ্যে নৃসিংহরূপে, কৌরব-সভায় বস্ত্ররূপে বিষে অমৃতরূপে, বিজন বনে পদ্ম পলাশ লোচন, জীবের জীবন, পাপীর যম ও ভক্তের ভগবান্। বিশ্বাস তন্ময়তা জন্মাইয়া দেয়। এই বিশ্বাস লাভ করিতে হইলে অন্ততঃ গৌণ বিশ্বাসী হওয়া চাই। পিপাসু হইয়া জল খাইলে জলে শান্তি হয়, অন্যথা কেবল অশ্রদ্ধা বাড়ে। অবিচারের বিচার বন্ধ্যা, অবিশ্বাসীর বিবাদে অধোগতি হয় মাত্র, আর বিশ্বাসের "বাদ" কল্যাণপ্রদ। সেই জন্য শাস্ত্রের শুশ্রূষায় হওয়াই শুভ।

ধর্ম্মান্দোলন।

ঢাকা।

(ঢাকাপ্রকাশ হইতে উদ্ধৃত।)

"শ্রদ্ধেয় পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ঠিক একমাস কাল ঢাকায় অবস্থান পূর্ব্বক গত মঙ্গলবার কালকাতাভিমুখে যাত্রা করিয়াছেন। তাঁহা দ্বারা ঢাকাবাসী যেরূপ উপকৃত হইয়াছেন, তদর্থে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ জন্য গত সোমবার বৈকালে জগন্নাথ কলেজ গৃহে একটী অতি মহতী সভার অধিবেশন হইয়াছিল। সভাস্থলে নিতান্ত কম পক্ষে ৮০০০ লোক উপস্থিত

হইয়া পরিব্রাজক মহোদয়ের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়াছে। প্রথমতঃ শ্রীযুক্ত হরিহর গোস্বামী সংক্ষেপে কিছু বক্তৃতা করেন, তৎপরে বাবু জগদীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায় বিএ সভার পক্ষ হইতে তাঁহার নিকট কৃতজ্ঞতা প্রদর্শন করিয়া তাঁহার কার্য্যক্ষেত্র সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলিয়াছেন। পরিব্রাজক মহোদয়ের মতে স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায় বিশেষ যে একেবারে উন্মূলিত হইতে বসিয়াছে, তাহা তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, এবং প্রসঙ্গত আমাদের অনেক দিন পূর্ব্বের একটী কথা বলিয়া ফেলিয়াছেন, যে যেমন কতকগুলি লোক ঋষিত্বের অনুপযোগী হইয়াও আপনাদিগকে ঋষি নামে অভিহিত করে, এবং তাহার প্রতিফল স্বরূপ হিন্দুসমাজের নিতান্ত ঘৃণিত মৃত পশুর চর্ম্মদ্বারা অতি নিকৃষ্টভাবে জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে; এবং যেমন কতকগুলি লোক যোগিত্বের নিতান্ত অনুপযুক্ত হইয়াও যোগী নাম ধারণ করে, ও তাহার প্রতিফল স্বরূপ হিন্দুসমাজের অতি নিম্নস্থানে অহিন্দুর প্রায় সমানে (মৃত ব্যক্তিকে গোর দেওয়াই তাহার প্রমাণ) অবস্থান করিয়া ছালা বুনিয়া জীবিকা নির্ব্বাহ করিতেছে, স্বেচ্ছাচারী সম্প্রদায় বিশেষের পরিণামও তদ্রূপ হইবে। বক্তা বোধ হয় মনে করিয়া থাকিবেন; এই সম্প্রদায়ের যেমন সমদর্শিতা, যেমন দয়া, যেমন জাতিভেদ-বিরোধিতা, তাহাতে যখন তাঁহারা দেখিবেন, ঢাকা সহরে মেথর মিলে না বলিয়া গলিত মলের জন্য ঢাকাবাসী কষ্ট পাইতেছে, তখন তাঁহারা এই মহান্ উদারতা পূর্ণ মেথরের ব্যবসায়টি গ্রহণ করিয়া লোকসমূহকে উপকৃত করিবেন।

জগদীশবাবুর পরে বাবু গগনচন্দ্র বোস এম্ এ বিএল পরিব্রাজক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন; অনন্তর শ্রদ্ধেয় পণ্ডিত শ্রীযুক্ত প্রসন্নচন্দ্র বিদ্যারত্ন মহাশয় ও পরিব্রাজক মহাশয় দ্বারা হিন্দুর মহদুপকারিতা সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছিলেন। তিনি প্রসঙ্গত ঢাকাস্থ হিন্দুসমাজের ভূতপূর্ব্ব সভাপতি ৺ বাবু প্রতাপচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৃত্যু জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে গিয়া একেবারে কাঁদিয়া ফেলিয়াছিলেন। তৎপরে বেদ-বিদ্যালয়ে অর্থদানের আবশ্যকতা ও বৈদ্যজাতির সন্ন্যাস-গ্রহণের অধিকারিতা সম্বন্ধে কয়েকটী কথা বলিয়া ঢাকাবাসীর পক্ষ হইতে পরিব্রাজক মহাশয়কে ধন্যবাদ দেন; তৎপরে শ্রীযুক্ত মাধবচন্দ্র তর্কচূড়ামণি কয়েকটী কথা বলিবার পরে পরিব্রাজক মহোদয় নিজে বক্তৃতা আরম্ভ করিলেন। তাঁহার বক্তৃতা ঢাকাপ্রকাশে সমাবেশ হওয়া কঠিন; এজন্য আমরা তাহা প্রকাশ করিতে অগত্যা ক্ষান্ত রহিয়াছি, তাঁহার এই শেষ বক্তৃতাও প্রকাশ করিতে পারিলাম না, তবে তাঁহার দুটী একটী বিশেষ কথার মর্ম্ম আমরা উল্লেখ করিলাম। তিনি ঢাকাবাসীর ধর্ম্মানুরাগ দেখিয়া সন্তোষ প্রকাশ করিয়াছেন। যে সকল কুলাঙ্গার পিতা মাতার, বন্ধু বান্ধবের ও সমাজের মর্ম্মে শেল বিদ্ধ করিয়া ঔদ্ধত্য বশে স্বধর্ম্ম পরিত্যাগ করে, পিতা মাতা প্রভৃতি যে আশায়, যে বিশ্বাসে বহু কষ্টের ধনাদি দ্বারা পুত্রকে শিক্ষিত করেন, যাহারা সেই আশায় নিরাশ্বাস করিয়া বিশ্বাসঘাতকতা পূর্ব্বক স্বধর্ম্ম ও স্বজাতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হয়, তাহাদের উদ্দেশে অনেক উপদেশ প্রদান করিয়াছেন। ঢাকা গেজেট ও সেইরূপ প্রকৃতিবিশিষ্ট কতিপয় ব্যক্তির মুখেও বেদ বিদ্যালয়ের চাঁদা গ্রহণাদি সম্বন্ধে যে অনুচিত আপত্তি ও আশঙ্কা প্রদর্শিত হয়, তৎসম্বন্ধে যথাযোগ্য উত্তর প্রদান করিয়াছেন। বেদ বিদ্যালয়ের জন্য অন্নকষ্ট পীড়িত দিগের নিকট চাঁদা লওয়া হয় না। যাঁহারা ঐ জন্য চাঁদা দেন, তাঁহারা অন্য নানাবিধ কাজে সহস্র সহস্র টাকা ব্যয় করিতেছেন; তাঁহারা বেদ-বিদ্যালয়ে টাকা দিয়াও অন্নকষ্টের সাহায্যার্থ প্রচুর টাকা দিতে পারেন; বেদ বিদ্যালয় ও আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভার আয় ব্যয় ও কার্য্যবিবরণী ধর্ম্মপ্রচারক নামক মাসিক পত্রে মাসে মাসে নিয়মিত রূপে প্রকাশ হয়; দেশের গুপ্ত সংবাদ সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ কর

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় ২রা জ্যৈষ্ঠ ৺ কাশী ধাম হইতে যাত্রা করিয়া উত্তর, মধ্য ও পূর্ব্ব বঙ্গে সনাতন ধর্ম্মের তুমুল আন্দোলন করিয়া, কত কুপথগামীকে সুপথে আনিয়া, কত অসাধককে সাধন-পথ দেখাইয়া ও কত সাধকের হৃদয়ে সুধা বৃষ্টি করিয়া বিগত ২৭ এ শ্রাবণ যোগাশ্রমে আসিয়া পৌঁছিয়াছেন। দারজিলিং ও ঢাকায় তাঁহার জ্ঞান বিজ্ঞান ও প্রেমপূর্ণ বক্তৃতায় বিশেষ উপকার হইয়াছে। ইংরাজি ও বাঙ্গালা সংবাদ পত্র সমূহে পাঠক গণ এতাবৎ অবগত হইয়া থাকিবেন। ২।৪ জন ব্রাহ্ম ও কয়েকজন ঈর্ষাপরায়ণ ব্যক্তি স্বামীজীর "বেদ বিদ্যালয়ের" বিরুদ্ধে অনেক কথা কহিলেও সহস্র২ মহাত্মা তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যে সহানুভূতি প্রকাশ ও অনেকে বেদ বিদ্যালয়ের জন্য এক কালীন দানও করিয়াছেন। যে টাকা আদায় হইয়াছে তাহা নিম্নে লিখিত হইল।

ঢাকা।

শ্রীযুক্ত রঘুনাথ দাস, জমীদার	১০০০৲
" রায় অভয় চরণ মিত্র বাহাদুর	৫০০৲
" কৈলাশ চন্দ্র দাস, মহাজন	১০০৲
" ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ, উকীল	৫০৲
" নিবারণ চন্দ্র রায়, জমীদার	৫০৲
" কৃষ্ণ মোহন, শশীমোহন ও গোপেন্দ্র মোহন বসাক	২৫৲
" রাধিকামোহন বসাক	২৫৲
" কমল মনি দাস্যা	২৫৲
" ছোট আদালতের উকীল গণ	২১৲
" রামচন্দ্র ও বৃন্দাবন চন্দ্র বসাক	১৫৲
" শুকলাল পোদ্দার	১৫৲
" কুঞ্জলাল নাগ	১২৲
" কৃষ্ণ দাস বসাক	১০৲
" ললিত মোহন বসাক	১০৲
" মথুরা চন্দ্র মজুমদার	১০৲
" প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন	১০৲
" রাম প্রসাদ রায়	১০৲
" মাধব চন্দ্র দাস	১০৲
" দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়	১০৲
" মদন মোহন, প্রিয় নাথ ও প্রমথ নাথ বসাক	৮৲
" ভীমলাল বসাক	৫৲
" মোহন চাঁদ বসাক	৫৲
" শ্যামবন্ধু বসাক	৫৲
" মতী হরিমতী দেবী	৫৲
" রায় মাধবচন্দ্র রায় বাহাদুর	৫৲
" সুরতলাল মিত্র	৫৲
" গুরুগঙ্গা আইচ চৌধুরী ঢাকা প্রকাশ সম্পাদক	৫৲
" জগতবন্ধু সেন	৫৲
" মাধবচন্দ্র পোদ্দার	৫৲
" কৃষ্ণচন্দ্র কর্ম্মকার	৫৲
" রাজেন্দ্র কুমার দত্ত	৫৲
" বসন্ত কুমার বসাক	৪৲
" বাঁশী মোহন কর্ম্মকার	৪৲
ইসলাম পুরের ক্ষুদ্র সাহায্য	৩৷৴০
শ্রীমনিমোহন সাহা	৩৲
শ্রীমতী জগৎসুন্দরী দাস্যা	৩৲
ছাত্রগণ	৩৲
শ্রীনবকুমার চট্টোপাধ্যায়	২৲
" পদ্মনাথ বিদ্যাবিনোদ বি, এ	২৲
" বৈকুণ্ঠ নাথ দত্ত	২৲
" গোবিন্দ চন্দ্র সাহা	॥
" মদন মোহন দে সরকার	
" রতনমণি গুপ্ত	
" কালীপদ বসু	
" রাজকুমার সেন	

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
পর সম্বিসং সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত"।

১৫শ ভাগ | "এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮১৪
৬ষ্ঠ সংখ্যা | শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি॥" | আশ্বিন মাস

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

প্রদক্ষিণ মনুব্রজ্য ভুঞ্জীত পিতৃসেবিতম্।

ব্রহ্মচারী ভবেত্তাস্তু রজনীং ব্রাহ্মণৈঃ সহ॥

অনন্তর শ্রাদ্ধকর্ত্তা বিদায় কালে ব্রাহ্মণ গণকে অনুগমন পূর্ব্বক প্রদক্ষিণ করিবে। পরে শ্রাদ্ধাবশিষ্ট অন্ন ভোজন করিবে। শ্রাদ্ধকর্ত্তা ও শ্রাদ্ধনিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ গণ ব্রহ্মচারী হইয়া সেই শ্রাদ্ধরাত্রি যাপন করিবে।

এবং প্রদক্ষিণাবৃত্ত্যা বৃদ্ধৌ নান্দীমুখান্ পিতৄন্।

যজেত দধিকর্কন্ধু মিশ্রান্ পিণ্ডান্ যবৈঃ ক্রিয়াঃ॥

এই প্রকার পুত্রজন্মাদি কার্য্যে নান্দীমুখ পিতৃগণকে দক্ষিণাবর্ত্তে পূজা করিবে। দধি ও কদলীফল সহিত পিণ্ডদান করিবে। তিলের কার্য্য যব দ্বারা সম্পন্ন করিবে।

একোদ্দিষ্টং দৈবহীনং একার্ঘ্যৈকপবিত্রকং।

আবাহনাগ্নৌ করণ রহিতং হ্যপসব্যবৎ॥

আদ্য শ্রাদ্ধ অপেক্ষা একোদ্দিষ্টে যে বৈশিষ্ট্য আছে, তাহা এই—একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ এক অর্ঘ ও এক "পবিত্র" বিশিষ্ট, বিশ্বেদেব, আবাহন ও অগ্নৌকরণ-বর্জ্জিত।

উপতিষ্ঠতা মক্ষয্যস্থানে বিপ্রবিসর্জ্জনে।

অভিরম্যতামিতি বদেদ্ ব্রূয়ুস্তেভিরতাঃস্মহ॥

একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধে অক্ষয্যের বিনিময়ে "উপতিষ্ঠতাম্" বিপ্রবিসর্জ্জনের বিনিময়ে "অভিরম্যতাম্" বলিবে। ব্রাহ্মণ গণও "অভিরতাঃ স্ম" এই কথা বলিবেন।

গন্ধোদক তিলৈ র্যুক্তং কুর্য্যাৎ পাত্রচতুষ্টয়ম্।

অর্ঘ্যার্থং পিতৃপাত্রেষু প্রেতপাত্রং প্রসেচয়েৎ॥

যে সমানা ইতি দ্বাভ্যাং শেষং পূর্ব্ববদাচরেৎ।

এতৎ সপিণ্ডীকরণ মেকোদ্দিষ্টং স্ত্রিয়াঅপি॥

চন্দন, জল, ও তিলের সহিত চারিটি অর্ঘ্য পাত্র প্রস্তুত করিবে। "যে সমানা" এই দুইটি ঋগ্ মন্ত্র দ্বারা পিতৃপাত্রে জলসেক করিবে। শেষ ক্রিয়া সমূহ পূর্ব্ববৎ অনুষ্ঠান করিবে। ইহাকে সপিণ্ডীকরণ বলে। স্ত্রীরও একোদ্দিষ্ট শ্রাদ্ধ হইয়া থাকে।

অর্ব্বাক্ সপিণ্ডীকরণং যস্য সংবৎসরাদ্ ভবেৎ।

তস্যাপ্যন্নং সোদকুম্ভং দদ্যাৎ সংবৎসরং দ্বিজঃ॥

যদি কোন দ্বিজাতির সপিণ্ডীকরণ সংবৎসরের পূর্ব্বেই হইয়া থাকে, তথাপি বর্ষ পর্য্যন্ত তাঁহার উদ্দেশে জলপূর্ণ ঘট এবং অন্ন দান করিতে থাকিবে।

মৃতাহনি তু কর্ত্তব্যং প্রতিমাসং তু বৎসরং।

প্রতি সংবৎসরঞ্চৈবমাদ্যমেকাদশেহনি॥

মাসিক শ্রাদ্ধ প্রতি মাসের মৃত্যুতিথিতে করিবে। বার্ষিক শ্রাদ্ধও প্রতি বর্ষের মৃত্যু তিথিতে করিবে। আদ্য শ্রাদ্ধ একাদশ দিনে করিবে।

ক্রমশঃ।

স্থিরসৌদামিনী।

সৌদামিনী আজ স্থিরা। ক্ষণপ্রভা আজ স্থির-প্রভা। চপলা আজ অচলা। চঞ্চলা আজ অচঞ্চলা। দামিনী আর কাদম্বিনী হৃদ্বিরাজিনী নহেন। বিজ্ঞানের অপূর্ব্ব আকর্ষণে বিদ্যুল্লতা আজ স্ফাটিক মন্দিরে স্থির বিজলী। যে কেহ আজ কাল কলিকাতা মহানগরীর নৌসেতু রাত্রে পার হইয়াছেন, তিনিই দেখিয়াছেন, অমলধবল পুণ্যসলিলা কলিকল্মষনাশিনী বিষ্ণুপাদোদ্ভূতা জাহ্নবী তর তর তরঙ্গে, কুলু কুলু রবে, অবিরাম গতিতে হিমাদ্রির শৈত্য রাশি লইয়া অনন্ত বিশাল সাগরাভি-মুখে ছুটিয়াছে; পূর্ণ সুধাকরের পূর্ণ প্রতিবিম্ব অনন্ত তরঙ্গ ভঙ্গে অনন্তধা বিভক্ত হইয়া তারকা প্রতিরূপে খচিত হইয়া স্নিগ্ধোজ্জ্বল অম্বরে ভাগীরথীকে সাজাইয়াছে; দীপমালা-সমুজ্জ্বল নৌসেতু তদুপরি মেখলার স্থান গ্রহণ করিয়াছে। সেই চন্দ্রহারের চন্দ্রের ন্যায়, সেতুর উপর বৈদ্যুতিক আলোক স্ফাটিক গোলকে আবৃত হইয়া পূর্ণেন্দুসদৃশ হইয়াছে। দশানন-পুরীর ন্যায় এই মহাপুরীতে আজ নিত্য পূর্ণেন্দু বিকাশ। দিবা-করের দীপ্তি, চন্দ্রের চন্দ্রিকা আজ একত্রে। তথায় দিবা রজনী ভেদ নাই। সদাই বিকাশ, সদাই প্রভা। ধাম আভাময়। এই আভাময় ধামের অধিষ্ঠাত্রী বিয়-দ্বিচারিণী আভাময়ী বিদ্যুল্লতা। দ্যুলোকে যিনি ক্ষণ-প্রভা, মানবের সাধনবলে ভূলোকে তিনি স্থিরপ্রভা। দুগ্ধে ঘৃতবৎ যে বৈদ্যুতিকী শক্তি জগৎ পরিব্যাপ্তা, অতি সূক্ষ্মা ও কেবল অনুভবগোচরা, সেই অরূপা অশব্দা অব্যয়া শক্তি আজ সাধন-বন্ধনে দেশকাল-বহির্ভূতা হইয়াও নির্দ্দিষ্টদেশব্যাপিনী, কালের অধীনা সরূপা, সগুণা, পরিবর্ত্তনশীলা, ক্রিয়াপরা, প্রকাশরূপিণী, দীপ কলিকাকারা। যিনি জীমূত মন্দ্র-নাদিনী অতি চপলা, বজ্রধারিণী, অতি ভয়ঙ্করী—সাক্ষাৎ-মৃত্যুরূপিণী, আজ সাধনাভিজ্ঞ ভক্তের নিকট তিনি অবগুণ্ঠনবতী সতীর ন্যায় মধুরভাষিণী, অতিশান্ত অতি স্থিরা, জীবনদায়িনী, কৃপাময়ী। বৈদ্যুতিকী প্রবাহমালা, কত কত যন্ত্রে (Phonoghraph &) কত শ্রুতি মধুর শব্দ উৎপন্ন করিয়া বাগ্বাদিনী স্বরূপা হইয়াছেন। আজ তিনি সেবকের (চিকিৎসকের) পূজায় সন্তুষ্টা হইয়া সর্ব্বব্যাধি বিনাশিনী (Electropathy)। দেবরাজও যাঁহাকে ধরিতে পারিতেন না, আজ তিনি ভূলোকের পূজায় প্রীতা হইয়া সংবাদবাহিনী (Telegraph &) ঘোর তিমির বাসিনী; আজ তিমিরনাশিনী। ক্ষণ প্রভার আর সেই ক্ষণিক চঞ্চল চকিত বিকাশ নাই, এখন স্থির-প্রভার নিথর নিষ্কম্প নির্ব্বাত সুস্থির স্নিগ্ধ সমুজ্জ্বল সুস্পষ্ট দিবাকর-চন্দ্র-কল্প প্রভাময় প্রকাশ। সৌদামিনী দেবের সুদুর্লভা হইয়াও ভক্তের আজ সর্ব্বাভীষ্ট-প্রদাত্রী হইয়াছেন। বিদ্যুল্লতার যে কথা অন্যান্য শক্তি সম্বন্ধেও সেই কথা। স্বরূপতঃ সকলেই দুরধি-গম্যা দুষ্প্রাপ্যা; আবার সাধকের নিকট সকলেই কল্প-লতিকা। আজ প্রকাশ-শক্তির জন্য সূর্য্য, চন্দ্র বা অগ্নির নিকট যাইতে হইবে না। সামান্য একটী দেশলাই সঙ্গে লইলেই যথা তথা তাঁর প্রকাশ। উত্তাপশক্তিও তৎ-সঙ্গিনী। শৈত্য শক্তির প্রার্থনা জন্য হিমাদ্রিশৃঙ্গে বা আটিক সাগরে যাইতে হইবে না। সকল কালে সকল সময়ে গৃহে ২ বরফে তাঁহার আবির্ভাব। উত্তাপ-শক্তি আজ মাতার ন্যায় মানবের যোগক্ষেমাদি সমুদায় ভার বহন করিতেছেন। কিন্তু এই বিশ্বের সমুদায় শক্তিই যে আদ্যা, অনাদ্যা বিশ্বাদ্যা বিশ্বরূপিণী ও বিশ্বব্যাপিনী শক্তির বিভিন্ন বিকাশ মাত্র; চিৎশক্তি, ও জড়শক্তি, যাঁহার নাম ভেদ মাত্র; প্রকাশ-ভেদের তারতম্য মাত্র; সেই মহাশক্তি সম্বন্ধেও সেই একই কথা। নবকাদম্বিনী-

বিলাসিনী সৌদামিনী যেমন স্বপ্রকাশা ও ক্ষণপ্রভা, নিত্যনব বিশ্ব সৃষ্টি বিলাসিনী সেই মহা সৌদামিনীও সেই রূপ স্বপ্রকাশ স্বভাবা ও ক্ষণপ্রভা। মানব মেঘমালায় বিদ্যুম্মালার চকিত বিকাশ দেখিয়া ছিল বলিয়া, "ফ্রাঙ্কলিন" ঘুড়ির সুতায় বৈদ্যুতিক তরঙ্গ অনুভব করিয়াছিলেন বলিয়া, কাচদণ্ড চর্ম্ম খণ্ড দ্বারা ঘৃষ্ট হইয়া সুতাবদ্ধ পালক আকর্ষণ ও বিক্ষেপ করিয়াছিল বলিয়া, বহুক্ষণ ব্যাপী অস্ত্র-চিকিৎসায় রোগীর মুখ হইতে পদ পর্য্যন্ত দেহের অতি নিকটে অথচ স্পর্শ না করিয়া করসঞ্চালনে যোগ নিদ্রার বিকাশে "মেস্মার" সাহেব সক্ষম হইয়াছিলেন বলিয়াই না আজ সৌদামিনীতত্ত্ব আবিষ্কৃত করিয়া সাধক ক্ষণপ্রভাকে স্থিরপ্রভা করিয়াছেন। সেই জন্যই না দেবদুর্ল্লভা আজ নরের সমুদায় কার্য্যই করিতেছেন; সেই জন্যই না বিদ্যুল্লতা আজ কল্পলতা। সেই জন্যই না আজ অমর ধাম ছাড়িয়া এই মরধামের যথা তথা পূর্ণেন্দু সঙ্কাশা "স্থির সৌদামিনী"।

আর মহা সৌদামিনী? তিনি কি স্বপ্রকাশা নহেন? তিনি স্বপ্রকাশা না হইলে কে তাঁহার কথা শুনিত? যাহা কিছু প্রকাশিত হয়, তাহা তিনি স্বপ্রকাশা বলিয়া। এই যে সকল অস্তিত্বের মূলীভূত তোমার নিজের অস্তিত্বানুভূতি, অহরহঃ সত্তাবোধ, নিরবচ্ছিন্ন "তুমি" "তুমি" বোধ, দেশ কাল নিরপেক্ষ নিত্য আত্মস্ফূর্ত্তি, ইহা সেই সত্তাস্বরূপিণীর স্বপ্রকাশ। আবার ঐ সদ্যমৃত শিশুর হাসি২ মুখ এখনও জীবিতবৎ বুদ্ধি, ঐ যে হাবা ছেলে, সমাধি স্থল হইতে এ জগতের এক মাত্র সহায়, আশা ভরসা, আশ্রয়, সম্বল, তাহার স্নেহময়ী জননীর মৃত দেহটী, গোপনে উঠাইয়া লইয়া, ঘরে খিল দিয়া একাকী দেখিতেছে, নাড়িতেছে, কথা কহিতেছে, "আছে" "আছে" বুদ্ধির ক্ষণ মাত্র অভাব বুঝিতেছে না—

"And when he reached his hut, he laid
The coffin on the floor.

* * *

And out he took his mother's corpse
And placed up in a chair

* * *

And pausnig, now her hand would feel
And now her face behold;
"Why, mother, do you look so pale?
And why are you so cold?"

ইহাও সত্তা রূপিণীর বিকাশ। আবার এই যে ক্ষণভঙ্গুর, নিয়ত ধ্বংশশীল, অবিরত পরিণামী দেহ, ইহার আদি ও অন্ত দেখিয়াও তোমার যে এই দেহকে "আমি" বুদ্ধি ও নিত্যস্থায়ীবৎ জ্ঞান, ইহাও সেই সর্ব্বসত্তারূপিণীর বিকাশ মাত্র। এই যে জগৎ প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তিত হইতেছে, ও অতি চঞ্চল, কোন্ অবস্থাকে, কোন্ পরমাণু পুঞ্জকে জগৎ আখ্যা দিবে খুঁজিয়া পাওনা, তথাপি যে জগৎ নিত্য, জগতের অস্তিত্ব প্রকৃতঃ "আছে" এই রূপ ধারণা, এত যুক্তি এত বিচারেও বিনষ্ট হয় না, তাহাও সেই সত্তারূপিণীর যাবতীয় পদার্থের মূল রূপে অবস্থিতি জন্য। অবশ্য জগতের "ব্যাবহারিক" অস্তিত্ব ব্যতীত, নিরপেক্ষ, স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। এই সত্তারূপিণীর অবলম্বনে সাপেক্ষ (relative existence) অস্তিত্ব মাত্র আছে; এই সত্তারূপিণী আছেন বলিয়া সমুদায়ই "আছে" এই রূপ বুদ্ধি নষ্ট হয় না। কিন্তু সকল বস্তুর অস্তিত্বে দৃঢ়ধারণা থাকিলেও, তথাপি বিকার বিবর্ত্তন, পরিবর্ত্তন ও পরিণাম নিয়ত প্রত্যক্ষ করিয়া সেই অস্তিত্বে ভঙ্গ, বা পূর্ণ বিকাশের অভাব মাঝে২ দেখা যায়। দেখা যায় এ জগতের প্রত্যেক পদার্থ কোন্ অলক্ষ্য সাগরের দিকে নিয়ত ধাবিত হইতেছে, কোন্ মহান্ সত্তা সাগরে আপনার২ সত্তা হারাইতেছে এইক্ষণ জন্য আপনায় দেখাইয়া, অস্তিত্বের প্রমাণ দিয়া আবার লুকাইতেছে, ক্ষণ জন্য অস্তিত্বের বিকাশ, আবার অপ্রকাশ, এই যে

প্রত্যেক বস্তুর মধ্যে সত্তার প্রকাশ অথচ ক্ষণ জন্য অনন্ত কালের তুলনায় মুহূর্ত্ত মাত্র জন্য এই রূপ যে বিকাশ প্রত্যেক বস্তু সম্বন্ধে দেখি, ইহা সেই মহাসৌদামিনীর সত্তা ভাবের চকিত বিকাশ মাত্র।

আবার তুমি যে বস্তু অবলম্বন করিয়া সমুদায় প্রত্যক্ষ করিতেছ, দীপালোক-সাহায্যে গৃহ মধ্যস্থ প্রতেক বস্তু প্রত্যক্ষের ন্যায় যাহার সাহায্যে আন্তরিক প্রত্যেক ভাব, প্রত্যেক বৃত্তি, প্রত্যেক সংস্কার, এবং বাহ্যিক প্রত্যেক পদার্থ রূপ ও গুণাদি প্রত্যক্ষ করিতেছ; যাহা আছে বলিয়া তুমি, ও তুমি আছ বলিয়া সব, সেই বাহ্য ও আন্তর (Objective subjective) সমুদায় প্রত্যক্ষতার মূলীভূত কারণ স্বরূপ যে জ্ঞান, তাহাও সেই মহাসৌদামিনীর চিদ্ভাবের প্রকাশ। এই যে প্রত্যেক জীব "আমি আছি" এই জ্ঞান করিয়া থাকে, প্রত্যেক জীবের মধ্যে যে জ্ঞানের বিকাশ আছে, জ্ঞেয় পদার্থের পরিবর্ত্তন ঘটে কিন্তু যে জ্ঞানের তারতম্য কিছু মাত্র ঘটেনা, যে জ্ঞান, দেশ কাল জনিত বিকার শূন্য, সেই জ্ঞান, সেই সর্ব্বজীবব্যাপী জ্ঞান, সেই মহা সৌদামিনীর চিদ্ ভাবের বিকাশ মাত্র, আর এই যে জীবের মধ্যে মধ্যে আনন্দের একটু একটু বিকাশ দেখিতে পাই, তাহাও সেই সৌদামিনীর আনন্দভাবের বিকাশ। কিন্তু সচ্চিদানন্দময়ী মহাশক্তির এই বিকাশ সেই নিত্য স্থির বিকাশ নহে। ইহা সেই ক্ষণপ্রভার ক্ষণ বিকাশ মাত্র। সেই চপলার চকিত চমক। ইনি স্বপ্রকাশা, তাই অনন্ত আকাশ পরিব্যাপ্ত অনন্ত কোটী ব্রহ্মাণ্ডঘন-মহাঘনে (Millky way) সেই মহাসৌদামিনীর চপল বিকাশ। নতুবা ইহাঁকে কেহ কখনও জানিতে পারিত না। আবার বিজলীর ন্যায় সাধকের হাতে এই ক্ষণ প্রভাও কি নির্ব্বাত নিষ্কম্প দীপ শিখার ন্যায় স্থিরপ্রভা নহেন? স্বরূপতঃ অরূপা অসীম অনন্তা হইয়াও, কি তিনি ভক্তবৎসলা হইয়া সচ্চিদানন্দঘন জ্যোতির্ঘন, ও শক্তিঘন এই ত্রিবিধ মূর্ত্তিতে প্রকাশিত হয়েন না? ত্রিজগদেকরসস্বরূপিণী এই মহাশক্তি স্বরূপতঃ অপরিমেয়া অতি সূক্ষ্মা ও দুর্গম্যা, বাক্য ও মনের অগোচরা হইলেও যখন ভক্তের প্রাণ তাঁহার জন্য অতি কাতর হইয়া উঠে, যখন ত্রিতাপানলের দিগন্তগ্রাসী জ্বলজ্জ্বালা মালার জ্বলন্ত জ্বলনে জ্বলিয়া জ্বলিয়া সাধকের মনঃপ্রাণ খাক হইয়া যায়, যখন সুখের মৃগতৃষ্ণিকানুসারণে জীব সংসার-মরুতে বড়ই কাতর হইয়া পড়ে, যখন রূপরস গন্ধস্পর্শ ও শব্দ প্রত্যেকের দ্বারে ২ সুখের ভিখারী হইয়া জীব নিরাশ হৃদয়ে কত কালী ঝুলি মাখিয়া অবসন্ন প্রাণে ফিরিয়া আসে, যখন ধন জন মান, আর তাহার নিকট ভ্রমেও প্রিয় বলিয়া বোধ হয় না যখন তাহার ভিতর বাহির শ্মশানে পরিণত হয়, যখন ত্রিসংসারে কাহাকেও, কিছুকেই, আপনার আর বোধ করে না, অথচ কাহাকে যেন আপনার বলিবার জন্য, তাহার ভালবাসা আশ্রয় শূন্য হইয়া শতগুণ বেগ ধারণ করে, কাহার কোলে জুড়াইবার জন্য, কাহার চরণে আশ্রয় লইবার জন্য প্রাণ বড়ই ব্যাকুল হয়, কাহাকে না পাইলে যেন আর তাহার চলে না, তাহার সেই মর্ম্মগত আকর্ষণ যখন ত্রিজগৎকে বিলোড়িত করিতে তাহার হাহুতাশের বাড়বাগ্নি সংসার বনকে সন্তপ্ত করিতে থাকে,—তখন অতি গ্রীষ্মময় দিবসের অবসানে, উত্তাপসংপীড়িত অম্বুরাশি হইতে বাষ্পরাশি ঘনীভূত হইয়া যেমন জগৎকে শান্তি দিবার জন্য নির্ম্মল আকাশে নবকাদম্বিনীর সঞ্চার হয়, তেমনি অনন্ত জগদ্ব্যাপিনী মহাশক্তি সাধকের মর্ম্মভেদী আকর্ষণে সমাকৃষ্ট হইয়া, মহা বৈরাগ্যদগ্ধ সুনির্ম্মল তাহার হৃদয়াকাশে শান্তি বারি সিঞ্চন জন্য করুণার নব "কাদম্বিনী সঞ্চার করেন। তৎপরে নবকাদম্বিনী বিলাসিনী সৌদামিনীর ন্যায় সেই দয়াঘন হৃদি বিলাসিনী হইয়া স্বয়মেব "স্থিরসৌদামিনী" রূপে চিরদিনের তরে ভক্তহৃদয় অধিকার করিয়া বসেন। তখন তিনি আর অনন্ত ব্যাপিনী নিরাকারা, দুর্গম্যা শক্তি নহেন, তিনি তখন

সচ্চিদানন্দ-ঘনা ভক্তের ভাবাকারাকারিতা, ভক্তকল্প-লতিকা অনন্ত রূপবতী স্থিরপ্রভা । জলের যেমন নির্দ্দিষ্ট আকার নাই, কিন্তু আধারের আকারে আকারিত হয়, আবার শৈত্য শক্তির নিকট, সেই জলই জমাট বাঁধিয়া নির্দ্দিষ্ট আকার ধারণ করে, অথচ স্বরূপতঃ পদার্থ একই থাকে। জলের দ্বারা যে পিপাসা নিবারণ, বরফের দ্বারা তাহাই হয়, বরং শীতলতা ঘনীভূত হইয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয় । জগদ্ব্যাপিনী সৌদামিনী, মেঘ-দামিনী, আর ঐ স্ফাটিক গোলক নিবদ্ধ বিদ্যুৎ, পদার্থতঃ এক, ও একই গুণ বিশিষ্ট, কেবল কাচাধারে বেশী ঘন সন্নিবেশ বশতঃ অত্যন্ত শক্তিমতী, তেমনি অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড ব্যাপিনী মহাশক্তি, আর সাধকের স্ফটিক স্বচ্ছ-হৃদয় বিলাসিনী সাধকের ভাবানুরূপ রূপবিলাসিনী অনন্ত মূর্ত্তিমতী সেই শক্তি স্বরূপতঃ এক । এই রূপে সাধকের সমুদায় বাসনাও তৃষ্ণার নিবারণ করে । কেবল এখানে ঘন সন্নিবেশ বশতঃ অধিক প্রকাশ যুক্তা। নিরাকার বাদিন্ ! সাধনায় আর একটু অগ্রসর হইলেই, ভগবৎ সত্তার প্রকৃতি অনুভূতি (Realization, not mere perception) হইলেই, এ কথা বুঝিবে ; এবং বুঝিলে অনর্থক এত বিড়ম্বনা, এত খচখচি সহ্য করিতে হইবে না। এখন বৈদ্যুতিক আলোকের চিত্র একখানি অঙ্কিত করিলে কাহাকেও কি আমরা ভ্রান্ত মনে করি, না মিথ্যার পরিপোষক বলি ? তখন ত বলিতে পারি, বৈদ্যুতিকী শক্তি স্বরূপতঃ নিরাকারা ইন্দ্রিয়াতীতা ; তাহার চিত্র করাও যা, তাহারে অবমাননাও তা। বিদ্যুৎ নামে কোনও এক ব্যক্তি অতিশয় তেজস্বী ছিল, বোধ হয় তাহাকে অনার্য্যেরা তাই ভয়ে ২ পূজা করিত, অনার্য্যের নিকট হইতে আর্য্যেরা তাহা শিক্ষা করিয়া ঐরূপ গোল পাত্রে দীপ কলিকাকার চিত্র আঁকিয়া থাকে !!! কিন্তু বৈজ্ঞানিক জানেন বৈদ্যুতিকী শক্তিকে সাধন বলে স্থির প্রভা করিয়া দীপ কলিকাকারা করা যায়, তখন তাহার চিত্রও গ্রহণ করা যায় । সেই চিত্র বিদ্যুতেরই, শয়তানের নহে। ভক্তের হৃদয়ে মহাশক্তি কতবার কতরূপে প্রকাশিতা হইয়াছেন, ভক্তের মনোপ্রাণ চির দিনের জন্য বিমুগ্ধ করিয়াছেন, ভক্ত তাহাই জগতের দুঃখী জীবের উদ্ধারার্থ, চিত্র দ্বারা প্রকাশ করিয়াছেন, ইহাই বাহ্যোপাসনা । অবতার জন্য যে মূর্ত্তি পূজা, তাহাও ভগবানের। আধি ভৌতিক বিকাশের পূজা, তাহাও নর পূজা নহে, শয়তানের পূজা নহে । ভারতবাসী এই "স্থির সৌদামিনীর" পূজা করে মাত্র, কল্পনার পূজা করে না—ভক্ত কল্পলতিকার পূজা করে। নাস্তিক, দুর্জ্ঞেয় বাদী, নিরাকার বাদী আদি বোধ হয় সকলেই জানেন অদ্বিতীয়া, সর্ব্ব কারণ রূপিনী, দুর্জ্ঞেয়া আদ্যা শক্তি, যখন স্নেহের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হয়েন, তখন তাহা "বিশ্ব প্রেম", যখন জ্ঞানের মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হয়েন তখন তাহা "ব্রহ্মজ্ঞান", বা আত্মজ্ঞান, যখন বুদ্ধির মধ্য দিয়া প্রবাহিতা হন, তখন তাহা প্রতিভা (Genius), যখন দয়ার মধ্য দিয়া তখন তাহা বুদ্ধ, যখন প্রতিজ্ঞার মধ্য দিয়া, তখন ভীষ্ম, যখন সত্যের মধ্য দিয়া তখন যুধিষ্ঠির, যখন বীর্য্যের মধ্য দিয়া তখন অর্জ্জুন, যখন প্রজাহিতের মধ্য দিয়া তখন রাম চন্দ্র, ভ্রাতৃ ভক্তির মধ্য দিয়া লক্ষ্মণ, মধুর প্রেমের মধ্য দিয়া শ্রীচৈতন্য, কিন্তু সর্ব্বভাবে একাধারে তিনি যখন প্রকাশিত হয়েন তিনি তখন "স্থির সৌদামিনী"। হিন্দু বড় সত্য-পর। ইউরোপের ন্যায় হিন্দু খেয়ালের, যুক্তি তর্কের ঈশ্বর কখনই মানেন না ; বৈজ্ঞানিকের ন্যায় প্রমাণাত্মক ধ্রুব সত্য ঈশ্বর চাহেন । স্বপ্রকাশ যিনি, কৃপা করিয়া তিনি যে যে ভাবে আপনাকে প্রকাশিত করেন, তাহাই ঈশ্বর বলিয়া গ্রাহ্য। ভগবান্ সাধক হৃদয়ে যে যে অনন্ত মূর্ত্তিতে ও জগতের হিতের জন্য মনুষ্য দেহে যে যে ভাবে প্রকাশিত হইয়াছেন, হিন্দু তত্তৎ প্রমাণাত্মক ঈশ্বর ভাবেরই পূজা করেন। নতুবা দুইটা যুক্তি যাহার ভিত্তি, ও অপর একজন বেশী বুদ্ধিমানের যুক্তি যাহা কাটিতে

পারে, এরূপ খেয়ালের—কেতাবের ঈশ্বর মানেন না। তথাচ মহামূর্খেরা হিন্দুকে "অসত্যের পূজক" ও "পৌত্তলিক" বলে!! অসত্যের পূজক ত তাহারাই, যাহারা নিজ বুদ্ধি অনুযায়ী ঈশ্বর খাড়া করিয়া পূজা করে। ভগবান্ ইহাদের সুমতি দান করুন। মায়ামুগ্ধেরাই নাম রূপের মর্য্যাদা জানে না। পুঁথির কথা রাখিয়া দাও, প্রমাণ গ্রহণ কর। প্রমাণের আদর করিতে শিখ। প্রমাণের পূজা কর, দেখিবে ধীরে ২ দয়ার "নবকাদম্বিনী" তোমার হৃদয়ে প্রকাশিতা হইবেন। তখন সেই কাদম্বিনী হৃদয়ে আসিয়া "রূপ দামিনী" সেই "স্থির সৌদামিনী" চির প্রকাশিতা হইবেন।

মা! প্রাণরূপে, বুদ্ধিরূপে, জ্ঞান রূপে, সুখরূপে নানারূপে তোমার বিকাশ অনুভব করিয়াছি, কিন্তু মা, একবার বৈরাগ্যের মহা অনল জ্বালিয়া আমার হৃদয়াকাশ নির্ম্মল করিয়া দাও, একবার করুণার ধারায় হৃদয় প্লাবিত করিতে "স্থির সৌদামিনী" হইয়া, হৃদয়ে মনোমোহনমূর্ত্তিতে প্রকাশিত হও, আমার অজ্ঞানান্ধকার চিরদিনের জন্য কাটিয়া যাক। স্থির সৌদামিনি! তোমাকে মা বারম্বার নমস্কার করি।

কামিনী ও কাঞ্চন।

অনুরাগই সৃষ্ট জগতের মৌলিক উপাদান। ইহা নিত্য সিদ্ধ, অসৃষ্ট, অপৌরুষেয় সুতরাং সৎ, তদ্ভিন্ন আর জাগতিক সমস্ত পদার্থই সৃষ্ট, সুতরাং নশ্বর, ক্ষণবিধ্বংশী অতএব অসৎ। কারণ সৃষ্টির আদিতে সৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা সৃষ্টি কার্য্যের কোন প্রকার উপায় ক্রম বা নিয়মাবলিই অনুধাবন করিতে না পারিয়া যখন গভীর নিস্তব্ধ ভাবে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন, যখন তিনি কেবল "তপস্তপস্তপঃ" এই দৈববাণী মাত্র শুনিয়া গভীর চিন্তানিমগ্ন হইলেন, সেই সময় স্বতঃএব তাঁহার মধ্যে সৃষ্টি সম্বন্ধে স্বতঃসিদ্ধ অনুরাগ উত্থিত হইবা মাত্র, সেই প্রভু স্বয়ম্ভু দ্বিধা হইয়া একাংশে স্বভাবে পুরুষ ও অপরাংশে উক্ত অনুরাগ ভাবে অনুরাগাত্মিকা প্রকৃতি রূপে অর্দ্ধনারীশ্বর মূর্ত্তীতে বিরাজ করিতে লাগিলেন। সমস্ত সৃষ্টিই অনুরাগাত্মিকা প্রকৃতি সমন্বিতা হইয়া গেল। আব্রহ্ম স্তম্ভ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অণু পরমাণুই এক অনুরাগ সূত্রে বিজড়িত ও সংশ্লিষ্ট। পরস্পরের অনুরাগ বন্ধন বিচ্যুত হইয়া গেলে জগতের কোন জীব, কোন পদার্থই ক্ষণ মাত্র অবস্থিতি করিতে পারে না। এমন কি জীবন্মুক্ত মহানুভব মহাপুরুষ সৃষ্টির অতীত অপ্রাকৃত জগতে, মায়াতীত অবস্থায় পৌঁছিয়া, ব্রহ্মভূত হইয়াও ব্রহ্মানুরাগ ছাড়িতে পারেন না। এই অনুরাগ যখন সৃষ্ট সমস্ত মায়িক বস্তু উপেক্ষা করিয়া একমাত্র ভগবদ্ভাবে পরিণত হয় ব্রহ্মাভিমুখ হয়, তখন তাহার নাম ভক্তি বা প্রেম; আর যখন মায়িক জগতে আশ্রয় করিয়া থাকে, তখন তাহাই নাম কাম। সুতরাং এই কামের বা সৃষ্ট্যাভিমুখ অনুরাগের আধার যাহা তাহাই রমণীয়, কমনীয় বা তাহাই নামান্তর রমণী—কামিনী। তাই ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী চিন্ময়ী সচ্চিদানন্দ ঘন মূর্ত্তিতে দয়াময়ী মাতৃ শ্রীমন্তের জন্য যখন মর্ত্ত্যে মশান ভূমিতে প্রকাশিত হইলেন, তখন তিনি নাম ধরিলেন "কমলে কামিনী"। বৃন্দাবনে যখন আসিলেন তখন রাধা-বিনোদিনী, নিকুঞ্জ কেলি কামিনী, অযোধ্যায় রাঘব রমণী আর সংসারে দ্বারে দ্বারে যখন বিরাজমান তখন তিনি মানব মোহ রূপ সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ড প্রসবিনী, কুল কামিনী। এই কামিনীই আবার যখন কাঞ্চনালঙ্কারে ভূষিতা হইয়া অপূর্ব্ব মোহন সাজ ধরেন, তখন আবার এক অপূর্ব্ব সংঘটন হয়, পুরুষ প্রকৃত্যাত্মক সুখ সম্মিলন হয়। কারণ পৌরাণিক ভাবে নিত্য নিরঞ্জন প্রেমময় বিষ্ণু দেবদেব মহাদেবের— হিরণ্য রেতার মায়াতীত নিত্য প্রেমানুরাগ মায়ার ও মর্ত্ত্য ভূমিতে রেত রূপে নিপতিত হইয়া কাঞ্চন নাম ধারণ করেন। তাই কাঞ্চন কামিনীর এত আদরের জিনিস, তাই মা

“ কমলে কামিনী ” আমার কাঞ্চন লতিকা। স্বর্ণালঙ্কার বিভূষিতা স্ত্রী মূর্ত্তী যেন একাধারে হরগৌরী রূপে বিরাজিতা বা গৌরহরি রূপে সমুদিতা—পুরুষ প্রকৃত্যাত্মিকা।

রামধনু আকাশে গিরিশ্রেণী মধ্যে গোলাকারে উঠিলে ভূটিয়া প্রভৃতি তত্ত্বানভিজ্ঞ মূর্খেরা যেমন তাহাকে ভূত মনে করিয়া কত কটূক্তি করে, মারিবার জন্য তদ্দিকে লোষ্ট্র নিক্ষেপ করে ও অমূলক বৃথা চিন্তা ও ভয় যুক্ত হয়, কিন্তু বস্তু বিচারজ্ঞ বিজ্ঞ পুরুষগণ বারিবিন্দু মধ্য দিয়া প্রতিবিম্বিত অলক্ষিত সূর্য্য কিরণস্থ বর্ণ পুঞ্জের হৃদয় রঞ্জক শোভা মাত্র তাহাতে দৃষ্টি করিয়া আনন্দিত হন, সেই রূপ মায়ান্ধ মূঢ় জীবগণ স্বর্ণালঙ্কার ভূষিতা পুরনারী গণকে আপন ভোগ্য বস্তু বোধে তাহাদের প্রতি অযথা অত্যাচার ও ব্যঙ্গোক্তি করে এবং কাম কটাক্ষ নিক্ষেপ করিয়া আপনারাই বৃথা ব্যথিত ও উত্তেজিত হয়; কিন্তু শুদ্ধ চিত্ত জ্ঞানী মহাত্মা গণ সেই বিশ্বাধার সর্ব্বাঙ্গ সুন্দর, প্রেমময় ঈশ্বরের অলোক সামান্য সৌন্দর্য্য ছটা ভৌতিক প্রত্যেক জীব কণিকা মধ্য দিয়া প্রতিফলিত—প্রতিবিম্বিত দেখিয়া অলৌকিক প্রেমানন্দে নাচিয়া—মাতিয়া উঠেন।

আশ্চর্য্য কথা! ভগবানের এ এক অপূর্ব্ব মায়া লীলা যে, অতি নীচাশয় মায়ামুগ্ধ মানব মণ্ডলীও স্বচ্ছ সরোবর সলিলোপরি সন্তরিত সহাস সরোজ সুন্দরীর শান্তি সুখদ সুকোমল শোভা যে চক্ষে, যে ভাবে দেখে, মাতৃ ক্রোড়স্থ শিশুর সস্মিত সুধামাখা চাঁদ মুখের সৌন্দর্য্য ও তাহার ললিত লাবণ্য লহরী লীলা যে চক্ষে যে ভাবে দেখে, একটী স্থূলকায় নধর পয়স্বিনী গাভির কোমল কান্তি যে চক্ষে—যে ভাবে দেখে; সে চক্ষে সে ভাবে একটী পীনোন্নত পয়োধরা, সুকেশী গুরু নিতম্বিনী পুর সুন্দরীর অঙ্গ সৌষ্ঠব শোভা সন্দর্শন করিতে পারে না কেন? সর্ব্বাঙ্গ সুন্দরের মোহন সৌন্দর্য্যের সাজি ভরা সকল শোভাই হেরিয়া, মানব? তুমি আপনাকে ধন্য বোধ করিতেছ, মনে প্রেমময়ের প্রেম জাগাইতেছ, আর কেবল এই নারী সৌন্দর্য্যের কাছে আসিয়াই তুমি চমকিয়া, ঝলসিয়া, যাও কেন? হে বিদ্বন্? অত ভয় খাও কেন? হে সাধক? তাহার প্রতি তোমার অত ঘৃণা কেন, সংশয় কেন? যদি বল, পূজ্যপাদ ঋষি আচার্য্য গণ যে নারীকে “নরকস্য দ্বারং” “স্বর্গার্গলম্” বলিয়া ভয় দেখাইয়াছেন, ঘৃণা করিতে শিখাইয়াছেন, তাই করি। তবে আমি অবশ্য বলিব, আপনার দোষ না দেখিয়া, একবারে ঋষিদের দোষ দেখা কি ভাল? যে ঋষি মুনি গণ বানপ্রস্থাশ্রমে ও স্ত্রীকে সঙ্গে রাখিতেন, “স্বর্গকামী অশ্বমেধং যজেৎ” বেদে আছে বলিয়া, স্বর্গকামী গণকে যে ঋষিগণ “সস্ত্রীকো ধর্ম্ম মাচরেৎ” বলেন, স্ত্রীভিন্ন অশ্বমেধ যজ্ঞ হইবে না যাঁহারা বলেন, বশিষ্ঠাত্রি হারিত যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি শাস্ত্র প্রযোজক মহাত্মা ঋষি গণও যে স্ত্রীকে সর্ব্বদা সঙ্গে সঙ্গে রাখিতেন এবং মহর্ষি জনক মহারাজও যে স্ত্রী মণ্ডলী মধ্যে সর্ব্বদা থাকিতেন, এমন কি বীরাচারী, কুলাচারী প্রভৃতি সিদ্ধ মহাত্মা ও সাক্ষাৎ শিব স্বরূপ অবধূত গণের মধ্যে ও [illegible] ভৈরবী, শক্তি স্বরূপিণী বলিয়া সঙ্গে নিতেন, [illegible], অধিক আর কি বলিব স্বয়ং পুরুষ প্রকৃত্যাত্মক মহাপ্রভু গৌরাঙ্গদেব ও [illegible] দাসে, দাস্য ভাবে, রাধাভক্তি যুক্ত হইয়া রাধা প্রেম হিল্লোলে নবদ্বীপ উন্মত্ত করিয়া দিয়া ছিলেন, সেই স্ত্রীকে সেই ঋষিরাই যে আবার একবারে নরকস্য দ্বারং “স্বর্গ গলম্” বলিলেন, ইহা কি জনজীবকে ছলনা করিবার জন্য, ভুলাইবার জন্য, না বাঁচাইবার জন্য, না রক্ষা করিবার জন্য? ইহাই এক আমার শাস্ত্রের বিষম প্রহেলিকা! হঠাৎ শুনিলেই বোধ হয় যেন ঋষিগণ করিতেন এক, বলিতেন আর এক, এ যেন সম্পূর্ণ কপটাচার! কিন্তু এ কথা বলিতেও শরীর শিহরিয়া উঠে, পাপ স্পর্শ করে। তাই বলিতেছি হে কৃপালু পণ্ডিত প্রভু আচার্য্য গণ? হে সাধকোত্তম পূজ্যপাদ বীরেন্দ্র

গণ? এ সম্বন্ধে আমার মীমাংসা ও মনে ধারণা যাহা, তাহা আপনাদিগের নিকট প্রকাশ করিয়া সংশোধন বা সিদ্ধান্ত করিয়া লইব। আমার বিশ্বাস, ঋষিদিগের বাক্য অমোঘ সত্য, তবে কেবল আমাদিগের বিপর্য্যয় বুদ্ধিতে মিথ্যা সত্যের ছায়ায় তাহা ঢাকিয়া থাকে। অতএব স্থির চিত্তে আজ তাহা কাটিয়া ছিঁড়িয়া দেখিব ও ঋষি বাক্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিবার চেষ্টা করিব।

শাস্ত্র স্ত্রীকে নরকের কেবল দ্বার স্বরূপ বলিয়াছেন, কিন্তু তাহা মুক্তদ্বার কি বদ্ধ দ্বার তাহার কথা বিচার সিদ্ধ করিয়া লইতে হইবে। অতএব বুঝিতে হইল, ইহা নরকে পড়িবার মুক্ত দ্বারও হইতে পারে; আবার নরক পথ রোধ করিবার বদ্ধ দ্বারও হইতে পারে। এখন প্রথমে স্ত্রী পদার্থটী কি, বুঝিলেই ইহার মর্ম্মোদ্ঘাটন হইতে পারে। এই দৃশ্যমানা পীনোন্নত পয়োধরা রক্তোষ্ঠ বিম্বাধরা সুকোমলাভুজ মৃণাল সমন্বিতা দেহ যন্ত্রী কি স্ত্রী, না তাহার স্বভাব সিদ্ধ, পুরুষের দুরারাধ্য, বহু সাধন সাধ্য সেবা, শুশ্রূষা, সরলতা নম্রতা ধীরতা, সহিষ্ণুতা, সৃষ্টি শক্তিমত্তা, স্নেহ ভালবাসা প্রভৃতি অপূর্ব্ব গুণ রাশির পুঞ্জীকৃত নিত্য সিদ্ধ অবস্থা বিশেষের নাম স্ত্রী? ঐ আধিভৌতিক ও আধ্যাত্মিক অর্থাৎ স্থূল ও সূক্ষ্ম উভয় শরীরই স্ত্রীপদ বাচ্য বটে! কিন্তু পণ্ডিত ও জ্ঞানী সাধক মাত্রই এই শেষোক্ত শরীরকেই যথার্থ স্ত্রী বলিয়া স্বীকার করিবেন। অতএব বুঝিতে হইবে, যাঁহারা এ সকল ভাগবতীয় শ্রেষ্ঠ গুণ মালাকে—অপূর্ব্ব শক্তি সমষ্টিকে সৃষ্টি স্থিতি শক্তি স্বরূপিনী ভাবে প্রাণ মন সহ আলিঙ্গন প্রদান করিয়া সেই ভাবে আপ্লুত হইয়া প্রকৃত্যাত্মক শুদ্ধ, বুদ্ধ হইতে চলেন অথচ ঐ স্থূল স্ত্রী মূর্ত্তীর সহিত কোন সম্বন্ধ, মানসিক সংস্পর্শ না রাখেন তাঁহাদিগের জন্য স্ত্রী রূপ নরকের দ্বার সদাবদ্ধ, অথবা স্ত্রী বা প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের নিকট, সেই মহাত্মা যোগযুক্ত পুরুষের নিকটই সর্ব্বদা বদ্ধ থাকেন, তিনি তাঁহাদিগের হাত এড়াইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রেমে বদ্ধ হইয়া থাকেন। আর যাহারা সর্ব্বদা পরিদৃশ্যমানা স্ত্রীর স্থূল মূর্ত্তীতে—অস্থি মাংস ক্লেদে আসক্ত, তাহাদিগের জন্যই স্ত্রীরূপ নরকের দ্বার সদা মুক্ত। অথবা স্ত্রী বা প্রকৃতি দেবী তাঁহাদিগের হাত হইতে সদা বিমুক্ত, তাঁহাদের প্রেমে কখনই বদ্ধ হন না। আর স্ত্রীকে "স্বর্গার্গলম্" যে বলা হইয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ সত্য। স্ত্রীর উভয় স্থূল ও সূক্ষ্ম শরীর রমণ প্রিয় পুরুষ দিগের পক্ষেই স্ত্রী স্বর্গার্গল স্বরূপ। স্ত্রীর আধ্যাত্মিক লিঙ্গ শরীর ভাবাপ্লুত জ্ঞানী পুরুষ গণের পক্ষে তিনিই স্বর্গার্গল স্বরূপ, কারণ যোগযুক্ত সূক্ষ্ম প্রকৃতিনিষ্ঠ মহাত্মাগণ স্বর্গ তুচ্ছ করিয়া ব্রহ্মলীন হন, স্বর্গাদি ভোগের পথে যাইতে হয় না। আর স্ত্রীর এই আধিভৌতিক স্থূল শরীরের ভাববিভোর বিমূঢ় লম্পট পুরুষ গণের পক্ষেও ঐ স্ত্রী স্বর্গার্গল স্বরূপ ত বটেই।

স্ত্রীমূর্ত্তী প্রকৃতঃ আনন্দময়ী মা জগজ্জননী দয়াময়ী বিভূতি মাত্র, তাই তাঁহারা আপন শরীর সম্ভূত দুর্ব্বল অসহায় শিশু জীবগণকে অতীব মূঢ় দেখিয়া যেন দয়া পূর্ব্বক পাছে আপনার স্বভাবজ স্বতঃসিদ্ধ শক্তির তেজে বিদগ্ধ, মুগ্ধ ও অবসন্ন হইয়া পড়ে, এই ভাবিয়া স্বভাবতঃ আপনাদিগের সর্ব্বাঙ্গ ঢাকিয়া লুক্কায়িত রাখিবার চেষ্টা করেন; কিন্তু তথাচ রে লম্পট কীটানুকীট মূঢ় জীব? যদি তুমি অগ্নিশিখাকে ফুল্ল চম্পক কলিকা ভ্রমে আলিঙ্গন কর, তবে তৎক্ষণাৎ দগ্ধ হইয়া সুতপ্ত তৈল কটাহ নরকে নিমগ্ন হইবে। তাই সেই দুঃখী কামার্ত্ত মূঢ় জীবগণকে ভয় দেখাইয়া বাচাইবার জন্য, রক্ষা করিবার মানসে শ্রীমচ্ছঙ্করাচার্য্য স্বামী সুকৌশল পূর্ণ উপদেশ করিলেন যে তোমরা এ রাজরাজেশ্বরীর উচ্চদরবারে আসিবার উপযুক্ত নও—দূরে দণ্ডায়মান হও! ঐ মূর্ত্তীকে স্থূলদর্শী জীব! তুমি যাহা ভাবিতেছ তাহা নহে, উহা তোমার সুতপ্ত তৈল কটাহ নরক। কিন্তু যদি কেহ মহাত্মা ভক্তপ্রবর প্রহ্লাদের ন্যায় বা সুধন্বার ন্যায় বীর থাকেন, তবে তিনি তাহার

বিষয় কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়াও এক জন দৃঢ়ব্রত মনুষ্য কি প্রকারে ধর্ম্ম আলোচনা করিতে পারেন এবং উচ্চ পদে অভিষিক্ত হইয়াও তিনি নিঃস্বার্থ ভাবে পর হিত সাধনে কি প্রকারে জীবন অতিবাহিত করিতে সক্ষম হন, দেব মামলেদারের জীবন চরিত পাঠ করিলে তাহা প্রকৃষ্ট রূপে হৃদয়ঙ্গম হইতে পারে। এই বিবেচনা করিয়া, এই মহোদয়ের জীবনী পাঠক গণের সমক্ষে ধারণ করিলাম। বাঙ্গালা দেশের সব্‌ডেপুটি-কালেকটারের অনুরূপ পদ, মামলেদার। যশবন্ত মহাদেব, দেবতার ন্যায় পবিত্র ভাবে জীবন যাপন করিতেন বলিয়া তিনি আপামর সাধারণের দ্বারা দেব মামলেদার বলিয়া অভিহিত হইতেন।

দাক্ষিণাত্যে, জেলা শোলাপুরে, পাণ্ডারপুর তালুকের অন্তর্গত ভোসে গ্রামে চুণ্ডো নারায়ণ নামক কাশ্যপ গোত্রস্থ এক জন ঋগ্‌ বেদী ব্রাহ্মণ বাস করিতেন। ইনি এক জন সম্পত্তি শালী ব্যক্তি ছিলেন এবং (২) কুলকর্ণীর কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। চুণ্ডো নারায়ণ সদাচারী ছিলেন। তিনি তাঁহার কুল দেবতা নৃসিংহ দেবের পূজা করিয়া আপনাকে ধন্য জ্ঞান করিতেন। পাণ্ডারপুর, এতদঞ্চলে একটী বিখ্যাত তীর্থ স্থান। ইহাকে দাক্ষিণাত্যের বৃন্দাবন বলা যাইতে পারে। যাত্রীগণ ভোসে গ্রাম হইয়া পাণ্ডারপুরে গমন করিত। চুণ্ডো নারায়ণ, এই সকল যাত্রীগণকে অভ্যর্থনা করিয়া নিজ বাটীতে আনিতেন এবং অতি যত্নের সহিত তাঁহাদের সৎকার করিতেন। ইনি যেমন ধার্ম্মিক ও সদাচারী বলিয়া সকলের কাছে সমাদর পাইতেন, বিষয় কার্য্যে পারদর্শী ছিলেন বলিয়া রাজ সরকারেও তাঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও সম্ভ্রম ছিল। চুণ্ডো নারায়ণের একটী মাত্র পুত্র ছিল। তাঁহার নাম মহাদেব চুণ্ডো। ইনিও চুণ্ডো নারায়ণের ন্যায় ধার্ম্মিক ও সদ্‌গুণ শালী ছিলেন। মহাদেবের সহধর্ম্মিণী হরি বাই সুশীলা ও পতিব্রতা ছিলেন। তিনি যেমন গৃহ কার্য্য সকল সুচারু রূপে নির্ব্বাহ করিতেন তেমনি পরহিত সাধনে বদ্ধ পরিকর থাকিতেন। অতিথি সেবা তাঁহার একটী বিশেষ প্রিয় কার্য্য ছিল, এবং এই কার্য্যটী সুসম্পন্ন করিতে পারিলে তিনি অতিশয় আনন্দ অনুভব করিতেন। মহাদেবের আটটী পুত্র এবং একটী কন্যা ছিল। যশবন্ত মহাদেব তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র। ইনি তাঁহার মাতুলালয়ে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। হরি বাইয়ের পিতা, বালাজি মোকাজি, পেশোয়ারের দেওয়ানের কারবারী অর্থাৎ কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন। পুনা নগরে তাঁহার বাসবাটী ছিল। যখন হরিবাই তাঁহার পিতৃ গৃহে ছিলেন সেই সময়ে যশবন্ত মহাদেব জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। ১৭৩৭ শকের ভাদ্র মাসে ইনি ভূমিষ্ঠ হয়েন। ইহা স্বতঃ সিদ্ধ যে, সন্তান গণ পিতা মাতার গুণ প্রাপ্ত হইয়া থাকে। বিশেষতঃ জননীর স্বভাব ও চরিত্রের প্রভাব সন্তানে বিশেষ রূপ প্রকাশ পায়। যেমন এতদ্দেশে বিদুষী দেবহূতির প্রভাবে কপিল মুনি, মদালসার প্রভাবে বিক্রান্ত, সুবাহু, শত্রু বর্দ্ধন ও অলর্ক এবং বিশিষ্টার প্রভাবে জগৎ পূজ্য শঙ্করাচার্য্য প্রভাবিত হইয়াছিলেন, পৃথিবীর পশ্চিম অংশেও সেই রূপ কএক জন গুণান্বিতা রমণীর প্রভাবে, আলফ্রেড, বেকন, নিউটন, জনসন, জোন্‌স এবং ওয়াশিংটন্‌ প্রভৃতি, মনুষ্য সমাজে শীর্ষ স্থান অধিকার করিয়াছিলেন, এবং এখনও তাঁহাদের যশঃ সৌরভ সমগ্র পৃথিবীকে আমোদিত করিতেছে। যশবন্ত মহাদেবও তাঁহার জননীর প্রভাবে প্রভাবিত হইয়া দেশময় তাঁহার গুণের প্রভা বিকীর্ণ করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। যখন যশবন্তের বয়স চারি বৎসর হইল, তখন তিনি তাঁহার সম-বয়স্কদের সহিত খেলা করিতে আরম্ভ করিলেন। যশবন্তের হৃদয় করুণা রসে পূর্ণ ছিল। সমবয়স্কদের মধ্যে যদি কেহ কোন প্রকার আঘাত পাইত, তিনি যত্নের সহিত তাহার শুশ্রূষা করিতেন। ৭ বৎসর বয়ঃক্রমে, তাঁহার

(২) রাজস্ব সংগ্রহ করা ও তাহার হিসাব রাখা কুলকর্ণীর কার্য্য

দেবতার প্রতি ভক্তির লক্ষণ প্রকাশ পাইল। তিনি প্রত্যহ স্নান করিয়া পূজার ঘরে বসিতেন এবং তাঁহার পিতা ও মাতা কি প্রকারে পূজা করেন তাহা মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেন। পূজা শেষ হইলে, দেবতার চরণামৃত ও প্রসাদ লইয়া ঘরের বাহির হইতেন। ভোজনের পর বয়স্যদের সহিত খেলা করিবার সময়ে, যশবন্ত, কোন শীলার উপরে ফুল ও জলদান করিতেন এবং অন্যান্য বালকদের লইয়া সেই শীলাটীর সমক্ষে বিট্ঠল (১) বিট্ঠল বলিয়া করতালি দিতেন এবং মহা আনন্দে নৃত্য করিতেন। একদা নৃসিংহদেবের বিগ্রহ উঠাইয়া লইয়া এই প্রকার উৎসব করিয়াছিলেন। পরে, তাঁহার পিতামাতা বারণ করিলে, তিনি আর এরূপ কার্য্য করেন নাই। ৮ বৎসর বয়ক্রম হইলে, তিনি তাঁহার ভাবি উন্নতির আভাস দেখাইয়াছিলেন। তাঁহার লেখা পড়ার প্রতি বিশেষ যত্ন ছিল, তাঁহার হৃদয় যেমন দয়াতে পূর্ণ ছিল, তাঁহার আত্মাও সেইরূপ সত্যেতে প্রতিষ্ঠিত ছিল। তাঁহার বয়স্যদের মধ্যে কাহারও কোন দ্রব্যের অভাব হইলে, তিনি সাধ্য মত তাহা পূর্ণ করিতেন। তাঁহার পিতা ইহা জানিতে পারিয়া তাঁহাকে এ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিলে তিনি তাহা গোপন করিতেন না, বরং স্পষ্টাক্ষরে বলিতেন যে, তাহারা কষ্ট পাইতেছিল বলিয়া তিনি তাহাদের দিয়াছেন। যশবন্ত তাঁহার পিতা মাতার বড় বাধ্য ছিলেন। তিনি আগ্রহের সহিত তাঁহাদের আজ্ঞা পালন করিতেন। তাঁহার কোন বয়স্য তাঁহাকে গালি দিলে কিম্বা প্রহার করিলে তিনি তাহার প্রতিহিংসা করিতেন না। স্থির ভাবে সমুদায় সহ্য করিতেন, এবং এ সম্বন্ধে তাঁহার পিতা মাতাকেও কোন কথা বলিতেন না। তাঁহার এই সকল কার্য্য কখন ২ প্রতিবাসীগণের নয়ন গোচর হইত। তাঁহারা এই বালকটীর ব্যবহারে পরিতুষ্ট হইতেন, এবং যে যে ভবিষ্যতে এক জন মহাপুরুষ হইবে তাহা তাঁহারা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। এই সময়ে, তিনি উপবীত ধারণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণের আবশ্যকীয় নিত্য কর্ম্ম সকল তিনি নিয়ম পূর্ব্বক করিতেন এবং কুলদেবতার পূজা করা তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল। অতিথি সৎকারে এবং পর-হিত সাধনে তিনি অত্যন্ত যত্নবান ছিলেন। একাদশ বৎসর বয়ক্রমে, তিনি লেখা পড়ায় অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছিলেন। উহার পর বৎসরে, তাঁহার বিবাহ কার্য্য সমাধা হইয়াছিল। এই সময় হইতে যশবন্ত তাঁহার পিতাকে বিষয় কার্য্যে সাহায্য করিতে লাগিলেন। তিনি অল্পকাল মধ্যে হিসাব আদি প্রস্তুত করিতে সক্ষম হইলেন। তদনন্তর তাঁহার মাতুল তাঁহাকে লইয়া কোপর নামক গ্রামে গমন করিলেন। কিছু দিন পরে, এখানকার মামলেদারের কার্য্যালয়ের এক জন কর্ম্মচারী কিছু কালের জন্য অবকাশ লইলে, যশবন্ত তাঁহার কার্য্য সমাধা করিতে লাগিলেন। একদা কালেক্টর সাহেব এই স্থানটী পরিদর্শন করিতে আসিয়াছিলেন। নারায়ণ বালাজী সুযোগ বুঝিয়া তাঁহার ভাগিনেয় যশবন্তের জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করিলেন। সাহেব এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন, এবং যশবন্তকে তাঁহার নিজ কার্য্যালয়ে ১০৲ টাকা বেতনে (২) কারকুনের কার্য্য দিলেন। ইংরাজী ১৮৩১ সালে যশবন্ত এই কার্য্যে নিযুক্ত হইয়াছিলেন। সে সময়ে তাঁহার বয়ক্রম ১৬ বৎসর হইয়াছিল। যশবন্তের হাতের লেখা উত্তম ছিল, দক্ষতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন কালেক্টর সাহেব ইহার কার্য্যে সন্তুষ্ট ছিলেন। কিছু দিন পরে, পারনের নামক স্থানে মামলেদারের কার্য্যালয়ে ১৫৲ টাকা বেতনের একটী লোকের প্রয়োজন হইল। কালেক্টর সাহেব তাঁহাকে সেই কার্য্যে নিযুক্ত করিলেন। পাঁচ বৎসর পরে, যশবন্ত (১) শিরস্তাদারের

(১) শ্রীকৃষ্ণ দাক্ষিণাত্যে বিট্ঠল, বা বিঠোবা নামে পরিচিত হইয়া থাকেন।

(১) কেরানী।

(২) মহারাষ্ট্র ভাষায়, কেরানীকে কারকুন বলে।

পদ পাইয়া, কারজাৎ নামক তালুকে গমন করিলেন। তথায় উত্তম রূপে কার্য্য নির্ব্বাহ করাতে, তিনি রাজ সরকার হইতে পুরস্কার পাইয়াছিলেন। ১৮৪৫ খৃষ্টাব্দে তিনি সহকারী কলেক্টরের সেরেস্তাদারের পদে অভিষিক্ত হইলেন। তদনন্তর ক্রমে ২ উন্নতি লাভ করিয়া তিনি কমিশনরের কার্য্যালয়ে ৪৫৲ টাকা বেতনে এক জন কারকুনের স্থান পাইলেন। এখানে তিনি এরূপ যত্ন ও নিপুণতার সহিত কার্য্য করিতে লাগিলেন যে, কমিশনর সাহেব তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট হইলেন, এবং তাঁহার উন্নতি সাধন জন্য যত্নবান রহিলেন। ১৮৫১ খৃষ্টাব্দে একটী সুযোগ উপস্থিত হইল। চালিস গাঁও তালুকের জন্য এক জন মামলেদার আবশ্যক হওয়াতে, যশবন্ত মহাদেব, ৮০৲ টাকা বেতনে, সেই পদে অভিষিক্ত হইলেন। এই কার্য্যে তিনি সুখ্যাতি লাভ করিলেন, এবং দুই বৎসর পরে, আমড়ন নামক তালুকে ১২৫৲ টাকা বেতনে গমন করিলেন। যশবন্ত রাও যে ২ স্থানে থাকিতেন, সেই ২ স্থানের লোক তাঁহার সদ্গুণে বদ্ধ হইত। ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে তিনি ১৭৫৲ টাকা বেতনের পদ পাইয়া, একস্থল নামক তালুকে যাত্রা করিলেন। এখানে তিনি চারি বৎসর অবস্থিতি করিয়াছিলেন। তাঁহার সদ্গুণ সকল এই স্থানে সম্যগ্রূপে স্ফুর্ত্তি পাইয়াছিল। তাঁহার ধীরতা, নম্রতা, পরদুঃখকাতরতা, উদারতা, সদাচার, ঈশ্বর নিষ্ঠা এবং বৈরাগ্য ভাব দেখিয়া আপামর সাধারণে তাঁহার প্রতি ভক্তি প্রকাশ করিত। তিনি সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। কাহারও প্রতি অবজ্ঞা প্রকাশ করিতেন না তিনি মিষ্ট কথায় সকলের সহিত সম্ভাষণ করিতেন। তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া সকলেই আনন্দ লাভ করিত। তিনি যেমন এক দিকে লোকের প্রিয় হইয়াছিলেন, গবর্ণমেণ্ট ও তাঁহার প্রতি সন্তুষ্ট ছিলেন। যশবন্ত রাও লোভ শূন্য ও পক্ষপাত শূন্য হইয়া অতি দক্ষতার সহিত মামলেদারের কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেন। সিপাহী বিদ্রোহের সময়ে তিনি রাজপুরুষগণকে বিশেষরূপে সহায়তা করাতে, গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছিলেন। এখান হইতে তিনি আমড়নের তালুকে পুনরায় গমন করেন। তিনি এই স্থানে, কএক বৎসর সপরিবারে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে, তাঁহার ধর্ম্মভাব বৃদ্ধি পাইয়াছিল। তাঁহার গুণগ্রামে লোকে আবদ্ধ হইল। বিশেষতঃ তাঁহার দয়াগুণ প্রকৃষ্ট রূপে স্ফুর্ত্তি পাইল। কোন ব্যক্তির কষ্ট দেখিলে তিনি স্থির থাকিতে পারিতেন না। সাধ্য মত তাহার দুঃখ দূর করিতেন। তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইল। তাঁহার সাহায্য পাইবার আশায় লোকে দূর দেশ হইতে আগমন করিতে লাগিল। তাঁহার স্ত্রী সুন্দর বাইও নানা গুণে ভূষিতা ছিলেন। তিনি যথার্থ ই তাঁহার সহধর্ম্মিণীর ন্যায় কার্য্য করিতেন। অতিথি সৎকারে তাঁহার বিশেষ যত্ন ছিল। যশবন্ত রাও লোককে অকাতরে অন্ন দান করিতেন। তাঁহার খ্যাতি পরিব্যাপ্ত হওয়াতে সাধু, শান্ত, অতিথি এবং দীন ব্যক্তিগণ দলে ২ তাঁহার বাটীতে আগমন করিত। তিনি অতি যত্নের সহিত সকলকে অভ্যর্থনা করিতেন। এবং তাঁহার স্ত্রী অন্নপূর্ণার ন্যায় তাহাদিগকে অন্ন বিতরণ করিতেন। প্রত্যহ তাঁহার বাটীতে ৭০। ৭৫ জন লোক ভোজন করিত। এত লোকের ভোজনের ব্যবস্থা করা তাঁহার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে সহজ ছিল না। সুতরাং যশবন্ত রাওকে ঋণ গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। এই সময় হইতে তিনি লোকের কাছে সমধিক সম্মান পাইতে লাগিলেন। সকলে তাঁহাকে দেবতার ন্যায় পূজা করিতে লাগিল। এমন কি, লোকে ফুল ও নারিকেল লইয়া তাঁহার চরণে অর্পণ করিতে আরম্ভ করিল। এই সময় হইতে সাধারণে তাঁহাকে দেব মামলেদার বলিয়া অভিহিত করিতে লাগিল।

ক্রমশঃ।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
পর সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত"।

১৫শ ভাগ — ৭ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"

শকাব্দা ১৮১৪ — কার্ত্তিক মাস

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

পিণ্ডাংস্তু গোজ বিপ্রেভ্যো দদ্যাদগ্নৌ জলেপিবা।
প্রাক্ষিপেৎ সৎসুবিপ্রেষু দ্বিজোচ্ছিষ্টং ন মার্জ্জয়েৎ।

গো, ছাগ, কিম্বা ব্রাহ্মণকে পিণ্ড দান করিবে। অগ্নি কিম্বা জলে পিণ্ড প্রক্ষেপ করিবে। দ্বিজগণের সম্মুখে তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট পরিমার্জ্জিত করিবে না।

হবিষ্যান্নেন বৈ মাসং পায়সেনতু বৎসরম্।
মাৎস্য হারিণ কৌরভ্রশাকুন চ্ছাগ পার্ষতৈঃ।
ঐণ রৌরব বারাহ শাশৈ মাংসৈর্যথাক্রমম্।
মাস বৃদ্ধ্যাভি তৃপ্যন্তি দত্তৈরিহ পিতামহাঃ।
খড়্গামিষং মহাশল্কং মধুমুন্যন্যমেব চ।
লোহামিষং মহাশাকং মাংসং বার্দ্ধ্রীণসস্য চ।
যদ্দদাতি গয়াস্থশ্চ সর্ব্বমানন্ত্য মুচ্যতে।
তথা বর্ষা ত্রয়োদশ্যাং মঘাসুচ বিশেষতঃ।

হবিষ্যান্ন দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে তাঁহারা একমাস সন্তুষ্ট থাকেন। পায়সান্ন দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ এক বৎসর সন্তুষ্ট থাকেন। মৎস্য, হরিণ, ভেড়া, পক্ষী, ছাগ, চিত্রমৃগ, কৃষ্ণবর্ণ মৃগ, রুরু, বরাহ এবং শশক এই সমস্তের মাংস দ্বারা পিতৃগণের শ্রাদ্ধ করিলে ক্রমান্বয়ে এক মাস হইতে দশমাস পর্য্যন্ত সন্তুষ্ট থাকেন। গণ্ডার, মহাশল্ক (মৎস্য বিশেষ) লোহিতবর্ণ ছাগ, বৃদ্ধ শ্বেতবর্ণ ছাগ, ইহাদের মাংস এবং মধু আদির দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ অনন্তকাল সন্তুষ্ট থাকেন। * এবং গয়াতীর্থে ও ভাদ্র মাসের কৃষ্ণ ত্রয়োদশীতেও শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃগণ অনন্ত কাল পরিতৃপ্ত থাকেন।

কন্যাং কন্যাবেদিনশ্চ পশূন্ বৈ সত্তানপি।
দ্যূতং কৃষিঞ্চ বাণিজ্যং দ্বিশফৈক শফাংস্তথা।
ব্রহ্মবর্চস্বিনঃ পুত্রান্ স্বর্ণরূপ্যে সকুপ্যকে।
জাতিশ্রৈষ্ঠ্যং সর্ব্বকামানাপ্নোতি শ্রাদ্ধদঃ সদা।

শ্রাদ্ধ কর্ত্তা পুরুষ কন্যা, কন্যার উপযুক্ত বর, পশু, কৃষি, বাণিজ্য, ব্রহ্মতেজঃ সম্পন্ন পুত্র স্বর্ণ রৌপ্য এই

---

* অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন, স্বর্গীয় পিতৃগণের পবিত্র প্রাণাত্মাগণকে তৃপ্তি বিধানার্থ অপবিত্র মৎস্য মাংসাদি শাস্ত্রে বিহিত হইল কেন? কিন্তু এ আশঙ্কা ঠিক নহে। দেহান্ত হইলে সকল পিতাই যে স্বর্গগত হইয়া থাকেন, ইহা বলিতে পারা যায় না। পরলোকগত পিতৃগণ স্বর্গে বা নরকে যে যোনিতে যে অবস্থায় থাকুন না কেন, সেই অবস্থোপযোগিনী তৃপ্তি তাঁহারা যাহাতে পাইতে পারেন, তাহা শ্রাদ্ধ কর্ত্তার কর্ত্তব্য। প্রেতাত্মা নিজ অবস্থানুসারে যাহাতে শান্তি পাইতে পারেন, সেই দিকে শ্রাদ্ধ কর্ত্তাকে লক্ষ্য রাখিতে হইবে। প্রেতাত্মার মৎস্যমাংসাদি ভোজনোপযোগী যোনিতে যদি জন্মলাভ হইয়া থাকে, তবে মৎস্যমাংসাদির দ্বারাই তাঁহার তৃপ্তি সাধন সম্ভব।

সমস্ত প্রাপ্ত হন। এবং তাঁহার সমস্ত মনস্কামনা সিদ্ধ হয়।

ক্রমশঃ।

বিসর্জ্জন।

শীতল বাহিনী কাশীতল বাহিনী গঙ্গা বক্ষে প্রতিমা নিরঞ্জন যিনি একবার দেখিয়াছেন তিনিই জানেন তাহা কি রূপ। শোভা অনুপম; নতুবা বিকচারবিন্দ-নেত্রা নন্দনকানন-বিহারিণী মন্দাকিনীর অতুল শোভার সহিত একবার তুলনা করিতাম। অবিমুক্ত পুরী বারাণসী যে ত্রিলোক অতীতা তাই ত্রিলোকের কোনও বস্তু যে শোভার উপমেয় হইতে পারে না। কিন্তু ভক্ত ত মায়াতীত; ত্রিলোকের একদেশবাসী হইলেও ত্রিলোক-নায়ককে হৃদয়ে স্থান দিয়া, তিনি ত্রিলোকের ক্ষুদ্রসীমার অতীত, অতি মহান্। ত্রিলোকে যাহা না পারে, ভক্ত তাহা পারেন। ভক্ত সেই ত্রিলোকজননীকে বিশেষ রূপে প্রকাশিত হইবার জন্য মাতৃ-মুখ-চন্দ্র-দর্শন-পিয়াসী শিশুর সরল কাতর আহ্বানে ডাকিয়াছেন—

"বিরাজো আনন্দময়ি, আনন্দকানন মাঝে"।

—ভক্তের এই "আনন্দ কানন" টি আমাদের সমুদায় ভাবের সুস্পষ্ট প্রকাশক। "আনন্দ কানন" বাহিনী আনন্দ ধারা পরিবাজিনী ফুল্ল সরোজিনী সেই আনন্দ-ময়ীর আনন্দ প্রতিমা। বিশ্বনাথের সেই অতুলন আরতি গীতে শুনিয়াছি—

"কৈলাসে গিরি শিখরে কল্প দ্রুম বিপিনে,
গুঞ্জতি মধুকর পুঞ্জে কুঞ্জবনে গহনে"

এখানেও ঠিক তাই। রেলওয়ে সেতু হইতে বারাণসী কৈলাস পর্ব্বতের ন্যায়ই দেখায়। বিচিত্র বহু চূড়া সমন্বিত মন্দির শ্রেণী ইহার কল্প দ্রুম রাজী; (মন্দিরে ভক্তের সকল মনোবাঞ্ছাই পূর্ণ হয়) চূড়ায় চূড়ায় বিচিত্র কেতন সমূহ ইহার পত্রাবলী। গঙ্গাতরঙ্গ ভঙ্গ সেবিত সোপান শ্রেণী ইহার মূল।

আর বিজয়ার মহোৎসবের দিন সেই অসংখ্য কল্প বৃক্ষ পুষ্পিত হয়। তখন প্রতিমা নিরঞ্জন দর্শন প্রয়াসী বিচিত্র পরিচ্ছদ শোভিত জনসঙ্ঘ পুষ্পাকারে সেই মন্দির সকল অলঙ্কৃত করে। তখনই বারাণসী "আনন্দ কাননে" পরিণত হয়। আর সেই লক্ষাধিক নরনারীর ভক্ত্যুপহার লইবার জন্য ভক্তের আহ্বানে জাহ্নবী হৃদয়ে স্বর্ণ কমলিনী হইয়া "আনন্দময়ী" বিরা-জিতা হয়েন; আর গঙ্গাবক্ষ হইতে সপ্ততল সৌধ চূড়া পর্য্যন্ত, অসীসঙ্গম হইতে মণিকর্ণিকা পর্য্যন্ত সমুদায় স্থানে বিরাজিত অস্ফুট কলরব-কারী জন সমূহের চঞ্চলনেত্রাবলী সেই পুষ্প সমুদায়ের উপর মধুপ পুঞ্জের ন্যায়।

"গুঞ্জতি মধুকর পুঞ্জে কুঞ্জবনে গহনে।"

যে দিকে তাকাও এই মধুপ পুঞ্জ। আর এই "অলী কদম্ব পরিশোভিত পার্শ্ব ভাগা" স্বর্ণ কমলিনী "আনন্দময়ী" বীচি বিক্ষোভ বিলাসিনী হইয়া কি অপূর্ব্ব শোভায় ভক্ত হৃদয় মাতাইতে ছিলেন, তাহা কে বলিতে পারে? উত্তর বাহিনী জাহ্নবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্ত সুধাকরের চন্দ্রিকোদ্ভাসিত, ফুল্লতারা নিকর খচিত সুনীল গগণ প্রাপ্ত চুম্বন করিল; বিশাল গঙ্গাবক্ষে অনন্তের অপূর্ব্ব ছায়া পতিত হইল। ভক্তহৃদয় আনন্দময়ীর সম্মিলনে অন্তের সীমা অতিক্রম করিল; সান্ত অনন্তে আলিঙ্গন করিল; সাবয়ব নিরবয়বে ঝাঁপ দিল। যাহা এই মাত্র ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য ছিল, তাহা দেখিতে দেখিতে, ইন্দ্রিয়াতীত হইল। প্রতিমা স্বরূপে বিলীন হইল। "প্রতিমা" "নিরঞ্জন" হইল। ইহাই বিসর্জ্জন। যখন ব্যষ্টি সমষ্টিকে আলিঙ্গন করে, যখন আত্মা পরমাত্মায় আত্ম বিসর্জ্জন করে, তখন দ্বৈতনাশ ও অদ্বৈত বিকাশ প্রাপ্ত হয়; তখন কেবল এক। তাই এই নিরঞ্জনের পর আত্ম বুদ্ধির অতি প্রকাশ। তাই শত্রু মিত্র নির্ব্বিশেষে পরস্পর আলিঙ্গন। মায়ার উপর

বিজয় লাভ, প্রপঞ্চের উপশম, স্বরূপের উদয় হয় বলিয়া এই উৎসব বিজয়োৎসব; তাই নাম বিজয়া। যিনি এই অকালে কলিকালেও কালাকাল বিচার না করিয়া ভক্ত-নির্দ্দিষ্ট অলৌকিক উপায়ে ভক্তির নীল কমলে ত্রিজগদ্ব্যাপিনী সুসূক্ষ্মা মহাশক্তির উদ্বোধন করিয়া পূজা করিতে পারেন, পরে সেই "কৃপয়া রূপধারিনীতে" আত্যন্তিক প্রেমাবেশে আত্ম বিসর্জ্জন করিতে পারেন, তিনিই "বিসর্জ্জনের" প্রকৃত মর্ম্ম গ্রাহী; তাঁহারই প্রকৃত বিজয়া। নতুবা আমাদের ন্যায় বিষয়-কীটের পক্ষে বিসর্জ্জন না জানি কতই কষ্টকর। আমাদের সমুদায় বৃত্তি বহির্ম্মুখিনী; ধ্যানের দ্বারা আনন্দময়ীর দর্শন লাভ আকাশকল্পনা। দুগ্ধ গাভীর সর্ব্ব শরীরে সূক্ষ্ম রূপে ব্যাপ্ত থাকিলেও যেমন বৎসের নিকট স্তন মুখেই সঞ্চারিত হয়; সেই সূক্ষ্মাতি সূক্ষ্মা আদ্যাশক্তি সর্ব্ব ব্যাপিনী হইলেও আমাদের ন্যায় স্থূলাধিকারী গণের নিকট সুঠাম প্রতিমাতেই প্রকাশ-নীয়া। জীব মাত্রেই অখণ্ড আনন্দ রূপে আনন্দময়ীকে পাইবার জন্য অতি ব্যাকুল। ব্রাহ্মণেরও যেমন ক্ষুধা আছে চণ্ডালেরও তেমনি ক্ষুধা আছে, সেই রূপ ভক্ত অভক্ত "আনন্দময়ীকে" পাইবার সকলেরই বড় সাধ; কিন্তু অভক্তের সে সাধ মিটাইবার এক মাত্র উপায় "প্রতিমা"। তাই প্রতিমা পাইয়া আমরা এই তিনটী দিন, যেন কোন্ দিব্য ধামে বাস করিতেছিলাম। বিশেষতঃ যখন পরিব্রাজক দুঃখী জীবের প্রতি কৃপা-পরবশ হইয়া জানাইলেন—

"আমার মা এসেছে—
রত্নবিভূষিত বেশে; আমার মা এসেছে।
ফুলে বিল্বদলে সেজে, আমার মা এসেছে।
(আহা কে সাধের সাজ সাজায়েছে।
পাপী তাপীর দুখ দেখে ঐ দীনে দয়া বিতরিতে,
অকালে কুপা করিতে, ভক্ত কল্পলতা
আমার মা এসেছে। (কোলে নেবে বলে যদি
আয়রে সবে)",

তখন আকুল প্রাণে মা দেখিতে ছুটিল। আবার যখন তিনি আশ্বাস দিয়া বলিলেন—

"সন্তানে কাঁদিলে পরে, মা কি আর থাকিতে পারে,
তখন ভেদিয়া সকল, অনিল অনল জল সম্মুখে হেরিবি,
হেসে হেসে বিকাশ মা স্থির সৌদামিনী।"

তখন সকলে মার প্রতিমার নিকট আত্মহারা হইয়া ভাবিল।

"এখন মর্ম্মাঘাত মিটে গেল,—মা এসেছে,
সকল ব্রত নিয়ম ফুরাইল,
যত নিষেধ বিধি ঘুচে গেল,—মা এসেছে,

আর চাহিল

"তিনটী দিন প্রাণ ভরে দেখি,
নয়নে নয়নে রাখি,
হৃদি মাঝে রাখি,"

কিন্তু কে সে সাধে বাদ সাধিল? মাকে ঐ ভাগীরথী সলিলে দেখিতে দেখিতে, আর দেখিতে পাইলাম না;—কে নিল! কোথা গেল! বুঝি অযতনে চলে গেল! এই ভক্তের মুখে শুনিতে ছিলাম।

"প্রাণ ছাড়িতে পারি,
প্রাণ উমার ছাড়িতে নারি"

শুনিতে শুনিতে উমা কোথায় গেল?

"উমা, উমা, কৈ মা কৈ মা?"
"কৈ মা আমার বিনয়নী কৈ?"
"আমি, মা, পাষাণ বলে,
তুমিও কি পাষাণ হলে?"
[illegible]

না, মা, তুমি যাও। তোমার কৃপার ত আর হেতু নাই। কৃপা হয়েছিল, দেখা দিয়ে ছিলে। ইচ্ছা হল চলিয়া গেলে। এ নর ধাম অমরবন্দিতে! কি তোমার যোগ্য? মা! দেব দুঃখ নিবারণ জন্য অসুররুধির-প্লাবিত রণভূমে একবার নেচেছিলে, তোমার পদতলে পাছে আঘাত লাগে এই আশঙ্কায় ত্রিলোকনাথ বক্ষ পাতিয়া দিয়াছিলেন। বিষয়ীর পাষাণ কঠিন হৃদয়ে তোমার কি স্থান হয় মা! কুম্ভকারের বুদ্ধিতে

প্রকাশিতা হইয়া মা তুমি প্রতিমার " রূপ " রূপে তিন দিন কৃপা করিলে, এ কৃপা বহু যুগব্যাপী তপস্যায়ও লাভ হয় না, ইহা অহৈতুকী ; নতুবা আমাদের ন্যায় তোমার অকৃতী সন্তানে এ পুণ্য কোথা হইতে আসিবে ? মুক্তির হেতু নাম রূপের কলঙ্ক শূন্য তোমার এইরূপ আবার স্বরূপে মিলাইল ইহাও তোমার ইচ্ছায়। তা ভালই। কিন্তু তোমার ঐ চাঁদ মুখ খানি সমুদ্র বক্ষে অস্তগামী চন্দ্রের ন্যায় দেখিতে ২ মিলাইয়া গেল এই কথা যখনই মনে হয় বুক ফাটিয়া যায়। মা তুমিত একেলা গেলে না, তোমার সঙ্গে ২ লক্ষ্মী সরস্বতী কার্ত্তিক গণেশ, সিংহ অসুর সর্পাদি সকলেও গেল, মা, তোমার ঐ বিসর্জ্জন-মন্ত্রটা একবার শিখাইয়া দাও; অমনি করিয়া তোমার অকূল-মহা-সাগরে আমার ধন-তৃষ্ণা, বিদ্যা গৌরব, শৌর্য্যাভিমান বিঘ্নাসহিষ্ণুতা, দম্ভ, অহঙ্কার, ক্রূরতা একে একে সকল গুলি ডুবাইয়া দাও, ধীরে ধীরে, আমাকে তোমাতে মগ্ন করিয়া দাও. আমাতে পিতা, মাতা, স্ত্রী, পুত্র বন্ধু বান্ধবাদির যে সকল পার্থিব প্রতিমা গঠিত হইয়াছে তাহা তোমার প্রেমের তুফানে ভাসাইয়া দাও, সম্পূর্ণরূপে আমার প্রতিমার নিরঞ্জন হউক। আর মুক্তিপুরীবাহিনী এই গঙ্গার ন্যায় তোমার নিত্যা- নিষ্ঠান বিলসিনী প্রেম মন্দাকিনীতে আমার সম্পূর্ণ "বিসর্জ্জন" হইয়া যাক। "জয় জয় আনন্দময়ী" এই রবে বিজয়ানন্দ উৎসবে সকলে মাতিয়া, জগতের সমুদায় নর নারী নিত্য বিজয়োৎসব করিতে থাকুক। সকল ঘটে একাত্মা বিরাজিত ইহা জানিয়া সকলে প্রেমা- লিঙ্গনে আলিঙ্গন করুক, বিজয়ার দিনে মা তোমার নিকট ইহাই প্রার্থনা। "জয় মা আনন্দ ময়ি !"

শাস্ত্র ও শিক্ষা।

শাস্ত্র মূর্খের জন্য, পণ্ডিতের নিমিত্ত নহে। * মূর্খ অজ্ঞান, সুতরাং তাহার সদসৎ বিচার ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধি কোথায় ? পণ্ডিত তো পূর্ণ তাঁহাতে অভাব—বৃথা তর্ক অসম্ভব। পণ্ডিত ও মূর্খের সমাবেশেই বিচার বা বিবাদ। শাস্ত্র সাহিত্য নহে, শাসন বাক্য, তাই উহা বুঝিবার নয়, মানিবার, কার্য্যে করিবার। ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রন্থ শাস্ত্র বা সাহিত্য এই সংশয় বা সমাধানের উপরেই সমস্ত দৈবেদশিক ও বিদেশ-বিকৃত যুক্তিরাশি স্থাপিত। শাস্ত্র করিয়া বুঝিবার, সাহিত্য মনের লীলা খেলা মাত্র। শাস্ত্র বুঝিলে কিছু হইবার নয়, না করিলে কিছু বোঝাও যায় না, কাজ করিলে আর শাস্ত্র বুঝিবার দরকারও হয় না, ফলেই শাস্ত্র সিদ্ধান্ত পরিস্ফুট হয়। " পাক প্রণালী " পড়িলে পেট ভরে না, তদনুযায়ী রাঁধিয়া খাইলেই রসনার পরিতৃপ্তি সাধন হয়।

শাস্ত্রে অনাস্থা ও বিকৃত বিশ্বাস শিক্ষাবিভ্রাটের প্রধানতঃ চারিটী কারণের কোন না কোনটীতেই, একাধিক বা সকলের সময়েতে উপস্থিত হইয়াছে বলিয়াই বোধ হয়। কারণ চতুষ্টয় যথাক্রমে (১) লক্ষ্য ভ্রান্তি (২) অনিয়ম (৩) অনুষ্ঠানাভাব ও (৪) শিক্ষা-বৈপরীত্য। সাধারণতঃ এই দোষ চারিটীর তিনটী শুদ্ধ সংস্কৃত পাঠার্থীর ও চারিটীই রাজ ভাষা- ভিজ্ঞের মধ্যে দৃষ্ট হয়। ঐ দোষ বা গুণ (?) গুলির ফলাফল দর্শাইয়া শাস্ত্রে শ্রদ্ধানুরাগ বৃদ্ধি ও শাস্ত্র মাহাত্ম্য প্রকাশই এ প্রবন্ধের প্রয়াস।

আত্মানুকূল মানসিক চালনা ও তদনুযায়ী শারীর চেষ্টাই শাস্ত্র সম্মত শিক্ষা। পরম সুখ স্বরূপ আত্ম- বোধই জীবনের সার লক্ষ্য, দ্বৈতভাবাভাবই সে সুখ, আপেক্ষিক সুখ দুঃখ উভয়ই দুঃখের কারণ, কেননা উহা প্রতিনিয়ত পরিবর্ত্তনশীল মন বা দেহের তুষ্টির হেতু মাত্র। প্রথিত, সুখ দুঃখ অনেক সময়ে বিপরীত ফলও দিয়া থাকে, কখন দুঃখ সুখের কারণ আর সুখ দুঃখের কারণ হইয়া পড়ে, পথ ভ্রান্ত পান্থের পাদে

* মূর্খ ও পণ্ডিত শব্দ শাস্ত্রীয় অর্থে ব্যবহৃত হইল।

প্রহার সুখকর, রোগার্ত্ত রসনায় তিক্ত রসও কদাচ উপাদেয় এবং মধুর পদার্থও বিস্বাদ বোধ হয়। মনের ভাব ভাঙ্গিলে রসের কথাও বিরস হইয়া যায়, মিত্রও শত্রু হইয়া উঠে। অথচ পদার্থ গত কোনই পরিবর্ত্তন হয় নাই, কেবল সেই মনের অবস্থান্তরের দোষে বা গুণেই এই রূপ হইয়া থাকে। এই রূপ পরিণামী পদার্থের অনিশ্চয়তা দেখিয়াই অপরিণামী দ্বৈতাতীত আত্মতত্ত্বই সুখ রূপ বোধে শ্রুতি সিদ্ধান্ত করিয়াছেন "তরতি শোক মাত্মবিৎ"। এই স্বরূপ সুখ প্রাপ্তি চেষ্টাই পৌরুষ, এবং জ্ঞানীগণই পুরুষ নামধেয়, অন্যথা বিষয়ান্তরে প্রবৃত্তি কাপুরুষতা ও বিষয়ীগণ কেবল ক্লীব নামধেয়। সকাম সিদ্ধি সাধনার কথা আমরা এক্ষণে বলিতে বসি নাই, উহা শাস্ত্রের গৌণাঙ্গ মাত্র, সকাম কার্য্যের দিকে স্বার্থ সিদ্ধির প্রতি দৃষ্টি করিলে আর্য্য শাস্ত্রের অমর্য্যাদা করা হয়। এই শ্রুতি-সিদ্ধ মুক্তিজাত অহৈতুকী ভক্তি ভাবনায় ভগবৎ সাক্ষাৎ-কারানুকূল ক্রিয়া কলাপের অনুষ্ঠানে শরীর মনের সংস্কার জন্য সময় ও সামর্থ্য ভেদে বৈদিক, স্মার্ত্ত ও তন্ত্রোক্ত ক্রিয়ানুষ্ঠান ও, আত্মানুকূল বৃত্তি প্রবাহের বৃদ্ধি জন্য উপনিষদ্, দর্শন ও পুরাণাদির প্রচার। এই রূপে জানা যায়, শাস্ত্রীয় প্রত্যেক উপদেশ বা কার্য্য শরীর মনের আত্মানুকূল ভাবের বৃদ্ধি ও বিষয়ে বিরক্তি বিধান করিতেছে। সকাম কার্য্যও মন্দের ভাল, এবং পরোক্ষে ঐ ইঙ্গিতই করিতেছে। মনুষ্য মাত্রেরই কল্যাণ কামনায় প্রবৃত্তি অনুযায়ী সদসৎ কর্ম্মের বিধানে ও অনুরূপ ফলদানে শাস্ত্রে বিশ্বাস জন্মাইয়া নিবৃত্তি মার্গের উপদেশ দান জন্যই প্রবৃত্তি মার্গের প্রবর্ত্তনা। এই উদ্দেশেই বেদেও অভিচারাদি ক্রিয়া সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। অগাধ বেদগর্ভে প্রবৃত্তি, নিবৃত্তি পন্থা, জ্ঞান, যোগ, ভক্তি মুক্তি বিচার মীমাংসা সমস্তই নিহিত রহিয়াছে; কিন্তু কালোচিত অসামর্থ্য পক্ষে করিবার ও বুঝিবার সুগমতা জন্যই দর্শন, সংহিতা, ও পুরাণ তন্ত্রাদির সৃষ্টি। উহারা বেদের উন্নতি নহে, বেদার্থেরই ব্যাখ্যা বিকাশ, বেদাতীত কোন নূতন সত্য উহাদের মধ্যে নাই। যুগানুকূল ঐ সকল শাস্ত্র সেবায় বেদের স্বতঃসিদ্ধ সত্যে উপনীত হওয়া যায় বলিয়াই বলিতেছি উহারা বেদের ব্যাখ্যা।

সংক্ষেপতঃ এখন দেখা গেল শাস্ত্রানুশীলনের উদ্দেশ্য ও শাস্ত্র শাসনের তাৎপর্য্য সুখ ভাবনায়; কিন্তু উহা বৈষয়িক সুখ নহে, উহা পাশ্চাত্য "অর্থ তৎ-পর" (utilitarian) সম্প্রদায় ভুক্ত পণ্ডিত গণের গবেষণা জাত সুখও নহে, উহা তাঁহাদের প্রদর্শিত পথানুসরণে পাওয়াও যায় না। * শাস্ত্রশিক্ষা-জনিত সুখের আত্মার সহিত অভেদ, আত্মাই সুখ স্বরূপ, সুতরাং সদৈব বিদ্যমান আত্মার অবর্ত্তমানতার অভাব হেতু আত্মসুখের অপ্রাপ্তি অসম্ভব, অর্থাৎ "সুখ প্রাপ্তি" প্রকৃততঃ [illegible] যায় না, কিন্তু সুখের অভাব বুদ্ধির নাশ বলাই যুক্তিযুক্ত। "অনুকূল বেদনীয়ং সুখং" ইহাতেও মনের গন্ধ আছে, আত্ম-সুখ কেবল সুখ—বৈষয়িক সুখদুঃখদ্বন্দ্বাতীত সুখ। ভাষা প্রয়োগের ব্যভিচারে পড়িয়া আমরা উহাকে "স্বরূপ সুখ" এই নূতন অভিধান দিতে বাধ্য হইয়াম। অধুনা সংস্কৃত শিক্ষার্থি-গণের মধ্যে অনেকেরই কিন্তু এই লক্ষ্য দেখা যায় না। জীবনের সার লক্ষ্য এক মাত্র সন্ন্যাসাশ্রমীগণের আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছে। বিষয়েন্দ্রিয়ের সেবাই শাস্ত্র শিক্ষার লক্ষ্য হইয়াছে। ইন্দ্রিয় সুখ দানে অর্থ সদৈব সমর্থ না হইলেও এবং অনুক্ষণ বুঝিয়ার অনর্থকর হইলেও একমাত্র অর্থই শাস্ত্রানুশীলনের তাৎপর্য্য হইয়া দাঁড়াইয়াছে। শাস্ত্রের মূল উদ্দেশ্যের কিন্তু এ ভাবার্থের অর্থবাদ আদৌ নাই। প্রারব্ধ কর্ম্মানুরূপ শারীর সুখে

* মনের ভাবের প্রতিলিক্ষা না করিয়া কেবল ক্রিয়া ফলের দৃষ্টিতে বিচার পদ্ধতি। অভিসন্ধি অনুসন্ধান কঠিন বোধে পাশ্চাত্য শাসন ও সমাজ নীতির অধিকাংশই এই ভিত্তিতে স্থাপিত। এই "ফলেন পরিচীয়তে" প্রণালী ক্রমে সাধু সজ্জনও দণ্ডিত হইয়া থাকেন।

সন্তুষ্ট না থাকিয়া বিষয় সুখ বৃদ্ধিতে চেষ্টা কার্য্যতঃ শাস্ত্র বাক্যে অবিশ্বাস। শরীর ধারণের অবশ্য আবশ্যকীয় দ্রব্যজাত ব্যতীত চেষ্টা দ্বারা বিষয়বিলাসের বৃদ্ধি শাস্ত্রের চক্ষে কাপুরুষতা, আত্ম সাক্ষাৎকারই শাস্ত্রের নিকট মনুষ্য জীবনের এক মাত্র পুরুষার্থ। শাস্ত্র-শিক্ষার উদ্দেশ্যহীনতার সঙ্গে সঙ্গে শরীর মনের অনুকূল সংস্কার সাধনের পথও অনুসৃত হয় না। অগত্যা শাস্ত্র সকল সাহিত্য রূপে পঠিত হইয়া থাকে। কিঞ্চিৎ অর্থকর স্মৃতি বা সাহিত্যাদি পাঠে অল্লাধিক উৎসাহ দেখা যায়, এবং অনর্থকর (?) দর্শন পুরাণাদির পাঠ খুবই কম, বরং শরীর মনের সংস্কার হীন পাঠে উহারা প্রকৃতই অনর্থকর হইয়া দাঁড়ায়। সুতরাং অর্থই যাঁহাদের লক্ষ্য, তাঁহাদের শাস্ত্র পাঠ না করিয়া সময়োচিত অর্থকরী বিষয় সকল শিক্ষা করা উচিত, ইহাতে অর্থ হউক বা নাই হউক, যে হেতু প্রারব্ধ প্রবল * অন্ততঃ শাস্ত্রে বীতশ্রদ্ধ হইতে হইবে না। শাস্ত্রে অপ্রতিশ্রুত পদার্থের জন্য দাবী দাওয়া কদাচ সাধূচিত নয়; অধিক কি, অর্থলাভের সম্পূর্ণ আশা সত্ত্বেও অর্থোদ্দেশ্যে শাস্ত্রা ভ্যাস নিতান্ত অন্যায়, উহা বণিগ্‌বৃত্তি মাত্র। যাহারা অর্থের আশায় সম্পূর্ণ উদাসীন হইয়া স্ববর্ণোচিত বৃত্তি দ্বারা দারিদ্র্য সহ্য করিতেও সমর্থ, শরীর যাত্রা নির্ব্বাহোপযোগী একান্ত আবশ্যকীয় অর্থেই সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন ও ভগবদারাধনাই জীবনের কার্য্য মনে করেন, ভগবানের সেবাতেই যাঁহাদের মর্য্যাদা-বুদ্ধি, বিষয়ৈশ্বর্য্য জন্য যিনি লালায়িত নহেন, বিষয়ে যিনি সম্মান দেখিতে পান না, তিনি শাস্ত্র পড়িয়া সুখী হইতে পারেন, ও তিনিই উপযুক্ত পাত্র, তাঁহার শাস্ত্রপাঠ সুফল প্রসব করিবে। * বিষয়ীর শাস্ত্র পাঠ বন্ধ্যা। বিষয়ীর শাস্ত্রপাঠে শাস্ত্রের অসম্মান হয় মাত্র। এরূপ শাস্ত্র পাঠ না হওয়াই ভাল। ইহাতে শাস্ত্র লোপ পাইবে না কেননা ঈশ্বরের সত্তা সত্ত্বে শাস্ত্র তত্ত্ব লোপ অসম্ভব। কেবল আমরাই লোপ পাইব, ইহলোকে পদদলিত, পর সেবারত ও জীবনান্তে নিরয়গত হইব, এবং ক্রমশঃ অধোগতি হইবে; কিন্তু সেও ভাল, তথাপি শাস্ত্রে অশ্রদ্ধা বুদ্ধির উদয় বড়ই ভয়ঙ্কর; শাস্ত্রে সত্যবিশ্বাস থাকিলে আসক্তি বশত এ জন্মে অনুষ্ঠান না করিলেও কালে কূল কিনারা পাইবার আশা থাকিবে। তার্কিকের নিকট ভক্তি-শাস্ত্র, সংসারীর কাছে জ্ঞানগ্রন্থ, টীকা দৃষ্ট শাস্ত্র মর্ম্মাবধারণ ইত্যাদি অনেক অনিয়মে লোককে অস্থির করিয়া তুলিয়াছে। অভক্তের হাতে ভাগবতের ও বিষয়ীর হাতে বেদান্তের বাপের শ্রাদ্ধ হইতেছে। জানা উচিত অপরোক্ষ জ্ঞানী অন্ততঃ বৈরাগ্যবান্ পুরুষের নিকট জ্ঞানালোচনা এবং অন্ততঃ গৌণভক্তের নিকট ভক্তিতত্ত্ব না বুঝিলে টীকা টীপ্পনী দেখিয়া কিছু হইবার নহে, সন্দেহের উপর সন্দেহ উঠিতে থাকিবে। আত্ম-কল্যাণকামীগণ শাস্ত্রানুযায়ী শ্রবণ-পথ অনুসরণ করিলে উপযুক্ত গুরু অবস্থা পর্য্যালোচনা পূর্ব্বক অনুকূল শাস্ত্র অধ্যয়ন করাইয়া থাকেন, তাহাতেই সকল সন্দেহ মিটিয়া যায়। নতুবা টীকা পড়িয়া মাথা ঘামাইয়া শাস্ত্রের শ বুঝিবারও কাহারও সামর্থ্য নাই। শাস্ত্র মনঃ কল্পিত সাহিত্য নহে, সুতরাং কেবল মনের সাহায্যে উহাতে দন্তস্ফুটও হয় না। যে যাহা তাহা পড়ায় বিষময় ফল ফলিতেছে। * অনুষ্ঠানের অভাবে শাস্ত্রপাঠ আরও বিকৃত হইতেছে।

* কেবল তীব্র পুরুষার্থে কদাচিৎ প্রারব্ধ পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়।

* মহাভারতের সমস্ত উপদেশ থাকিতেও দ্রৌপদীর পঞ্চস্বামী বর্ব্বর অবস্থার রীতি বলিয়া অনুমান অতি পাণ্ডিত্যের লক্ষণ!

* বালকগণকে আর্য্য নীতি শিক্ষার্থে প্রতিষ্ঠিত বিদ্যালয় প্রভৃতিতে প্রচলিত গীতা পাঠ ততো যুক্তিযুক্ত বলিয়া বোধ হয় না, গীতা সাধারণে শিক্ষার্থ নহে এবং উহার উপদেশ ধারণেও বালকগণ অক্ষম। এ বিষয়ে দাঁইহাট গবর্ণমেণ্ট সাহায্য কৃত উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজী বিদ্যালয়ের

অন্বয় ও অর্থ করিয়া পড়িলেই যেমন শাস্ত্র পড়া হয় না, সেইরূপ অনুষ্ঠান ব্যতীত উহার কিঞ্চিন্মাত্রও মর্ম্মগ্রহ হয় না। "যৎ যৎ শাস্ত্র মধীয়ীত তস্য তস্য ব্রতঞ্চরেৎ" এই কথা অবহেলা করিয়া শুদ্ধাচার-বিবর্জ্জিত হইয়া শরীর মনের সামঞ্জস্যের অভাবে আত্মানুকূলবৃত্তি-বিহীন আধুনিক অধিকাংশ ন্যায়-পাঠীই অসার শুষ্ক তার্কিক ও বেদান্তী পুরো নাস্তিক, স্মৃতি পড়িয়া বচনবাগীশ, পুরাণ পড়িয়া মণ্ডামার্ক আর তন্ত্র পড়িলে তো সম্পূর্ণই স্বতন্ত্র জীব হইয়া দাঁড়ায়। শাস্ত্রের কোনটার সঙ্গেই যে ঐ সকল ফলের সম্পর্ক নাই এবং অনুষ্ঠানের অভাবেই যে এই সকল কুফল হইতেছে তাহা আর কাহাকেও বলিয়া দিবার বড় আবশ্যক করে না। আজ কালকার অনেক নৈয়ায়িক নাকি ন্যায় অন্যায় উভয় পক্ষই সমর্থন করিতে পারেন। অধুনাতন বেদান্তবাদী গণের মতে ব্রহ্মেরও উপাসনা হয়। স্মৃতির পাঁতি সস্তা হইলেও প্রতিদ্বন্দ্বিতায় (Competition) পড়িয়া বাজার চড়িয়া যাইতেছে, ব্যাকরণ ও দর্শনের দন্তপেষিত হইয়া স্মৃতির সবিশেষ শান্তি হইতেছে। এই বাজার এখন সোজা পথও পরিষ্কৃত হইল। জ্ঞানসম্পন্ন শাস্ত্রকার গণের ভাব আর আধুনিক পাণ্ডিত্য প্রভাব মিলাইয়া দেখিলেই অনুষ্ঠান ও অবহেলার পার্থক্য অনায়াসেই বোধগম্য হইতে পারে। কিন্তু শাস্ত্র কারগণও আর অধিক দিন বাঁচিতে পাইতেছেন না; কপিলের কপাল তো আগেই ভাঙ্গিয়াছে। গীতা ভাগবতোক্ত মহামুনি কপিলই সাংখ্যতীর্থ দিগের মতে নিরীশ্বর বাদী। অনুষ্ঠান দ্বারা শুভ বুদ্ধির উদ্রেক না হইলে শাস্ত্র তাৎপর্য্যার্থ উপলব্ধ হয় না, টীকার অর্থও মন গড়া করিয়া লই। সাধু মহাত্মার মাহাত্ম্য না বুঝিয়া তাঁহাদের ক্রিয়া গুলি শাস্ত্রের গোটা কতক বচনের সঙ্গে মিলাইয়া দেখিতে ইচ্ছা হয়; কিন্তু বচন কয়টারও যে কি উদ্দেশ্য তাহা যে বুঝি না কাহার বলিবার সাধ্য আছে। শাস্ত্রের সাধারণ লক্ষণের সহিত সম্বন্ধ লক্ষণ সাধুদের ব্যক্তি-গত লক্ষণ কড়ায় গণ্ডায় মিলিবার নয়, তাহা হইলে ব্যাস বশিষ্ট আদিকে ভণ্ড বলিতেই হয়। আবার তৎপর শুভ বুদ্ধি না হইলে লক্ষণগত্বেও বোধ হয় না। সৌভাগ্যবানের হৃদয়ে সাধু গণের সম্বন্ধ ভাবও প্রতিফলিত হয়। সদনুষ্ঠান প্রভাবে শাস্ত্রাদি না পড়া থাকিলেও যে শাস্ত্রের শুভ সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, ইহা অনেক আনুষ্ঠানিক হিন্দুর জীবনেই আমরা লক্ষ্য করিয়াছি। হিন্দু ও ম্লেচ্ছ অথবা ম্লেচ্ছানুগত মস্তিষ্কের চিন্তায় এই অনুষ্ঠানই পার্থক্য করিয়া দেয়। তপঃসিদ্ধবুদ্ধি আপ্তগ্ৰ মহাপুরুষের হৃদয়ে শাস্ত্রের সত্য সিদ্ধান্ত স্বতএব উদিত হয়, সেই জন্য বলিতে-ছিলাম, শাস্ত্রের লোপ অসম্ভব। সদাচারী ব্যক্তি মাত্রেই শাস্ত্রের সেবক হইবেন। মহান্ পুরুষই শাস্ত্রের অনুগ্রহ লাভ করিয়া থাকেন। অপদার্থ অর্ব্বাচীনেরা, যাহারা মেয়েলি কুসংস্কার গুলি মানিয়া চলিতে ব্যস্ত, তাহারা শাস্ত্রের কথা মানে না। সেটা কেবল কথার কথা, সে নরাধম গণের প্রতি শাস্ত্রের শুভ দৃষ্টি নাই ইহাই সত্য। *

সম্পাদক শ্রীযুক্ত হরিনারায়ণ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের যত্ন ও সার্কেল ইন্‌স্পেক্টর মহোদয়ের অনুমতি ক্রমে উক্ত বিদ্যালয়ের বালক বর্গকে মহাভারতের উপদেশ নীতি-শিক্ষা প্রণালী বিশেষ সমীচীন বলিয়া বোধ হয়। সর্ব্বত্রই সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত বা অপ্রাপ্ত সকল বিদ্যালয়ের হিন্দুধর্ম্মানুরাগী সম্পাদক ও কর্তৃপক্ষীয়গণ সচেষ্ট হইয়া এই পথা অবলম্বন করিলে বিশেষ সুফল হইবার সম্ভাবনা। সাহায্যপ্রাপ্ত খৃষ্টানী স্কুলে যখন বাইবেল পঠিত হয়, তখন মহাভারত পাঠে শিক্ষাবিভাগের কর্তৃপক্ষীয়দিগের আপত্তির কারণ নাই। গবর্ণমেণ্টের নিজের স্কুলে কোন কিছু হউক বা না হউক সে স্বতন্ত্র কথা।

* যাহাদের আত্ম মর্য্যাদা বোধ আছে, তাহারাই শাস্ত্র মর্য্যাদা বুঝিতে পারে। তাই, বিকৃত ভাবে হইলেও, পাশ্চাত্য জগৎ শাস্ত্র পড়িতে ব্যগ্র। তাঁহারা আর্য্য নামে পরিচিত হইতে উদ্যত, আর আমরা ফিরিঙ্গি সাজিতে ব্যতিব্যস্ত; আত্ম মর্য্যাদা হারাইয়া বিষয়ে সম্মান বুদ্ধিই পণ্ডিত দিগের দুর্দ্দশার কারণ।

অনেকে শাস্ত্রের নিয়মিত ক্রিয়া গুলিকে সামান্য মনে করেন, তাঁহাদের মতে শাস্ত্রের বড় বড় উপদেশ গুলির ২।১ টা কার্য্যে পরিণত করাই যথেষ্ট। শাস্ত্রের উপদেশ তাঁহাদের কাছে যেন বাইবেলের দশাজ্ঞা বিশেষ। কর্ম্মকাণ্ডকে Clockwork business বলিয়া ত্যাগ করিলেও চলিবে না। বৈরাগ্য,ভক্তি সহজে হইবার নহে। তত্তৎ অবস্থায় কার্য্য না করিলে ক্ষতি নাই, কিন্তু যাঁহারা কেবল ২।৪ বার হরি হরি বলিয়াই আপনা-দিগকে ভক্ত মনে করিয়া কর্ম্মত্যাগ করেন, তাঁহাদের পরিণাম বিষম, তীব্রতা না থাকায় প্রেম, ভক্তিও হইবে না, কর্ম্মত্যাগে মন শুদ্ধিও হইল না, অবশেষে নাস্তিকতার অবসান হইবারই সম্ভব। এ রোগটা বাউল, বৈষ্ণব বা ব্রাহ্ম কোথা হইতে যে সংক্রান্ত হইতেছে, ঠিক বোঝা যায় না; কিন্তু মূলে এটা কিছু না করিবারই অভিপ্রায়। বিষয় ব্যবসায় করিবার সময় আছে, খাইবার শুইবার সময় আছে, নাই সময় কেবল শাস্ত্রের নিত্য নৈমিত্তিক কার্য্য করিবার সময়! যতদিন বিষয়া-সক্তি থাকিবে, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে হইবে, ততদিন পিতৃপিণ্ড আবশ্যক, যতদিন বৌর অলঙ্কার চাই, ততদিন ধর্ম্মার্থ দানও আবশ্যক, যতদিন খাইবার আসক্তি, ততদিন ব্রাহ্মণভোজনও করাইতে হয়। যখন বিষয় সম্পত্তি হরির লুট হইবে, স্ত্রী পুত্র হরিবোল হইবে, তখন কেবল হরিবোল বলায় দোষ নাই। আর বিষয়ে বিরসতা নাই অথচ অনুষ্ঠানের অবহেলায় গোলে হরি বোল হয় মাত্র। যে কৃষ্ণ নাম করিয়া আমরা তরিয়া যাই, সেই ভক্তির অবতার ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ কিন্তু স্বয়ং Clockwork business করিতেন, আমাদের এত জ্ঞান হয় নাই যে তাঁহা হইতেও এক কাটী বাড়িয়া গিয়া ধর্ম্মকর্ম্ম ছাড়িয়া বসি। দুই এক জন মহাপুরুষের লৌকিক কার্য্যে ব্যতিক্রম দেখিয়া তোমার আমার চলিলে হইবে না, নিজ নিজ, সামর্থ্য মত কাজ করিতে হইবে, "তেজীয়সাং ন দোষায় বহ্নেঃ সর্ব্বভুজো যথা।" এ কথাটীও মনে রাখিতে হইবে। হিন্দুধর্ম্মের এতটা খুঁটিনাটি আছে বলিয়াই এ দুঃসময়েও ইহার লোপ পায় নাই; যাঁহারা অন্ততঃ ইহার বহিরঙ্গ সাধনা করিয়া থাকেন, তাঁহাদেরও আশা আছে, কিন্তু যে সকল পণ্ডিতবর্গও বহিরঙ্গ কার্য্য করেন না, অথচ উচ্চ সাধনাঙ্গের সহিত সংস্রব নাই, তাঁহাদের ইতো ভ্রষ্ট স্ততো নষ্ট হইবে, কোন পুরুষেই কিছু হইবে না। সেই জন্য বলিতেছি আশ্রমোচিত অনুষ্ঠান করাই মঙ্গল, উপকার বৈ অপকার নাই, কার্য্য করিতে ২ বিশ্বাস, শ্রদ্ধা ভক্তি আপনিই হইবে।

উপরোক্ত সকল দোষ গুলিই ইংরাজী নবীশ দিগের মধ্যেই বিশেষ রূপে দৃষ্ট হয়। ইংরাজী রীতিতে শিক্ষার সঙ্গে যে ধর্ম্ম সাধনের কোন সম্পর্ক নাই, তাহা পরে দেখাইতেছি। লক্ষ্য স্থির নাই বলিয়াই কোন নিয়ম ও অনুষ্ঠান নাই। আফিসে পাতঞ্জল যোগাভ্যাস, ছেলে কোলে করিয়া বেদান্ত পড়া, টীকা মিলাইয়া গীতার্থ বোধ করা, বাবুদের মধ্যেই কিছু বেশী বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায় *। খৃষ্টানী পাদরীদের যুক্তিতে পড়িয়া অর্থ বোধে কোনও ফল নাই, যে পর্য্যন্ত শুদ্ধ বুদ্ধি না হয়, ভক্তি যুক্ত হইয়া শাস্ত্রের আবৃত্তি করা ভাল তাহাতে শক্তি প্রভাবে সদ্-বুদ্ধির উদয় হইলে অর্থে মনোনিবেশ মঙ্গলকর, অশুদ্ধ বুদ্ধিতে বিশ্বাসাভাবে যুক্তির উপর নির্ভর করিয়া অর্থ-বোধ নিতান্তই অনর্থকর। বাবুদের পক্ষে টীকা দেখিয়া শাস্ত্র পড়া অপেক্ষা মহাত্মাদের নিকট শাস্ত্র-শ্রবণই উপযোগী। বিনা আগুণে টীকার সহিত মনের ময়লা কয়লা রাশির সংঘর্ষণে সমস্তই কলঙ্কিত ও অন্ধ-কারময় হইতেছে, বিকার যুক্ত কাচের ভিতর শুভ্র পদার্থও বিশ্রী দেখায়, তাই শাস্ত্রও অশ্রদ্ধার সামগ্রী হইয়া দাঁড়াইয়াছে। আবার সাধু ধরিবার বাবুরা যে

* কয়েকটী সত্য ঘটনা দৃষ্টে লিখিত।

বলিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, যুক্তি তর্ক ও ফাঁকি দ্বারা কিছু পাওয়া যায় না।

তদ্বিদ্ধি প্রণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ।

ইহার কোন অংশই অনেক বাবুদের নাই, তাহা বলা পুনরুক্তি মাত্র। এই প্রণালী অনুসরণ করিলেই সমস্যাসঙ্কুল শাস্ত্র সকলের জ্ঞান হইতে পারে, নচেৎ কেবল, কখন মহাভারত, কখন বেদান্ত, কখন ন্যায়, কখন পুরাণ ইত্যাদি যখন যাহা ইচ্ছা পড়িলে কিছু হইবার নহে। সমস্ত সন্দেহ মিটাইয়া যাঁহারা শাস্ত্র ও সাধুতে বিশ্বাস করিতে চাহেন, তাঁহাদের জানা উচিত যে অজ্ঞানাতীত হইতে না পারিলে তত্ত্বজ্ঞানের উদয় না হইলে সম্পূর্ণ সংশয়োচ্ছেদ অসম্ভব, সেই জন্য গীতা বলিয়াছেন—

যদাতে মোহ কলিলং বুদ্ধির্ব্যতিতরিষ্যতি।
তদা গন্তাসি নির্ব্বেদং শ্রোতব্যস্য শ্রুতস্য চ॥

তৎ পূর্ব্বে সন্দেহ মিটিবার নহে। আর্য্যশাস্ত্র সাহিত্য নহে, সুতরাং মনের কৌশলে ইহার সমাধান হইবার নহে। এই জন্যই মহর্ষি বশিষ্ঠদেব বলিয়াছেন, সাধুর বাক্যে বিশ্বাস ও নিজ অধ্যবসায় দ্বারা সৃষ্ট কল্যাণ লাভ হইতে পারে। শাস্ত্র কেবল উৎসাহ ও বিশ্বাসবৃদ্ধির উপলক্ষ মাত্র, শাস্ত্র না পড়িয়া উপদেশে দুই কারণেই আত্মবোধ হইতে পারে, বিশেষতঃ শাস্ত্রের মর্ম্মার্থ জ্ঞানের পূর্ব্বে যথাযথ বোধই হয় না। আলোক দ্বারা পথ দর্শনই প্রথম উদ্দেশ্য, সে কার্য্য সাধন না করিয়া তৈলের দাম ও কলুর নাম জানিলে আলো কিছু আর বেশী হইবে না, এই করিতে ২ দীপ-নির্ব্বাণ (মৃত্যু) হইতে পারে। স্বস্থানে পৌঁছিয়া এ সকল যুক্তি তর্ক করায় ক্ষতি নাই, তখন এ সকল সাজিবে ও লাগিবেও ভাল। কিন্তু মা অপেক্ষা বউ ঠাকুরানীর কথায় বেশী বিশ্বাস যাঁহাদের, তাঁহাদের এ কথা গুলো কতদূর ভাল লাগিবে, বলা যায় না। যাঁহাদের শাস্ত্রেই আদৌ বিশ্বাস নাই, তাঁহাদের অধ্যবসায় ও সাধুদিগের আদিষ্ট কার্য্য করাই কঠিন। অন্ততঃ গৌণ বিশ্বাসী না হইলে কল্যাণের উপায়ান্তর নাই। অনুষ্ঠান করিলে বিশ্বাস আপনিই আসিবে। সকল কথাতেই বিশ্বাস হয়, কেবল ব্যাস বাল্মীকির কথা হইলেই বাতুলের কথা বলিয়া বোধ হয়, একমাত্র দুর্ভাগ্যই ইহার কারণ বলিতে হইবে। প্রকৃত হাইড্রোজেন অক্সিজেন যৌগিক হইলেও বিজ্ঞানের বিদ্যায় আর অধিক কুলাইয়া না উঠায়, যন্ত্র তন্ত্রের অভাবে অজ্ঞানতা বশতঃ উহাদের মৌলিকত্বে যে বাবুদের বিশ্বাস, ইহাই তাঁহাদের বাহাদুরী। অনেক বাবুর আবার নিজ জন্ম সম্বন্ধে পিতা মাতার বিষয়েও বিশ্বাস কম, তা না হইবেই বা কেন? এখনও তো পিতামাতা নিষ্কাশন যন্ত্র আবিষ্কার হয় নাই। আমরা কিন্তু বিজ্ঞান-বলে দেখিতে পাইতেছি ঐ ভাবী যন্ত্রে বিশ্লিষ্ট হইলে বাবু ৭ ভাগ মাতা ও ৩ ভাগ পিতায় পরিণত হইবেন। অনেক বাবুর মাথা পর্য্যন্তও যে মায়ের অংশে গঠিত, তাহা বউয়ের চোখ রাঙ্গানিতেই জানা যায়। যে ব্রহ্ম-তত্ত্বের উপদেশ করিতে ব্রহ্মজ্ঞ মহাতপা মহর্ষি অগস্ত্যকেও বহুকাল ব্যাপী ব্রহ্মচর্য্য করিতে হইয়াছিল, তাহা নব্য সভ্যেরা তর্কের দ্বারা বুঝিয়া লইতে চাহেন, ইহাই বড় আশ্চর্য্য! শাস্ত্রে ব্যবসায়াত্মিকা বুদ্ধিই শুভ বুদ্ধি রূপে নির্ণীত হইয়াছে। এক সময়ে অনেক বিষয় জানিয়া তর্ক বিতর্ক-পটু ম্যাক্স্‌মূলরীয় বিচিত্র চিত্রময় (Kaleidoscopic) বিলাতী বুদ্ধি (Intelligence) আর্য্য শাস্ত্র অধ্যয়নে সমর্থ নয়, উহা সর্পের ন্যায় দুগ্ধ হইতে গরলই গ্রহণ করিয়া থাকে। ম্যাক্স্‌ মূলরের মতে মনস্থিরতাটা পাগলামী ও অনাহত ধ্বনি গোরুর গাড়ীর গড়্ গড়ানি।*

ক্রমশঃ।

* ম্যাক্সমূলরের অনুবাদিত উপনিষদের উপক্রমণিকায় দ্রষ্টব্য।

পরিব্রাজকের ভিক্ষা।

১। ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার পন্থা পুনঃ-প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য, এ সেবকের মুঙ্গেরে অবস্থিতি কালেই "ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভা" প্রতিষ্ঠিত হয়। এবং ইহার কার্য্যার্থ (তাৎকালিক সম্পাদক) এই সেবকের চেষ্টায়, যত্নে, উৎসাহে ও মন্ত্রণায় "ধর্ম্মসভা" "আর্য্য সভা" "হরি সভা", "সুনীতি সভা" আদি নামে ভারতের চারিদিকে প্রায় সার্দ্ধ ত্রিশত সভা সংস্থাপিত হয়। এই মহা আন্দোলন-কালে ধীরে ধীরে শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত হয়। মূল সভার কার্য্যার্থ এই সেবকের দ্বারা সার্দ্ধ সপ্ত সহস্র নগদ টাকা সংগৃহীত হইয়াছিল। এই মূল ধনের ক্ষয় না হয় এবং উহার লাভ হইতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইবে বলিয়া ঐ টাকা সাঁওতাল পরগণার অন্তর্গত পাকুড়ের রাজবাটীতে সভার নামে গচ্ছিত রাখা হয়। ঐ টাকা এখনও সেই খানে সেই ভাবে রহিয়াছে। এই মূল ধনের ও তাহার সুদের ব্যব-হার-ভার সভার সদস্য বর্গ ও বর্ত্তমান অবৈতনিক কার্য্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত বাবু তারা প্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের উপর বিন্যস্ত আছে। এ সেবক ১৮১০ শকাব্দার আষাঢ় মাস হইতে (৪ বৎসর হইল) এই সভার সর্ব্ব প্রকার সংস্রব পরিত্যাগ করিয়াছে। এ সংবাদ সভার মুখপত্র ঐ মাসের "ধর্ম্ম প্রচারকে" সাধারণের গোচরার্থ প্রকাশিতও হইয়াছিল। তথাচ এখন পর্য্যন্ত সভা সংক্রান্ত অনেক পত্র এ সেবকের নিকট আসিয়া থাকে, এবং সভার কথা অনেকেই এই সেবককে জিজ্ঞাসা করেন; এই জন্য সাধারণের নিকট ভিক্ষা এই যে, সভা সম্বন্ধীয় যে কোন বিষয় যাঁহার জানিতে ইচ্ছা হইবে, তাহা দয়া করিয়া এ সেবককে না লিখিয়া বা জিজ্ঞাসা না করিয়া বর্ত্তমান সম্পাদক মহাশয়কে লিখিবেন ও জিজ্ঞাসা করিবেন।

২। মহাত্মাগণের অনুরোধে প্রায় তিন বৎসর কাল "কাশী বেদ-বিদ্যালয়ের" "ব্যবস্থাধ্যক্ষের কার্য্য" এ সেবককে করিতে হইয়াছে। মা অন্নপূর্ণার আশীর্ব্বাদে এই বর্ষত্রয়ে মুষ্টিভিক্ষা-লব্ধ ধন ও এক কালীন দান সংগ্রহ দ্বারা বিদ্যালয়ের মাসিক (গড়ে এক শত টাকা) ব্যয় নির্ব্বাহ পূর্ব্বক উদ্বৃত্ত টাকা হইতে গৃহ নির্ম্মাণার্থ দুই হাজার তিন শত পঞ্চাশ (২৩৫০৲) টাকা মূল্যে একখণ্ড ভূমি ক্রীত ও নগদ ২০০০ টাকা সেবিংস্ ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইয়াছে। কিন্তু ব্যবস্থাধ্যক্ষের কোন কোন কার্য্যে এ সেবকের বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ব্যবহারে বাধা পড়ে দেখিয়া বর্ত্তমান শকাব্দার ৭ই ভাদ্রের বেদ-বিদ্যালয়ের মন্ত্রণা মণ্ডলের অধিবেশন কালে এ সেবক ঐ পদ পরিত্যাগ করিয়াছে। এখন হইতে বেদ বিদ্যালয়-সংক্রান্ত যাঁহার যাহা কিছু জানিবার ও বলিবার ইচ্ছা হইবে, তাহা অবৈতনিক লেখাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন বাবুকে পত্র লিখিলে বা জিজ্ঞাসা করিলে জানিতে পারিবেন। যাঁহারা বিদ্যা-লয়ের উন্নতি কল্পে অর্থাদি পাঠাইতেছেন, তাঁহারা অনুগ্রহ করিয়া তত্তাবৎ তাঁহারই নামে পাঠাইবেন এবং টাকার হিসাবাদি জানিতে হইলে, তাঁহার নিকট জানি-বেন। এ সেবকের নামে এজন্য পত্রাদি না লেখেন, ইহাই দ্বিতীয় ভিক্ষা। এ সেবক সভার ও বিদ্যালয়ের সংস্রব ছাড়িলেও ইহাদের উন্নতি কল্পে শুভ দৃষ্টি বা সহানুভূতি প্রকাশ করিতে সেবকের ত্রুটী হইবে না। মন্ত্রণা মণ্ডল ও সাহায্য দাতৃগণ এই পুণ্য কার্য্যে যথোচিত যত্নবান্ থাকিলে এ সেবক অতিশয় আনন্দিত হইবে।

৩। নানা দেশ হইতে নানা ব্যক্তির নানা মত পত্র পাঠে ও তত্তাবতের উত্তরদানে সময়ের বৃথা ক্ষেপ ও মনের বিক্ষেপ হইয়া নিজ সাধন কার্য্যের বিশেষ বিঘ্ন হইয়া থাকে; অতএব সকলের নিকট সেবকের তৃতীয় ভিক্ষা এই যে, এ দুঃখীকে আর কেহ কোনও রূপ

পত্রাদি না লেখেন। লিখিলে উত্তরের আশা করিবেন না। সেবকের কথায় কেহ ক্ষুণ্ণ বা অপ্রসন্ন হইবেন না, ইহাই পরিব্রাজকের শেষ ভিক্ষা। মা অন্নপূর্ণা ভারতের সার্ব্বাঙ্গীন কুশল করুন।

কাশী যোগাশ্রম
২রা কার্ত্তিক শঃ ১৮১৪
দীনাতিদীন
শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ।

সবিনয় নিবেদনম্—

সভা ও বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধীয় কার্য্য কলাপের হিসাব রক্ষা ও পত্র ব্যবহারের ভার আমার উপরই বিন্যস্ত আছে। এতদ্বিষয়ে যাঁহার যাহা কিছু জানিবার থাকিবে, আমাকে লিখিলেই তাহা জানিতে পারিবেন। পরিব্রাজক মহাশয়ের ইহাতে এখন আর কোন দায়িত্ব নাই।

কাশী-বেদবিদ্যালয়।
২রা কার্ত্তিক শঃ ১৮১৪
অনুগত
শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
সভার অবৈতনিক সম্পাদক ও
বেদবিদ্যালয়ের লেখাধ্যক্ষ।

পরিব্রাজকের সঙ্গীত।

(গিরিরাজের প্রতি মেনকার উক্তি)

বিভাস—আড়া ঠেকা।

দেখ দেখ গিরি আমার গৌরী বুঝি আসিতেছে।
নৈলে হৃদয় কেন আমার নয়ন জলে ভাসিতেছে॥

কেটে গেছে অমানিশি, গগণে শরতের শশী, উঠ্‌ছে ক দিন হাঁসি হাঁসি, তমোরাশি নাশিতেছে॥

যুথী জাতি মল্লিকা, নিশিগন্ধ সেফালিকা, এরা যার পরিচারিকা, ঐ যে এসেছে ;—অচেতনে ঘুমিও নাকো, চেতন হ'য়ে চেয়ে থাকো, চৈতন্যময়ীকে দেখো, হৃদি মাঝে জাগিতেছে॥

আমার উমা আস্‌ছে ব'লে, বাজে বাদ্য মহারোলে, মহানন্দ হিল্লোলে, সবে ভাসিছে ;—পরিব্রাজক! মা তো এলো, জয় দুর্গে শ্রীদুর্গে বল, পুষ্পাঞ্জলি লয়ে চল, ঐ রাঙ্গা চরণ শোভিছে॥

(মায়ের আগমনে গিরিরাজের উক্তি)

কীর্ত্তন ভাঙ্গাসুর।

(শুক আমার নহর কেটেছে—সুরের মত)

কই মা আমার ত্রিনয়নী কই,
দেখে জুড়াক প্রাণ সুশীতল হই॥

ত্রিনয়নের নয়ন তারা, রূপ যে মায়ের ভুবন ভরা, ত্রিলোক তারা ;—রূপে হ'ল আলো আঁধার গেল, বনের (মনের) ফুল ফুটিল অই॥

কৈলাশেতে থাকো বাছা, তুমি আমার জগৎ-বাছা, কাঞ্চন কাঁচা ;—তোমার বদন চাঁদে দেখার সাধে নয়ন মুদে বসে রই॥

আমি মা অচল ব'লে, তুমিও কি পাষাণী হ'লে, ছিলি মা ভুলে ;—কত দিনের পরে এলি ঘরে আয় মা তোরে কোলে লই॥

তিনটি দিন প্রাণ ভ'রে দেখি, নয়নে নয়নে রাখি, সুবিশালাক্ষি ;—পরিব্রাজক বলে নয়ন জলে রূপ রাশি ধুইয়া লই॥

(মাকে দর্শন করিয়া সাধকের উক্তি)

কীর্ত্তন ভাঙ্গা সুর।

(যশোদা নাচাতো গোমা—সুরের মত)

এত দিনে দয়া কি মা হ'ল দীন তারিণী। (ও মা)।
দিন ব'য়ে যায় দেমা দীনে চরণ দুখানি (গো মা)॥

আমার মা এসেছে—

রত্ন বিজড়িত বেশে, আমার মা এসেছে,
ফুলে বিল্ব দলে সেজে, আমার মা এসেছে.
(আহা, কে সাধের সাজ সাজায়েছে) আমার মা এসেছে,

আমার মা এসেছে.

পাপী তাপীর দুখ দেখে, আমার মা এসেছে,
দীনে দয়া বিতরিতে, আমার মা এসেছে
(এমন, দয়াময়ী মা দেখি নাই) আমার মা এসেছে

আমার মা এসেছে

অকূলে কুল দেখাইতে, আমার মা এসেছে,
ভক্তবাঞ্ছা-কল্পলতা, আমার মা এসেছে
(তোরা দেখ্‌বি যদি আয়রে সব) আমার মা এসেছে ॥
সন্তানে কাঁদিলে পরে, মা কি আর থাকিতে পারে,
তখন, ভেদিয়া সকল অনিল অনল জল নভস্থল মেদিনী,
হেঁসে হেঁসে বিকাশে মা স্থির সৌদামিনী, (যে মা)

আমার মা এসেছে—

এখন ধর্ম্মাধর্ম্ম মিটে গেল, আমার মা এসেছে,
সকল ব্রত নিয়ম ফুরাইল, আমার মা এসেছে,
(যত নিষেধ বিধি ঘুচে গেল) আমার মা এসেছে,

আমার মা এসেছে—

মায়ের, অরূপ কায়ায় রূপের ছায়া আমার মা এসেছে,
রূপে নাম রূপের কলঙ্ক নাহি, আমার মা এসেছে,
এমন রূপ কখন দেখি নাই— আমার মা এসেছে,
(দেখে মনের মলা কেটে গেল) আমার মা এসেছে,
সবে প্রেমানন্দে, সুর নর বৃন্দে, (গোমা)
রাঙ্গা বরণ চরণ কিরণ শরণ লয়েছে, রণ-রঙ্গিনি ! ।
পরিব্রাজকেন স্তুতে ! নমস্তে জননি ! ।

ধর্ম্মোৎসব।

গুপ্তিপাড়া।

১৯ এ আশ্বিন হইতে কয়েক দিন গুপ্তি পাড়া ধর্ম্ম-সভার বার্ষিক উৎসব সুসম্পন্ন হইল। দেশ বিদেশ হইতে শিক্ষিত ও সাধারণ লোকের বহু সমাগম হইয়াছিল। শ্রীমন্নারায়ণের পূজা, হোম, ব্রাহ্মণ, বৈষ্ণব আদি ভোজনের কোন প্রকার অঙ্গহানি হয় নাই। মান্যবর পণ্ডিত শ্রীযুক্ত অম্বিকাচরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় "আচার," "নাম মাহাত্ম্য," "পতিতোদ্ধার", প্রভৃতি বিষয়ে কয়েকটী মনোহারিণী বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতা ও শ্রীমদ্ভাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ করিয়া অনেকের চিত্ত প্রবুদ্ধ ও প্রেমাপ্লুত হইয়াছে।

আগামী ২৫ এ কার্ত্তিক (ইং ৯-১১-৯২) বুধবার হইতে পবিত্র ক্ষেত্র ৺ কাশী ধামে ভা, আ, ধ, প্র, সভার বার্ষিক মহাধিবেশন হইবে। এতদুপলক্ষে শ্রীশ্রীশ্রী বিশ্বনাথ, অন্নপূর্ণা, গণেশাদির বিবিধোপচারে পূজা, বেদগান, পণ্ডিতমণ্ডলীর মহা সভাধিবেশন, বেদ-বিদ্যালয়ের পরীক্ষোত্তীর্ণ ছাত্রবর্গকে বৃত্তি, পারিতোষিকাদি দান, নগর-সংকীর্ত্তন, জলযানে সংকীর্ত্তন, ভারতের সুপ্রসিদ্ধ বক্তা ও আচার্য্য বর্গের ব্যাখ্যান, এবং দিগ্‌দেশে সনাতন ধর্ম্মের যথোচিত প্রচারার্থ সুমন্ত্রণাদি হইবে। ধর্ম্ম প্রচারকের অনুগ্রাহক গ্রাহক ও পাঠক গণ অনুগ্রহ পূর্ব্বক মিত্রগণ সহ নিয়মিত সময়ে কাশী-ধামে সমাগত হইয়া কাশীদর্শন ও উৎসবের প্রত্যেক কার্য্যে সহযোগিতা করেন, ইহাই সভার একান্ত প্রার্থনা।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
পর সম্বিসৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত "।

১৫শ ভাগ ৮ষ্ঠ সংখ্যা	" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেহপ্যনুযাতি যঃ। শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "	শকাব্দা ১৮১৪ অগ্রহায়ণ মাস

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

প্রতিপৎপ্রভৃতিষ্বেকাং বর্জ্জয়িত্বা চতুর্দ্দশীম্।
শস্ত্রেণতু হতা যে বৈ তেভ্যস্তত্র প্রদীয়তে।

প্রতিপদাদি তিথিতে পিতৃগণকে পিণ্ডদান করিবে। কেবল চতুর্দ্দশীতিথি বর্জ্জন করিবে। যাঁহারা শস্ত্র কর্ত্তৃক হত হইয়াছেন, চতুর্দ্দশীতে তাঁহাদিগকেই পিণ্ডদান করিবে।

স্বর্গং হ্যপত্যমোজশ্চ শৌর্য্যং ক্ষেত্রং বলং তথা।
পুত্রান্ শ্রৈষ্ঠ্যঞ্চ সৌভাগ্যং সমৃদ্ধিং মুখ্যতাং শুভং।
প্রবৃত্তচক্রতাঞ্চৈব বাণিজ্যপ্রভৃতীনপি।
অরোগিত্বং যশোবীতশোকতাং পরমাং গতিং।
ধনং বিদ্যাং ভিষক্ সিদ্ধিং কুপ্যং গা অপ্যজাবিকং।
অশ্বানায়ুশ্চ বিধিবদ্ যঃ শ্রাদ্ধং সংপ্রযচ্ছতি।
কৃত্তিকাদি ভরণ্যন্তং সকামানাপ্নুয়াদিমান্।
আস্তিকঃ শ্রদ্দধানশ্চ ব্যপেতমদমৎসরঃ।

কৃত্তিকা হইতে ভরণী পর্য্যন্ত শ্রদ্ধা এবং আস্তিক্য-বুদ্ধি সহিত মদমাৎসর্য্যরহিত হইয়া যে ব্যক্তি শ্রাদ্ধ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করেন, তিনি নিম্নলিখিত সম্পত্তি-সমূহ প্রাপ্ত হয়েন। স্বর্গ, সন্তান সন্ততি, প্রতাপ, শূরতা, ভূমি, বল, শ্রেষ্ঠতা, সৌভাগ্য, সমৃদ্ধি, মঙ্গল, রাজ্য, বাণিজ্য, প্রভুত্ব, অরোগিতা, যশ, শোকনাশ, উৎকৃষ্ট গতি, ধন, বিদ্যা, গো, অশ্ব আয়ু ইত্যাদি।

বসু রুদ্রাদিতিসুতাঃ পিতরঃ শ্রাদ্ধদেবতাঃ।
প্রীণয়ন্তি মনুষ্যাণাং পিতৄন্ শ্রাদ্ধেন তর্পিতাঃ।

বসু, রুদ্র, অদিতি, সুত, এবং পিতৃগণ; ইঁহারা শ্রাদ্ধের দেবতা। ইঁহারা শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হইয়া মনুষ্যগণের পিতৃগণকে তৃপ্ত করেন।

আয়ুঃ প্রজাং ধনং বিদ্যাং স্বর্গং মোক্ষং সুখানি চ।
প্রযচ্ছন্তি তথা রাজ্যং প্রীতা নৃণাং পিতামহাঃ।

পিতৃ পিতামহগণ শ্রাদ্ধে পরিতৃপ্ত হইয়া আয়ু, পুত্র, ধন, বিদ্যা, স্বর্গ, মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

ইতি শ্রাদ্ধ প্রকরণ সমাপ্ত।

ক্রমশঃ।

শাস্ত্র ও শিক্ষা।

অনিয়ম ও অনুষ্ঠানের অভাবের কথা বলা হইল, এক্ষণে আমি কারণ, লক্ষ্যভ্রান্তি ও তাহা হইতেই অনিয়ম ও অননুষ্ঠানে কিরূপ শেষে শিক্ষাবৈপরীত্য ঘটিয়াছে, তাহাই দেখাইতে চেষ্টা করিব।

বিলাতী ব্যবস্থানুরূপ আহার বিহার ব্যায়াম দ্বারা শরীর সুস্থ থাকিতে পারে এবং সে শিক্ষা দ্বারা মনও সবল থাকিয়া বিষয় কার্য্য করিতেও সক্ষম; কিন্তু উহা ধর্ম্মানুকূল বৃত্তি প্রায়ই উৎপাদন করে না, কেবল মনের বিক্ষেপ শক্তির বেশী প্রবলতা জন্মাইয়া দেয়। এক সময়ে অনেক বিষয় ভাবিতে (সুতরাং কোনটাই স্পষ্ট প্রতীত হয় না) এবং শঙ্কা ও সংশয় উঠাইতেই মজবুদ হয়। মনের এ চঞ্চল বৃত্তিপ্রবাহ কিন্তু ধর্ম্মতত্ত্ব বুঝিবার উপযুক্ত নয়। আর্য্য শাস্ত্রের আহার, আসন, ব্রত নিয়মাদির ব্যবস্থা শরীর মনকে সংযত করিয়া ধর্ম্মানুকূল করিবেই করিবে। ইংরেজী দীক্ষায় শিক্ষিত মন অন্যের সর্ব্বনাশ করিতেও সমর্থ, কিন্তু হিন্দুনীতিতে অভ্যস্ত মনে ঐরূপ দুর্বুদ্ধি উদয় হওয়াই অসম্ভব। হিন্দু আত্মসাক্ষাৎকার লাভের উপযোগী করিয়া শরীর মনকে শিক্ষিত করিয়া থাকেন, আর পাশ্চাত্য রীতিতে মনোবৃত্তির প্রতি বিশেষ লক্ষ্য না দিয়া শরীরের শিক্ষা হয়, আবার ধর্ম্মানুরূপ না করিয়া মনের পুষ্টি সাধন হয়। হিন্দুশিক্ষায় শরীরাদির পরস্পর মিল রাখিয়া শিক্ষা হয়, বিলাতী রীতিতে সকল শিক্ষাই পৃথক্ পৃথক্। অগত্যাই বিলাতী শিক্ষিত শরীর মন সহসা সদ্বিষয়ের অনুগমন করে না। বিশেষতঃ ছাগ মহিষ পেটে পুরিয়া মুখে সাধু সংযমী হইতে বলিলেই বা চলিবে কেন?মহিষের ঘুঁসাঘুসিতে বাইবেলের নীতির পাত কোথায় ছিঁড়িয়া উড়িয়া যায়। যাঁহারা পাদরী স্কুলে বিলাতী বালকগণের দৌরাত্ম্য দেখিয়াছেন, তাঁহাদের আর প্রমাণের অভাব থাকিবে না; বার মাস বাইবেল পড়াইয়াও পাদরী সাহেব কিছুই করিতে পারেন না; বরং মধ্যে ২ শিষ্যের নিকট জুতা লাথি দক্ষিণাও পাইয়া থাকেন। পাশ্চাত্য গণের মধ্যেও যে ২।৪ জন সৎ স্বভাবের লোক দেখা যায়, উহা শিক্ষার গুণে নহে, তাঁহাদের স্বভাবসিদ্ধ সত্ত্ব ভাবই তাহার কারণ। বিলাতীর্ণশিক্ষার গুণে মন্দ স্বভাব কখনও ভাল হইবার নহে। অসৎ প্রকৃতি বিশুদ্ধ করিবার সামর্থ্যই হিন্দু শিক্ষার মহত্ত্ব। ভারতীয় শুভ শিক্ষার অভাবেই যে এখন এখানে অনেক কুলাঙ্গার জন্মিতেছে, তাহা আর বলিয়া দিতে হইবে না।

এই রূপে শিক্ষিত হইয়া নব্য সভ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে যাঁহারা হিন্দু ধর্ম্মের সত্যতা উপলব্ধি করিতে অভিলাষী, তাঁহারা আবার হিন্দু ভাবে শরীর মনের শুদ্ধি সাধন না করিলে শাস্ত্রের রসাস্বাদ বা শাস্ত্রসিদ্ধ উদ্দেশ্য লাভে কখনও সমর্থ হইবেন না। কেবল বই পড়িলে বা শুষ্কতর্ক করিলে কিছুই রস পাইবেন না। গৌণ বিশ্বাসী হইয়া ক্রিয়া কলাপ করিতে যাঁহার ধৈর্য্য বা বিশ্বাস নাই, তাঁহার পক্ষে হিন্দু শাস্ত্রের ফলাশা দুরাশা মাত্র। জ্ঞান শাস্ত্র পড়িয়া দাস্য বৃত্তির সমস্ত অর্থে স্ত্রী পুত্রের অলঙ্কার গড়াইলে চলিবে না, শাস্ত্রানুসারী সৎকার্য্যে ব্যয় করিতে হইবে—ত্যাগশীল হইতে হইবে, ক্রমশঃ বিষয়াশা ছাড়িতে হইবে, তবেই শাস্ত্রে প্রবেশ হইতে পারে। আমরা বারম্বার উচ্চৈঃস্বরে বলিতেছি বিষয়বিষাক্ত অসংস্কৃত মনে হিন্দু-শাস্ত্রের মর্ম্মগ্রহ কদাচ হইবে না, হইবে না, হইবে না। 'শ্রদ্ধাবান্ হইয়া কার্য্য করিতে করিতেই শাস্ত্রের ভাব ক্রমশ পরিস্ফুট হইতে থাকে। বর্ত্তমান সময়ে যে সকল ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তি গণের শাস্ত্রতত্ত্ব জানিবার জন্য ঔৎসুক্য হইয়াছে, তাঁহাদের শ্রদ্ধাসহ ক্রিয়ানুষ্ঠান, শাস্ত্রের আবৃত্তি ও সাধুসঙ্গই সঙ্গত। শুদ্ধবুদ্ধি হইলে শাস্ত্রার্থ বোধে চেষ্টা বা সাধু গণের নিকট শাস্ত্রার্থশ্রবণই শ্রেয়ঃ।

শিক্ষাবৈপরীত্য কিন্তু উক্ত উদ্দেশ্যের প্রতিবন্ধক হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পাশ্চাত্যাচার্য্যগণ বা তাঁহাদের দীক্ষিত ভারতীয় শিক্ষিতসমাজপ্রণীত শাস্ত্রার্থ-ব্যাখ্যায় মুগ্ধ হইয়া অনেককেই পথভ্রষ্ট হইতে হইতেছে। মনের মাপ কাটীর দ্বারা শাস্ত্র পরিমাণ নিরূপণ করাই এ সম্প্রদায়ের মূল মন্ত্র। আপাতমধুর ও সহজবোধ্য হওয়ায় গীতার শাঙ্কর ভাষ্য অপেক্ষা টেলঙ্ এর (Telang) টিপ্পনীই সকলের আদরণীয়, মনু অপেক্ষা মেনই (Maine) প্রশংসনীয় *। এই সকল মহাপুরুষ দিগের সিদ্ধান্তের দুই চারিটী নমুনা দিয়াই আমরা প্রবন্ধ সমাপ্ত করিব।

পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের দৃঢ় সংস্কার মনের দ্বারাই সকল সিদ্ধান্তে উপস্থিত হওয়া যায়, কেননা মনই তাঁহাদের আত্মা. মন হইতে আত্মার আবার একটা স্বতন্ত্র উপলব্ধি তাঁহাদের নিকট পাগলের কথা। তাই তাঁহারা আর্য্যশাস্ত্রের আগা গোড়া গোঁড়ামী, ভ্রান্তি, অনৈক্য পাগলামীতে পরিপূর্ণ দেখেন। ইউরোপ খণ্ডে যেরূপে জড় বিজ্ঞানের উন্নতি হইতেছে, তাহাই তাঁহাদের নিকট একমাত্র সভ্যতার ও অতিবুদ্ধির আদর্শ। অন্যদেশ যখন ঐরূপে উন্নতি করে নাই, সুতরাং উহা অসভ্য। টেলিগ্রাফ দ্বারাই দূরের খবর পাওয়া যায়, রেলেতেই শীঘ্র যাওয়া যায়, আর্য্য ঋষিরা যদি ধ্যানবলে দূরের সংবাদ জানিতে পারেন, এবং ইচ্ছা মাত্র যথা তথা যাইতে পারেন ইহা অবশ্যই মিথ্যাগল্প, কেননা উহা তাঁহারা তো পারেন না, এবং ইহার মর্ম্ম বুঝিতে তাঁহাদের বুদ্ধিও কুলায় না, ইহাকেই বলে "আত্মবন্মন্যতে জগৎ"। আত্মা ও মন এক করিয়া পাশ্চাত্য প্রভুরা বলেন, যদি "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম" তবে তো পাপ পুণ্য নাই, আবার কখন বলিতেছেন সমস্ত ব্রহ্ম হইলে, তিনিও পাপ করিতেছেন।, অপরোক্ষ জ্ঞানের পূর্ব্বাবস্থায় যতক্ষণ স্বরূপতঃ আত্মাকে নিস্ক্রিয় উপলব্ধি হয় না, ততক্ষণ সকাম কার্য্য সকল যে বন্ধের কারণ পাশ্চাত্য বুদ্ধিতে এটুকু বুঝাও কঠিন। মনই কার্য্য প্রবন্ধের মূল, মনকৃত পাপই পাপ, কিন্তু আত্মজ্ঞানের পূর্ব্বে আপনাকে স্বরূপতঃ অকর্ত্তা জানিয়া কার্য্য করিতে কেহই সক্ষম নহেন, সুতরাং পাপ কার্য্যে রত হইয়া কেবল মনে মনে "পাপ করিতেছি না" ভাবিলেই অব্যাহতি নাই। পাশ্চাত্য প্রত্যক্ষবাদীরা বাহিরের দোষকেই বড় পাপ মনে করেন। তাই এক জন দিগ্গজ বলিয়াছেন, অর্জ্জুনকে যুদ্ধে প্রেরণা জন্য শ্রীকৃষ্ণের যুক্তি রাশি বলিলে জজ সাহেব কি একজন খুনী আসামীকে খালাস দিবেন? আমরা বলি জজ সাহেব শরীরের দণ্ডদাতা, তাঁহার বিচার কিছু আর ঈশ্বরের আদালতে মঞ্জুর হইবে না। তিনি যাহা দোষ বলিলেন তাহা যে দোষ কে বলিল, কত নির্দ্দোষী যে নিরপরাধে শাস্তি পাইতেছে। রাজবিচারে দণ্ডিত ব্যক্তি মাত্রেই নরকে যাইবে এ যুক্তি কিন্তু আমাদের মোটা বুদ্ধিতে প্রবেশ করিল না। পাশ্চাত্য জাতি গণ জোর করিয়া পররাজ্য অপহরণ ও বৃথা হত্যা কাণ্ড করিয়া যদি বাইবেলের মতে স্বর্গে যাইতে পারেন, তবে আত্মজ্ঞান লাভের পর আত্মার নিস্ক্রিয়ত্ব অবগত হইয়া স্বধর্ম্ম অবলম্বনে প্রজাকুলের মঙ্গল জন্য আততায়ীর বিনাশ করিয়া অর্জ্জুন কেন যে নরকে যাইবেন তাহা আমরা বুঝিয়া উঠিতে পারিলাম না। ব্রহ্ম নিস্ক্রিয় বলিলে পাশ্চাত্যেরা উহা প্রস্তরবৎ জড় বুঝিয়া থাকেন, হাত পা খেঁচাই তাঁহাদের মতে ক্রিয়াশীলত্বের লক্ষণ। মনে কত প্রকার চিন্তা উদয় হয়, ও উহা কি ২ কার্য্যে পরিণত হয়, এই সকল জ্ঞানই পাশ্চাত্য দার্শনিকের

* জাতি ভেদের যেসকল কর্ত্তারা যাহা লিখিয়াছেন, তাহার কিন্তু কড়া ক্রান্তিও সমাজে দেখা যায় না। অসত্য ঘটনাকে অর্থে সাজাইয়া বৃথা বিরোধ ইঁহারাই বাধাইতেছেন।

অন্তর্দৃষ্টি। পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণ বা তাঁহাদের এ দেশীয় শিষ্যগণ শাস্ত্রতত্ত্ব বুঝাইলেও যে বুঝিতে পারিবেন ইহা আমাদের বোধ হয় না। তাঁহারা আমাদের শাস্ত্র পড়িয়া কেবল কতক গুলি আষাঢ়ে গল্প ও পাগলামী দেখিতে পান, আমরাও তাঁহাদের দর্শনে কতক গুলি ছেলেমী খেয়াল ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। তাঁহারা পাপ পুণ্যের সুখ দুঃখের উত্তর কিছু খুঁজিয়া না পাইলেও হিন্দুর অদৃষ্ট বাদ ও ব্রহ্ম ঈশ্বরের ভেদের মর্ম্ম গ্রহ না করিয়াই পয়লা অনেক গালিবর্ষণ করিয়া ফেলেন। পাশ্চাত্য মনস্তত্ত্ব গোটা কতক "আট পৌরে" (প্রহরে) কথা সাজাইয়া লেখা মাত্র, উহাতে কিছু মাত্র সারত্ব নাই। আর্য্য শাস্ত্রে মনের অতীত কথা বলা আছে, তাই মনের মত হয় না বলিয়াই পাশ্চাত্য জগৎ চটিয়াছেন। ম্যাক্স্মূলর সাহেব বলেন—The sacred books of the East, by the side of so much that is fresh, natural, simple, beautiful and true, contain so much that is not only unmeaning artificial and silly but even hideous and repellent. কর্ত্তারা যেটী না বুঝিতে পারেন, সেইটীই পাগলামী, তাহাতে আর ভুল কি আছে! এইরূপে প্রভুপাদদের কথামৃত লিখিতে গেলে এক খানি স্বতন্ত্র মহাভারত হইয়া দাঁড়ায়। মনিয়র উইলিয়মস্ সাহেব বলেন, প্রত্যক্ষ জগৎকে হিন্দু বেদান্তী মিথ্যা বলেন; সাহেবের জানা উচিত উহা সমাধি কালের কথা, নতুবা ইংরাজী চসমা চোখে দিয়া আমরাও জগৎ সত্য বলিয়া জানি।

প্রভুপাদদের শিষ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ডাক্তার মহেন্দ্র লাল সরকার মহাশয়ের মতে আর্য্য দর্শন "Transcendental nonsense"। আমেরিকা ফেরত রামচন্দ্র বোস্ সাহেব বলেন যে 'হিন্দু ভূগোলবেত্তা ঘুমাইয়া ঘুমাইয়াই দধি দুগ্ধ সমুদ্র দেখিয়া ফেলেন, আর নথি পত্র না দেখিয়াই ইতিহাস লিখিয়া ফেলেন। মিস্মেরিজম আদি প্রক্রিয়ার সত্যতা উপলব্ধি করিয়াও মনের ভূত ভবিষ্যৎ জ্ঞান ও দূর-দর্শন শ্রবণ বিষয়ে পাশ্চাত্য বুদ্ধি কেন যে বিশ্বাস-বিহীন, ইহা তাঁহারাই বলিতে পারেন। পাশ্চাত্যেরা এখনও যে শক্তি লাভ করিতে পারেন নাই বলিয়া অন্যেতে তাহার অবিশ্বাস কেবল ধৃষ্টতা মাত্র। বিশেষতঃ আধুনিক আবিষ্কারকেরা এখনও পৃথিবী-সম্বন্ধে লবণ সমুদ্রের অতিরিক্ত কিছুই পান নাই, তাঁহাদের আবিষ্কৃত পৃথিবীকে জম্বুদ্বীপ বলিলেই বা ক্ষতি কি? দক্ষিণ মেরু প্রদেশে যে সকল দূরদৃষ্ট তুষারাচ্ছন্ন প্রদেশ লক্ষিত হয়, ঐ সকল স্থান অতিক্রম করিলে যে কি দেখা যাইবে ও তাহাতে পৃথিবীর পরিমাণ ও আকারের কোন পরিবর্ত্তন হইবে কি না, এক্ষণে ভবিষ্যতের গর্ভে নিহিত। যাঁহারা পরিবর্ত্তন-শীল জড় বিজ্ঞানে মৌলিক পদার্থ ও উত্তাপ তড়িতের উৎপত্তি প্রভৃতির কল্পনায় বিশ্বাস করিতে পারেন, তাঁহারাই বেদান্ত লেখক বিষ্ণুর অবতার বেদব্যাস প্রণীত বিষ্ণু পুরাণের সৃষ্টি তত্ত্বে যে অবিশ্বাস করিয়া থাকেন, ইহাই অলৌকিক। সিদ্ধি শক্তির সামর্থ্যে অবিশ্বাসই ইহার একমাত্র কারণ *। মনের ইচ্ছামত বিশ্বাস করিলে যখন ঈশ্বরেরই অস্তিত্ব থাকে না, তখন যে শাস্ত্রের কথা গুলো গল্প হইবে তাহাতো সহজেই অনুভব করিতে পারা যায়। ইন্দুর, বানরের মাথা চিরিয়া শরীর মনের সম্বন্ধ স্থির না হইলেও ছেঁড়া বিজ্ঞানে বিশ্বাস হইবে এবং উহাই উন্নতির সোপান বলিয়া স্থির হইবে, আর অন্তরঙ্গ সাধনের কথা উঠিলেই স্বপ্ন সিদ্ধান্ত বলিয়া উড়িয়া যায়। বিলাতী বিশ্বাসবাদীদের জানা উচিত, হরিদ্বার হইতে গঙ্গাসাগর আসা সহজ, কিন্তু গঙ্গাসাগর

* অন্যান্য গ্রহ নক্ষত্রাদির দূরত্ব ও গতিবিধি সম্বন্ধে পাশ্চাত্য প্রণালী এখনও নিতান্ত অসম্পূর্ণ, সুতরাং সে প্রমাণানুসারে যাঁহারা আর্য্য সিদ্ধান্ত অপসিদ্ধান্ত মনে করেন, তাঁহাদের কতদূরে স্থির সিদ্ধান্ত, তাহা অনায়াসেই বোঝা যায়।

হইতে (হরিদ্বার পর্য্যন্ত দেখা না থাকিলে) হরিদ্বারে পৌঁছিতে যে কতকাল লাগিবে বলা যায় না, শত ২ শাখা নদীতে ঘুরিতে ঘুরিতেই জীবন কাটিয়া যাইবে। আমাদের ঋষিরা এই প্রধান পথটাই অবলম্বন করিয়াছিলেন, তাঁহারা বিশ্ব জীবকে মন্ত্রণা দিয়া জড় পদার্থের তত্ত্ব নিরূপণ করেন নাই, সাধন-বলে ও সমস্ত সম্বন্ধ স্থির করিয়াছিলেন, অন্তরের অজ্ঞানতা বশতঃই বৈজ্ঞানিকের চক্ষে তাঁহাদের তত্ত্ব-নিচয় অসম্বদ্ধ বলিয়া বোধ হয়। একবার ভাবিয়া দেখিলেই হয় যে বুদ্ধ আমরা এমন কি মজা পাইয়াছি, যাহার জন্য রাজারাও রাজ্যপাট ছাড়িয়া দিতেন। আসামারীয় যোগীদিগের নাড়ীর সংখ্যা পাশ্চাত্য শারীর তত্ত্বের সহিত অনৈক্য ও ছুরির দ্বারা ষট্চক্র-ভেদ ও সুষুম্না ভেদ না করিতে পারিয়াই উঁহারা অজ্ঞান। পণ্ডিত খৃষ্টান নিরিমিয়া গেলেন* এবং কৃষ্ণ মোহন বন্দ্যো বলেন, সামর্থ্যশীল ঈশ্বর শূন্য হইতেই সমস্ত সৃষ্টি করেন, অদৃষ্টবাদের প্রয়োজন কি? কিন্তু তাঁহাদের অসম্পূর্ণ ও পক্ষপাতী ঈশ্বর কেনই যে এরূপ ছেলে খেলা করেন সে বিষয়ে নীরব। আর নিরাকার ঈশ্বরের চারি দিকে শূন্য হইলে উহা বিন্দু বা বিসর্গ বা গ্যালন খানেক গ্যাস হইবে আমরা এখনও বিশেষ কিছু স্থির করিতে পারি নাই।

এক্ষণে কলিযুগের কৃষ্ণ দ্বৈপায়ন রমেশ চন্দ্র দত্ত মহাশয়ের মহাভারতের (History of Civilization in ancient India) কথাটা বলিলেই হয়। ইনি বলেন পাতঞ্জলির যোগসূত্র কতক গুলি কুসংস্কারাপন্ন ক্রিয়া-কাণ্ডে পূর্ণ, আজ কালকার যোগীরা উহা লইয়া ভণ্ডামী করিয়া থাকে। আমরা বলি ২।৪ জন ভণ্ড লোক থাকিতে পারে, কিন্তু তাহা বলিয়া কি যোগবিদ্যাটাও কুসংস্কারাচ্ছন্ন হইয়া গেল? তিনি ইতিহাস লিখিতে বসিয়া ইংরেজী লিখিত হরিদাস স্বামীর কার্য্য ও ভূকৈলাসের রাজ বাড়ীতে আনীত যোগী দিগের কথা কি রূপে উড়াইয়া দিলেন? সত্যের এই টুকু অপলাপই নিন্দার কথা। রমেশ বাবু বলেন মহাভারতের ঘটনা রামায়ণের পূর্ব্বে; যে হেতু মহাভারত-কাল অপেক্ষা রামায়ণ-কালে রাজ্য বিস্তার অধিক দেখা যায়। রামায়ণে রাম লঙ্কায় গিয়া ছিলেন, আর মহাভারতে কেবল ভারতীয় রাজন্য গণেরই উল্লেখ আছে, এই হেতু রামায়ণ অধিকতর সভ্য সমাজের ঘটনা; সুতরাং পর-বর্ত্তী। এই মতানুসারে তাহা হইলে বলিতে হয় যে ইংরেজেরা ১৭শ খৃষ্টাব্দ অপেক্ষা ৬ষ্ঠ খৃষ্টাব্দে অধিক সভ্য ছিল, যে হেতু শেষোক্ত সময়ে তাহারা সমুদ্র পার হইতে আসিয়া ব্রিটন দিগকে পরাভূত করে, আর পূর্ব্বোক্ত সময়ে তাহারা কেবল চার্লস্ রাজার রাজ্য-কালে অন্তর্বিবাদে লিপ্ত ছিল, কোনও বিদেশীয় স্থানের উহাতে নাম নাই। কেবল একটা মাত্র ঘটনার উপর ঐতিহাসিক তত্ত্ব নিরূপণ করা বোধ হয় রমেশ বাবুর নিয়ম, তাই রাম বনবাস হইতেই তিনি উহা একটী তাৎকালিক সাধারণ নিয়ম বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। * বিশেষতঃ ভাষাতত্ত্বের উপর নির্ভর

---

* ইনি নাকি এক সময়ে কাশীতে পণ্ডিত বলিয়া পরিচিত ছিলেন অনুষ্ঠানবিহীন শাস্ত্র পাঠের ফল পাঠকগণ হাতে হাতে ইঁহার জীবনেই দেখিয়া লইতে পারেন।

* Kings not unfrequently had a large mumber of wives; the mutual jealouies of rivel queeens often disturbed the even course of administration; and a favourite and strongminded queen secured the succession of her issue to the throne and even the banishment of rival princes—"A brief History of ancient and Modern India" Text book of the Calcutta university for the Entrance Examinatin.

করিয়া "আর্য্য" "গীতা" আদি কয়েকটী শব্দ হইতে তিনি, যেরূপে ঋষিদিগকে চাষা প্রমাণ করিয়াছেন, তদনুসারে তাঁহারও ভাবীভাগ্য ভাবিয়া আমরাও ভীত হইয়াছি। যে হেতু আর দুই চারি সহস্র বৎসর পরে রাজ্য বিপ্লবে অন্যান্য কাগজ পত্র হারাইয়া গেলে ঘটনা ক্রমে সংহিতার কয়েক খানি ছিন্ন পত্রিকায় দাস (শূদ্র) জাতির দত্ত উপাধি জানিয়া রমেশ বাবুর জীবনী আলোচনায় লোকে আধুনিক গবিবত ঊনবিংশতি শতাব্দীর সভ্যতাকে রাজ কার্য্যে শূদ্রের কর্তৃত্ব হেতু নিতান্ত বর্ব্বরাবস্থাই বিবেচনা করিবে।

উপনিষদ্, দর্শন, স্মৃতি ও পুরাণে যে বেদের প্রামাণ্য স্বীকৃত হইয়াছে, শঙ্করাচার্য্যাদি জ্ঞানীগণও যাহার মাহাত্ম্য অবনতমস্তকে স্বীকার করিয়াছেন, ভাষা-তত্ত্বের প্রতাপে পাশ্চাত্য পণ্ডিতের মত লইয়া বেদে গোয়ালার গান বলিতে গিয়া রমেশ বাবু নিজের মতেরই প্রতিবাদ করিয়াছেন। কেননা তিনিই বলিয়াছেন, পাণিনিরও পূর্ব্বে ভাষাবিজ্ঞানের আলোচনা ভারতে হইয়া গিয়াছে।* বেদাঙ্গ শব্দদর্শন ব্যাকরণ প্রণেতা পাণিনি প্রমুখ পণ্ডিতেরাও বেদের এ ভুল ধরিতে পারেন নাই, এক্ষণে ইহাই মানিতে হইবে, আর শতাব্দী মধ্যে শব্দশাস্ত্রে নিপুণ পাশ্চাত্য পণ্ডিত গণের বুদ্ধিবল অবশ্যই স্বীকার্য্য। বেদে বা সংহিতাদিতে যেখানে জাতি ভেদের কথা আছে, তাহা পশ্চাৎ লিখিত বা প্রক্ষিপ্ত। আর গোবধ ও বিধবা বিবাহাদিই বেদের মৌলিক মন্ত্র ইতি পাশ্চাত্য বিদুষাং পরামর্শঃ। ইঁহারা কোন জ্যোতিষ শাস্ত্রের গণনানুসারে যে শাস্ত্রের স্থান বিশেষের সময়াসময় নির্ণয় করিয়াছেন, তাহা এ দেশীয় দৈবজ্ঞ দিগেরও অজ্ঞাত। তাঁহাদিগের উপহাসাস্পদ এ দেশীয় দৈবজ্ঞ দিগেরও যে তাঁহারা এ গণনায় উপহাসাস্পদ হইতেছেন ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে।

এই সঙ্গে হুগলী কলেজের ভূতপূর্ব্ব প্রফেসর লাল বিহারী দে মহাশয়ের হাস্যোদ্দীপক অথচ বিলাতী দৃষ্টিতে যুক্তিযুক্ত শাস্ত্র সিদ্ধান্ত দুইটী পাঠক গণকে উপহার না দিয়া থাকিতে পারিলাম না। নিতান্ত ছেলে মানুষী হইবে বোধে প্রতিবাদে বিরত থাকিলাম।

১। মুক্তিটা কোন কাজের কথাই নয়, যে হেতু যুগ যুগান্ত হইতে এত লোক ব্রহ্মে লয় হইলে অবশ্যই তাঁহার উদরী রোগ হইত। (ক)

২। বালক যদি আপনাকে নিজের পিতা মনে করে তবে কি তাহাকে পাগল বলিব না? কিন্তু অহঙ্কারে

* Panini is perhafs the greatest Grammarian that the world has ever known. The great discovery has been made in Europe in the present century that the tens of thousands of words in the Aryan languages can be resolved to a few hundreds of roots. His discovery, so far as the Sanskrit is concerned, was made in India three thousand years ago, before the time of Panini; and the great grammarian, in his Vyakarana Sutra, resolves the Sanskrit language of his time to its simple elements. History of India (Entrance Text).

জষ্টিস্ শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় ইউনিবার্সিটীর ভাইস্ চ্যান্সেলর থাকিতে এরূপ কুসংস্কারাপন্ন পুস্তক পঠিত হওয়া বড়ই দুঃখের বিষয়। হিন্দুর বিরোধী পুস্তক খানা উঠাইতে মত প্রকাশ করিলে যদি তাহা মান্য না হয়, তবে হিন্দুর পক্ষে এরূপ পদত্যাগেই সম্মান। তিনি হিন্দু বলিয়াই আমরা এতটা বলিতে সাহসী হইলাম।

(ক) The absorption of so many beings in so many ages and Kalpas must be adding matirially to his dimensions.

ফুলিয়া আপনাকে ঈশ্বর মনে করায় জীবন্মুক্ত এই পাগলেরও অধম। (খ)

মা মহ উইলিয়মস সাহেবের বিচারে তাঁহাদের [illegible] আমাদের এত সকল আলোচনা কূট-যুক্তি [illegible] প্রচারক বলিয়া বিবেচিত হইবে ভাবিয়া অত্র [illegible] কারণ লিখিতে বাধ্য হইলাম। *

অস্মদ্দেশীয় পণ্ডিত গণের মধ্যে অনেকেই প্রায় জানিতে পারেন না, আমাদের দেশের শিক্ষিত (?) সম্প্রদায় ইংরাজীর আবরণে শাস্ত্রের কিরূপ অবমাননা করিতেছেন এবং বিলাতী প্রভুরা পণ্ডিত গণের নিকট শাস্ত্র শিখিয়া তাঁহাদের পরমাদরের সামগ্রীর কত দূর অমর্য্যাদা করিতেছেন; শাস্ত্র সম্বন্ধে তাঁহাদের সিদ্ধান্ত রাশি আলোচনা করিলে তাঁহারা কিরূপ গুরুদক্ষিণা দিতেছেন তাহার বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়, বিশেষতঃ এ দেশীয় দিগেরও মধ্যে যাঁহাদের একটু ধর্ম্মে মতি গতি আছে, তাঁহারা সংস্কৃত জ্ঞান বোধে ইংরাজীতে ধর্ম্ম শাস্ত্র পড়িতে গিয়া আরও নাস্তিক হইতেছেন। অসংস্কৃত ম্লেচ্ছ বুদ্ধিতে যে শাস্ত্রের শুদ্ধ ব্যাখ্যা পাইবে না তাহাতো জানাই আছে, সুতরাং ইংরাজী অনুবাদ দেখিয়া শাস্ত্র শিক্ষা না করাই ভাল।

এ দেশীয় পণ্ডিত সমাজের মতে শাস্ত্র সম্বন্ধে যাঁহারা নিতান্ত অদূরদর্শী সাহেব মহলে তাঁহারাই শাস্ত্রী বলিয়া বিখ্যাত, এবং তাঁহাদের সমাজে পণ্ডিত গণকে গালি দিতেও ইঁহারা ছাড়েন না।' সুতরাং বিলাতের লোকের বিশ্বাস, রমেশ বাবু, কে. এম্ বন্দ্যো, রাজেন্দ্র লাল মিত্র, বান্দরকর প্রমুখ মহাত্মারাই হিন্দুশাস্ত্রবেত্তা, এবং ন্যায়রত্ন (*) ও বিদ্যাসাগরই পণ্ডিতপ্রধান ১। কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে আধুনিক ভারতীয় মত ভারতের নহে, উহা পাশ্চাত্য প্রদেশেরই প্রতিধ্বনি মাত্র। সুতরাং ইহাতে পাশ্চাত্য পণ্ডিত ও পাদরী দিগের আনন্দের কিছু মাত্রই কারণ দেখি না।

মুসলমান কর্ত্তৃক হিন্দু সাধারণ নষ্টশাস্ত্র ও ভ্রষ্ট-বুদ্ধি হইলে পাদরী মহাশয়েরা অজ্ঞ জনের নিকট হইতে হিন্দু ধর্ম্মের যে অসার তত্ত্ব উদ্ধার করেন, তাহারই উপর নির্ভর করিয়া পাশ্চাত্য অধ্যাপকেরা প্রধানতঃ হিন্দু ধর্ম্মে মতামত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। শেষে স্বদেশ ও স্বধর্ম্মের মর্য্যাদা বজায় রাখিবার জন্য এখন শাস্ত্র পড়িয়াও সে কুসংস্কার রাশি পরিত্যাগে সমর্থ হইতেছেন না। বাইবেল ঈশ্বর-বাণী ও সর্ব্ব প্রাচীন গ্রন্থ মানিয়াই বেদ সাহিত্যও দুই হাজার বৎসরের রচিত স্বীকৃত হইয়াছে। পুরাণের ইতিহাস গল্প আর বাইবেলের গল্প গুলি ঐতিহাসিক সত্য, পুরাণের ভবিষ্যৎবাণী ঘটনার পরে লিখিত, আর বাইবেলের ভবিষ্যৎ বাণী পূর্ব্বে কথিত

(খ) If a boy calls himself his own father what can we say of him but he is mad? But the Fivanmukta is worse than mad. Tilled with intolerable pride, he blasphenes his Maker.

* Sir Monier Williams says that a Hindu disputant has captious propensities, leading him to be quick in repartee, and ready with specious objections to the most conclusive argument.

* নাবিক পঞ্জিকামতে তিথির হ্রাস বৃদ্ধি করিলে ক্রমে অনেক স্মৃত্যুক্ত ক্রিয়া করিবার সময়াভাবে লোপ পাইবে। বিশেষতঃ দেশী নিয়মে কোন বিষয়েই ভুল হইতে দেখিতে পাওয়া যায় না, গণনার ভ্রমে ভুল হওয়া পৃথক্ কথা। বিশেষতঃ ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্র অলৌকিক শক্তিতে সুসিদ্ধ এবং একরূপ দৃঢ় ভিত্তিতে পাশ্চাত্য প্রণালীও স্থাপিত নহে। উহা এখনও এত নিয়মিত হয় নাই। আধুনিক গ্রন্থক গুলি বৃথা আন্দোলনে পড়িয়া ন্যায়রত্ন মহাশয়ও পাছে রাজা শিব প্রসাদের মর্য্যাদা পান, ইহাই আমাদের আশঙ্কা।

১ বিদ্যাসাগর মহাশয়ের মতে বিষ্ণুপুরাণ প্রণেতা বেদব্যাস কখনই মহাভারত লেখেন নাই। বিলাতী ভাষ্যকারগণের উপর নির্ভর করিয়া বেদব্যাসের কপোলবুদ্ধি, অলৌকিক শক্তি বাদ দিয়া উঁহাকে আমাদের মত ভাবিলেই এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইতে হয়।

ইহা মানিতেই হইবে। বেদের চাষারা ভয়ে বিহ্বল হইয়া গান করিত, আর বাইবেলের ভেড়ীওয়ালারা কিরূপে ঈশ্বর তত্ত্ব নিরূপণ করিয়াছিল, তাহা বিজ্ঞান এখনও সে বিষয়ে কিন্তু সন্ধান। পুরাণে আধুনিক মতে ঐতিহাসিক ঘটনাবলী না থাকায় উহাতে বৈদেশিকেরা বিশ্বাস করেন না। কিন্তু ধর্ম্মপ্রাণ ভারতের সাধন ধর্ম্মানুকূল ঘটনা ব্যতীত আর কিছুই আবশ্যকীয় বোধ হয় না, তাই ধর্ম্ম ছাড়িয়া কোন ঘটনারই উল্লেখ নাই। এই পাশ্চাত্য মন্ত্রে দীক্ষিত আধুনিক ভারতীয় শিক্ষিত সভ্য সমাজ গুরুর গীতই গাহিতেছেন, নষ্ট কোষ্ঠী উদ্ধার করিতে গিয়া আত্মহারা হইয়াছেন, স্বাধীন হইবার ইচ্ছাতেই শাস্ত্র শিক্ষায় পরাধীন হইয়াছেন, আপনার শাস্ত্র আপনি দেখিবে সে চেষ্টা নাই। দ্বিতীয়তঃ শিক্ষিত সমাজের শাস্ত্রজ্ঞান বালক কালের কথকতা, যাত্রা ও নাটক গল্পেই সমাপ্ত হইয়া থাকে, আদ্যোপান্ত শাস্ত্র মূলে দেখা থাকিলে শ্রীকৃষ্ণেরও কলঙ্ক হইত না, বঙ্কিম বাবুও ওরূপ চিত্র করিতেন না। স্পর্দ্ধিত নব্যেরা যে সকল দুষ্ট প্রশ্ন করিয়া থাকেন, ব্রহ্মজ্ঞ শুকদেবের জীবনীর সহিত তাঁহার উপদেশ কাল, ও শ্রীকৃষ্ণের বয়ঃকাল মিলাইয়া পরীক্ষিতের প্রশ্ন সম্বলিত রাস পঞ্চাধ্যায়ের মূল গ্রন্থটা দেখিলেই তাহা অনায়াসে মিটিয়া যাইতে পারে।

থিয়সফি সম্প্রদায়ভুক্তগণ আবার সকল হিন্দু শাস্ত্রগুলোকেই আধ্যাত্মিকতায় উড়াইয়া দিতে বসিয়াছেন। দশরথের তিন রাণী সত্ত্ব রজঃ ও তমোগুণ; পঞ্চপাণ্ডব পঞ্চভূত, ইত্যাদিক্রমে সকল সত্যই লোপ পাইতে চলিল; বাস্তবিক ইহাও শাস্ত্র না পড়ার ফল। তাঁহারা যে দর্শন অনুসরণে এই সকল সিদ্ধান্তে আসিয়াছেন, উহা বৌদ্ধ দর্শনের বিলাতী পরিণতি মাত্র।* ঐ রূপ অপরূপ চিন্তা মালায় নিজ প্রকৃতির কোন প্রতিকার হইবে না।

অবশেষে বক্তব্য, আমাদের এই প্রবন্ধ অবশ্য অনেকেরই রুচিকর হইবে না; কিন্তু ইহাতে অন্ততঃ হিন্দু ধর্ম্মানুরক্ত কাহারও শাস্ত্রে শ্রদ্ধা বৃদ্ধি হইলেই কৃতকার্য্য হইব। একটু ধীর চিত্তে অনুগত হইয়া সাধু মহাত্মাদিগের নিকট শাস্ত্রীয় আপাত অনৈক্য রাশি মিটাইয়া লইলেই সন্দেহ শান্তি হয়। যে মহর্ষিগণ অতি উচ্চ বিষয় সকলের গবেষণাপূর্ণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন, তাহার মধ্যে আবার স্থানে স্থানে তাঁহারা যে বালকোচিত যাহা তাহা লিখিয়া যাইবেন, ইহা সাধারণ বুদ্ধিতে ও বিশ্বাস হয় না। ধৈর্য্যাবলম্বন পূর্ব্বক অভ্যাস আবশ্যক, বিদ্বেষ বুদ্ধি নিজের বুদ্ধিবল, পাণ্ডিত্যাভিমান ত্যাগ করিয়া একটু শরণাগত হইতে হইবে। যে পাশ্চাত্যেরা ধীর দৃষ্টিতে না বুঝিয়া তর্ক করিয়া আমাদের শাস্ত্র সমালোচনা করিতেছেন, তাঁহারাই বাইবেলের কথা আসিলে অমনি বিশ্বাস, ঈশ্বরানুগ্রহ প্রার্থনা করিতে বলিয়া ফেলেন অথবা বুঝিতে ও বুঝাইতে না পারিলে কাব্যের ছটায় ঢাকিয়াছেন; কিন্তু এত অনৈক্য সত্ত্বেও অনেক পাশ্চাত্য প্রফেসরগণকে বাইবেলের দাস ও ভারতীয় নব্য সভ্যগণকে তাঁহাদের এত অনুবর্ত্তী কেন করিল, ইহার অনুসন্ধানে জানিলাম যে বাইবেলে একটা বেশ মনোমত কথা আছে যেটা আর্য্য ঋষিরা জানিতেন না, যথা—"বাপ মাকে ত্যাগ করিয়া বউ লইয়া থাকিবে"।* বাইবেলের প্রথম পুস্তকের এই প্রাচীন কথাতেই ইহার মহত্ত্ব। পাশ্চাত্য দীক্ষাশিক্ষার মূল মন্ত্রের ইহাই গুহ্য সাধনা, তাই উহা এত মিষ্ট।

প্রবন্ধ অতি বিস্তার ভয়ে আমরা এই খানেই সাঙ্গ

* সপ্ত. নবকোষ আদি আর্হত দর্শন মত। "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ"।

* Therefore shall a man leave his father and his mother, and shall cleave unto his wife and they shall be one flesh. Genesis ch II. 24

করিতে বাধ্য হইলাম। নতুবা পাশ্চাত্য পাশবমত মর্দ্দন করিতে হইলে পুঞ্জায়মান পুস্তক লিখিতে হয়; এক্ষণে সে সমুদয়ের সম্পূর্ণ সমালোচনা অসম্ভব। তবে এই বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে যাঁহারা আর্য্য ধর্ম্মের উদ্দেশ্য বুঝিতে পারেন নাই, এবং দর্শনাদি বুঝিতে অসমর্থ, তাঁহারা সাধনাঙ্গের কোন কথাই হৃদয়ঙ্গম করিতে আদৌ পারিবেন না, ইহা নিশ্চয়। এই কারণে জাতিভেদ, মূর্ত্তিপূজা, শ্রাদ্ধ, তর্পণ আদি বিবিধ বিষয়ের পাশ্চাত্য মত খণ্ডনে আপাততঃ বিরত থাকিলাম। পাশ্চাত্য বিদ্যাবিশারদ দিগের ঐ সকল বিষয়ের প্রতিবাদের অসারত্ব ও তাঁহাদের আর্য্য দর্শনে কত দূর দূরদর্শন আছে, প্রবন্ধলিখিত বিষয়ের পর্য্যালোচনা দ্বারা পাঠকগণ অনায়াসেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন। ভগবান্ সকলকেই ভক্তিমতী শুভ বুদ্ধি দান করুন ইহাই আমাদিগের প্রার্থনা।

অদ্বৈতবাদ।

তন্তু ছাড়া বস্ত্রের যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, মৃত্তিকা ছাড়া ঘটের যেমন স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, সমুদ্রের জল হইতে বুদ্‌বুদের যেমন পৃথক্ সত্তা নাই, সেই রূপ ব্রহ্ম ছাড়া জগতের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। কতক গুলি তন্তু পুঞ্জীকৃত হইয়া—পরস্পর সমষ্টিবদ্ধ হইয়া যখন পরিবর্ত্তিতাকার হইয়া যায়, তখন তোমরা সেই তন্তু গুলিকে "বস্ত্র" এই একটা নাম দাও। যাহা মৌলিকাবস্থায় "তন্তু" ছিল, তাহাই তন্তুবায়ের হাতে পড়িয়া—বিকৃত হইয়া স্থূলাবস্থায় "বস্ত্র" এই নাম ধারণ করিল, নাম বিভিন্ন হইল বটে, কিন্তু বস্তু বিভিন্ন হইয়া গেল কি? যেমন গোরু হইতে অশ্ব একটা বিভিন্ন পদার্থ, তেমনই তন্তু হইতে বস্ত্র একটা স্বতন্ত্র পদার্থ হইল কি? যে তন্তু সেই তন্তুই থাকিল, মাঝখান হইতে তোমরা তাহার বস্ত্র এই একটা নাম কল্পনা করিলে, তন্তুবায় সেই তন্তু গুলিরই একটা রূপ কল্পনা করিল, যে সূত্র গুলি হেলা গোছা হইয়া ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়িয়াছিল, তন্তুবায় সেই গুলি সাজাইয়া গুছাইয়া রূপান্তরিত করিল, এই যে তন্তুর নাম ও রূপ এই দুইটিই তোমাদের কল্পনা। যাহা কল্পনা, তাহা মিথ্যা—অসৎ পদার্থ। তন্তুর নাম রূপ মিথ্যা, তন্তুই এক মাত্র সত্য পদার্থ, সেই রূপ ব্রহ্ম একমাত্র সত্য পদার্থ, এই নাম রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা পদার্থ। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন; যথা "সৌম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বং মৃন্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাদ্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্, মৃত্তিকেত্যেব সত্যং" এক মৎপিণ্ডের স্বরূপ অবগত হইলে মৃন্ময় ঘট শরাবাদিও মৃৎ স্বরূপে অবগত হওয়া যায়। যে মৃত্তিকায় ঘট প্রস্তুত হয়, তাহাতেই শরাব নির্ম্মিত হয়, তাহাতেই স্থালীও নির্ম্মিত হয়। স্থালী, শরাব, ঘট এই তিনটিতেই মৃত্তিকা অনুস্যূত থাকে। সুতরাং মৃত্তিকার জ্ঞান হইলে উক্ত তিনটিরও মৃৎস্বরূপের জ্ঞান হইয়া থাকে। সুতরাং মৃত্তিকা ছাড়া উক্ত তিনটির স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই। মৃত্তিকাই বিভিন্ন আকারে কখনও ঘট, কখনও শরাব, কখনও স্থালী এই নাম প্রাপ্ত হয়। মৃত্তিকার "ঘট" এই নাম, এবং তাহার কম্বুগ্রীবাদি রূপ কেবল কল্পনা মাত্র। মৃত্তিকাই সত্যপদার্থ। মৃত্তিকা যেমন ঘট শরাবাদির উপাদান, ব্রহ্ম সেই রূপ জগতের উপাদান। ঘট শরাবাদি যেমন মৃত্তিকা ছাড়া আর কিছুই নহে, সেই রূপ ব্রহ্ম ছাড়া জগৎ আর কিছুই নহে। মৃত্তিকা যেমন ঘট শরাবাদিতে অনুস্যূত, ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক পরমাণুতে তেমনই অনুস্যূত। মৃত্তিকা জ্ঞাত হইলে যেমন ঘট শরাবাদি অজ্ঞাত থাকে না, ব্রহ্ম জ্ঞাত হইলে জগৎ সেই রূপ অজ্ঞাত থাকে না। তাই শ্রুতি বলিতেছেন, ব্রহ্মই এক মাত্র সত্য পদার্থ, নাম রূপাত্মক জগৎ মিথ্যা।

সৎ, চিৎ, আনন্দ ইহাই ব্রহ্মের স্বরূপ। এই তিনটি অংশই জগতের প্রত্যেক পদার্থে অনুস্যূত।

জগতের কোন পদার্থই সৎ, চিৎ, আনন্দ বর্জ্জিত নহে। মৃত্তিকা যেমন ঘট, শরাব, স্থালীতে অনুস্যূত, তন্তু যেমন বস্ত্রে অভিন্ন ভাবে বিরাজিত, সেই রূপ সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্ম জগতের প্রত্যেক অণু-পরমাণুতে অভিন্ন ভাবে অবস্থিত। আমার সম্মুখে ঐ যে সুন্দর চিত্রটি রহিয়াছে, ঐ পদার্থটি সৎ, চিৎ, আনন্দ, নাম ও রূপ এই পাঁচটি অংশের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। আমি ঐ চিত্রটি দেখিতেছি, এই দর্শনাত্মক জ্ঞান উহার "চিদংশ"। ঐ চিত্রটি আমার সম্মুখে বিদ্যমান রহিয়াছে, এই যে "বিদ্যমানতা", ইহা উহার "সৎ" অংশ, ঐ চিত্রটি দেখিতে সুন্দর, সুতরাং উহা আমার প্রিয়, এই প্রিয়তা উহার আনন্দাংশ, এই সৎ, চিৎ, আনন্দ এবং "চিত্র" এই নাম ও তাহার রূপ এই পাঁচটি অংশ ছাড়া চিত্র আর কিছুই নহে। জগতের প্রত্যেক পদার্থই ঐ পাঁচটি অংশের সমষ্টি ছাড়া আর কিছুই নহে। তন্মধ্যে সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটিই বস্তুর সারাংশ, আর নাম, রূপ এই দুইটি অসার। কেননা পদার্থের নাম রূপ চলিয়া যায়—পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়, কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ অংশ পদার্থ হইতে চলিয়া যায় না। সুবর্ণকে অগ্নিতে পোড়াইতে ২ তাহার ভেজাল অংশ বাহির হইয়া যায়, এই জন্য সে অংশ অসার, সেই ভেজাল অংশ বাদ দিয়া, খাদ, পান, আদি মলিন অংশ উড়িয়া গিয়া সুবর্ণের যে অবশিষ্ট অংশ থাকে, তাহাই সার পদার্থ। তাহাই স্থিরাংশ। সেই রূপ জগতের প্রত্যেক পদার্থ প্রাকৃতিক পরিণাম নিয়মের জ্বলন্ত অগ্নিতে যখন কবলিত হয়, তখন তাহার ভেজাল অংশ নাম রূপ উড়িয়া যায়—পরিবর্ত্তিত হইয়া যায়। কিন্তু সৎ, চিৎ, আনন্দ অংশ চির দিনই অপরিবর্ত্তিত থাকে। কেননা তাহাই স্থিরাংশ। যে ক্ষুদ্র শিশুটি এক দিন খোকা বাবু বলিয়া পরিচিত হইতেন, যৌবনে তিনিই পরিবর্দ্ধিত শরীরে রমন বাবু এই নামে হয় ত প্রচারিত হইলেন। তাঁহার বাল্যকালের নাম ও বাল্য কালের চেহারার নামগন্ধও যৌবনে থাকিল না, নাম রূপ উভয়ই উড়িয়া গেল, কিন্তু তদ্গত সৎ, চিৎ, আনন্দ এই তিনটি অংশের কিছু মাত্র ব্যতিক্রম হইল কি? বাল্যকালে তিনি যে রাম বাবুর জ্যেষ্ঠ পুত্র রূপে বিদ্যমান ছিলেন, এখনও সেই ভাবেই "বিদ্যমান" আছেন, লোকে এখনও তাঁহাকে সেই ভাবেই "জানে", কতক গুলি লোকের পক্ষে তিনি "আনন্দ" জনকও বটেন, সুতরাং সৎ, চিৎ, আনন্দ, এই তিন অংশের ব্যতিক্রম তাঁহাতে কিছু মাত্র হয় নাই। সুতরাং পদার্থের ঐ তিনটি অংশই স্থিরাংশ, আর বাকী অস্থির অংশ। সুবর্ণের ভেজাল অংশ অসার, খাঁটি সোনা যে টুকু, সেই টুকুই স্থিরাংশ। জগতের নাম রূপ সেই রূপ অসার—ধ্বংসশীল—মিথ্যা, উহার সৎ, চিৎ, আনন্দ অংশই সার—স্থিরাংশ—সত্য পদার্থ। সুবর্ণের ভেজাল অংশ যেমন মলিন, জগতের নাম রূপ অংশ তেমনই জড়তামাখা—কদর্য্য। পাকা খাঁটি সোনা যেমন উজ্জ্বল, জগতের সৎ, চিৎ, আনন্দময় অংশ তেমনই অনন্ত-সুন্দর সমুজ্জ্বল। কেননা উহাই ব্রহ্মের স্বরূপ।

সুবর্ণকে যেমন ভেজাল অংশ আশ্রয় করিয়া থাকে, সেই রূপ নাম রূপাত্মক জগৎ ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া রহিয়াছে। এই সৎ, চিৎ, আনন্দ স্বরূপ ব্রহ্মে সমুদ্রে বুদবুদের ন্যায় দুগ্ধে ফেনের ন্যায় নাম রূপাত্মক জগৎ ভাসিতেছে। ফেণ ও বুদবুদ দুগ্ধ ও জলেরই বিকার, দুগ্ধ ও জল ছাড়া তাহাদের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নাই, দুগ্ধ ও জলেতেই তাহাদের উৎপত্তি হয়, এবং তাহাতেই তাহাদের বিলয় হয়, সেই রূপ জগৎ ব্রহ্মের "বিবর্ত্ত", ব্রহ্মেতেই জগতের উৎপত্তি, ব্রহ্মেতেই জগতের বিলয় হয়। সুতরাং ব্রহ্ম রূপ চিদ্ঘন দুগ্ধের নাম রূপাত্মক জগৎ ফেণ স্বরূপ। এই উঠিল, এই ডুবিল, এই আছে, এই নাই। জলের বুদবুদ ও দুগ্ধের ফেণ যেমন ক্ষণ স্থায়ী মিথ্যা পদার্থ, সেই রূপ ব্রহ্মের জগৎও ক্ষণিক পদার্থ।

ব্রহ্মেরই এক মাত্র সত্তা, ব্রহ্মই এক মাত্র পদার্থ, ব্রহ্মই এক মাত্র বস্তু, ব্রহ্ম ছাড়া আর কোন পদার্থই নাই। শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, সেই রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হইতেছে। ভ্রম ঘুচিয়া গেলে যেমন শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াই বোধ হয়, তখন আর রজত জ্ঞান থাকে না, রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই বোধ হয়, তখন আর সর্পজ্ঞান থাকে না, সেই রূপ অজ্ঞান ঘুচিয়া গেলে ব্রহ্মকে ব্রহ্ম বলিয়াই বোধ হয় আর জগতের জ্ঞান থাকে না। সাংসারিক জগতে যৌবনের তরঙ্গে কাম বৃত্তির উত্তেজনায় বেশ্যাকে পরম প্রণয়িনী বলিয়া বোধ হয়, কাম বৃত্তি ঘুচিয়া গিয়া একটু জ্ঞানের উদয় হইলে সেই বেশ্যাকেই আবার কেবল অর্থলোলুপ পিশাচী বলিয়া স্থির হয়, সেই রূপ পারমার্থিক জগতে অজ্ঞান বৃত্তির উত্তেজনা কমিয়া গেলে এই গৃহ কলত্রপূর্ণ সংসার শূন্য বলিয়া স্থির হয়। তাই শ্রুতি বলিয়াছেন, "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং পশ্যেৎ" "যখন জীব মুক্তাবস্থায় সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডব্যাপী কেবল মাত্র এক আত্মা স্বরূপে পরিণত হন, তখন দ্রষ্টা দৃশ্য, ভোক্তা ভোগ্য এ ভাব থাকে না" সুতরাং জগতের বাস্তবিকী সত্তা নাই। শুক্তিতে রজতের সত্তা, রজ্জুতে সর্পের সত্তা, মরুমরীচিকায় যেমন জলের সত্তা অবাস্তবিক, (প্রাতিভাসিক), সেই রূপ ব্রহ্মে জগতের সত্তা অবাস্তবিক। জগৎ মিথ্যা পদার্থ। অনেকে আশঙ্কা করিতে পারেন, সম্মুখে যাহার চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করিতেছি, হস্তাদি দ্বারা যাহা স্পর্শ করিতেছি, প্রত্যেক ইন্দ্রিয়ের দ্বারা যাহার সত্তা অনবরত অনুভব করিতেছি, একমুহূর্ত্তও যাহাকে "অসৎ" বলিয়া বোধ হইতেছে না, এমন জলজেয়ান্ত পদার্থকে "মিথ্যা" বলি কেমন করিয়া? আকাশ কুসুম শশশৃঙ্গ মিথ্যা পদার্থ, তাই তাহার প্রত্যক্ষ হয় না, তাহাকে অসৎ বলিয়াই মনে হয়। জগৎকে ত তেমন অসৎ বলিয়া মনে হয় না। তবে ইহা মিথ্যা কেমন করিয়া হইল। ইহার উত্তরে, আমরা বলি, স্বপ্ন কালে আমরা হস্তী, উষ্ট্র অশ্ব আদি পদার্থ স্পষ্টতঃ চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করি, স্বপ্নের ঘোরে কখনও মনে হয়, রথে চড়িয়া যাইতেছি, কখনও মনে হয়, কে আমাকে উপর হইতে ফেলিয়া দিল, তখন ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠি, এক মুহূর্ত্তের জন্য স্বপ্ন কালে সেই সময়কার ঘটনাবলীকে অসৎ বলিয়া মনে হয় না, নচেৎ ভয়ে আঁৎকাইয়া উঠিব কেন, এই যে স্বাপ্নিক সৃষ্টি ইহা কি সত্য পদার্থ? ইহা যেমন অলীক, সেই রূপ জগৎ সৃষ্টিও অলীক মিথ্যা। স্বপ্ন সময়ে ঘটনা সমূহ সত্যবৎ ভাসমান হইলেও প্রবুদ্ধ হইলে (জাগ্রত হইলে) তাহা যেমন মিথ্যা বলিয়া মনে হয়, সেই রূপ জগৎ সৃষ্টি আপাততঃ সত্যবৎ ভাসমান হইলেও প্রবুদ্ধ হইলে মিথ্যা বলিয়া স্থির হয়। ঘুমের ঘোর কাটিয়া গেলে স্বপ্নের কুজ্ঝটিকা যেমন চলিয়া যায়, মায়ানিদ্রা কাটিয়া গেলে জগতের মোহময় আস্তরণ সেই রূপ সরিয়া দাঁড়ায়। জগতের যাহা কিছু, সমস্তই স্বপ্ন মাত্র। আকাশ কুসুম যেমন অসৎ, স্বপ্ন দৃষ্ট পদার্থও তেমনই অসৎ, জগৎও তেমনই অসৎ। তবে আকাশ কুসুম হইতে পার্থক্য এই টুকু, আকাশ কুসুম কোন কালেই দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু জগৎকে ক্ষণ কালের জন্য দেখিতে পাই। কিন্তু ক্ষণ কালের জন্য দেখিতে পাও বলিয়া তোমরা যদি জগৎকে "সৎ" বলিতে চাও, তবে শুক্তিতে রজত ভ্রম স্থলে ক্ষণ কালের জন্য রজতকে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া তাহাকেও "সৎ" বলিতে তোমার আপত্তি কি? স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থও ত ক্ষণ কালের জন্য রীতিমত অনুভব হয়? তবে তাহাও তোমার মতে সত্য হইয়া দাঁড়ায়। বাস্তবিক সত্যের (সত্তার) লক্ষণ যাঁহারা অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন, স্বাপ্নিক সৃষ্টি "সৎ" নহে, শুক্তি রৌপ্য "সৎ" নহে।

সুতরাং যাহা ক্ষণিক, তাহাকে সত্য বলিতে পারা যায় না। শুক্তি রৌপ্যের ন্যায় স্বাপ্নিক ঘটনা সমূহের ন্যায় জগৎ যখন ক্ষণিক তখন তাহাকে সত্য বলিবে কিরূপে? শুক্তি রৌপ্য দুই মুহূর্ত্ত স্থায়ী, স্বাপ্নিক ঘটনা দুচার মিনিট স্থায়ী, জগৎ না হয় দুচার ঘণ্টা—দুদশ দিন—দুদশ হাজার বৎসর দুচার হাজার কোটি বৎসর স্থায়ী. অনন্ত মহাকালের তুলনায় দুচার হাজার কোটি বৎসর এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা বেশী নহে। বরং আমরা যাহাকে এক মুহূর্ত্ত মনে করি, অনন্ত মহাকালের তুলনায় শত সহস্র যুগ তাহার শতাংশের একাংশও নহে। সুতরাং শুক্তি রৌপ্য এবং স্বাপ্নিক সৃষ্টির ন্যায় জগৎও ক্ষণিক অসৎ পদার্থ।

এক মুহূর্ত্তের জন্যও জগৎকে "স্থায়ী" বলিতে পারি না। তবে বলিতে পারি "তোমার আমার জ্ঞানে স্থায়ী।" যিনি মুক্ত পুরুষ, তাঁহার পক্ষে ত জগৎ এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থায়ী নহে। যাঁহার ভ্রম ভাঙ্গিয়াছে, তাঁহার পক্ষেত শুক্তি রূপ্য এক মুহূর্ত্তের জন্যও স্থায়ী নহে। যাঁহার নিদ্রা ভাঙ্গিয়াছে, স্বাপ্নিক পদার্থ এক মুহূর্ত্তও তাঁহার পক্ষে স্থায়ী নহে। তোমার আমার ভ্রম যতক্ষণ, ততক্ষণই শুক্তিকে রজত বলিয়া বোধ হয়, ততক্ষণই ব্রহ্মকে নাম রূপাত্মক জগৎ বলিয়া বোধ হয়। সুতরাং তোমার আমার ভ্রমাত্মক জ্ঞানই অসৎ রজতকে সৎ বলিয়া উপস্থিত করিয়াছে—মিথ্যা ভূত জগৎকে সত্য বলিয়া আমাদিগকে প্রতারিত করিয়াছে। তোমার জ্ঞান যাহা বলিবে, পদার্থ যে তদনুযায়ীই হইবে, তাহা কে বলিল? তোমার জ্ঞান যদি কোন কারণে আগুনকে জল বলিয়া তোমার কাছে উপস্থিত করে, ত বাস্তবিকই কি সে আগুন জল হইবে? তুমি যদি কামলাদোষগ্রস্ত চক্ষুর সাহায্যে সাদা পদার্থকে পীত বলিয়া বুঝ, তাহা হইলে কি বস্তুতঃ সে সাদা পদার্থ পীত হইবে? সেই রূপ তোমার ভ্রান্ত জ্ঞান অসৎ জগৎকে সৎ বলিয়া যদি তোমার কাছে আনে তবে কি সে সৎ হইবে? কামলা দোষ গ্রস্ত চক্ষুকে যেমন বিশ্বাস করিতে পারা যায় না, সেই রূপ মায়া মোহ বিজড়িত অজ্ঞান বিকার-কলঙ্কিত আমাদের জ্ঞানকেও বিশ্বাস করা উচিত নহে।

হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মমন্দির-প্রতিষ্ঠা।

বহু দিন পরে আবার হিন্দুর জাতীয় জীবনের সূত্রপাত আরম্ভ হইয়াছে। আবার হিন্দুর দেশে হিন্দু ধর্ম্মের বিজয় ভেরী বাজিয়া উঠিয়াছে। নিবিড় নিশ্চেষ্টতার স্তর ভেদ করিয়া হিন্দু নিজ জাতীয় অস্তিত্বের পরিচয় দিবার জন্য যেন বদ্ধপরিকর হইয়াছেন। নানাবিধ উপধর্ম্মরাশির কুক্ষি ভেদ করিয়া হিন্দুর সনাতন ধর্ম্মের বিমল ঊষা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঘোর অমানিশি কাটিয়া গিয়া পূর্ণ শশধরের শুভ্র কৌমুদীচ্ছটা যেন দিগ্‌দিগন্ত ছাইয়া ফেলিয়াছে। ভারতের ধর্ম্মভাব যখনই মলিন হইয়া আসে, ভক্তবৎসল ভগবান্ তখনই ভারতের কল্যাণার্থ কোন না কোন সদ্ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। খৃষ্টীয় ধর্ম্ম, ব্রাহ্মধর্ম্ম ও নাস্তিক বাদের অগ্নি কণারাশি যখন বিলাতী বাতাসে ধীরে ২ প্রজ্বলিত হইয়া ভারতীয় যুবক ও সাধারণ মানবগণের হৃদয়ের সনাতন ধর্ম্ম ভাব দগ্ধ করিতে লাগিল, সেই সময় ভগবানের কৃপায় ঐ কালাগ্নি মন্দীভূত করিবার জন্য জলভরা মেঘ দেখা দিল। ১৮০০ শকাব্দার প্রারম্ভে ভারতবর্ষে সনাতন ধর্ম্মের প্রচার পন্থা পুনঃ প্রবর্ত্তিত করিবার জন্য মুঙ্গেরে প্রথমে ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম-প্রচারিণী সভা প্রতিষ্ঠিত হয়। উক্ত সভার প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় দেশ বিদেশে নিজ অমৃতময়ী বক্তৃতা বারি বর্ষণে লোক-হৃদয় সুশীতল করিতে লাগিলেন। তাঁহার জ্বলন্ত বক্তৃতায় দেশের স্থর ফিরিয়া গেল। সভার তীব্র চেষ্টা ও যত্নে দেখিতে ২ ভারত বর্ষের নানা স্থানে নানা নামে সভা সমূহ সংস্থাপিত হইল, ধর্ম্মসভা, আর্য্যসভা,

হরিসভা, সুনীতিসভা আদি নামে প্রায় সার্দ্ধ ত্রিশত সভা প্রতিষ্ঠিত হইল, ক্রমশঃ শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত মণ্ডলী সভার উত্তেজনায় উৎসাহিত হইয়া সভার কার্য্যে যোগ দান করিয়া শাস্ত্র ব্যাখ্যায় দেশ মাতাইয়া তুলিলেন। শাস্ত্রালোচনা ও ধর্ম্মোপপূর্ণ উপদেশ ঘোষিত হইতে লাগিল। সংবাদপত্রে হিন্দু ধর্ম্মের মাহাত্ম্য প্রচারিত হইতে লাগিল, এই মহা আন্দোলন কালে ধীরে ২ শিক্ষিত সমাজের মধ্যে হিন্দুধর্ম্মের প্রতি অনুরাগ সম্বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। ভগবৎ কৃপায় দেশে সুবাতাস বহিতে আরম্ভ করিল, যেন দেশের মুখশ্রী ফিরিয়া গেল।

১৮০৬ শকাব্দায় পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় প্রচারক্ষেত্রের সর্ব্বদেশীয় সুপণ্ডিত ও সাধুগণের দ্বারা যথোচিত শাস্ত্রীয় সাহায্য পাইবার সুযোগ বুঝিয়া সভার কার্য্যালয় মুঙ্গের হইতে ৺ কাশী ধামে উঠাইয়া আনিলেন। সঙ্গে ২ মুদ্রা যন্ত্রাদি ও আসিল। এই মুদ্রাযন্ত্র হইতে ধর্ম্মসম্বন্ধীয় পুস্তকাদি মুদ্রিত হইয়া ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যের সহায়তা হইয়া থাকে। "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক মাসিক পত্র এই মুদ্রাযন্ত্র হইতেই প্রকাশিত হইয়া থাকে। ১৮১০ শকাব্দার জ্যৈষ্ঠ মাস পর্য্যন্ত পরিব্রাজক মহাশয়ের সম্পাদকীয় তত্ত্বাবধানে সভার কার্য্য চলিয়াছিল। তৎপরে পরিব্রাজক মহাশয় আমার প্রতি সম্পাদকীয় কার্য্য ভার দিয়া সভার সংস্রব ত্যাগ করিলেন। পরিব্রাজক মহাশয় গার্হস্থ্যাশ্রম-পরিত্যাগী সন্ন্যাসী, সভার নানাবিধ সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার বর্ত্তমান সন্ন্যাসাশ্রমোচিত ব্যবহারে বাধা পড়ে বলিয়াই তিনি সভার সম্পাদকীয় ভার পরিত্যাগ করিতে বাধ্য হইয়াছেন। সভার সম্পাদকীয় ভার তিনি ত্যাগ করিলেন বটে, কিন্তু সভার উন্নতি কল্পে তাঁহার সহানুভূতি ও শুভদৃষ্টি চিরদিনই থাকিবে।

পরিব্রাজক মহাশয়ের বিশেষ যত্নে সভার অঙ্গস্বরূপ কাশীধামে একটি বেদ-বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। বিগত তিন বর্ষ হইতে ইহা নিয়মিত রূপে চলিয়া আসিতেছে। তিন জন অধ্যাপক এই বিদ্যালয়ে নিযুক্ত হইয়াছেন। ৮০ জন ছাত্র এই বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া থাকে। বেদই আর্য্য ধর্ম্মের মূল। বেদবিদ্যার অভাবে ভারতবর্ষ শ্রীভ্রষ্ট হইয়া পড়িয়াছে। এই যে দেশে দুর্ভিক্ষ, অকালমরণ, অনাবৃষ্টি আদি ঘোর দুর্দ্দৈব রাশি উপস্থিত হইয়াছে, বেদবিদ্যার অভাবই তাহার কারণ। বৈদিক যাগযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হইলে দেশে সুবৃষ্টি হইবে, সুভিক্ষ হইবে, অন্নকষ্ট ঘুচিয়া যাইবে।

"অন্নাদ্ভবন্তি ভূতানি পর্জ্জন্যাদন্নসম্ভবঃ"
যজ্ঞাদ্ভবতি পর্জ্জন্যো যজ্ঞঃ কর্ম্ম সমুদ্ভবঃ॥
কর্ম্ম ব্রহ্মোদ্ভবং বিদ্ধি ব্রহ্মাক্ষর সমুদ্ভবমিত্যাদি

অন্ন হইতে শরীর ও অন্ন মেঘের বৃষ্টি হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে; মেঘ যজ্ঞ হইতে এবং যজ্ঞ অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম হইতে উৎপন্ন হয়, আবার অগ্নিহোত্রাদি কর্ম্ম সকল বেদ হইতে এবং বেদ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে। সুতরাং বেদবিদ্যার উন্নতি হইলে পার্থিব ও অপার্থিব উভয় বিষয়ের কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। বৈদিকী বিদ্যার অভ্যাস, উন্নতি ও পুনরভ্যুদয় ব্যতীত হিন্দুর জাতীয় গৌরব ও সনাতন ধর্ম্ম রক্ষার উপায়ান্তর নাই। যাগ, যজ্ঞ, পূজা, শ্রাদ্ধ আদি হিন্দুর যাহা কিছু ধর্ম্মের অনুষ্ঠান, সমস্তের মূলই বেদ ও সমস্তের মূলেই বেদবেত্তা ব্রাহ্মণের আবশ্যক। পুরোহিত বল, গুরু বল, দান গ্রহণে বা ভোজনে ব্রাহ্মণ বল, বেদবেত্তা ভিন্ন কেহই প্রশস্ত অধিকারী নহেন। মনু বলিয়াছেন "দৈব ও পিতৃ কার্য্যে বেদবিৎ এক ব্যক্তিকে যদি ভোজন করান যায়, তাহাতে যে মহাফল লাভ হয়, বেদানভিজ্ঞ বহু ব্রাহ্মণকে ভোজন করাইলেও সেরূপ ফল লাভ হয় না। প্রত্যুত বেদানভিজ্ঞ ব্যক্তি দৈব ও পৈত্র কার্য্যে যত গ্রাস ভোজন করেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তা মৃত্যুর পর [illegible] নামক অস্ত্র ও লৌহ পি

গ্রাস করিয়া থাকেন"। আজ কাল বঙ্গ দেশে বা অন্য কোথাও শ্রাদ্ধ কার্য্যে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ ভোজন করান হয়, তাহার মধ্যে এক জনও বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ পাওয়া যায় কি না সন্দেহ। এই বেদানভিজ্ঞ ব্রাহ্মণ ভোজনে ক্রিয়াও অঙ্গহীন হয়ই, উপরন্তু ক্রিয়াকর্ত্তাকে নরকে পড়িয়া জ্বলন্ত লৌহ পিণ্ড ভোজন করিতে হইবে। সুতরাং বেদবিদ্যার প্রচারের অত্যাবশ্যকতা দেখিয়াই ভারত বর্ষীয় আর্য্যধর্ম্মপ্রচারিণী সভা ৺ কাশীধামে বেদবিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। ধর্ম্মপ্রচার-কার্য্যের ব্যবস্থা ও বেদবিদ্যার পুনরুন্নতি এই দুইটি কার্য্যই সভার গুরুতর লক্ষ্য।

এই গুরুতর উদ্দেশ্য সাধনার্থ সভার বহু অর্থের প্রয়োজন। বিগত কয় বর্ষের মধ্যে সভার ও তাহার অঙ্গ স্বরূপ বেদ বিদ্যালয়ের কার্য্যার্থ যে অর্থ সংগৃহীত হইয়াছে, তাহা নিম্নলিখিত রাজা মহারাজা, মহারাণী, জমীদার ও ধনাঢ্য উচ্চপদস্থ শিক্ষিত মহোদয় গণের নিকট হইতে পাওয়া গিয়াছে।

৺ রায় অন্নদাপ্রসাদ রায় বাহাদুর, কাশিমবাজার ৪০০০৲
শ্রীমতী মহারাণী স্বর্ণময়ী ঐ ২০০০৲
৺ রাজা তারেশ চন্দ্র পাণ্ডে পাকুড় ১৫০০৲
শ্রীযুক্ত বাবু রঘুনাথ দাস, জমীদার ঢাকা ১০০০৲
৺ অভয়া চরণ মিত্র রায় বাহাদুর ঐ ৫০০৲
বিবিধ ৪০০০৲
শ্রীযুক্ত মহারাজা দ্বারভাঙ্গাধীশ
মাসিক ২০৲ এবং এককালীন ১২৫৲
শ্রীযুক্ত রাজা মহিমা রঞ্জন রায়, কাকিনা, মাসিক ১০৲
শ্রীযুক্ত দেবেন্দ্র নাথ দত্ত, দেওয়ান হাতুয়া রাজ
মাসিক ৫

ইহা ছাড়া মুষ্টি ভিক্ষাতেও কিছু২ অর্থাগম হইয়া থাকে।

উল্লিখিত অর্থের কিয়দংশ হইতে মুদ্রাযন্ত্র ও অক্ষরাদি ক্রয় করা হইয়াছে। সভার কর্ম্মচারীদের বেতন, বেদবিদ্যালয়ের পণ্ডিতগণের মাসিক বৃত্তি ও ছাত্র গণের বৃত্তি ও ছাত্রাবাসের ব্যয় আদি উক্ত টাকা দ্বারা সম্পন্ন হইতেছে। সম্প্রতি ২০০০৲ টাকা দিয়া কাশীধামে সভা ও বেদবিদ্যালয়ের বাটী নির্ম্মাণ জন্য এক খণ্ড ভূমি ক্রয় করা হইয়াছে। অবশিষ্ট টাকা কতক পাকুড়ের রাজবাটীতে ও কতক সেভিংস্ ব্যাঙ্কে গচ্ছিত আছে। সভার বিস্তৃত বিবরণ যদি কেহ জানিতে চাহেন, তাহা হইলে অনুগ্রহ করিয়া এক খানা দুই পয়সার ষ্ট্যাম্প সহিত আমার নামে পত্র লিখিলে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত হইবেন।

সভার কার্য্য চিরস্থায়ী করিবার জন্য এক্ষণে একটি "ধর্ম্ম-নিকেতন" নির্ম্মাণ করা স্থির হইয়াছে। সেই নিকেতনে বেদবিদ্যালয়, বৈদিক পুস্তকালয় থাকিবে ও বৈদিক ছাত্র গণকে যজ্ঞাদি বৈদিক ক্রিয়া সমূহের অনুষ্ঠান শিখাইবার জন্য যজ্ঞশালা প্রস্তুত হইবে। বৈদিক ছাত্রাবাস সেই বাড়িতে থাকিবে। ছাত্র গণকে পুরাকালের মত রীতি মত ব্রহ্মচর্য্য ও স্মৃতি, পুরাণ, তন্ত্রাদি বিহিত আনুষ্ঠানিক ক্রিয়া কলাপ শিক্ষা দেওয়া হইবে। আজকাল শান্তি স্বস্ত্যয়নাদি ক্রিয়া প্রায়ই ফলদায়ক হয় না, তাহার কারণ পূর্ব্বের মত ব্রাহ্মণ্যতেজবিশিষ্ট সাত্ত্বিক ব্রাহ্মণ দ্বারা ক্রিয়া সমূহ অনুষ্ঠিত হয় না বলিয়া। হিন্দুর প্রত্যক্ষ ফলদায়ী আনুষ্ঠানিক কর্ম্ম সকল যে শিক্ষার অভাবে দিন২ নিষ্ফল ও লোকের অবিশ্বাসজনক হইয়া উঠিতেছে, এই জাতীয় "ধর্ম্ম-নিকেতনে" সেই কার্য্যকরী শিক্ষা প্রদত্ত হইবে। ধর্ম্মব্যাখ্যা, ধর্ম্মোপদেশ, বক্তৃতা আদির জন্য উক্ত মন্দিরে প্রশস্ত গৃহ নির্ম্মিত হইবে। মুদ্রাযন্ত্র ও সভার কার্য্যালয় উক্ত নিকেতনের মধ্যেই থাকিবে।

এই নিকেতন নির্ম্মাণ জন্য বহু অর্থের প্রয়োজন। হিন্দুর এই জাতীয় চেষ্টা নব দিনে এই জাতীয় সদনুষ্ঠানের জন্য হিন্দুর সমবেত শক্তির সাহায্যের প্রয়োজন। হিন্দু জন সাধারণ সাহায্য না করিলে এ গুরুতর কার্য্য সম্পন্ন হইবে না। হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্ম মন্দির সংস্থাপনার্থ

হিন্দুগণ সাহায্য না করিলে আর কে করিবে? হিন্দুর কার্য্যে হিন্দু ভিন্ন আর কাহার কাছে আমরা সাহায্যের আশা ভরসা পাইব? হিন্দুর সৎকর্ম্মে হিন্দু ভিন্ন আর কাহার মুখের দিকে আমরা তাকাইব? কত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র উপধর্ম্ম-সমাজ-মন্দির ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র সম্প্রদায়ের সমবেত শক্তির সাহায্যে প্রস্তুত হইয়া সগর্ব্বে বুক ফুলাইয়া দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। আর এই বিশাল বিরাট হিন্দুসমাজের সমবেত শক্তির সাহায্যে একটা হিন্দুর জাতীয় ধর্ম্মমন্দির প্রস্তুত হইবে না, ইহা ভাবিতেও প্রাণ শিহরিয়া উঠে। হিন্দু সমাজ! জাগ্রত হও, নিজ জীবনী শক্তির পরিচয় দাও! যাহারা তোমার জীর্ণ শীর্ণ কঙ্কাল দেখিয়া টিট্‌কারী দিতেছে, যাহারা তোমাকে নিরুৎসাহ—নিশ্চেষ্ট—জড় বলিয়া অবজ্ঞার হাঁসি হাসিতেছে, একবার কার্য্যকারিতার তড়িৎ শক্তি ছুটাইয়া তাহাদিগকে স্তম্ভিত করিয়া দাও, তোমার মহীয়সী শক্তির অপূর্ব্ব বিকাশে বিপক্ষগুলো চমকিত হইয়া যাউক। ধর্ম্মের জয় জয় ধ্বনিতে গগণ মণ্ডল পরিপূর্ণ হউক।

ধর্ম্মের জন্য হিন্দু অর্থব্যয় করিতে ত পশ্চাৎপদ নহেন। তাই ভরসা হইতেছে আমাদের আশা পূর্ণ হইবে। অজস্র অর্থ ব্যয় করিয়া কত ধর্ম্মাত্মা কত ধর্ম্ম কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন, বঙ্গের এক এক জন ধনী পিতৃ মাতৃ শ্রাদ্ধোপলক্ষে এক লক্ষ দেড় লক্ষ টাকা ব্যয় করিয়া থাকেন, কিন্তু বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণাভাবে সমস্ত কর্ম্মই যে পণ্ড হইয়া যাইতেছে! সুতরাং বেদবিদ্যার পবিত্র মন্দির স্থাপনার্থ প্রত্যেক হিন্দুরই যত্ন করা উচিত। প্রত্যেক হিন্দুর নিকট অন্ততঃ তাঁহার এক দিনের আয় এক কালীন সাহায্য আমাদের প্রার্থনীয়। এই জাতীয় ধর্ম্মমন্দির সংস্থাপনার্থ দেশ দেশান্তরে চাঁদা সংগ্রহ করিবার জন্য পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত ভূদেব কবিরত্ন সাংখ্যতীর্থ মহাশয় ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার স্বধর্ম্ম পরায়ণ হিন্দু মহাত্মাগণ যাঁহার যাহা সামর্থ্য তদনুসারে এই কবিরত্ন মহাশয়কে ধর্ম্মমন্দিরের সাহায্যার্থ যাহা কিছু সাহায্য দিবেন, তাহাও আমরা এখানে প্রাপ্ত হইব। সভার মুখপাত্র "ধর্ম্মপ্রচারক" নামক মাসিক পত্রে দাতাগণের নাম ও দানপ্রাপ্তি আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত প্রকাশ করিব। নিজ জাতীয় উন্নতির মঙ্গলময় অনুষ্ঠানকে যাঁহারা অন্তরের সহিত ভালবাসেন, যে শিক্ষায় স্বদেশের স্বধর্ম্মের দুরবস্থা দেখিয়া হৃদয় ব্যাকুল হয়, সেই শিক্ষা যাঁহারা প্রাপ্ত হইয়াছেন, আশা করি, সেই শিক্ষিত সমাজের কাছে আমাদের প্রার্থনা অগ্রাহ্য হইবে না।

ধর্ম্মপ্রচারকের প্রত্যেক অনুগ্রাহক গ্রাহকের নিকট প্রার্থনা যে তাঁহারা যেন তাঁহাদের একদিনের আয় এই মহৎকার্য্যে দান স্বরূপ ডাক যোগে আমার নিকট প্রেরণ করেন এবং যাহাতে তাঁহাদের অনুগত বন্ধু বান্ধবের নিকট হইতেও সাহায্য পাওয়া যায়, তাহার যত্ন করেন।

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
অবৈতনিক সম্পাদক
ভারতবর্ষীয় আর্য্যধর্ম্ম প্রচারিণী সভা।
৮ কাশীধাম।

দেব-দামলেদার।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

ইহ সংসারে, কেহ সম্পূর্ণ রূপে সুখী হইতে পারে না। যে মহাপুরুষ অপরের হিতব্রতে জীবন যাপন করেন, মধুর সম্ভাষণে সকলকে পরিতুষ্ট করেন এবং ভগবানের আরাধনায় জীবন অতিবাহিত করেন, তিনিও দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়িয়া দুঃখ ভোগ করিয়া থাকেন। এমনও ঘটিয়া থাকে যে, যে ব্যক্তি কোন মহাপুরুষের নিকট হইতে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছে, সে

ইহা স্বভাবের বিরুদ্ধ হইলেও অসম্ভব নহে। যে ব্যক্তি লোকের কাছে নিরপেক্ষ ও ধার্ম্মিক বলিয়া পরিচিত, সকলেই যাহার যশ ঘোষণা করিতেছে সকলেই যাহার কাছে সৎ পরামর্শ পাইবার জন্য আগমন করিতেছে, অন্য এক মহাজনের প্রতিপত্তি ও সদ্গুণে যদ্যপি তিনি হীনপ্রভ হয়েন, তাঁহাকে অপেক্ষা করিয়া যদি লোকে এই নব আগত মহাজনের কাছে যাতায়াত করে, তাহা হইলে প্রথমোক্ত ব্যক্তি উদার-ভাবাপন্ন না হইলে, উল্লিখিত মহাজনের অনিষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পান। তিনি বাহ্য তাঁহার প্রশংসা করেন, তিনি যে তাঁহা অপেক্ষা হীন তাহা স্বীকার করেন, এমন কি, কোন২ বিষয়ে তাঁহার সাহায্য লইয়া থাকেন, কিন্তু ভিতরে২ হিংসানল প্রবল হইয়া তাঁহাকে বিদগ্ধ করে। তাঁহার পূর্ব্বকার প্রতিষ্ঠা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহার আর সাধারণের নিকট সে প্রকার সমাদর নাই। সুতরাং যাহাতে তিনি তাঁহার পূর্ব্বকার গৌরব পুনঃ প্রাপ্ত হয়েন, তৎপক্ষে বদ্ধপরিকর হয়েন, এবং ছলে ও কৌশলে এই প্রতিভাশালী মহাজনের অনিষ্ট করিবার জন্য প্রয়াস পাইয়া থাকেন। এমনও ঘটিতে দেখা গিয়াছে যে, কোন ধার্ম্মিক ব্যক্তি একটী উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছেন, তিনি ন্যায়পথে থাকিয়া বিষয়-কার্য্য নির্ব্বাহ করিতেছেন, কোন নিকৃষ্ট উপায়ে অর্থ উপার্জ্জন করিবার চেষ্টা তাঁহার একেবারেই নাই। তিনি যেমন নিজে সৎপথ অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার অধীনস্থ ব্যক্তিগণ সেই ভাবে কার্য্য করে ইহাই তাঁহার ইচ্ছা। সুতরাং, তিনি তাহাদের কার্য্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া থাকেন। কিন্তু লোভী এবং অন্যায় উপার্জ্জনে আসক্ত ব্যক্তির পক্ষে এই উচ্চপদস্থ ব্যক্তির কার্য্য-প্রণালী কি প্রকারে প্রীতিকর হইতে পারে? মাসিক বেতনের উপর তাহাদের নির্ভর করিয়া থাকিতে হয়। অতিরিক্ত উপার্জ্জনের আশাকে তাঁহাদিগকে একেবারে জলাঞ্জলি দিতে হয়। এমনও ঘটিয়া থাকে যে, কোন লোভী উচ্চপদস্থ ব্যক্তির সময়ে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণ অসদুপায়ের দ্বারা উপার্জ্জন করিতেছেন, এবং সকলে এই উপার্জ্জিত অর্থ বণ্টন করিয়া লইতেছেন। বলিতে কি উক্ত উচ্চপদস্থ ব্যক্তিও ইহার অংশ গ্রহণ করিতেছেন। এমন সময়ে, এক জন ধার্ম্মিক ব্যক্তি এই উচ্চপদে অভিষিক্ত হইয়া ন্যায়পথ অবলম্বন করিলে তাঁহার অধীনস্থ কর্ম্মচারীগণের অন্যায় উপার্জ্জনের পথ একেবারে রুদ্ধ হইয়া যায়। তাঁহারা আপনাদিগকে ক্ষতিগ্রস্ত বিবেচনা করেন, এবং যাহাতে এই ধার্ম্মিক ব্যক্তি অপদস্থ হয়েন তৎপক্ষে তাঁহারা যত্নবান্ হয়েন।

যশোবন্ত রাও দুষ্ট লোকের চক্রান্তে পড়িলেন। তাঁহার জীবন-চরিত্র-লেখক ইহার কোন কারণ উল্লেখ করেন নাই। অপরের হিত সাধন তাঁহার জীবনের একটী প্রধান ব্রত ছিল। তাঁহার কাছে শত্রু মিত্র ভেদ ছিল না যে ব্যক্তি তাঁহার অনিষ্ট চেষ্টা করিত, তিনি তাহারও উপকার করিতেন। বলিতে কি, তিনি কাহাকেও শত্রু ভাবে থাকিতে দিতেন না। সকলকেই মিত্র করিয়া লইতেন। সুতরাং তাঁহার প্রতি লোকের চক্রান্ত বিস্ময়জনক বলিতে হইবে। কিন্তু মন্দলোকের স্বভাব অতি বিচিত্র। স্বীয় অভীষ্ট সাধন করিবার জন্য সে না করিতে পারে এমন কার্য্যই নাই। কতক গুলি লোকে তাঁহার বিপক্ষে এই বলিয়া গবর্ণমেণ্টে আবেদন করিল যে, তিনি সমস্ত দিনই লোক জনকে সম্ভাষণ ও তাহাদের পূজা গ্রহণ করিয়া থাকেন, সুতরাং তাঁহার বিষয়কার্য্যে ক্রটী হইয়া থাকে। যে দুইটী কারণের কথা পূর্ব্বে উল্লেখ করা গিয়াছে, বোধ হয় তাহার দ্বিতীয় কারণটীর জন্য এই চক্রান্তটী হইয়াছিল। বোধ হয়, তাঁহার অধীনস্থ লোভী কর্ম্মচারীগণই তাঁহার বিপক্ষে আবেদন করিয়াছিলেন। সে যাহা হউক; এই আবেদনের ফলে, যশবন্ত রাও কর্ম্মচ্যুত হইলেন। তিনি তাঁহার পক্ষ সমর্থন করিয়া গবর্ণমেণ্টকে

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায় ।

ধর্ম্ম প্রচারক।

"কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
পর সম্বিসৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেত"।

১৫শ ভাগ
১০ম সংখ্যা

"এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥"

শকাব্দা ১৮১৪
মাঘ মাস

যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তির পর।

বিনায়কঃ কর্ম্মবিঘ্ন সিদ্ধ্যর্থং বিনিয়োজিতঃ।
গণানা মাধিপত্যেচ রুদ্রেণ ব্রহ্মণা তথা ॥

রুদ্র ও ব্রহ্মা কর্ত্তৃক, কর্ম্ম সকলের "বিঘ্ন এবং পুষ্পদন্তাদি গণ সকলের আধিপত্যে বিনায়ক নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

তেনোপসৃষ্টোযস্তস্য লক্ষণানি নিবোধত।
স্বপ্নেবগাহতেত্যর্থং জলং মুণ্ডাংশ্চপশ্যতি ॥

বিনায়ক কর্ত্তৃকগৃহীত যে ব্যক্তি তাহার লক্ষণ সকল অবধারণ কর। সেই ব্যক্তি স্বপ্নে আপনাকে জলে অত্যন্ত অবগাহন করিতে ও মুণ্ডিত মস্তক মনুষ্যকে দর্শন করে।

কাষায় বাসসংশ্চৈব ক্রব্যাদাংশ্চাধিরোহতি।
অন্ত্যজৈর্গর্দ্দভৈরুষ্ট্রৈঃ সহৈকত্রাবতিষ্টতে ॥

স্বপ্নে রক্ত বস্ত্র ধারী এবং আমমাংস ভোজীর ও আপনাকে অন্ত্যজ (চাণ্ডালাদি) জাতি সহিত একত্র গর্দ্দভ ও উষ্ট্রের উপর অবস্থিত দর্শন করে।

ব্রজস্তমপিচাত্মানং মন্যতেনুগতংপরৈঃ।
বিমনাবিফলারম্ভঃ সংসীদত্যনিমিত্ততঃ ॥

গমনকারী আপনাকে, পশ্চাদ্গত শত্রু বলিয়া বোধ করে; সর্ব্বদা চিত্ত বিক্ষিপ্ত থাকে, আরব্ধ কার্য্য সকল সিদ্ধ হয় না। ও অকারণ অবসন্ন হইতে থাকে।

তেনোপসৃষ্টো লভতেনরাজ্যং রাজনন্দনঃ।
কুমারীচ নভর্ত্তারমপত্যং গর্ভ মঙ্গনাঃ ॥

তৎকর্ত্তৃক গৃহীত হইলে রাজ নন্দন রাজ্য লাভ করিতে পারেন না, কুমারীর পতি লাভ হয় না ও গর্ভ ধারণ যোগ্যা স্ত্রী গর্ভিণী হয়েন না।

আচার্য্যত্বং শ্রোত্রিয়শ্চ ন শিষ্যোধ্যয়নন্তথা।
বণিগ্লাভং নচাপ্নোতি কৃষিঞ্চাপি কৃষীবলঃ ॥

শ্রোত্রিয় আচার্য্য হয়েন না, শিষ্য বিদ্যা লাভ করিতে পারেন না, বণিক লাভ বান্ হইতে পারে না ও কৃষক সকল শস্য পায় না।

স্নপনংতস্য কর্ত্তব্যং পুণ্যেহ্নিবিধি পূর্ব্বকং।
গৌর সর্ষপকল্কেন সাজ্যেনোৎ সাদিতস্যচ ॥

(অতএব) পশ্চাল্লিখিত বিধি পূর্ব্বক পুণ্যাহে তাহাকে স্নান করান কর্ত্তব্য (প্রথমতঃ) সাদা সরিষার খলি ঘৃতের সহিত মাখাইবে।

সর্ব্বৌষধৈঃ সর্ব্বগন্ধৈ র্বিলিপ্ত শিরসস্তথা।
ভদ্রাসনোপবিষ্টস্য স্বস্তি বাচ্যা দ্বিজা শুভাঃ ॥

অনন্তর সর্ব্বৌষধি * ও সকল গন্ধ তাহার মস্তকে

* মুরামাংসি বচাকুষ্ঠং শৈলেয়ং রজনীদ্বয়ং শঠী চম্পক মুস্তঞ্চ সর্ব্বৌষধিগণ স্মৃতঃ।

লেপন করিবে এবং ভদ্রাসনে বসাইয়া ব্রাহ্মণ সকল স্বস্তি বাচন করিবেন।

ক্রমশঃ।

সত্য ও মিথ্যা কথা।

সত্যং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং ব্রূয়াৎ ন ব্রূয়াৎ সত্যমপ্রিয়ম্।
প্রিয়ঞ্চ নানৃতং ব্রূয়াৎ এষ ধর্ম্ম সনাতনঃ॥
মনুঃ ৪ অঃ ১৩৮।

সদা সত্য কথা বলিবে, মিথ্যা কথায় মহাপাপ এই কথাই লোকের মুখে শুনিতে পাওয়া যায়। অনেক আধুনিকগণ তাহা আবার গ্রন্থাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া নিজ ২ বিদ্যাবত্তার পরিচয় দিয়া থাকেন; কিন্তু কথাটার সত্যাসত্যের দিকে কাহারও আদৌ দৃষ্টি নাই; অথচ ইহাকেই ভিত্তি করিয়া মিল্ প্রভৃতি আদি বৈলাতিক ঐতিহাসিকগণ ভারতবাসী গণকে পাষণ্ড মিথ্যাবাদী ও পাদরীগণ মহামুনি মনু আদিকে সত্যের অপলাপকারী বলিয়া অবমাননা করিতে ত্রুটী করেন নাই। বাস্তবিক পক্ষে এই রূপ ব্যবহারে কে যে সত্যের অপলাপ করিয়াছে, তাহা ভগবানই দেখিতেছেন। আবার তদ্দেশীয় ও অত্রত্য হিন্দু নাম ধারী প্রাচ্যপণ্ডিতাভিমানীগণ (Orientalist) তাঁহাদেরই উক্তির "অনুবাদ" করিয়া অসত্য জগতের সভ্য সমাজে কালিমাময় কীর্ত্তিকলাপ লাভোদ্দেশে কিনা কষ্ট কল্পনা করিতেছেন? কেবল মহামতি ম্যাক্স্ মুলর সাহেবই কথঞ্চিৎ নিরপেক্ষতার বশবর্ত্তী হইয়া তাঁহার "India what can it teach us?" নামক গ্রন্থে ভারতবাসীর এই কলঙ্ক অপনোদনের চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তাহাতে তিনি শাস্ত্রের যুক্তি অবলম্বন না করিয়া নিজ বুদ্ধি বল সাধ্য উপায়ে হিন্দু চরিত্র চিত্রিত করিয়াছেন; তাঁহার সাধু প্রকৃতির ইহাতে পরিচয় পাওয়া যায় বটে, কিন্তু ইহার দ্বারা তিনি স্বদেশীয়গণের হৃদয় হইতে ভারতবাসীর প্রতি অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ও বিদ্বেষ বুদ্ধি রূপ বিষশেল্য উদ্ধারে কত দূর সমর্থ হইয়াছেন বলা যায় না। বস্তুতঃ, তিনি অনেক সময়ে স্বয়ংই সন্দিহান হইয়াছেন, এবং যেন কেন প্রকারেণ হিন্দু চরিত্রের মিথ্যাপবাদ ক্ষালনে যত্ন করিয়াছেন। শাস্ত্রের সূক্ষ্ম সিদ্ধান্তে অবিশ্বাস ও তদনুযায়ী সরল পথের অনবলম্বনই ইহার এক মাত্র কারণ। আজকালকার দিনে ম্যাক্স্ মুলর সাহেবের মত লোকের কেবল মাত্র সংস্কৃত ভাষাভিজ্ঞ হইয়া এতদূর হিন্দুপক্ষ সমর্থন মন্দের ও ভাল *. তবে আমরা হিন্দু চরিত্রের ঐরূপ প্রতিকৃতি দেখিতে ইচ্ছা করিনা; উহা বিলাতী সমাজে শোভা পাইতে পারে, হিন্দুর কাছে উহা দূরপনেয় কলঙ্ক, শাস্ত্রের অমর্য্যাদা মাত্র। অধুনাতন ভারতের বিভিন্ন প্রদেশীয় হিন্দুগণের চরিত্র চর্চ্চায় আমরা বসি নাই, কিন্তু স্বধর্ম্ম পরায়ণ আর্য্যসন্তানগণের প্রতি সত্যাসত্য সম্বন্ধে শাস্ত্রে কি মহৎ উপদেশ আছে, তাহারই কিঞ্চিৎ অদ্য পাঠকগণকে উপহার দিতে অভিলাষী হইয়াছি।

পাদরী ও তাঁহাদের প্রাচ্যপণ্ডিতাভিমানী অনুচরগণ না বুঝিয়াই মনুসংহিতার শপথ সম্বন্ধে একটী শ্লোক লইয়া ন ভূত ন ভবিষ্যতি রূপে গালাগালি দিতে কিছু মাত্রও কুণ্ঠিত হন নাই। পাশ্চাত্য প্রভু পাদেরা ও তাঁহাদের শিষ্যগণ "সত্য কথা" কেই শ্রেষ্ঠ বলিয়া জানেন, কিন্তু শীর্ষস্থ শ্লোকে পাঠক দেখিবেন মনু সত্যেরই সম্মান করিয়াছেন। মনুর মতে সত্য "কথার" কোন মূল্য নাই। পাশ্চাত্য বৃথা দোষারোপ দূর করিবার পূর্ব্বে শাস্ত্রীয় সত্য নিরূপণের বিষয়ও কিছু অবগত হওয়া আবশ্যক।

* সনাতন কাল হইতে হিন্দু দিগের হৃদয়ে অচলা রাজভক্তি বিদ্যমান রহিয়াছে, হিন্দু দিগের প্রতি পক্ষপাত শূন্য হইয়া বিশ্বাস করিলেই ইংরাজ রাজ্যে সুখ শান্তি চির বিদ্যমান থাকিবে, উভয় জাতির পরস্পর সৌহার্দ্দেই রাজলক্ষ্মী অচঞ্চলা থাকিবেন, ইত্যাদি ভাব গম্ভীর উক্তিতে ম্যাক্স্ মুলর সাহেব স্বীয় দূরদর্শিতার বিশেষ পরিচয় দিয়াছেন। হিন্দু দিগের প্রতি অবিশ্বাসই রাজ পুরুষ দিগের মনে মলিনতা আনিয়া দিতেছে।

"সত্য কথা" বলিলে কোন ভাবগ্রহই হয় না, যে হেতু কথার—শব্দের কোন সত্যতা নাই। তবে সত্য প্রতিপাদক কথা এইরূপ মধ্যপদ লোপী সমাসের দ্বারা ব্যুৎপত্তি সাধিত হইতে পারে। এক্ষণে জিজ্ঞাস্য সেই সত্য কি এবং তাহা কথার দ্বারা প্রতিপাদন হয় কি না? নাম ও রূপের * পরিবর্ত্তনে সত্য ভাবান্তর প্রাপ্ত হয় না। সত্য শব্দের দ্বারা সাধ্য নহে, তবে সত্যে অবস্থিত হইয়া যাহা বলা যায়, তাহা তাহারই আভাস প্রকাশ করিয়া থাকে। এই জন্যই ব্যাসের পূর্ব্বোক্তি স্মরণ করিয়া মাতার কথানুসারে যুধিষ্ঠির দ্রৌপদীকে পঞ্চ ভ্রাতায় ধর্ম্মপত্নীরূপে গ্রহণ করিতে প্রস্তাব করিলে যখন রাজা দ্রুপদ তাহা অশাস্ত্রীয় ভাবিয়া সন্দেহ বশতঃ কহিলেন "হে কুরুনন্দন! শাস্ত্র বিধানানুসারে এক ব্যক্তির বহুপত্নী হইয়া থাকে; পরন্তু এক নারীর বহুপতি কখনও শুনি নাই। হে কৌন্তেয়! তুমি শুচি ও ধর্ম্মজ্ঞ হইয়া কি প্রকারে লোক ও বেদবিরুদ্ধ অধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে প্রবৃত্ত হইতেছ? কি নিমিত্ত তোমার ঈদৃশ বুদ্ধি হইল? ধর্ম্মাত্মা যুধিষ্ঠির তখন এই মাত্র বলিয়াছিলেন, মহারাজ! ধর্ম্মপথ সূক্ষ্ম, তাহার গতি আমরা জ্ঞাত হইতে পারি না, পরন্তু পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারা যে পথে গিয়াছেন, আমারা সেই পথেই অনুগমন করিব। হে রাজন্! আমার মাতা ঐরূপ আদেশ করিয়াছেন এবং ইহা আমারও মনোগত হইয়াছে; অতএব ইহা অবশ্যই সনাতন ধর্ম্ম, কারণ আমার বাগিন্দ্রিয় কখনও মিথ্যা কহে না, আমার মনও অধর্ম্মানুসারী নহে। আপনি এই মতে কার্য্য করুন, আর বিচার করিবার প্রয়োজন নাই। হে পার্থিব! এ বিষয়ে আপনি কোন মতে শঙ্কা করিবেন না। তাঁহাদের কথোপকথন কালে ভগবান্ দ্বৈপায়ন আসিয়া উপস্থিত হইলে তাঁহার উপদেশ আকাঙ্ক্ষায় দ্রুপদ কহিলেন, "হে দ্বিজ সত্তম! কুত্রাপি বহু ব্যক্তির এক পত্নী নাই, সুতরাং এই কর্ম্ম লোকাচার ও বেদ বিরুদ্ধ প্রযুক্ত অধর্ম্ম্য বোধ হইতেছে। পূর্ব্ব পূর্ব্ব মহাত্মারাও কখন এ ধর্ম্ম আচরণ করেন নাই। বিদ্বান্ ব্যক্তির অধর্ম্ম পথে পদার্পণ করা কোন প্রকারে বিধেয় নহে; এই নিমিত্ত আমি এই কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইতে সাহস করিতে পারি না। এই ধর্ম্ম আমার নিকট সর্ব্বদাই সন্দিগ্ধ রূপে প্রতিভাত হইতেছে। ধৃষ্টদ্যুম্নও কহিলেন, হে ব্রহ্মন্! আপনি দ্বিজ শ্রেষ্ঠ এবং তপোবল সম্পন্ন; বলুন দেখি, জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা সদ্বৃত্ত হইয়া কি প্রকারে কনিষ্ঠ ভ্রাতৃবধূর নিকট অভিগমন করিতে পারে? ধর্ম্ম অতিশয় সূক্ষ্ম, এ প্রযুক্ত আমরা কোন মতেই তাহার গতি বুঝিতে পারি না, সুতরাং কোন্ বিষয় ধর্ম্ম ও কোন বিষয় অধর্ম্ম, তাহা নিশ্চয় করিতে অসমর্থ; অতএব দ্রৌপদী পঞ্চ জনের ভার্য্যা হউন, ইহা সাহস পূর্ব্বক আমরা বলিতে পারি না।" সত্যবাক্ যুধিষ্ঠির তখনও পুনরায় কহিলেন, "আমার বাক্য কখনও বিতথ-রূপা কহে না, মতিও কখন অধর্ম্মে অনুরাগী হয় না, এ বিষয়ে আমার মনেরও প্রবৃত্তি হইতেছে; অতএব ইহা কোন প্রকারেই ধর্ম্ম বিরুদ্ধ বলিয়া বোধ হইতেছে না। হে ধর্ম্মজ্ঞ শ্রেষ্ঠ! কথিত আছে যে গুরু যেরূপ আজ্ঞা করেন, তাহাই ধর্ম্ম এবং সমস্ত গুরুর মধ্যে মাতাই পরম গুরু; সেই পরম গুরু মাতা আমাদিগকে আজ্ঞা করিয়াছেন যে ভিক্ষা দ্রব্যের ন্যায় তোমরা সকলে ভোগ কর, হে দ্বিজোত্তম! এই নিমিত্ত আমি এই কর্ম্ম পরম ধর্ম্ম বিবেচনা করিয়াছি।" অনন্তর ভগবান্

* নামই কালের বাচক, এবং আকাশই রূপের আধার। শব্দ দ্বারা কালগতি নির্ণয় ও আকাশের অবস্থিতিতে রূপের অস্তিত্ব বোধ হয়। শব্দ ও রূপ ভিন্ন ২ ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য হইলেও আকাশেরই অবান্তর ভেদ মাত্র, এই জন্য আর্য্য দর্শন শাস্ত্রে পাশ্চাত্য মতানুরূপ সৃষ্টি জ্ঞান জন্য সময়ের পৃথক্ অস্তিত্ব স্বীকৃত হয় নাই। সময়ের তত্ত্ব আকাশ তত্ত্বেই নিহিত রহিয়াছে। পাশ্চাত্য মতানুযায়ী ঘটনা পরম্পরা হইতে সময়ের নির্ণয় আকাশের অস্তিত্বের সাপেক্ষ। অবকাশ বা আকাশের অভাব হইলে কোন ক্রিয়াই হইতে পারে না।

ব্যাসদেব পূর্ব্ববৃত্ত কথার দ্বারা ঐ কার্য্য যে সনাতন ধর্ম্ম এবং যুধিষ্ঠির যে যথার্থই বলিয়াছেন, তাহা প্রমাণ করিয়া ক্রুদ্ধাদির সন্দেহ নিরসন করিলেন।

পাদরী গণ যাঁহারা শাস্ত্রের সর্ব্বত্রই প্রমাদ পূর্ণ দেখেন এবং তাঁহাদের ভারতীয় শিষ্য প্রশিষ্যগণ-যাঁহারা শাস্ত্রের যথা তথা গোমাংসের গন্ধ পান, তাঁহারা চর্ব্বিত চর্ব্বিত মার্জ্জিত বুদ্ধিতে শাস্ত্রের সূক্ষ্ম মীমাংসার ছিদ্রানুসন্ধানের পূর্ব্বে বিলাতি কবি পার্ণেল প্রণীত Hermit ও তৎসদৃশ উপদেশ সমন্বিত কবিতাদি পোড়াইয়া ফেলুন, এবং তাঁহাদের বিবেক বিচার বিরুদ্ধ ঈশ্বরের কার্য্য গুলিকে শয়তানের অনুগ্রহ মনে করুন, আর সমালোচনার দ্বারা "ঈশ্বরাসিদ্ধেঃ" বলিয়া কবির লড়াই করুন।

অস্তি-ভাতি-প্রিয় রূপে বর্ত্তমান সচ্চিদানন্দ বিগ্রহ পর ব্রহ্মই স্বতঃ সিদ্ধ সত্য, এবং সেই তৎপদার্থই শব্দময় নাম রূপের ও আদি ও আধার * সেই অভিন্ন নিমিত্তোপাদান কারণের সত্তাতেই শব্দের—কথার সত্তা, তাঁহার অস্তিত্বেই ইহার অস্তিত্ব, তাঁহাকে ছাড়িয়া ইহার আর পৃথক্ মর্য্যাদা নাই। সেই ওত প্রোত ভাবে বিদ্যমান সত্য সম্বন্ধেই "সত্যমেব জয়তে না নৃতম্" বলা যায়। সেই সত্তারূপ সত্যে জগৎ অবস্থিত আছে, তাহাতেই পদার্থের প্রতীতি ও তাবৎ প্রীতিপ্রদ বোধ হইতেছে। কায়েন মনসা বাচা সেই সত্যানুসরণই শাস্ত্র সঙ্গত কার্য্য। অজ্ঞানীর সমক্ষে আপাতবিরোধী হইলেও প্রকৃত সত্যানুষ্ঠানে যাহাতে সন্দেহ না হয়, তজ্জন্যই শাস্ত্রে বিধি ব্যবস্থা আছে। শাস্ত্রানুকূল কার্য্যই ধর্ম্ম, তাহার বিপরীতই পাপ। ঈশ্বর কল্প ব্রহ্মজ্ঞ শাস্ত্রকার গণ অভয় দান দ্বারাই সেই অদ্বিতীয়—অভয় পদ প্রাপ্তির উপায় স্থির করিয়াছেন *। জীবনের সমস্ত সংস্কার, সমস্ত কার্য্য, ইহারই জন্য, ইহাই শাস্ত্রীয় ধর্ম্ম। ধর্ম্ম সাধন জন্যই আর্য্য সন্তানের জন্ম, তাঁহার প্রত্যেক কার্য্যই ধর্ম্মাধর্ম্মের কারণ। সেই জন্যই মুমুক্ষুগণ দৈনিক কার্য্যারম্ভের পূর্ব্বে বলিয়া থাকেন—

"প্রাতরুত্থায় সায়াহ্নং সায়াহ্নাৎ প্রাতরন্ততঃ।
যৎ করোমি জগন্মাতঃ তদেব তবপূজনম্॥"

পাশ্চাত্য জ্ঞানে যেরূপ Policy, vice ইত্যাদি শব্দের ছটায় মিথ্যাকে সত্যের সজ্জায় দেখিতে পাওয়া যায়, আর্য্য শাস্ত্রে সেরূপ নাই। শাস্ত্রকারগণ মিথ্যাকে মিথ্যাই বলিয়াছেন এবং যাহা স্বতঃ সত্য তাহাতে মিথ্যার ভান হইলেও চিরকালই তাহা সত্য বলিয়াছেন। সুতরাং সামাজিক বা শ্রৌত, যেমন পাপই হউক না কেন, তাহা শাস্ত্রে পাপ বলিয়াই কীর্ত্তিত হইয়াছে। শাস্ত্রানুসারে মনুষ্য জীবনের প্রতি কার্য্যেরই সহিত ধর্ম্মাধর্ম্ম অনুস্যূত রহিয়াছে; শারীর ক্রিয়া, ভাব ও ভাষার প্রয়োগ যেমন সামান্যই হউক না কেন বিচার পূর্ব্বক করিতে হয়, যে হেতু ধর্ম্ম সাধন দ্বারা অভয় লাভই উদ্দেশ্য। এই অভয় পদ প্রাপ্তির জন্য গৌণ বা মুখ্য প্রত্যেক ক্রিয়াই সদেব সত্য। ইহাতে লৌকিক মিথ্যা অসত্য ভাষণের পাতিত্য দোষ স্পর্শ করে না, কেননা উহা বস্তুতঃ মিথ্যা নহে। যথাযথ উক্তিরূপ লৌকিক সত্য-কার্য্য কারণ বিচার না করিয়া কথার প্রয়োগ সত্য সত্যই মিথ্যা, উহাতে সত্যের সত্তা নাই। মুমূর্ষু দশাগ্রস্ত রোগীকে চিকিৎসক তাহার মৃত্যুকাল আগত প্রায় বলিয়া সত্যবাদী হইবেন অথবা মিথ্যা বলিয়া তাহার জীবনী শক্তির বৃদ্ধি করিবেন? এখানে তাঁহার লৌকিক সত্য কথাই মিথ্যা, কেননা উহা জীবন আশুনাশের হেতু, ভয়োদ্রেকের কারণ,

* আকাশো হ্যবকাশশ্চ আকাশ ব্যাপিতঞ্চ যৎ।
আকাশস্য গুণঃ শব্দঃ নিঃশব্দঃ ব্রহ্ম উচ্যতে॥
উত্তর গীতা।

* দ্বিতীয়াৎ বৈ ভয়ং ভবতীতি শ্রুতিঃ
ঈশ্বরানুগ্রহাদেব পুংসাম দ্বৈত কল্পনা।
মহদ্ভয়াৎ পরিত্রাণাৎ বিপ্রাণামুপজায়তে॥ অবধূত গীতা।

এবং আরোগ্যের আশ্বাস বাণী শুনিতে মিথ্যা হইলেও অভয় প্রদ সত্য স্বরূপ আনন্দ ব্রহ্মের প্রকাশে সমর্থ চিকিৎসা বিশেষ, সুতরাং এখানে মিথ্যাই সত্য। বিশেষতঃ "হাঁ" ও "না" এই কথা দুইটীতেই সত্য মিথ্যা নির্ভর করে না; "হাঁ" বা "না" না বলিলেও প্রকারান্তরে উহাদের অর্থ প্রকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং উদ্দেশ্য ও সত্য রক্ষার দিকে লক্ষ্য করিয়া "না" ও "হাঁ" এর—সত্যের প্রতিপাদক, নচেৎ "হাঁ" ও "না" র পোষক। কোন একটা ঘটনা দেখিলেই মর্ম্ম বোধ হয় না, শুনিয়া আবার বুঝিবার দোষে বা বক্তার অনুরূপ ভাবের অভাবে ঠিক সেই রূপ বোধ হইল না। আবার সময়ান্তরে তৎকালিক ভাবের অভাবে শব্দের বিভিন্নতায়, বাক্য পর্য্যায়ের পরিবর্ত্তনে আরও কত কটা অন্যথা হইয়া থাকে। বিভিন্ন ভাষায় যে আবার কি, মাথা মুণ্ড হইয়া যায়, তাহার তো কথাই নাই। এই রূপে সত্যের পোষাকে মিথ্যা সাজাইয়া কত নিরপরাধীরও যে অকারণ শাস্তি হইয়া থাকে, তাহা কে না জানে? ইহা যে সত্যের অপলাপ নয়, কিরূপে বলিব? সুতরাং শব্দের সত্যতা কোথায়? একই কথা একই ব্যক্তিতে সর্ব্ব সময়ে একার্থক হয় না। লক্ষ হরিনামের পর প্রথম ও শেষ নামে কি পার্থক্য হইল, তাহা যাঁহারা করেন, তাঁহারাই কেবল বলিতে পারেন। দুর্বৃত্ত দস্যু রত্নাকরের "মরা" বলিতে২ কোন্ নিষ্ঠার উদয়ে কিরূপে সমাধি সিদ্ধ হইল, তাহা বাল্মীকিই জানিয়া ছিলেন। অজ্ঞানতার "মরা" ও বিশ্বাসের পূর্ণ বিকাশ কালীন "রাম" নামে কত অন্তর, তাহাও কি বলিয়া দিতে হইবে? রাম প্রসাদের কালী নাম ও মাতালের হাড় কালী বিকট চীৎকারে এবং শ্রী চৈতন্যের হরিবোল আর সেবাদাসী সংযুক্ত বাবাজীগণের হরিবোল (Horrible) এ যে কি পার্থক্য আছে, তাহা প্রত্যেকেরই অনুভব সিদ্ধ। সুতরাং দেখিলাম, ভাব প্রধানই ভাষা। প্রসংগক্রমে শাস্ত্রানুকূল কার্য্য করিলে লৌকিক দৃষ্টিতে অন্যায় বোধ হইলেও ধর্ম্মতঃ তাহা সম্পূর্ণ সঙ্গত, তাহাতে সন্দেহ নাই। ভ্রান্ত বুদ্ধি বিহিত বিচার যে সত্য, কে সাহস করিয়া বলিতে পারে? সত্যের সত্তার লোপ করিয়া অনেক জজ, জুরি ও উকীলগণকে যে নিরয়গামী হইতে হইবে না কে বলিল? মানুষের হাতে দণ্ড হইল বলিয়া তাহাই যে অধর্ম্ম, ইহা কে বলিতে পারে? প্রাণ বধের জন্য প্রাণদণ্ডই যে একমাত্র ঈশ্বরাদিষ্ট ব্যবস্থা তাহারই বা প্রমাণ কি? সকল প্রাণিই তো তাঁহার সমান অনুগ্রহ নিগ্রহের পাত্র। তবে মনুষ্য বধ জন্য প্রাণ দণ্ডের ব্যবস্থা ধর্ম্ম সঙ্গত কিরূপে বলা যাইতে পারে? অন্য উপযুক্ত উপায় উদ্ভাবনে অসমর্থ হইয়া রাজা যে বিধান করেন, তাহা মনুষ্য লোকের ক্ষণিক শান্তিকর হইতে পারে, কিন্তু তাহা কখনই শ্রেষ্ঠ উপায় নহে। এইরূপ বিষয় সম্পর্কে প্রকৃত পথ না জানায় রাজাকে পাপ গ্রস্ত হইতেই হয়। অপরোক্ষ জ্ঞান সম্পন্ন হইয়া জনকাদির ন্যায় প্রারব্ধ কর্ম্ম স্বরূপ বিষয় ভোগ ব্যতীত নিষ্পাপ বিষয় সেবা অসম্ভব। এই জন্য মিথ্যা নরক দেখাইয়া

যুধিষ্ঠিরকে বলিয়াছিলেন, যে রাজা মাত্রকেই নরক দেখিতে হয়। ইহা রাজা নামেরই দোষ বলিতে হইবে। বিষয়ের অপকৃষ্টতা দর্শনই উদ্দেশ্য। বিদ্বানগণ এই হেতুই বিষয়কে বিষতুল্য দেখিয়াছেন। যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা নরকে গমন ও তৎ কর্ত্তৃক দ্রৌপদী, ভীমার্জ্জুন, কর্ণ প্রভৃতির নরক যন্ত্রণায় আর্ত্তনাদ শ্রবণ ইত্যাদি সর্ব্বৈব ধর্ম্ম কর্ত্তৃক যুধিষ্ঠিরের তৃতীয়বার পরীক্ষা। দ্রোণের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যুর মিথ্যা উক্তিতে যুধিষ্ঠিরের নরকে গমন হইয়া ছিল, এই উল্লেখের বিষয়ে পরে বিশেষ করিয়া বিস্তারিত রূপে বলিবার ইচ্ছা থাকিল। পাঠক গণ আপাততঃ এই মাত্র মনে রাখিলেই যথেষ্ট হইবে, যে অভয়দানই সত্য কথনের লক্ষ্য, কল্যাণ কামনা ও আনন্দ প্রাপণই সত্যের প্রকাশক। বৈষয়িক বা পারমার্থিক, একমাত্র পরমাত্মাই সকল প্রকার

আনন্দের মূলীভূত কারণ। আনন্দময়ের অস্তিত্বেই আপেক্ষিক ভাল, মন্দ, পাপ, পুণ্য সর্ব্বত্রই আনন্দ অনুভব হইয়া থাকে। সুতরাং কখন কোন্ পথ অবলম্বন করিয়া কিরূপে কার্য্য করিতে হইবে শাস্ত্রই তাহার এক মাত্র নেতা। তত্ত্বজ্ঞ সত্যবাক্ শাস্ত্রকারগণ যে ধ্রুব সত্যপথ আবিষ্কার করিয়াছেন, তাহা অবলম্বন করিলেই যথার্থ সত্য পালন হইয়া থাকে। শাস্ত্রের শরণ লইলে সমস্ত দ্বিধা মিটিয়া গিয়া অব্যর্থ সত্য উপলব্ধি হইবে। পাঠকগণ পূর্ব্বাপর আলোচনা করিয়া পরিব্রাজক মহোদয় কৃত "গীতার্থ সন্দীপনী" সহ নিম্নলিখিত ভগবদুক্তির মনন করেন, ইহাই এক্ষণে আমাদের অনুরোধ।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ৪র্থ অধ্যায় ১৬শ, ১৭শ ও ১৮শ শ্লোক।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত।

(যোগাশ্রম)

একদিন এক জন হিন্দুস্থানী পণ্ডিত অকস্মাৎ যোগাশ্রমে আসিয়া স্বামীজীকে জিজ্ঞাসা করিলেন, স্বামীন্! কলিযুগে কি যোগসিদ্ধি হয়? তাই আপনি এই স্থানের নাম দিয়াছেন "যোগাশ্রম"? তাহাতে স্বামীজী ঈষৎ হাস্য পূর্ব্বক বলিলেন, মহাশয়! আপনি স্থির হইয়া বসুন ও শ্রবণ করুন।

আপনি মহর্ষি পতঞ্জলি ও গোরক্ষ নাথ আদিকে যোগ তত্ত্বের ব্যাখ্যাতা বলিয়া মনে করেন, এই জন্য "যোগ" বলিলে আপনি একটা দুরূহ ব্যাপার মনে করিয়া চমকিয়া উঠিয়াছেন। অর্জ্জুন-সখা যোগেশ্বর ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের অপেক্ষা কি মহর্ষিগণ অধিক যোগ তত্ত্ব বেত্তা? ভগবান্ দেবকীনন্দন যোগতত্ত্বের বন্ধুরতা মসৃণ করিয়া বক্রতাকে সরল করিয়া দুঃসাধ্যতাকে সুসাধ্যতার রসে পাক করিয়া এবং কঠোরকে কোমল করিয়া জীব গণের কল্যাণ পথ পরিষ্কার করিয়া দিয়াছেন। সমস্ত স্মৃতি শাস্ত্রের কর্ম্মকাণ্ড, পুরাণ তন্ত্রাদির ভক্তি বা উপাসনা কাণ্ড এবং বেদোপনিষদের জ্ঞান কাণ্ড অপূর্ব্ব কৌশল কটাহে পাক করিয়া ভগবান্ কর্ম্ম কাণ্ডের স্থানে "কর্ম্ম যোগ", উপাসনা কাণ্ডের স্থানে "ভক্তি যোগ" এবং জ্ঞান কাণ্ডের স্থানে "জ্ঞান যোগ" রূপ ত্রিবেণী তীর্থ রচনা করিয়া ত্রিতাপ তপ্ত মানবগণের শান্তি লাভের পথ দেখাইয়া গিয়াছেন। ভগবদ্গীতোক্ত "যোগ" চারিযুগেই সিদ্ধ হইয়া থাকে, চারিবর্ণেরই ইহাতে অধিকার আছে, চারি আশ্রমেই ইহা অনুষ্ঠিত হইতে পারে। মহর্ষি পতঞ্জলি "যোগশ্চিত্তবৃত্তিনিরোধঃ" (চিত্ত বৃত্তির সম্পূর্ণ নিরোধের নাম "যোগ") এই সূত্রের লক্ষ্যার্থ সাধন জন্য যম, নিয়ম, আসন প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধ্যান ও সমাধি এই অষ্টাঙ্গ যোগ এবং গোরক্ষ নাথ প্রথম দুইটী ছাড়িয়া ষড়ঙ্গ যোগের ব্যবস্থা করিয়াছেন। এই যোগাঙ্গ সাধনে শরীর সংযম, ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, মনের একান্তাভিনিবেশ আদি দুঃসাধ্য সাধনের আবশ্যক, কিন্তু কৃপাসিন্ধু ভগবান্ কলির জীবগণকে অল্পায়ুঃ ও অসমর্থ দেখিয়া উপদেশ করিলেন।

"যৎকরোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোসি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্॥"

কর্ম্ম, ভোজন, যজ্ঞ, দান, তপস্যা আদি যাহা কিছু অনুষ্ঠান করিবে, হে কৌন্তেয়! তৎ সমস্তই আমাতে অর্পণ করিও। ভগবানের এই কৌশলময় যোগতত্ত্ব সকল যোগাভ্যাসকেই পরাস্ত করিয়াছে। তুমি পুরুষার্থ পূর্ব্বক যত অনুষ্ঠানই কর না কেন, তাহাতে শত সহস্র ত্রুটী হইবার সম্ভব, কিন্তু ভগবদর্পণ বিধিতে সকল কাজই সহজ হইয়া আসে। সরকারী বনবিভাগে (Forest Department.) পার্ব্বত্য প্রদেশে যত বড় ২ বাহাদুরী কাঠ সংগৃহীত হয় তাহা লোকের মাথায় বা গাড়ী করিয়া আনিতে অনেক অসুবিধা ও ব্যয় বাহুল্য হয়, এই জন্য নিকটবর্ত্তী নির্ঝরিণীর প্রবাহে তত্তাব-

ভাসাইয়া দেওয়া হয়। কাঠ গুলি ভাসিতে ২ ঠিকানায় পৌঁছিয়া থাকে। সেই রূপ কলির জীব মহর্ষি পতঞ্জলি আদির পুরুষার্থ পূর্ণ যোগ মার্গে গমনে অসমর্থ হইলেও শ্রীকৃষ্ণের যোগ পথে প্রবৃত্ত হইতে পারে। অভ্যাস যোগে এ পথ অতি সুগম হইয়া যায়। ভগবান্ই সর্ব্বে সর্ব্বা, আমি কিছুই নহি—এই রূপ ভাবনার অভ্যাস করিতে ২ চিত্ত ভগবানে একাগ্র হইয়া যায়। যোগ সূত্র—যথা "তৎ প্রতিষেধার্থমেক তত্ত্বাভ্যাসঃ" চিত্ত বিক্ষেপ নিবারণের জন্য কোন একটি আপনার অভিমত (ভগবৎ) তত্ত্ব অভ্যাস করিবে অর্থাৎ তাঁহাতে পুনঃ পুনঃ মনোভিনিবেশ করিবে। ইহাতেই চিত্ত একাগ্র হয়, মনের বিক্ষেপ রাশি প্রশমিত হয়।

চক্ষু বুজিয়া ধ্যান বা সমাধি না করিলেও "যোগ" হইয়া থাকে। সমস্ত ইন্দ্রিয় ও মনো বুদ্ধি আদি যদি কেবল ভগবদর্থে-কার্য্যে নিযুক্ত থাকে তাহা হইলেও মহাযোগ সাধিত হয়। ইন্দ্রিয় সকলকে নিগ্রহ না করিয়া প্রবৃত্তি পূর্ব্বক ভগবৎ কার্য্যে নিয়োগ করাই বুদ্ধিমানের কার্য্য। কলিতে ইন্দ্রিয় নিগ্রহ দুষ্কর, এই জন্য হস্ত পদাদি ভগবদ্বিগ্রহ মন্দিরের মার্জ্জনে, পুষ্প চয়নাদিতে, চক্ষু কর্ণ জিহ্বাদি ভগবৎ দর্শন, ভগবৎ কথা শ্রবণ, কীর্ত্তনাদিতে নিযুক্ত হইলেই মন আপনাই সংযত ও ধীরে ২ নিরুদ্ধ হইয়া আসে। ভগবান্ ইহাও বলিয়াছেন যে—

"ব্রহ্মণ্যাধায় কর্ম্মাণি সঙ্গং ত্যক্ত্বা করোতি যঃ।
লিপ্যতে ন স পাপেন পদ্মপত্রমিবাম্ভসা॥"

বিষয় বুদ্ধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যে ব্যক্তি ব্রহ্মেতেই সমস্ত কর্ম্ম ফল অর্পণ করিয়া ভক্ত্যানুরাগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে থাকেন, পদ্ম পত্রস্থ জলের ন্যায় তৎকৃত পাপাদি তাঁহাকে স্পর্শও করে না। "সর্ব্ব ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" আদি উপদেশেও ভগবান্ জীবকে তাঁহার অনুগত হইতেই আদেশ করিয়াছেন। দয়াল প্রভু জীবকে অভয় দিয়া সর্ব্ব পাপ বিমোচনের উপায় বলিয়াছেন। তাঁহার চরণে মন প্রাণ অর্পণ করাই মহামহাযোগ জানিবেন। শত পুরুষার্থ পূর্ণ যোগ সাধনে যাহা না হয়, তদর্পণ বুদ্ধিতে তদপেক্ষা অধিক কল্যাণ লাভ হইয়া থাকে। মনকে মারিলেও সে মরে না, তাহাকে ভগবদ্ভাব সাগরে ডুবাইয়া দাও সে মরিয়া যাইবে। আর যদি তাহাতেও না মরে, ক্ষতি নাই; কেন না প্রেম সিন্ধুর জলে তাহার ময়লা মাটী সব ধুইয়া যাইবে। ও মন অমৃতময় হইবে। মহাশয়! এ যোগাশ্রম মা যোগেশ্বরীর, তাঁহার দয়ায় সকল যোগই সুগম হইয়া থাকে, তাঁহাকে দর্শন করুন

পণ্ডিতজী মণিরত্ন বিভূষিত মা যোগেশ্বরী অন্নপূর্ণার প্রসন্ন মূর্ত্তি দর্শনে অতিশয় আনন্দ প্রকাশ করিয়া প্রসাদ গ্রহণ করিলেন এবং বলিলেন স্বামীন্! আপনার সুধারময়ী কথায় অতিশয় তৃপ্তি লাভ করিলাম। মা আপনার মনোরথ পূর্ণ করুন! বিদায়—

নীতিতত্ত্ব।

জগৎ নিয়ত পরিবর্ত্তন শীল। প্রাকৃতিক পদার্থ সকল অদৃষ্টবলে নানাবিধ অবয়ব ও রূপাদি ধারণ করতঃ সৃষ্টি কৌশলের অপার মহিমা প্রকাশ করিতেছে। গভীর অতলস্পর্শ অর্ণব কালে মহাদেশ [illegible] অত্যুচ্চ গিরিশৃঙ্গ উৎপাটিত ও বিক্ষিপ্ত হইয়া মহাসমুদ্রে পর্য্যবসিত হইতেছে। ভীষণ কাল চক্রের ঘূর্ণন প্রভাবে বিচিত্র কাণ্ড সমুদয় সংঘটিত হইতেছে। কাল প্রভাবে অট্টালিকা রাজি পূর্ণ সমৃদ্ধিশালী নগর অরণ্যাকীর্ণ ও বিকট দৃশ্য মরুভূমি সর্পোপম আস্পদ হইতেছে। এতৎপ্রকারে জীবগণ কালবশে লয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে; অন্যান্য সর্ব্বশ্রেষ্ঠ মানব জাতি কখন সৌভাগ্যশালী এবং কখন দুরবস্থা প্রাপ্ত হয়। বাস্তবিক কিছুই নিত্য ও স্থায়ী নহে। অতএব পরিণামের উন্নতি সাধনার্থ চিত্ত বৃত্তি সংযমপূর্ব্বক কর্ত্তব্য কার্য্যে রত থাকা একান্ত বিধেয়। সাধ্যানুসারে পরস্পর সদ্ভাব ও যোজনা প্রকাশ করিলে

সমাজের কল্যাণ সাধিত হয়। নানা কুল, জাতি, শ্রেণী গর্ব্ব পরিহার পূর্ব্বক পরস্পরকে মিত্র জ্ঞান করিলে শত্রু ভাব অপনীত হইয়া থাকে। মিত্র ভাবে আকৃষ্ট হইলে চিত্ত বিমল ও কোমল হয়; বিশুদ্ধ প্রীতির উদয় হয়, পরের দুঃখ মোচন, সত্যের অনুশীলন ইত্যাদি সদ্গুণে ভূষিত হইয়া সংসারের হিতে মন আসক্ত হইয়া থাকে। সরলতার গুণে কুটিলতা অন্তর্হিত হয়। ক্রমশঃ হৃদ্ কপাট উদ্ঘাটিত হইলে স্ব স্ব অভিপ্রায় সহজে ব্যক্ত করা সুকঠিন বোধ হয় না। সৎ প্রবৃত্তির দ্বারা উত্তেজিত হইলে সদুপদেশ বলে বিবিধ কষ্টের লাঘব হয়; ইত্যাদি সত্য ব্যবহারে দুর্বৃত্ত লোকেরও হৃদয়ে সাধু ভাবের উদয় হয়; তাহারাও উপকৃত হইয়া উপকারীর নিকট কৃতজ্ঞতাপাশে আবদ্ধ হয়। মধুর বাক্য প্রয়োগে চিত্ত বিনোদন, পুণ্যাত্মা ও মহানুভব ব্যক্তির সঙ্গ, দুষ্প্রবৃত্তি ও বাহ্যিক আড়ম্বর পরিহার, গুরু ও সাধু জনের প্রতি ভক্তি ও মর্য্যাদা ইত্যাদি গুণ মনুষ্যত্বের মূল উপাদান। সমাজ মধ্যে বিবাদ ভঞ্জন, শান্তি স্থাপন, প্রফুল্ল চিত্তে অন্যের শোক বিমোচন ও প্রবোধ দান হিংসা দ্বেষাদি পরিবর্জ্জন, সদাচার ও সুরীতি প্রবর্ত্তন, কার্য্য দক্ষতা ইত্যাদি সমাজ বন্ধনের প্রধান অঙ্গ এবং কার্য্য। ধীশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তির প্রণীত নীতি ব্যূহের আদর্শ গ্রহণ পূর্ব্বক আচার পদ্ধতির শৃঙ্খলা বন্ধন কর্ত্তব্য। বাস্তবিক মনুষ্য নামের গৌরব রক্ষা করিতে হইলে অবৈধ আহার বিহার ইত্যাদি পাশব ক্রিয়া দ্বারা বৃথা সময় অতিবাহন করিলে তাহার উদ্দেশ্য সাধন করা কখনই সম্ভবপর হয় না। ইতর জীব জন্তু ও আহার বিহার রিপুচরিতার্থতা ইত্যাদি বিষয়ে অনভিজ্ঞ নয়, তবে মনুষ্য ও ইতর জন্তুতে প্রভেদ কি? উপমিতি, অনুমিতি, চিন্তাশীলতা প্রভৃতি মানবের স্বভাব সিদ্ধ গুণ, ইত্যাদি বিষয়ে বর্জ্জিত হইলে মনুষ্যত্বের গৌরব কোথায়? বিপুল বৈভব, বিক্রম, বিদ্যা ও বিজ্ঞান সত্ত্বেও উল্লিখিত গুণ সমূহের অভাবে প্রকৃত মনুষ্যত্ব রক্ষিত হয় না। হাব ভাব চাকচিক্যতা, অসার বাগ্মিতা, বাহ্যিক দৃশ্য ইত্যাদি প্রকৃত মহত্বের লক্ষণ নহে। বাস্তবিক তৎ প্রভাবে সৎকীর্ত্তি উপলব্ধির আশা নাই। প্রত্যুত সমাহিত ও সংযত চিত্তে স্ব স্ব রিপু ও চিত্ত বৃত্তিকে আয়ত্ত রাখিলে বিমল সুখের উৎপত্তি হইয়া থাকে; নচেৎ সকলি মিথ্যা। বলিতে কি, রিপু পরায়ণ মহারাজ চক্রবর্ত্তী সম্রাট অপেক্ষা সংযতেন্দ্রিয় সরল চিত্ত পর্ণ কুটীর বাসী ব্যক্তি অধিক প্রশংসা ভাজন ও ধন্য।

ইতর জন্তুর প্রকৃতি রীতি ও নীতি অবলোকন করিলে আমাদের অনেক বিষয়ে শিক্ষা লাভ হয়। চিত্ত নিহিত বিবেক শক্তি প্রভাবে স্বতঃই সূক্ষ্মতর জ্ঞানের সঞ্চার হয়। তদ্ভিন্ন প্রাচীন শাস্ত্রে মহাপুরুষ দিগের উপদেশাবলী হৃদয়ঙ্গম করিলে কত শত অভিজ্ঞান জন্মে। এবম্প্রকার অভ্যাস দ্বারা প্রকৃত জ্ঞানের উদয় হয়। অনন্ত ভগবৎ কৃপা বশতঃ লোক কুকর্ম্ম হইতে বিরত হইয়া পরহিতৈষিতা গুণে ভূষিত হয়, ও তাহার জীবনের সার্থকতা সাধিত হয়। পরিশেষে সর্ব্বপ্রাণীর প্রতি দয়ার উদ্রেক হেতু সকল জীবে সমভাব বোধ হয়, তখন আনন্দনীরে অভিষিক্ত হইয়া মানবগণ সুধামৃত পান করিতে থাকেন।

সচরাচর মানব কুল সুখের জন্য লালায়িত, তৎ কারণ সহজে নির্ণয় করা সুকঠিন। তদীয় মূলতত্ত্ব অবগত না থাকায় লোকে শত ২ কুমার্গে বিচরণ করতঃ কৃত্রিম ও কাল্পনিক সুখ বা ইন্দ্রিয় সেবার নিমিত্ত কি না অনিষ্ট করিয়া থাকে। পরদ্রব্য অপহরণ, পরদারাভিমর্ষণ ইত্যাদি নিত্য নৈমিত্তিক কুক্রিয়া ও অসদুপায় দ্বারা প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করে, কেহ কেহ বা আলস্য পরতন্ত্র ও কুপ্রবৃত্তির দাস হইয়া অত্যাচার করিতে থাকে এবং আপনাকে কৃতার্থ ও মহাসুখী জ্ঞান করে। এ সকল উন্মার্গগামী লোকের বিবেক ভ্রান্তি মূলক। বাস্তবিক সুনীতি ও সদ্ধর্ম্ম অবলম্বন না করিলে সুখের প্রশস্ত উপায় প্রাপ্ত হওয়া যায় না। অতএব সুনীতি ও

ধর্ম্মই পরম সুহৃৎ, ভবপারের কাণ্ডারী, পরকালের সহচর, অন্তিমের অভীষ্ট ও শান্তি প্রদ।

নির্ণীত ও প্রতিষ্ঠিত নীতিশাস্ত্রের উদ্দেশ্য ধর্ম্ম। ধর্ম্ম জগদ্ব্যাপক নিয়ামক ও স্বাভাবিক নিয়মের অধীন ও বিকাশ। চরাচরাত্মক পদার্থ সকল ধর্ম্ম মূলক। স্থূল কথায় দয়া, ক্ষমা, দান, পরহিতৈষীতা ইত্যাদি ধর্ম্মের লক্ষণ। পরহিতৈষিতা বিবিধ প্রকার—অন্নদান, বিদ্যাদান, সদুপদেশ, পরের হিতার্থ কায়িক ও মানসিক পরিশ্রম, এবং সত্য ব্যবহার ইত্যাদি। কিন্তু মানবীয় প্রকৃতি এতদূর স্বার্থপর যে, পরিণামে সুখাশার অস্তিত্ব মনো মধ্যে উদয় না হইলে তাহা পর হিতৈষণা বৃত্তি দ্বারা উত্তেজিত হয় না। উচ্চতম সাত্ত্বিক বৃত্তি দ্বারা আকৃষ্ট হইয়া লোকে উপকার ও প্রত্যুপকার ব্রতে ব্রতী হয়। নিঃস্বার্থ ভাবে জন সমাজের হিত সাধনার্থ উদ্যোগী হওয়া ধর্ম্মের মহৎ উদ্দেশ্য। যাঁহাদের পরলোকে ও ঈশ্বরে প্রবলা ও প্রগাঢ় বিশ্বাস আছে, তাঁহাদের হৃদয় ক্ষেত্র উচ্চতম ধর্ম্ম ভাবে ভূষিত। বিশ্ব সংসারের অদ্বিতীয় এবং অক্ষয় কারণ অনাদি কাল হইতে ব্যাপ্ত। এ বিষয়ে যাঁহাদের সুদৃঢ় প্রত্যয় জন্মিয়াছে, তাঁহাদের বিবেক শক্তি বিক্ষিপ্ত ও অব্যবস্থিত হইবার নহে। ইহাই সুনীতি ও নিঃস্বার্থ ধর্ম্ম প্রবৃত্তির মূল।

সংসারে কষ্ট, কলহ সংঘটন অনিবার্য্য, বিশেষতঃ দুঃখের মুখ না দেখিলে ও তদ্বিষয়ে ভুক্ত ভোগী না হইলে বিমল সুখ সুধা আস্বাদন অসম্ভব। উপমা দ্বারা সুখ দুঃখের নিগূঢ় তত্ত্ব নির্ণীত ও অনুভূত হয়, কিন্তু উহা এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। কষ্ট কলহ হইতে নিস্তার প্রাপ্তির জন্য সদ্ভাব, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব, ও ধৈর্য্য একান্ত অবলম্বনীয়। অধিকন্তু ঈশ্বরে নিষ্ঠা ও সমাহিত মতি ভবদুঃখ নিরাকরণের অমোঘ ঔষধ। দুঃখ ভার লাঘব করিতে হইলে মনো মধ্যে এই ধারণা করিতে হইবে যে সংসারে সকলই অনিত্য, সুতরাং দুঃখের অন্ত ও অবশ্যম্ভাবী। ইহা আবহমান কাল কখনই স্থির থাকিতে পারে না। ইত্যাকার ভাবী সুখের আশা সমধিক প্রীতিকর ও শান্তি প্রদ। যাহাতে বিবাদ বিসম্বাদ উপস্থিত না হয় তদ্বিষয়ে সতর্ক থাকিতে হয়। আলস্য পরিহার পূর্ব্বক হতাশ না হইয়া ন্যায় পরতা গুণে মহাজন আবিষ্কৃত ও উপদিষ্ট সুপন্থা অন্বেষণ করিতে হয়। এই সকল ঐশ্বরিক নিয়ম পালনের ও উল্লঙ্ঘনের ফলাফল অমোঘ; অতএব তত্তৎ নিয়ম পালনে বা সাধনে ভগবৎ কৃপাভাজন হওয়া বিচিত্র নহে। তাঁহার অপার মহিমা বলে সহস্র বাধা বিঘ্ন কাটিয়া যায় এবং সুখ সম্পদ স্বতঃই উপস্থিত হইয়া চিত্ত অগাধ আনন্দনীরে নিমগ্ন হয়।

ধর্ম্মের প্রধান অঙ্গ সন্তোষ। সন্তোষ অমূল্য নিধি। সন্তোষ উপলব্ধির দ্বারা ধৈর্য্যাদি গুণ ওতঃ প্রোত ভাবে বিকসিত হয় অর্থাৎ সন্তোষ হইতে নম্রতা, সৌজন্য, শিষ্টাচার ইত্যাদির উৎপত্তি হয়। তদ্দ্বারা বদ্ধমূল দ্বেষাদি পাপকণ্টক নিরাকৃত হইয়া পুণ্য বিটপীর অঙ্কুর হৃদয়ে সঞ্চারিত হইয়া থাকে। কেবল ধন ও বিদ্যা সন্তোষের উপকরণ বলিয়া গণ্য নহে। যাঁহারা বিভব ও সাংসারিক পদ মর্য্যাদা ইত্যাদি সন্তোষের কারণ বলিয়া নির্ণয় করেন, তাঁহাদের মত ভ্রম শঙ্কুল। অবস্থা বিশেষে নিতান্ত নিরাশ্রয়, অনাথ, জীর্ণ পরিচ্ছদ ধারী পথের ভিখারী ও অবলীলা ক্রমে সন্তোষামৃত পান করেন অথচ বিপুল ঐশ্বর্য্যশালী মহা মহা উপাধিধারী সন্তোষ কণা আস্বাদনে বঞ্চিত থাকেন। যাঁহারা সন্তোষ সুধাপানে আভ্যন্তরীণ চিত্ত বৃত্তি নির্ম্মল করিয়াছেন, তাঁহারা বাহ্যিক আড়ম্বরাদিতে ভ্রূক্ষেপ করেন না, সুতরাং তাঁহাদের হৃদয় অপার আনন্দের নিকেতন হইয়া উঠে।

স্বকীয় দুঃখভার লাঘব করিতে হইলে, অপর লোকের ক্লেশাদির সহিত ও তুলনা অবশ্য কর্ত্তব্য। দৈব প্রাক্তন বশতঃ অন্যান্য জীবজন্তু কতশত কষ্ট ভোগ করিতেছে, কিঞ্চিৎ পরিমাণে তাহা প্রণিধান

করিলে স্বকীয় দুঃখের উদয় হয় না। তখন মন প্রফুল্ল হয়। প্রভূত বুদ্ধি বৃত্তির উৎকর্ষ সাধন পূর্ব্বক সদ্‌গুণের আশ্রয় গ্রহণ করিলে অনেক পরিমাণে দুঃখের হস্ত হইতে মুক্তি পাওয়া যায়। এইরূপ বিচার দ্বারা ক্রমশঃ অন্তঃকরণ সন্তোষ লাভ করিলে ধর্ম্মে মতি হয়; ধর্ম্ম সহায় হইলে করাল কাল কবলে পতিত হইলেও কোন চিন্তা নাই। তখন অসন্তোষের কারণ সমাগত হইলে জ্ঞান অসি দ্বারা তাহা উচ্ছেদ করা সহজ সাধ্য হইয়া থাকে। এরূপে পাপরূপ দুর্ভাবনার মূল ধ্বংশ হইয়া যায়। তখন জীবন পরীক্ষা স্থল বোধ হয়। আত্মার অমরত্ব হৃদ্ বোধ হয়, ঈশ্বরে বিশ্বাস হয়, সাংসারিক পদার্থ ও শরীরের অনিত্যতা এবং আত্মার নিত্যত্ব জ্ঞান হইলে কোন বিড়ম্বনায় বিব্রত হইতে হয় না। সমস্ত পদার্থ ক্ষণস্থায়ী ও অকিঞ্চিৎকর। সাংসারিক সুখ অর্থাৎ কায়িক স্বাস্থ্য ও ধন মান ইত্যাদি আপাততঃ সন্তোষের সামগ্রী হইলেও পারিত্রিক দুঃখ বিমোচনকারী হইতে পারে না। যখন দিব্যজ্ঞান দ্বারা সকলের সার একমাত্র মহৎ উদ্দেশ্য প্রতীতি হইবে তখন কামনা সমুৎপন্ন সর্ব্বদুঃখ মিটিয়া যাইবে। এবম্প্রকারে আত্ম প্রসাদ লাভ করিতে পারিলে কায়িক ও মানসিক গ্লানি সমস্ত লয় প্রাপ্ত হইয়া যায়। বিশুদ্ধ আন্তরিক জ্ঞানালোকে তামসরাশি দূরীভূত হইলে পৃথিবীর সকল পদার্থ রমনীয় বোধ হয়; তখন পরের উন্নতি, দাম্ভিকতা ও আড়ম্বরে চিত্ত চঞ্চল হয় না।

যেমন একমাত্র সূর্য্যালোক দ্বারা জগৎ জ্যোতির্ম্ময় হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞান জন্মিলে সমস্ত তামস বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়ে; সেই জন্যই মহাত্মারা কহিয়াছেন, যাঁহাদের অন্তঃকরণ পবিত্র, তাঁহারা ভগবানকে দেখিতে পান। বৃথা বাগ্‌বিতণ্ডা ইত্যাদিতে তিনি দৃষ্ট হন না।

বাহ্যিক রূপ ও চিক্কণতায় আকৃষ্ট হইয়া অনেকে অনুকরণ প্রিয় হইয়া থাকে। আজ কাল লোকের ইহা "ফ্যাশন" হইয়া দাঁড়াইয়াছে। পরের বেশ ভূষা ও মনোহারী দ্রব্য সকল অবলোকন করিয়া তদনুকরণে তাহারা ব্যতিব্যস্ত হয়। অশ্লীল বাক্য কুব্যবহার হিংসা-দ্বেষ ইত্যাদি কেহ কেহ সভ্যতার অঙ্গ বলিয়া বিবেচনা করেন। বাহ্যিক ধুমধামে মনুষ্যের চির সুখ সাধিত হওয়া সুকঠিন। অতএব মহাত্মাদিগের অনুমোদিত পথ অনুসরণে সৎকর্ম্ম পরায়ণ হইয়া ধর্ম্মের সেবা করিবে। সৎকর্ম্মের পুরস্কার অবশ্যম্ভাবী। তাহা ইহকালে ও পরকালে ও সুখ বিধান করিয়া থাকে। সদা সুখের জন্য লালায়িত হইয়া নিন্দনীয় কার্য্যে লিপ্ত হইয়া জীবনকে কলুষিত করিও না। স্বাধীনতার ভানে স্বেচ্ছাচারিতার দাস হইয়া জীবনের সার উদ্দেশ্য উৎসর্গ করিবে না। যদিও অবনীমণ্ডলে নানাবিধ ধর্ম্ম শাসন প্রণালী প্রচলিত আছে, ফলতঃ অধিকাংশেরই মূল তাৎপর্য্য এক; তথাহি ভগবদ্‌গীতায়াং—

> যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহং।
> মমবর্ত্মানুবর্ত্তন্তে মনুষ্যাঃ পার্থ সর্ব্বশঃ॥

যাঁহারা যে প্রকারে আমাকে (অর্থাৎ পরমেশ্বরের) ভজনা করে, আমি তাহাদিগকে সেই প্রকারে অনুগ্রহ করি। অর্থাৎ এক মাত্র ঈশ্বরকেই মনুষ্যগণ ভিন্ন ভিন্ন নামে ভিন্ন ভিন্নরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে এবং ভিন্ন ভিন্ন উপচারে পূজা করিয়া থাকে।

ধর্ম্মোৎসব।

প্রয়াগ ধাম।

পরম পূজ্য পরিব্রাজক শ্রীমৎ শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয় কিছু দিন গত হইল এখানে শুভাগমন করিয়াছিলেন। তাঁহার আগমনে এলাহাবাদ বাসী হিন্দু মাত্রেই আপনাকে যথেষ্ট ভাগ্যবান মনে করিয়াছিলেন। যে কয় দিন তিনি এখানে অবস্থান করিয়াছিলেন, অনেকেই ভক্তি সহকারে তাঁহার শ্রীমুখ নিঃসৃত অমৃতময়ী ধর্ম্ম কথা শ্রবণ করিবার জন্য সমাগত হইতেন। তিনি গত ১৫ই অগ্রহায়ণ শনিবার "মনুষ্যত্ব" সম্বন্ধে

বাঙ্গলা ভাষায় এক সুদীর্ঘ বক্তৃতা করেন। তাঁহার নিদাঘে প্রথম বারি বিন্দুবৎ সর্ব্বাঙ্গ শীতল কারী প্রাণ মনোহারী বক্তৃতা শ্রবণ করিয়া শ্রোতামাত্রেরই হৃদয় বিগলিত হইয়াছিল; এবং অনেকেই অশ্রু বিসর্জ্জন না করিয়া থাকিতে পারেন নাই। সে বক্তৃতায় সংজীবনী শক্তি হৃদয়ে ধারণা করিবার শক্তি আমাদের নাই। যে পূর্ণ দুই ঘণ্টা কাল তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন, তাহা কোন দিক দিয়া চলিয়া গেল, আমরা কেহই জানিতে পারি নাই। পরিব্রাজক মহাশয়ের বিদ্যুৎগামিনী বক্তৃতা অন্যের কথায় প্রকাশ করিতে যাওয়া ধৃষ্টতা মাত্র।

পরিব্রাজক মহাশয়ের আগমনের পর হইতে অনেকের মন পূর্ব্বাপেক্ষা ফিরিয়াছে বলিয়া বোধ হয়। এমন কি বালক গণের মধ্যেও আপনাদিগের ধর্ম্ম সম্বন্ধে কিছু কিছু জানিবার জন্য যথা সাধ্য উদ্যম পরিলক্ষিত হইতেছে। তাঁহার নিকট হইতে সুমধুর উপদেশ শুনিবার জন্য এখান কার সকলের হৃদয়েই বাসনা অত্যন্ত বলবতী। পরিব্রাজক মহাশয়ও শীঘ্র আর একবার আসিবার আশা দিয়া গিয়াছেন।

শ্রী পূর্ণ চন্দ্র দত্ত।

ছাপরা।

৯ই হইতে ১৩ই পৌষ পর্য্যন্ত কয়েক দিন ধরিয়া ছাপরা সনাতন আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ৯ম বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। বেহারের মধ্যে এরূপ ধুম ধাম সহ সভার মহামহোৎসব আর কোন স্থানে হয় না। পার্শ্ববর্ত্তী ৫।৬টী জেলার অনেক সম্ভ্রান্ত ভদ্র ও সাধারণ লোকের সমাগমে সভার অতিশয় উৎসাহ বৃদ্ধি হয়। সরকারী উকিল শ্রীযুক্ত বাবু দুর্গা প্রসাদের সাধু উদ্যম ও বিশেষ যত্নেই এই মহাসভার কার্য্য সুসম্পন্ন হইয়া থাকে। প্রথম ৪ দিন ধর্ম্ম সভার ও ৫ম দিন সুনীতি সঞ্চারিণী সভার উৎসব হইল। উৎসব উপলক্ষে দেব পূজা, ব্রাহ্মণ ভোজন, দীন দুঃখীকে দান, ধর্ম্ম ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা হইয়াছিল। উপদেষ্টা বর্গের মধ্যে কাশীস্থ শ্রীযুক্ত স্বামী বাল রাম উদাসী, পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী, ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহোপদেশক পণ্ডিত শ্রীযুক্ত গোকুল প্রসাদ শর্ম্মা, সাহিত্যাচার্য্য শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা দত্ত ব্যাস, আদি উপস্থিত ছিলেন। সন্ন্যাসী দ্বয়ের উপদেশ রাশি অতিশয়, গম্ভীর জ্ঞান গবেষণা ও প্রীতি পূর্ণ হইয়াছিল। পণ্ডিত গোকুল প্রসাদ শাস্ত্রীয় প্রমাণাদি দ্বারা দয়ানন্দ সরস্বতী বেদের অযথা অর্থ ও কাল্পনিক ব্যাখ্যা করিয়া যে ভ্রম প্রমাদ পূর্ণ নবীন মত চালাইয়াছিলেন, তাহা বিশদ রূপে খণ্ডন করিলেন। এই উৎসবে শ্রোতৃ বর্গ অনেক নূতন কথা ও রসাল ভাব লাভ করিয়াছেন। জ্ঞান ও ভক্তির মোহন মূর্ত্তি অনেক হৃদয়ে চিরদিনের জন্য অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে।

অনুগত

শ্রীমহাদেব প্রসাদ।

বাঁস বেরিলী।

১৬ ই হইতে ১৯ এ পৌষ পর্য্যন্ত ৪ দিন বেরিলী ধর্ম্ম সভার সাম্বৎসরিক মহা মহোৎসব মহা সমারোহে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। সভায় মুরদাবাদ, নাইনি তাল ও অন্যান্য স্থান হইতে অনেক পণ্ডিত ও ভদ্রগণ সমাগত হইয়াছিলেন। সভা সুন্দররূপ সুসজ্জিত ও বহুতর লোকে সুশোভিত হইত। পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় তিন দিন ৩টী সুদীর্ঘ জ্ঞান ও করুণারস পূর্ণ বক্তৃতা করেন। অন্যান্য পণ্ডিত গণ ও কেহ অর্দ্ধ ঘণ্টা কেহ বা ১৫ মিনিট করিয়া বক্তৃতা করিয়া ছিলেন। কিন্তু সমস্ত শ্রোতাই স্বামীজীর উপদেশ শুনিবার জন্য অত্যন্ত পীপাসু হওয়ায় তাঁহাকেই অতিরিক্ত পরিশ্রম স্বীকার করিতে হইয়াছিল। হিন্দুস্থানী বর্গ একজন বাঙ্গালী বক্তার মুখ নিঃসৃত উপদেশ শুনিতে এত আগ্রহ প্রকাশ করায় বেরিলী প্রবাসী বাঙ্গালী বর্গ অতিশয় গৌরব বোধ করিয়া-

ছিলেন। ভারত ধর্ম্ম মহামণ্ডলের মহামন্ত্রী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত দীন দয়াল শর্ম্মাও এ সভায় উপস্থিত ছিলেন, তিনিও সুললিত বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

দাস

শ্রীরঘুবর দয়াল।

গত মাসে লক্ষ্ণৌ, জলন্ধর শহর ও লুধিয়ানা প্রভৃতি পশ্চিমোত্তর দেশ ও পঞ্জাবের অনেক গুলি ধর্ম্ম সভার বার্ষিক উৎসব উৎসাহ পূর্ব্বক সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। স্থানাভাবে তত্তাবতের বিশেষ বিবরণ আমরা দিতে পারিলাম না।

সমালোচনা।

"ভক্তিযোগ"—শ্রীযুক্ত বাবু অশ্বিনী কুমার দত্ত কর্ত্তৃক বিবৃত। পুস্তক খানি পড়িতে ২ বুদ্ধিমানের হৃদয় পুলকিত, ও সাধুর হৃদয় আনন্দযুক্ত হয় এবং ভক্তের হৃদয় নৃত্য করিতে থাকে। পুস্তকে নানা শাস্ত্রের প্রমাণ এবং জ্ঞানী ও ভক্ত বর্গের প্রবচন ও বাণী সংগৃহীত হইয়াছে। পাঠক বর্গের গোচরার্থ ভক্তি যোগের উপসংহার টুকু নিম্নে উদ্ধৃত হইল।—

"ভক্তিপরশমণি সংস্পর্শে যিনি সোণা হইয়া গিয়াছেন তাঁহার ন্যায় ভাগ্যধর কে? তাঁহার চরণরেণু স্পর্শ করিতে পারিলে আমরাও সেই পরশমণির অধিকারী হইয়া সোণা হইয়া যাইব। ভগবান স্বয়ং ভক্তের দাস। শ্রীমদ্ভাগবতে ভগবান বলিয়াছেন—

অহং ভক্তপরাধীনোহ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়োভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥

"আমি ভক্তের অধীন, অতএব পরাধীন, আমি ভক্তজনকে বড় ভালবাসি, সাধু ভক্তগণ আমার হৃদয় গ্রাস করিয়াছেন সুতরাং আমার হৃদয়ের উপরে আমার কোন ক্ষমতা নাই।"

নাহমাত্মানমাশাসে মদ্ভক্তৈঃ সাধুভির্ব্বিনা।
শ্রিয়ং চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥

"আমি যাঁহাদিগের পরাগতি, সেই সাধু ভক্তগণ ব্যতীত আমি আত্যন্তিকী শ্রী চাহি না; এমন কি, আমি আমাকেও চাহি না।"

ভক্তের এইরূপই তাঁহার হৃদয়ের উপরে রাজত্ব।

যে দারাগার পুত্রাপ্তান্ প্রাণান্বিত্তমিমং পরং।
হিত্বা মাং শরণং যাতাঃ কথং তাংস্ত্যক্তুমুৎসহে?

"যাঁহারা পত্নী, গৃহ, পুত্র, আত্মীয়, প্রাণ, ধন, ইহলোক, পরলোক, এই সকলগুলির মমতা পরিত্যাগ করিয়া আমার শরণ লইয়াছেন, আমি কিরূপে তাঁহাদিগকে পরিত্যাগ করিতে পারি?"

ময়ি নির্ব্বদ্ধহৃদয়াঃ সাধবঃ সমদর্শনাঃ।
বশে কুর্ব্বন্তি মাং ভক্ত্যা সৎস্ত্রিয়ঃ সৎপতিং যথা॥

"যেরূপ সতী স্ত্রী সৎপতিকে বশীভূত করেন; সেইরূপ সমদর্শী সাধুগণ আমাতে হৃদয় বাঁধিয়া আমাকে বশ করেন।"

মৎসেবয়া প্রতীতং চ সালোক্যাদিচতুষ্টয়ং।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোনাৎকালবিদ্রুতং॥

"আমার সেবাতে পরিতৃপ্ত হইয়া তাঁহারা সেই সেবা দ্বারা লব্ধ সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ মুক্তিও বাঞ্ছা করেন না, কালে যাহা লয় পায় এরূপ ক্ষণস্থায়ী বিষয়ের কথা আর কি বলিব?"

সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ং ত্বহং।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥

"সাধুগণ আমার হৃদয় এবং আমি সাধুদিগের হৃদয়; তাঁহারা আমাকে ভিন্ন অন্য কিছুই জানি না।"

ভগবানের সহিত যাঁহাদিগের এইরূপ সম্বন্ধ, বলির দ্বারে যেমন—তেমনি যাঁহাদিগের হৃদয়দ্বারে কর্ত্তাটি প্রেমডোরে বাঁধা, তাঁহাদিগের অপেক্ষা আর এ পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ কে উচ্চ কে? সুখী কে? এইরূপ একটি ভক্ত পাইলে।

মোদন্তি পিতরো নৃত্যন্তি দেবতাঃ সনাথা চেয়ং ভূর্ভবতি।

নারদভক্তিসূত্র।

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

১৫শ ভাগ
১১শ সংখ্যা

" এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ।
শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ "

শকাব্দা ১৮১০
ফাল্গুন মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তির পর)

অশ্বস্থানাদ্গজস্থানাদ্বল্মীকাৎ সঙ্গমাদ্ধ্রদাৎ।

মৃত্তিকাং রোচনাং গন্ধান্ গুগ্গুলং চাপ্সু নিঃক্ষিপেৎ॥

যা আহৃতা হ্যেকবর্ণৈশ্চতুর্ভিঃ কলশৈর্হ্রদাৎ।

অশ্ব শালা, হস্তি শালা, বল্মীকপিণ্ড (উইঢিবী) নদী সঙ্গম স্থান ও হ্রদস্থানের মৃত্তিকা, হরিদ্রা, চন্দন ও গুগ্গুল, এক বর্ণ কলশ চতুষ্টয় দ্বারা হ্রদ হইতে আহৃত জলে নিক্ষেপ করিবে।

চর্ম্মণ্যানডুহে রক্তে স্থাপ্যং ভদ্রাসনং ততঃ।

তদনন্তর রক্তবর্ণ বৃষ চর্ম্মোপরি ভদ্রাসন (গাম্ভারী-কাষ্ঠ নির্ম্মিত পীড়ি) স্থাপন করিবে। তদুপরি বসাইয়া পূর্ব্বাদি দিকস্থিত এক ২ কলশ লইয়া নিম্নলিখিত মন্ত্র পাঠ পূর্ব্বক গুরু অভিষেক করিবেন। তিন কলশের তিনটি মন্ত্র লিখিত হইয়াছে, চতুর্থ কলশে উক্ত তিন মন্ত্রই প্রয়োগ করিতে হইবে।

সহস্রাক্ষং শতধারমৃষিভিঃ পাবনং কৃতং।

তেন ত্বামভিষিঞ্চামি পাবমান্যঃ পুনন্তু তে॥

অনেক শক্তি অনেক স্রোতঃ যে জল ঋষি সকল কর্ত্তৃক পবিত্র হইয়াছেন; আমি তদ্দারা তোমাকে অভিষেক করিতেছি, সেই পবিত্রকারী জল সকল তোমাকে পবিত্র করুন।

ভগং তে বরুণো রাজা ভগং সূর্য্যো বৃহস্পতিঃ।

ভগমিন্দ্রশ্চ বায়ুশ্চ ভগং সপ্তর্ষয়ো দদুঃ॥

রাজা বরুণ, সূর্য্য, বৃহস্পতি, ইন্দ্র, বায়ু ও সপ্তর্ষি মণ্ডলী তোমাকে সম্পৎদান করুন।

যত্তে কেশেষু দৌর্ভাগ্যং সীমন্তে যচ্চ মূর্দ্ধনি।

ললাটে কর্ণয়োরক্ষ্ণোরাপস্তদ্ঘ্নন্তু সর্ব্বদা॥

যে দৌর্ভাগ্য তোমার কেশ, সীমন্ত, মূর্দ্ধা, ললাট, কর্ণ দ্বয় ও চক্ষু দ্বয়কে আশ্রয় করিয়া আছে; সর্ব্বদা আপঃ (জল সকল) তাহা নাশ করুন।

স্নাতস্য সার্ষপং তৈলং স্রুবেণৌদুম্বরেণ তু।

জুহুয়ান্মূর্দ্ধনি কুশান্ সব্যেন পরিগৃহ্য তু॥

উক্ত প্রকারে স্নান করাইয়া, বামহস্তে কুশমুষ্টি, স্নাত ব্যক্তির মস্তকে ধরিয়া, উডুম্বর স্রুবে সার্ষপতৈল গ্রহন পূর্ব্বক হবন করিবে।

মিতশ্চ সম্মিতশ্চৈব তথা শালকটঙ্কটৌ।

কুষ্মাণ্ডো রাজ পুত্রশ্চেত্যন্তে স্বাহা সমন্বিতৈঃ॥

মিত, সম্মিত, শালক, টঙ্কট, কুষ্মাণ্ড ও রাজপুত্র প্রভৃতি প্রত্যেক নামের অন্তে "স্বাহা" যোগ করিলেই হবন মন্ত্র হইবে।

ক্রমশঃ।

রামানুজ-ভাষ্য অথবা বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ।

রামানুজ-ভাষ্য একখানি বিস্তীর্ণ গ্রন্থ। রামানুজ দক্ষিণাপথে পেরুম্বুর নগরে শকাব্দা একাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের সার্দ্ধ তিন শত বর্ষ পরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম কেশবাচার্য্য, মাতার নাম ভূমিদেবী। তিনি কাঞ্চীপুরে অধ্যয়ন করিয়াছিলেন। * ইহাঁর কৃত বেদান্ত-ভাষ্য হইতে ইহাঁর এইরূপ মত সংগ্রহ করা যাইতে পারে। যথা—পদার্থ তিন প্রকার—চিৎ, অচিৎ এবং ঈশ্বর। চিৎ শব্দে জীব। জীব অর্থাৎ জীবাত্মা—কর্ত্তা, ভোক্তা, অপরিচ্ছিন্ন, নির্ম্মল-জ্ঞানস্বরূপ ও নিত্য। অচিৎ শব্দে সমস্ত জড়পদার্থ, তাহাতে কর্তৃত্ব নাই। তাহা ভোগ্য, ভোগোপকরণ ও ভোগায়তন মাত্র। ঈশ্বর জগতের কর্ত্তা, অপরিচ্ছিন্ন, জ্ঞানস্বরূপ; ঐশ্বর্য্য বীর্য্য, শক্তি, তেজঃ প্রভৃতি গুণের আধার। তিনি সকলের অন্তর্যামী। জগৎসৃষ্টির প্রাক্‌কালে চিৎ ও অচিৎ উভয়ই সূক্ষ্ম-অবস্থায় তাঁহারই অঙ্গরূপে অবস্থিতি করে; কিন্তু চিৎ, অচিৎ ও ঈশ্বর এই তিনের মধ্যে পরস্পর ভেদ থাকে। সেই চিৎ ও অচিৎ তাঁহার ইচ্ছাতে স্থূল জগৎ-রূপে পরিণত হইলে তিনি তাহাদের অন্তর্যামী হন। অর্থাৎ পূর্ব্বে যেমন সূক্ষ্মাবস্থাপন্ন চিদচিৎ-বিশিষ্ট থাকেন, পরেও সেইরূপ স্থূলাবস্থায় পরিণত চিদচিৎ-বিশিষ্ট থাকেন। ঈশ্বরের এই নিত্য চিদচিৎ-বিশিষ্টতা স্বীকার করাতে, এই মতের নাম বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ হইয়াছে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন কহেন যে, জীবাত্মা সকল ও জড়-জগতের উপাদান পরমাণু সকল ঈশ্বর হইতে স্বতন্ত্র রূপে নিত্য কাল হইতে আছে ও প্রলয় অন্তেও স্থায়ী হইবেক। তাদৃশ মতই আপাততঃ প্রকৃত প্রস্তাবে দ্বৈতবাদের বাচ্য। কিন্তু রামানুজ কহেন যে, নিত্য কাল হইতেই ঈশ্বর জীবাত্মা সমূহ ও জড়-জগতের নিদান উপকরণের সহিত বর্ত্তমান আছেন এবং থাকিবেন। সুতরাং মহাত্মা রামানুজের মত অদ্বৈতবাদই হইতেছে। * শঙ্করের মতের সহিত ইহার এইমাত্র প্রভেদ যে শঙ্কর স্পষ্ট বাক্যে ঈশ্বরকে নিত্য কাল হইতে চিৎ-অচিৎ বিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করেন নাই। কিন্তু ঈশ্বরের মায়া-নামক প্রকৃতি হইতে জগৎ-সৃষ্টি হইয়াছে বলিয়াছেন। তিনি ব্রহ্মকে জীবের প্রকৃত আত্মা বলিয়া, সাংসারিক জীবাত্মাকে কোন মর্য্যাদা দেন নাই এবং ব্রহ্মকে সমস্ত জগতের আশ্রয় বলিয়া, জগৎকে অসার কহিয়া গিয়াছেন। কাজেই শ্রীমান্ রামানুজের মত অদ্বৈতবাদ হইয়াও ঠিক পূজ্যপাদ শঙ্করাচার্য্য-প্রণীত অদ্বৈতবাদের ন্যায় নহে। অতএব ইহার বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ নামই যুক্ত হইতেছে। ফলে শঙ্করের মায়া, অজ্ঞান, অধ্যাস ও অধ্যারোপ প্রভৃতি আবরণ ভেদ করিয়া যে সার তত্ত্ব পাওয়া যায়, রামানুজের "ঈশ্বরের চিদচিৎবিশিষ্টতা" ভেদ করিলেও সেই সার তত্ত্বই পাওয়া যায়। এই আনন্দের বিষয়। তাঁহারা পরস্পর যতই বিবাদ করুন, আমরা দেখিতেছি যে, মূল অধ্যাত্ম-তত্ত্ব-বিষয়ে তাঁহাদের একই মত, কেবল বিচারের ও ভক্তি-প্রকাশের প্রণালী স্বতন্ত্র। শঙ্কর, পরমেশ্বরকে আত্মার [illegible] করিয়া প্রগাঢ় প্রেম-ভরে তাঁহার সহিত [illegible] যাইতেছেন—রামানুজ, প্রভুর শ্রীচরণ সেবা অধিকার করিতে আপনাকে কতই ভাগ্যবান্ মনে করিতেছেন। এই প্রভেদ অতি আনন্দজনক।

রামানুজ শঙ্করের মতে দোষারোপ করিয়া

* See Wilson's Religious Sects of the Hindus Vol 1. P. 36. London 1861.

* পুরাণানুসারে ব্রহ্ম, প্রকৃতি ও কাল একীভূত। তন্মধ্যে ব্রহ্মই পুরুষ এবং সেই ভাবেই প্রধান। প্রকৃতি ও কাল ব্রহ্মের নিকৃষ্ট স্বরূপ। প্রকৃতি দ্রব্য-গুণ বিশিষ্ট। তাহাই জড়-জগতের উপাদান। ব্রহ্ম কর্ত্তা। এই মতের রামানুজের মতের সহিত প্রায় ঐক্য হইতেছে। আমার সৃষ্টি গ্রন্থে অব্যক্ত প্রকরণ দেখ।

এই রূপ কহিয়াছেন যে, জগৎকে "রজ্জুসর্পবৎ" বলা অযুক্ত কথা, কারণ সত্যস্বরূপ ঈশ্বরকে আশ্রয় করিয়া মিথ্যা থাকিতে পারে না। তিনি সত্যসঙ্কল্প, যাহা করেন তাহাই সত্য। ঈশ্বর জীবের অন্তর্যামী — এই ভাবে তিনি জীবাত্মার সহিত অভেদ, ঠিক সেই প্রকার, যেমন আমি শরীর হইতে ভিন্ন হইলেও আপনাকে আপনি কখন কখন শরীরের সহিত অভেদ মনে করি। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো।" হে শ্বেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম এই শ্রুতি-বাক্যের অর্থ এই যে, হে শ্বেত-কেতো! তোমার জীবাত্মার যিনি অন্তরাত্মা তিনিই ঈশ্বর।* ফলতঃ শ্বেতকেতু স্বয়ংই যে ঈশ্বর এবাক্যের সে অভিপ্রায় নহে। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এ বাক্যের এমত তাৎপর্য্য নহে যে, কেবল এক ঈশ্বরই আছেন আর কিছু নাই। ইহার অর্থ এই যে, ঈশ্বর স্বজাতীয়-ভেদরহিত। তাঁহার স্বজাতীয় দ্বিতীয় কেহ নাই। অর্থাৎ দুই ব্রহ্ম নাই। এক, এব, অদ্বিতীয়, এই তিন শব্দের দ্বারা সেই স্বজাতীয় দ্বিতীয়ের নিরাস করিতে-ছেন। এই জগৎ ও জীব সকল স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে পৃথকই। অথচ তিনি জগৎ ও জীববিশিষ্ট — অর্থাৎ সকলের সঙ্গে২ আছেন এবং প্রাণস্বরূপে সকলের অন্তর্যামী। তাঁহা হইতে ভিন্ন হইয়া কিছুই তিষ্ঠিতে পারে না। অতএব ঈশ্বরের সহিত জগৎ ও জীবের এক ভাবে ভেদও আছে, একভাবে অভেদও আছে।

উপনিষদে, শাঙ্কর ভাষ্যে ও বেদান্তসূত্রে জীবাত্মা, জগৎ ও ব্রহ্ম সম্বন্ধে যে বিচার আছে, তাহার মধ্যে যে পরিমাণ অদ্বৈতবাদ প্রকাশ পায় তাহা কিছু মাত্র দোষের নহে। ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শন যে, পরমেশ্বর, পরমাণু ও জীবাত্মাকে সমভাবে নিত্য বলেন সেই রূপ দ্বৈতবাদই আপাততঃ দোষাবহ। অদ্বৈত মতে প্রথমতঃ তাহারই খণ্ডন। ঐ মতে ব্রহ্ম হইতেই সকল হইয়াছে। সৃষ্টির প্রাক্কালে দ্বিতীয় কিছু ছিল না। অদ্বৈত মতের দ্বিতীয় তাৎপর্য্য কেবল প্রেম ও ভক্তি-পূর্ণ — তাহা পূর্ব্বে বলিয়াছি। শ্রদ্ধাস্পদ রামানুজ স্বামির মত, ঐ উভয় মতের মধ্যবর্ত্তী এবং প্রায় পৌরাণিক পুরুষ-প্রকৃতিবাদের ন্যায়। ফলতঃ অদ্বৈত মতের পরম মনোহর তাৎপর্য্য অনেকে না বুঝিয়া মনে করিয়াছিলেন যে, মানুষের আত্মা বুঝি যথার্থই ব্রহ্ম। জগৎ বুঝি বাস্তবিকই ভ্রম। কেহ কেহ বুঝিয়াছিলেন জগৎ বুঝি ব্রহ্মই এবং মৃত্যুর পর জীবাত্মা বুঝি ব্রহ্ম হইয়া যাইবে। ব্রহ্ম হইতে বুঝি জীবাত্মার কোন স্বাতন্ত্র্য থাকিবে না। অদূরদর্শী লোকে এইরূপে উন্নত শাঙ্কর মতে যখন কলঙ্ক আনয়ন করিলেন, তখন রামানুজ আপনার বিশিষ্টাদ্বৈতমতে শারীরক-সূত্রের ভাষ্য করিলেন। তিনি শঙ্কর মতাবলম্বী মায়া-মাত্র অদ্বৈতবাদীদিগের অভিমত মতে দোষারোপ করিয়া কহিয়াছেন —

"নিস্তাপাবাপ্তদুঃখোহমনন্তানন্দভাক্ স্বরাট্।
ভবেয়মিতি মোক্ষার্থী শ্রবণাদৌ প্রবর্ত্ততে॥
অহমর্থবিনাশশ্চেৎ মোক্ষ ইত্যধ্যবস্যতি।
অপসর্পেদসৌ মোক্ষকথাপ্রস্তাবগন্ধতঃ॥"

আমি অবিদ্যা দুঃখ হইতে নিবৃত্ত হইব এবং স্বতন্ত্র থাকিয়া অনন্ত আনন্দের ভাগী হইব এই আশা করিয়া ঈশ্বর-বিষয়ক শ্রবণ মননে যত্ন হই। কিন্তু "অহং" এই অর্থের বিনাশে যদি মোক্ষ স্থাপন হয়, তবে তাদৃশ মোক্ষ-কথার প্রস্তাব ও গন্ধ মাত্রে আমি পশ্চাৎ ভাগে প্রস্থান করি।

* "তত্র জীবাত্মসমাধিকরণোহসৌ স্বরাত্মাস্মচ্ছুদ্ধবুদ্ধস্বভাববিশিষ্টঈশ্বরশ্চ এক এব ইতি প্রতিপাদ্যতে তত্ত্বমস্যাদি বাক্যৈঃ"। ফলতঃ শঙ্করের মতও তাহাই।

দেব মামলেদার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

কিছু দিন পরে, কমিশনর সাহেব সাটারায় আগমন

করিলেন। দেব মামলেদার তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। লোক দলে২ দেব মামলেদারের পশ্চাৎ২ গমন করিতে লাগিল। কমিশনর সাহেব স্থানীয় কলেক্টরের সহিত অবস্থিতি করিতেছিলেন। লোকের ভীড় দেখিয়া তিনি বিস্ময়াম্বিত হইলেন, এবং কলেক্টার সাহেবকে ইহার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। ইহার প্রত্যুত্তরে কলেক্টার সাহেব বলিলেন যে, যশবন্ত রাওকে দেখিবার জন্য এই সকল লোকের সমাগম হইয়াছে। ইহাঁকে লোকে দেবতার ন্যায় পূজা করিয়া থাকে এবং সকলেই ইহাঁর দর্শন প্রার্থী। এই কথা শুনিয়া, কমিশনর সাহেব বলিলেন যে, এ অবস্থায় যশবন্ত রাওয়ের দ্বারা গবর্ণমেণ্টের কার্য্য নির্ব্বাহ হইতে পারে না। অতএব তাঁহাকে কার্য্য হইতে অব্যাহতি দেওয়া উচিত। কমিশনর সাহেবের অভিপ্রায় কার্য্যে পরিণত হইল, এবং দেব মামলেদার ১৮৭৩ খৃষ্টাব্দের মার্চ্চ মাস হইতে কার্য্য হইতে অবসর পাইয়া পেন্‌সন্ ভোগ করিতে লাগিলেন।

বিষয় কার্য্য হইতে অব্যাহতি পাইয়া, যশবন্ত রাও মনের আনন্দে কালযাপন করিতে লাগিলেন। বিষয় চিন্তা আর তাঁহাকে পর্য্যাকুল করিতে পারিল না। এখন তিনি, ভগবানের আরাধনায় এবং পর উপকারে তাঁহার পবিত্র জীবন উৎসর্গ করিলেন। তাঁহার ভাব অতি উদার ছিল। তাঁহা কর্তৃক পরহিত কার্য্য সাধন, কোন সম্প্রদায় কিম্বা জাতির মধ্যে আবদ্ধ ছিল না। কি হিন্দু: কি মুসলমান, কি খৃষ্টান, তিনি সকল জাতীয় সহায়হীন ব্যক্তির শুশ্রূষা করিতেন। দেব মন্দিরে, ধর্ম্মশালায় এবং মস্‌জিদে গমন করা তাঁহার প্রাত্যহিক কার্য্য ছিল। তথায় যে সকল ব্যাধিগ্রস্ত ব্যক্তি থাকিত, তিনি তাহাদের সেবা করিতেন এবং তাহাদের ঔষধও পথ্যের ব্যবস্থা করিয়া দিতেন।

কিছু কাল পরে, এক জন সম্ভ্রান্ত লোকের পরামর্শে যশবন্ত রাও ইয়াওয়ালে নামক স্থানে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই স্থানটী জি, আই, পি, রেলওয়ের মানমাদ্ ষ্টেশনের নিকটবর্ত্তী। দেব মামলেদারকে দেখিবার জন্য লোকে দলে২ এখানে আগমন করিতে লাগিল, এবং তাঁহার সম্মানার্থ প্রত্যহ উৎসব হইতে লাগিল। একদা ইন্দোরের মহারাজা হোলকার তীর্থ দর্শনার্থে শিরডিতে গমন করিতে ছিলেন। পথি মধ্যে শুনিলেন যে দেব মামলেদার মানমাদ্ ষ্টেশনের নিকট অবস্থিতি করিতেছেন। তিনি তাঁহার দর্শনার্থে, বাষ্পীয় শকট হইতে অবতরণ করিলেন, এবং ইয়াওয়ালেতে তিন দিন অবস্থিতি করিয়া, তাঁহার সহিত সদালাপে সময় অতিবাহিত করিলেন। পরে, যশবন্ত রাওকে তাঁহার রাজ ধানীতে যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া, মহারাজা শিরডিতে যাত্রা করিলেন।

এই সময়ে যশবন্ত রাও তাঁহার ভ্রাতার নিকট হইতে একখানি পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাঁহার ভ্রাতা তাঁহাকে নিজ বাটীতে অবস্থিতি করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন। দেব মামলেদর এ অনুরোধ রক্ষা করিলেন। তাঁহার আগমন বার্ত্তা শুনিয়া গ্রামবাসীগণ তাঁহার অভ্যর্থনার্থে দলে২ গমন করিতে লাগিল। এই সময়ে সকলে মহরম উৎসবে ব্যস্ত। কিন্তু যশবন্ত রাওয়ের এমনি দেব ভাব যে, কি হিন্দু * কি মুসলমান, এই মহরমের ধুম ধাম কিছু কালের জন্য স্থগিত রাখিয়া, তাঁহাকে দেখিবার জন্য অগ্রসর হইল। তিনি সকলের সহিত সদালাপ করিলেন।

যশবন্ত রাওয়ের আবাস স্থান সঙ্গমনের অতিমনোহর। ইহা দুইটী নদী প্রোরা এবং মহাতুঙ্গীর সঙ্গম স্থল, এবং এই জন্যই ইহার নাম সঙ্গমনের হইয়াছে। গ্রামটী অনেক গুলি উদ্যানে সুশোভিত। দেব মামলেদার মনের আনন্দে এখানে অবস্থিতি

* দক্ষিণাত্যে, হিন্দুগণও মহরমে যোগ দিয়া থাকে। এমন কি, কেহ২ গোরা প্রস্তুত করে, এবং অনেকে বাঘ সাজিয়া রাস্তায়২ ভ্রমণ করে।

করিতে লাগিলেন। কি বড় কি ছোট সকলেই তাঁহার সহিত সদালাপ করিয়া আনন্দ লাভ করিত। যশবন্ত রাও গবর্ণমেণ্ট হইতে যে বৃত্তি পাইতেন তাহার দ্বারা তাহার সাংসারিক ব্যয় মাত্র নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু, যিনি এতকাল অন্নহীনকে অন্নদান বস্ত্রহীনকে বস্ত্রদান এবং রোগীকে ঔষধ ও পথ্যদান করিয়াছেন এবং অভ্যাগত দিগের সৎকারে প্রচুর অর্থ ব্যয় করিয়াছেন, তিনি কি নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? বর্ত্তমান অবস্থাতেও তিনি, এই সকল সৎকার্য্যে অর্থব্যয় করিতে লাগিলেন। তাঁহার ব্যয় বাহুল্য দেখিয়া এবং পাছে তিনি ঋণ জালে আবদ্ধ হয়েন এই আশঙ্কা করিয়া, গ্রামবাসী—গণ এই ব্যবস্থা করিল যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি তাঁহার এক ২ দিনের ব্যয় নির্ব্বাহ করিবে।

সঙ্গমনের গ্রামে অবস্থিতি কালে, যশবন্ত রাও প্রত্যহ বালাজির মন্দিরে গমন করিতেন। যাইবার সময়ে তাঁহার ক্লেশ না হয় এই জন্য, গ্রামবাসীগণ পথে জল সেচন করিত। তাঁহার সম্মানার্থে তাহারা স্ব স্ব বাটীর সম্মুখে রাঙ্গুলি * দিত এবং ধুপ জ্বালিয়া রাখিত। রজনীতে, দীপশ্রেণী পথের অন্ধকার দূর করিত। কথিত আছে যে, এখানে অবস্থিতি কালে তাঁহার প্রভাবে কএক জন রোগী আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। হরি কোন্‌হের নামে এক জন মুন্‌সেফ এই গ্রামে বাস করিতেন। তিনি হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করিতেন না এবং দেব মামলেদারের প্রতিও তাঁহার ভক্তি ছিল না। একদা তাঁহার উৎকট পেটের বেদনা হইল। নানা প্রকার ঔষধ সেবন করিলেন কিছুতেই তাহা আরাম হইল না। অবশেষে তাঁহার স্ত্রী দেব-মামলেদারের নিকট হইতে তীর্থোদক আনিয়া তাঁহাকে পান করিতে বলিলেন। স্ত্রীর অনুরোধে, মুনসেফ মহাশয় তাহা পান করিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে তাঁহার বেদনা দূর হইল। এই আশ্চর্য্য ঘটনায় তাঁহার জীবন পরিবর্ত্তন হইল। হিন্দু ধর্ম্মের প্রতি তাঁহার বিশ্বাস জন্মিল এবং তিনি দেব মামলেদারের সেবায় তাঁহার জীবন অতিবাহিত করিতে লাগিলেন। আর এক সময়ে, দূর দেশ হইতে দুজন অন্ধ আগমন করিয়াছিল। দেব মামলেদার প্রদত্ত তীর্থোদক পান করিয়া তাহারাও আরোগ্য হইয়াছিল। নিজগ্রামে কএক মাস অবস্থিতি করিয়া, যশবন্ত রাও নাটানাতে গমন করিলেন। পথি মধ্যে, বিশ্রাম জন্য, তিনি ইওলে নামক স্থানে অবস্থিতি করিয়াছিলেন। এই সময়ে, আলিবাগ জেলার অন্তর্গত, মেড়ে নামক স্থানের জমিদার ঠাকুরাণী তাঁহার নিকটে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। তিনি তাঁহার আবাস স্থানে, একটী রামের মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ইচ্ছা যে, দেব মামলেদার কর্ত্তৃক মন্দিরটী প্রতিষ্ঠা করা হয়। এই অভিপ্রায়টী, যশবন্ত রাওয়ের কাছে প্রকাশ করিলেন, এবং তাঁহাকে মেড়ে গ্রামে যাইতে অনুরোধ করিলেন। দেব মামলেদার ইহাতে সম্মত হইলেন, এবং মেড়ে গ্রামে উপস্থিত হইয়া মন্দিরটীর প্রতিষ্ঠা কার্য্য সমাধা করিলেন। গ্রাম বাসীদের অনুরোধে তিনি এখানে এক মাস অবস্থিতি করিলেন। পরে, বোম্বাই হইয়া, ইওলেতে প্রত্যাগমন করিলেন। এখানে তাঁহার শরীর অসুস্থ হইল। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার পরিজনগণ তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল, এবং আবশ্যক মত তাঁহার শুশ্রূষা করিল। শরীর প্রকৃতিস্থ হইলে তিনি সপরিবারে নাটানাতে গমন করিলেন। এখানে অবস্থিতি কালে, নানা স্থান হইতে লোক সকল তাঁহার কাছে আগমন করিতে লাগিল। যেখানে কোন যজ্ঞের অনুষ্ঠান হইত

* রাঙ্গুলি, এক প্রকার আলপনা। বাঙ্গালায় যেমন স্ত্রী লোকেরা হস্তের দ্বারা আলপনা দিয়া থাকে, দাক্ষিণাত্যে সে রূপ নহে। এখানে এক প্রকার পিত্তলের যন্ত্র আছে, নানা প্রকার রঙের গুঁড়ায় তাহা পূর্ণ করিয়া ঘুরাইলে, তাহার ছিদ্র হইতে গুঁড়া বাহির হইয়া উত্তম আলপনা হয়।

কিম্বা কোন দেবালয় প্রতিষ্ঠা করা আবশ্যক হইত, তিনি নিমন্ত্রিত হইয়া তথায় গমন করিতেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীকৃষ্ণ-সৎকথামৃত।

(যোগাশ্রমে সদালাপ)

কতক গুলি বিদেশীয় সম্ভ্রান্ত তীর্থযাত্রী ৺ কাশী ধামে আসিয়া এক দিন পরিব্রাজক মহাশয়ের দর্শনার্থ যোগাশ্রমে আসিলেন ও নানা কথা প্রসঙ্গে অনেক উপদেশ গ্রহণ করেন। তাহারই কয়েকটী কথা পাঠক বর্গের গোচরার্থ নিম্নে প্রকটিত হইল।

১

প্রশ্ন। পুরাণাদিতে লিখিত আছে যে, কলিতে ধর্ম্মের হ্রাস বা সঙ্কোচ হইবে। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আপনারা ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারার্থ বৃথা এত যত্ন করেন কেন?

স্বামীজী উত্তর করিলেন—"কায়েন মনসা বাচা" ধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্যই মনুষ্যের যত্ন করা কর্ত্তব্য, কেন না—"ধর্ম্ম এব হতো হন্তি ধর্ম্মোরক্ষতি রক্ষিতঃ। তস্মাদ্ধর্ম্মো ন হন্তব্যো মানো ধর্ম্মো হতোঽবধীৎ॥" ধর্ম্মকে যে হনন করে, ধর্ম্ম তাহাকে বিনাশ করেন, আর যিনি ধর্ম্মকে রক্ষা করেন, ধর্ম্মও তাঁহাকে রক্ষা করিয়া থাকেন। এই জন্য ধর্ম্মকে নষ্ট করিতে নাই, ধর্ম্মও আমাদিগকে বিনাশ না করুন। যে জন্মিয়াছে মৃত্যু তাহার নিশ্চয় হইবে, ইহা সকলেই জানে; ইহা জানিয়াও বালক পীড়িত হইলে তাহার আত্মীয় বর্গ তাহার চিকিৎসা করিয়া থাকে। শাস্ত্রে চিকিৎসা কর্ত্তব্য বলিয়াই বিধান আছে। জীবের মৃত্যু যদি নিশ্চয়ই থাকিল, তবে আপনি আপনার পুত্রের চিকিৎসার ব্যবস্থা কেন করেন? বস্তুতঃ সিদ্ধান্ত এই যে বালকের মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী হইলেও প্রতিবারের পীড়াতেই সে মরিবে না, অনেকবার আরোগ্য লাভ করিয়া শেষ বারের পীড়াতেই সে মরিবে। সেই রূপ কলির পরিণতাবস্থাতেই ধর্ম্মের অতি-সঙ্কোচ হইবে। কিন্তু এখনও কলির অনেক বিলম্ব, এখন যে ধর্ম্মের সংকোচ দেখা যাইতেছে, যত্ন করিলে ভগবৎ কৃপায় তাহা সংশোধিত হইতে পারিবে। পীড়িত শিশুর চিকিৎসার ন্যায় ধর্ম্ম যখনই সংকুচিত হইবেন তখনই২ তাহার প্রচার ও অনুষ্ঠান রূপ সুচিকিৎসা অবশ্যই করিতে হইবে। এখনও দেশ বিদেশে, তীর্থে ও ভগবানে লোকের যথেষ্ট ভক্তি ও শ্রদ্ধা আছে, এখন ও শত ২ সাধু সন্ন্যাসী মহাত্মা দৃষ্ট হয়েন, এখনও কতশত স্থানে ভগবানের নাম সংকীর্ত্তন হইয়া থাকে, এখনই কলির ভয়ে ধর্ম্ম নষ্ট হইবেন কেন! এখনই যদি ধর্ম্ম লোপ করা ভগবানের অভিপ্রায় হইত, তবে এখন দলে দলে লোক একত্র বসিয়া প্রেমাশ্রুপূর্ণ লোচনে পুরাণাদি শ্রবণ করিত না, তাহা হইলে ভগবান সনাতন ধর্ম্মের পুনঃ প্রচারার্থ এখন মানব হৃদয়ে উৎসাহ, বল ও প্রেমের প্রেরণা করিতেন না। এখন কিছু দিন আবার ধর্ম্মের বিজয় ভেরী বাজিবে, ভাগ্যবান্ লোকে ধর্ম্মালোচনায় কৃতার্থ হইয়া যাইবে। শিশু যখন মরিবার তখন মরিবে এখন চিকিৎসার অনাদর করিবেন না। "ছোরেচ্ছা গরীয়সী"।

২

প্রশ্ন। যাহার যে ধর্ম্ম ভাল বোধ হয়, সে যদি সেই ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করে, তাহাতে ক্ষতি কি? এতৎ শ্রবণে স্বামীজী উত্তর করিলেন—

ধর্ম্ম বলিতে আপনি কি বুঝিয়াছেন, তাহা বুঝিতে পারিলাম না। ধর্ম্ম এক জিনিষ তো পাঁচটা নাই যে এটা না হয় ওটা গ্রহণ করিবেন। হিন্দু ধর্ম্ম, বৌদ্ধ ধর্ম্ম খ্রীষ্টীয় ধর্ম্ম আদি যে সংজ্ঞা প্রসিদ্ধ আছে, এতাবৎ ধর্ম্মের সংজ্ঞা নহে, এ গুলি ধর্ম্ম সাধনের ভিন্ন ২ মত বলিতে পারেন। পদার্থের প্রকৃতি বা তন্নিহিত শক্তির নামান্তরই ধর্ম্ম। "ধর্ম্মে সর্ব্বং প্রতিষ্ঠিতং" ধর্ম্মেতেই

আব্রহ্ম তৃণ পর্য্যন্ত প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে, যাহার অস্তিত্বে তাবৎ পদার্থ অস্তিত্ববান্ তাহাই ধর্ম্ম। কেন না "ধর্ম্মো বিশ্বস্য জগতঃ প্রতিষ্ঠা"। যাহা দ্বারা দেহী নিজ প্রকৃতির সম্পূর্ণ উন্নতি লাভ করিতে পারে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম। যেমন—মহৌষধ তাহাই, যাহা দ্বারা রোগের সম্পূর্ণ শান্তি হয়। ঔষধ রোগীর পছন্দানুসারে নির্ম্মিত হয় না। ঔষধ যদি রোগীর ভাল না লাগে, আর উহা যদি রোগোপশমকর হয়, তবে তাহাই ব্যবহার করিতে হইবে। সেই রূপ দেশ কাল ও পাত্র ভেদে যাহা দ্বারা, যেখানে, যে সময়ে ও যাহার, অবিদ্যা মায়া-মলিন মানব প্রকৃতির সম্পূর্ণ শুদ্ধি হইবে, তাহাই সেই স্থানে সেই সময়ে ও সেই ব্যক্তির পরম ধর্ম্ম জানিতে হইবে। ত্রিকালজ্ঞ ও সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ ব্যতীত কেহই এ ধর্ম্মের ব্যবস্থাপক হইতে পারে না। এই জন্যই শাস্ত্রে "চোদনা লক্ষণার্থো ধর্ম্মঃ" "বেদ প্রণিহিতো ধর্ম্মঃ" "বিহিত ক্রিয়া সাধ্যো ধর্ম্মঃ" ইত্যাদি ধর্ম্মের সংজ্ঞা কথিত হইয়াছে, অর্থাৎ বেদার্থের প্রেরণানুরূপ যাহা, বেদে ব্যবস্থা আছে যাহা, এবং শ্রুতি স্মৃত্যাদি বিহিত ক্রিয়ানুষ্ঠান জনিত যে ফল হয়, তাহার নাম ধর্ম্ম। যে যুগে, যে দেশে, যে বর্ণে, যে আশ্রমে যে জাতিতে (স্ত্রী পুংসাদি) যে ২ কর্ম্ম অনুষ্ঠান করিতে শাস্ত্র আদেশ করিয়াছেন তাহা অনুষ্ঠিত হইলেই ধর্ম্ম সিদ্ধ হইয়া থাকে। অপরিণাম বিবেকী অল্পজ্ঞ জীব নিজ স্বেচ্ছানুসারে মলিন মন ও ইন্দ্রিয়াদির প্ররোচনায় যাহা ভাল বলিয়া বোধ করিবে, তাহাই ধর্ম্ম হইতে পারে না। যে পীড়িত সে যেমন নিজের চিকিৎসা করে না, সেই রূপ ভবরোগাক্রান্ত জীবের নিজ ধর্ম্ম নিজে বাছিয়া লইতে নাই। প্রকৃতি তত্ত্বজ্ঞ মায়ামুক্ত পুরুষগণ ভব ব্যাধি বিনাশের যেরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন, সুস্থির চিত্তে তাহাই সেবন করিতে হয়। ঔষধ রোগীর পরিচিত হউক বা অজ্ঞাত হউক, তাহার অমোঘ শক্তি ব্যাধির উপশম করিয়া দিবে—মলিন প্রকৃতি বিশুদ্ধ হইবে। ত্রিগুণময়ী প্রকৃতির শুদ্ধি সাধিত না হইলে পরম পুরুষের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। অতএব যাহার যাহা ভাল লাগিবে, তাহা তাহার ধর্ম্ম নহে, কিন্তু যাহার যাহাতে ভাল হইবে, তাহাই তাহার ধর্ম্ম, তাহাই তাহার সেব্য, তাহাকে তাহারই পরিচর্য্যা করিতে হইবে।

৩

প্রশ্ন। যাহারা হিন্দু নহে, তবে তাহারা কি মুক্তি পাইবে না? এতদুত্তরে স্বামীজী বলিলেন—

সকল ধর্ম্ম মতের আত্মা ও মুক্তি এক পর্য্যায়ের নহে। খৃষ্টীয়ানের আত্মা, বৌদ্ধের আত্মা, মুশলমানের আত্মা, হিন্দুর "আত্মা" শব্দের লক্ষ্যার্থক নহে। আবার খৃষ্টীয়ান যাহাকে "মুক্তি" বলেন, বৌদ্ধ বা মুশলমানের মুক্তির সহিত তাহার ঐক্য নাই। ব্রহ্মাত্মৈকতা সাধন পূর্ব্বক অভেদ ভাবের পর আত্মার মায়িক সংস্রব নিরশন বা পুনরাবৃত্তির পূর্ণ নিবৃত্তি রূপ যে হিন্দুর মুক্তি, তাহা আবার কোন সম্প্রদায়ের মুক্তির সহিতই ঐক্য হয় না। সুতরাং সনাতন শাস্ত্রোক্ত মুক্তি সনাতন ধর্ম্মের বিহিত অনুষ্ঠান না করিলে লাভ হইতে পারে না। যে ধর্ম্ম মতের যেরূপ মুক্তি লক্ষ্য, তাহার সাধন মার্গও তদনুযায়ী সাধক বা সিদ্ধগণ সেই রূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন। যে দেহী তাদৃশ মুক্তির প্রার্থী, তাদৃশ মুক্তির অভিলাষী তদনুরূপ সাধন করিয়া তাহা লাভ করিবে। তত্ত্বজ্ঞান লাভ না করিলে আত্মার ঐকান্তিকতারূপ হিন্দুর পরম লক্ষ্য পরামুক্তি কখনই লাভ করা যায় না। অধিকারী ব্যক্তি শাস্ত্রানুসারী অনুষ্ঠান পূর্ব্বক মুক্তি লাভ করিবেন।

৪

প্রশ্ন। হিন্দুর মুক্তি লাভের শাস্ত্রোক্ত বিধান কিরূপ, তাহা অনুগ্রহ পূর্ব্বক সংক্ষেপে বলিলে কৃতার্থ হইব। স্বামীজী বলিলেন—

১ "আমি ভোক্তা", আমি কর্ত্তা, "আমার ধন"

আমার পুত্র "আদি অভিমান মূলক অহং মমেতি বুদ্ধি জীবকে মায়াভিভূত করিয়া ব্রহ্মসত্তা হইতে নিজ সত্তাকে স্বতন্ত্র রূপে প্রতীতি করাইতেছে। যখন ভগবদুক্ত "মত্তঃ পরতরং নান্যৎ কিঞ্চিদস্তি ধনঞ্জয়" জীবের এই রূপ জ্ঞান হইবে অর্থাৎ হে ধনঞ্জয়! মায়ার অধিষ্ঠান-ভূত একমাত্র সত্তা স্বরূপ চিদ্‌ঘনানন্দ পরমাত্মা আমি ভিন্ন নিত্য সত্য বিদ্যমান পদার্থ আর কিছুই নাই। স্বপ্ন কালে মনুষ্য যাহা কিছু দেখে, বস্তুতঃ স্বপ্ন-দ্রষ্টা স্বয়ং ভিন্ন স্বপ্ন-দৃষ্ট কোন বস্তুকেই পরমার্থতঃ সত্য বলিয়া স্বীকার করিতে পারে না। পরমাত্মারই প্রকাশ স্ফুরণেই জগতের অস্তিত্ব ও প্রকাশ, যখন এইরূপ জ্ঞান জন্মিবে তখনই মানব পরামুক্তি লাভ করিবে। যতক্ষণ মানবের মনুষ্যোঽহং, অমুকস্য পুত্রোঽহং, শ্যামোঽহং, সুন্দরোঽহং এই রূপ দেহাত্ম বুদ্ধি থাকিবে, ততক্ষণ তাহার মুক্তির সম্ভাবনা কোথায়!

মানব প্রথমতঃ স্বস্ব বর্ণানুরূপ ও আশ্রমোচিত বিহিত ক্রিয়া রাশি—সংস্কার, যাগ, যজ্ঞ তপ জপ করিবেন। এতদ্দ্বারা দেহের প্রকৃতি শুদ্ধি এবং ভগবৎ সঙ্গ লাভের শ্রদ্ধা জন্মিবে। শ্রদ্ধা বৃদ্ধির সঙ্গে ২ নিজ কুল ও প্রকৃত্যনুসারিণী উপাসনা করিতে হইবে। বিশুদ্ধ মন্ত্রোপচার সহ শ্রদ্ধা পূর্ব্বক ভগবানের পূজা করিতে ২ অন্তঃকরণ শুদ্ধ হইলে জীব তত্ত্বজ্ঞানের অধিকারী হইবে। মুমুক্ষু না হইলে তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা কঠিন। ভগবান্ অর্জ্জুনকে বলিয়াছিলেন—

"জ্ঞানন্তেঽহং সবিজ্ঞানমিদং বক্ষ্যাম্যশেষতঃ।
যজ্‌জ্ঞাত্বা নেহ ভূয়োন্যজ্‌জ্ঞাতব্যমবশিষ্যতে" ॥

(পরমেশ্বর অদ্বিতীয় পূর্ণ স্বরূপ এই রূপ বুঝিতে পারার নাম "জ্ঞান" এবং শ্রবণ, মনন বিচারাদি দ্বারা আত্মাতে পরমাত্মাকে অনুভব করার নাম "বিজ্ঞান") এই জ্ঞান বিজ্ঞানের কথা তোমাকে বলিতেছি; জ্ঞানের দ্বারা ব্রহ্মবস্তুকে বুঝিলে ও বিজ্ঞানের দ্বারা তাঁহাকে অনুভব করিলে আর জীবের জানিবার কিছুই বাঁকি থাকে না।

মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিদ্‌যততি সিদ্ধয়ে।
যততামপি সিদ্ধানাং কশ্চিন্মাংবেত্তি তত্ত্বতঃ ॥

জন্ম জন্মান্তরের পুণ্য পুঞ্জ ফলে জীব মানব দেহ লাভ করে, তন্মধ্যে যোগাধিকারী দ্বিজ দেহ লাভ করা আবার সকলের সম্ভব নহে, দ্বিজ হইলেও সকলেই যে বিবেকী ও শুদ্ধান্তঃকরণ হইবে, তাহারও নিশ্চয়তা নাই। এই জন্য ভগবান্ বলিতেছেন যে, কর্ম্ম ও যোগানুষ্ঠান পূর্ব্বক আত্মজ্ঞানের অধিকারী অতি বিরল, আবার অনুষ্ঠান করিতে করিতেও বিপুল বিঘ্ন বশাৎ অনেকেই আত্মাকে জানিতেও পারে না। পাছে অর্জ্জুনের এরূপ আশঙ্কা হয় যে, দেব দানব মানব গন্ধর্ব্বাদি সকলেই তো রাম কৃষ্ণাদি রূপী ভগবান্‌কে বিদিত আছে, তবে সহস্রের মধ্যে কোন ব্যক্তি জ্ঞান লাভের জন্য যত্ন করে, আবার তাদৃশ সহস্র সহস্র প্রযত্নকারীর মধ্যে কেহ হয়তো আমার স্বরূপ তত্ত্ব বিদিত হয়" এরূপ বলিলেন কেন? এই সংশয় পরিহার করিবার জন্য ভগবান্ "তত্ত্বতঃ" পদটী ব্যবহার করিয়াছেন, অর্থাৎ রামকৃষ্ণাদি রূপ তো তাঁহার নিত্য সিদ্ধ স্বরূপ নহে (এতাবৎ তাঁহার নিজ মায়া কল্পিত বিগ্রহ মাত্র) তাঁহাকে স্বরূপতঃ জানিতে হইলে সদ্‌গুরুর নিকট মহাবাক্যাদির উপদেশ না পাইলে উপায় নাই। এই জন্য অতি অল্প মনুষ্যই প্রকৃত জ্ঞানের অধিকারী।

অহং মমেতি অভিমানের ছায়া জ্ঞান-সাধককেও শীঘ্র পরিত্যাগ করে না, যিনি ভাগ্যবশাৎ তত্ত্বজ্ঞান লাভ করিতে পারেন, তিনিই প্রপন্ন ভাবাপন্ন হইয়া মায়ামুক্ত হওতঃ অমৃতত্ব প্রাপ্ত হয়েন। এই জন্য ভগবান্ জীবের প্রতি দয়া করিয়া বলিয়াছেন,—

"দৈবীহ্যেষা গুণময়ী মমমায়াদুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া মেতাং তরন্তি তে ॥"

আমার সত্ত্বাদি ত্রিগুণময়ী মায়া নিতান্ত দুরতিক্রম্য; যে সকল ব্যক্তি কেবল আমারই শরণাগত হইয়া ভজনা করে, তাহারাই কেবল এই সুদুস্তর মায়া হইতে সমুত্তীর্ণ হয়।

সনাতনী মায়া যেরূপ দুরতিক্রম্যা, তাহাতে তাহা হইতে কোন রূপে বুঝি মুক্ত হওয়া যায় না, অর্জ্জুনের এই আশঙ্কা নিরাকরণার্থ ভগবান্ বলিতেছেন যে, যে মায়াকে বিশুদ্ধ চৈতন্যাশ্রিতা বিষয়ের মূল প্রসূতী বলিয়া কল্পনা করা যায়, তাহার নাম দৈবী মায়া। যেমন অন্ধকার যে গৃহকে আশ্রয় করিয়া থাকে তাহাকেই আবৃত করে, সেই রূপ দৈবী মায়া যে আত্মার আশ্রিত, সেই আত্মাকেই আবৃত করিয়া রাখে। যেমন তিন গাছি রজ্জুতে দৃঢ় গুণ প্রস্তুত করিলে তদ্দ্বারা মনুষ্যকে অতিশয় বন্ধন করা যায়, তদ্রূপ ভগবানের ত্রিগুণ ময়ী মায়াতেও জীব দৃঢ় তর রূপে আবদ্ধ হইয়াছে। মনুষ্য কর্ম্মের দ্বারা, যোগের দ্বারা বা জ্ঞান সাধন মাত্র দ্বারা অথবা কোনরূপ পুরুষার্থ দ্বারা যদি মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করে, তাহাতে সহজে সিদ্ধ মনোরথ হইতে পারে না। যেমন কাহারও হস্ত রজ্জু দ্বারা বাঁধা থাকিলে সে যদি খুলিবার জন্য স্বয়ং চেষ্টা বা বল প্রকাশ করে, তবে তাহার হাতে বেদনা হয়, ফাঁশ আরও অধিক লাগিয়া যায়, সেইরূপ নিজ কৌশলে ইন্দ্রিয় জয় করিব, মায়া অতিক্রম করিব, এরূপ যাহার অভিলাষ, মায়া তাহাকে আরও দৃঢ়তর রূপে বন্ধন করে। কিন্তু যিনি ধর্ম্ম কর্ম্ম, জ্ঞান, যোগ আদির পরিচর্য্যা পূর্ব্বক তাহাদের আশা-ভরসা ছাড়িয়া আপনার অভিমান অহংকার দূরে ফেলিয়া নিতান্ত নিরাশ্রয়ের ন্যায় ভগবান্‌কে অগতির গতি জানিয়া ভক্তি পূর্ব্বক তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন, ভগবান্ দয়া করিয়া তাঁহাকেই দৈবী মায়া বন্ধন হইতে মুক্ত করিয়া দেন। ইহাই তীব্র ভক্তি বেগ, ইহাই যোগীর নিরালম্ব সমাধি। সর্ব্বাবরণ ভেদ পূর্ব্বক আত্মায় ও পরমাত্মায় সাক্ষাৎ না হইলে মায়া বন্ধন মোচন হয় না।

এই শরণাগতি-ভক্তি জীবের পক্ষে দুর্লভ; তজ্জন্য উহা লাভ করিবার সদুপায় ভগবান উদ্ধবকে উপলক্ষ করিয়া বলিয়াছেন,—শ্রীমদ্ভাগবতে—

"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্।
পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
আদরঃ পরিচর্য্যায়াং সর্ব্বাঙ্গৈরভিবন্দনম্।
মদ্ভক্তপূজাভ্যধিকা সর্ব্বভূতেষু মন্মতিঃ।
মদর্থেষ্বঙ্গচেষ্টা চ বচসা মদ্গুণেরণম্।
ময্যর্পণঞ্চ মনসঃ সর্ব্বকামবিবর্জ্জনং॥
মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ।
ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্।
ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥

আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা, আমারই সৎ প্রসঙ্গালাপ, আমার পূজায় একান্ত নিষ্ঠা, কাতরতা সহ আমার স্তব পাঠ, আমার সেবাতে আদর, করচরণ মস্তকাদি সর্ব্বাঙ্গ দ্বারা আমার অভিবন্দন, আমার ভক্তের সেবা, সর্ব্বভূতে আমাকে উপলব্ধি, আমার সেবার জন্য হস্ত পদাদির কার্য্য চেষ্টা, আমারই গুণানুবাদ জন্য বাঙ্-নিষ্পত্তি, আমাতেই চিত্ত সমর্পণ, আমা ভিন্ন সর্ব্বকামনা বিসর্জ্জন, আমার জন্য সংসারের সমস্ত বিভব, ভোগ ও সুখ ত্যাগ, ফল কামনা ত্যাগ করিয়া কেবল আমার জন্যই যজ্ঞ, দান, হোম, জপ, ব্রত আদির আচরণ, এই রূপ ধর্ম্ম দ্বারাই মনুষ্যগণ আমাতে আত্ম নিবেদন করিয়া থাকে। হে উদ্ধব! এই রূপে আমাতে ভক্তি উদয় হইলে জীবের আর কি অভাব থাকে; অর্থাৎ সে কৃতকৃত্য হয়।

ভগবদ্ভক্তির নিকট ভুক্তি, মুক্তি সমস্তই তুচ্ছ।

সত্য ও মিথ্যা কথা।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)।

অতঃপর স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণ ভগবান্ সাক্ষাৎ সত্যাসত্য সম্বন্ধে মহাভারতের কর্ণপর্ব্বে কি মহদুপদেশ দিয়াছেন, তাহাই পাঠক গণকে উপহার দিব।

'কুরুক্ষেত্র সমরে কর্ণশরে' ব্যথিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির শিবিরে শায়িত, অর্জ্জুন যুদ্ধে অশ্বত্থামাকে পরাজিত করিয়া মৃত কল্প অগ্রজের দর্শন জন্য যুদ্ধক্ষেত্রে

ভীমসেনকে স্থাপিত করিয়া কেশবের সহিত যুধিষ্ঠিরের নিকট আসিলেন। যুধিষ্ঠির তাঁহাদিগকে দেখিয়া কর্ণ নিশ্চয়ই হত হইয়াছে এই অনুমানে সহর্ষ চিত্তে অর্জ্জুন কিরূপে কর্ণকে বধ করিলেন, তাহাই জানিতে ঔৎসুক্য প্রকাশ করিলেন; কিন্তু অর্জ্জুন মুখে তখনও কর্ণকে জীবিত জানিয়া তাঁহাকে বিবিধ তিরস্কার করতঃ এবং ভয় হেতু যুদ্ধ স্থান ত্যাগের দোষারোপ পূর্ব্বক তাঁহাকে অসমর্থ বোধে ধিক্কার করিয়া গাণ্ডীব ধনু অপর কোন অস্ত্রকুশল পুরুষকে দিতে বলিলেন। এই কথায় নিতান্ত ক্রোধান্ধ হইয়া ধনঞ্জয় ভরতশ্রেষ্ঠ যুধিষ্ঠিরকে নিহত করিবার অভিপ্রায়ে অসি ধারণ করিলেন। তখন অন্তর্যামী কেশব তাঁহার কোপ প্রকাশ দর্শন করিয়া কহিলেন "অর্জ্জুন! এ কি? তুমি রাজাকে দেখিব বলিয়া রণস্থল হইতে আসিয়াছ, এখন দেখিলে, সেই রাজা যুধিষ্ঠির কুশলী আছেন; সম্প্রতি তোমার বধ্য কাহাকেই এখানে দেখিতেছি না, অতএব হে বিচিত্র বিক্রম সম্পন্ন! তুমি যে ক্রোধাবিষ্ট হইয়া খড়্গ ধারণ করিলে, ইহাতে তোমার অভিপ্রেত কি? কৃষ্ণ এই রূপ কহিলে অর্জ্জুন যুধিষ্ঠিরকে নিরীক্ষণ করতঃ বলিলেন, আমার এই গুপ্ত ব্রত আছে যে, যে ব্যক্তি আমাকে "অন্যকে গাণ্ডীব দাও" এইরূপ আদেশ করিবে, আমি তাহার মস্তক ছেদন করিব। তোমার সাক্ষাতেই এই রাজা আমাকে সেই কথা বলিলেন; অতএব আমি কোন ক্রমেই তাহা ক্ষমা করিতে পারি না। এই ধর্ম্ম ভীরু নরপতিকে নিহত করিব, এই নরসত্তমকে নিহত করিয়া প্রতিজ্ঞাপালন করিব, হে জনার্দ্দন! আমি যুধিষ্ঠিরের নিধন সাধন পূর্ব্বক সত্যের নিকটে অনৃণী হইয়া বিশোক ও বিজ্বর হইব অথবা এই উপস্থিত নিদারুণ সময়ে তুমিই বা কি বিবেচনা কর? হে ভ্রাতঃ! তুমি এই জগতের সমুদয় ভাবই জানিতেছ; অতএব তুমি যাহা বলিবে, আমি তাহাই করিব।"

"গোবিন্দ অর্জ্জুনকে বারম্বার ধিক্কার দিয়া বলিলেন, হে পুরুষ ব্যাঘ্র ধনঞ্জয়! তুমি যে অকালে অতিশয় ক্রোধাসক্ত হইলে ইহাতে এখন জানিলাম, তুমি কখনও বিচক্ষণ লোকদিগের সেবা কর নাই। হে অর্জ্জুন! অদ্য তুমি ধর্ম্ম ভীরু ও বিমূঢ় হইয়া এস্থলে যে রূপ আচরণ করিলে, ধর্ম্ম বিভাগে অভিজ্ঞ ব্যক্তি কখনই এরূপ করিতে পারেন না। হে পার্থ! যে ব্যক্তি অকার্য্য ও ক্রিয়া সকলের এবং কার্য্য ও অক্রিয়া সকলের সংযোগ করে, সেই পুরুষাধম। যাঁহারা শিষ্যগণ কর্ত্তৃক উপাসিত হইয়া ধর্ম্মের অনুসরণ পূর্ব্বক তাহার বিবরণ করেন, তুমি সেই সংক্ষেপ ও বিস্তর বেদী গুরুগণের বিনিশ্চয় অবগত নহ। হে পার্থ! তুমি যেমন কার্য্যাকার্য্য বিনিশ্চয়ে বিমূঢ় হইতেছ, তদ্রূপ অনিশ্চয়জ্ঞ পুরুষ তদ্বিষয়ে অবশ হইয়া মূঢ় হয়। কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য অবধারণ করা কোন ক্রমে অনায়াস সাধ্য নহে। শাস্ত্র জ্ঞান দ্বারা তৎসমুদয় জানা যাইতে পারে, কিন্তু তুমি তাঁহা হৃদয়ঙ্গম করিতে সমর্থ হইতেছ না। হে পার্থ তুমি যে ধর্ম্ম বেত্তা হইয়া ধর্ম্ম রক্ষা করিতেছ, তাহা অবিজ্ঞান প্রযুক্তই করিতেছ; কেন না ধার্ম্মিক হইয়া প্রাণিগণের বধে কত অধর্ম্ম হয়, তাহা বুঝিতেছ না! হে ভ্রাতঃ! আমার মতে প্রাণিগণের বধ না করাই সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ; বরং মিথ্যা কথা কহিবে, তথাপি কোন প্রকারে কাহার হিংসা করিবে না। অতএব হে নরশ্রেষ্ঠ! অন্য কোন সামান্য মানবের ন্যায় তুমি এই ধর্ম্ম কোবিদ জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজা যুধিষ্ঠিরকে কি বলিয়া বিনষ্ট করিতে পার? হে ভারত! যুদ্ধে অপ্রবৃত্ত, পরাঙ্মুখ, পলায়ন পরায়ণ, শরণাপন্ন, কৃতাঞ্জলি, বিপদ্‌গ্রস্ত ও প্রমাদ যুক্ত শত্রুকে ও বিনষ্ট করা সাধুদিগের প্রশংসিত নহে; তোমার এক মাত্র গুরুজনে সে সমস্তই পর্য্যবসিত হইয়াছে। হে পার্থ! পূর্ব্বে তুমি বালকের ন্যায় প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলে, সেই জন্যই এক্ষণে মূঢ়তা প্রযুক্ত এই অধর্ম্ম যুক্ত কর্ম্ম করিতে উদ্যত হইয়াছ। হে অর্জ্জুন! তুমি ধর্ম্ম সকলের

অবিধ্বংশিনী সূক্ষ্মাগতি অবধারণ না করিয়া কি বলিয়া গুরুজনের বধাভিলাসে ধাবমান হইতেছ? হে পার্থ! আমি তোমার নিকটে এই ধর্ম্ম রহস্য বর্ণনা করিব। ভীষ্ম ধর্ম্মজ্ঞ যুধিষ্ঠির, ক্ষত্তা বিদুর অথবা যশস্বিনী কুন্তী যাহা তোমার নিকটে বলিতে পারেন, আমি তাহাই তোমাকে যথার্থ রূপে বলিতেছি, তুমি ইহা হৃদয়ঙ্গম কর। সত্যের কথনই সাধু; সত্য হইতে আর কিছুই শ্রেষ্ঠ নাই; পরন্তু কেবল সত্যই যাঁহার অনুষ্ঠানের বিষয় হয়, সত্যের যথার্থ তত্ত্ব তাঁহার সুদুর্জ্ঞেয় হইয়া থাকে। যে স্থলে মিথ্যা সত্য স্বরূপ এবং সত্য মিথ্যা স্বরূপ হয়, সে স্থলে সত্য বক্তব্য না হইয়া মিথ্যাই বক্তব্য হইবে। প্রাণ বিনাশে ও বিবাহে মিথ্যা বক্তব্য হইবে এবং সর্ব্বস্বের অপহরণেও মিথ্যা বক্তব্য হইতে পারিবে। বিবাহ কালে, রতি ক্রীড়া সময়ে, প্রাণ বিনাশ স্থলে, সর্ব্বধনাপহরণে এবং ব্রাহ্মণের নিমিত্ত মিথ্যা কহিবে। এই পঞ্চবিধ মিথ্যাকে পণ্ডিতেরা পাতক শূন্য কহিয়াছেন। সেই সেই স্থলে মিথ্যাও সত্য হইবে এবং সত্যও মিথ্যা স্বরূপ হইবে। যে নিরবচ্ছিন্ন সত্যের অনুষ্ঠানেই কৃত সংকল্প হয়, সেই অনভিজ্ঞ ব্যক্তি কেবল সত্যকেই সত্য মনে করে। ফলতঃ ধর্ম্ম জ্ঞানী হওয়া সহজ নহে; সত্য ও মিথ্যার স্বরূপ যথার্থ রূপে অবধারণ করিয়া পরে ধর্ম্মজ্ঞ হয়। কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, প্রজ্ঞাবান্ পুরুষ অতিনিষ্ঠুর হইয়াও, অন্ধমৃগ বধ প্রযুক্ত বলাক ব্যাধের ন্যায়, সুমহৎ পুণ্য লাভ করিতে পারেন, এবং ইহাও কি আশ্চর্য্যের বিষয় যে, অদূরদর্শী মূঢ় লোক ধর্ম্ম কামী হইয়াও নদীতীরে কৌশিক বিপ্রের ন্যায়, সুমহৎপাপে লিপ্ত হইতে পারে। অর্জ্জুন কহিলেন, ভগবন্! যে প্রকারে আমি ইহা জানিতে পারি, তুমি সেইরূপে বলাকের ও নদীতীরস্থ কৌশিকের বৃত্তান্ত বর্ণন কর।"

"বাসুদেব কহিলেন, হে ভারত! বলাক নামে কোন এক ব্যাধ ছিল। সে স্ত্রী পুত্রাদি পরিবার বর্গ প্রতিপালনের নিমিত্তই মৃগহনন করিত. ইচ্ছা পূর্ব্বক নহে। সতত স্বধর্ম্মে নিরত, সত্যবাদী ও অসূয়া শূন্য হইয়া সেই ব্যাধ বৃদ্ধ পিতা মাতাকে ও অন্যান্য আশ্রিত জনগণকে প্রতি পালন করিত। কোন দিন সে মৃগ লাভেচ্ছু হইয়া বিস্তর যত্ন করিয়াও পাইল না; পরিশেষে দেখিল, একটা ঘ্রাণ-চক্ষু, অর্থাৎ অন্ধ, শ্বাপদ জল পান করিতেছে। সে যদিও তাদৃশ জীবকে পূর্ব্বে আর কখন দেখে নাই, তথাপি তৎকালে তাহাকে নিহত করিল। অন্ধ নিহত হইলে পর আকাশ হইতে পুষ্প বৃষ্টি হইতে লাগিল এবং সেই ব্যাধকে লইয়া যাইবার নিমিত্ত স্বর্গ হইতে অপ্সরাগণের গীতবাদ্যে নিনাদিত বিমান সমাগত হইল। হে অর্জ্জুন! প্রসিদ্ধি আছে যে, সেই জন্তু সর্ব্ব প্রাণীর বিনাশার্থে তপস্যা করিয়া বর পাইয়াছিল এবং ব্রহ্মা তাহাকে অন্ধ করিয়াছিলেন। অতএব বলাক সর্ব্বভূতের সংহারে কৃত সংকল্প সেই হিংস্র জন্তুকে বিনষ্ট করিয়া, স্বর্গে গিয়াছিল। দেখ ধর্ম্মের মর্ম্ম এই রূপ সুদুর্জ্ঞেয়। অপর কৌশিক নামে এক তপস্বী ব্রাহ্মণ ছিলেন। শাস্ত্রে তাঁহার অধিক জ্ঞান ছিল না। কথিত আছে, তিনি গ্রামের অদূরে নদী সকলের সঙ্গম স্থানে বাস করিতেন। হে ধনঞ্জয়! "আমি সর্ব্বদা সত্য কথা কহিব" ইহাই তাঁহার প্রতিজ্ঞা ছিল। সেই হেতু তিনি সত্যবাদী বলিয়া বিখ্যাত হইয়াছিলেন। পরে কতিপয় ব্যক্তি দস্যুভয়ে ভীত হইয়া তখন কৌশিকের বনে প্রবেশ করিল। দস্যুগণ ক্রোধাক্রান্ত হইয়া সাতিশয় যত্ন সহকারে সে স্থানেও তাহাদিগের সন্ধান করিতে লাগিল। অনন্তর তাহারা সত্যবাদী কৌশিকের নিকটে আসিয়া বলিল "ভগবন্! আমরা একটী কথা জিজ্ঞাসা করিতেছি, আপনি সত্য করিয়া বলুন। অনেক গুলি লোক কোন্ পথ দিয়া গিয়াছে? আপনি যদি তাহাদিগের সন্ধান জানেন, তবে আমাদিগকে বলিয়া দিউন।" দস্যুগণ এই রূপ জিজ্ঞাসা করিলে, কৌশিক তাহাদিগকে সত্য বাক্যই বলিলেন। হে পার্থ! তিনি তাহাদিগের নিকটে সেই পলায়িত লোকদিগের সন্ধান

এই রূপে প্রকাশ করিলেন যে, তাহারা বহুল তরু লতাগুল্মে পরিবৃত এই ধন মধ্যে আশ্রয় লইয়াছে। এই রূপ জন শ্রুতি আছে যে, কৌশিকের কথানুসারে সেই ক্রূর দস্যুগণ পলায়িত লোক সকলকে প্রাপ্ত হইয়া বিনষ্ট করিয়াছিল। কৌশিক সূক্ষ্ম ধর্ম্ম নিরূপণে অনভিজ্ঞ হওয়ায় সেই দুরুক্ত সত্যবাক্য নিবন্ধন মহা অধর্ম্ম হেতু কষ্টকর নরকে গমন করিয়াছিলেন। ধর্ম্ম সকলের বিভাগে অনভিজ্ঞ অল্পদর্শী মূঢ় ব্যক্তি জ্ঞানবৃদ্ধ লোক দিগকে সন্দেহ জিজ্ঞাসা না করিয়া যেমন সংসার হইতে মহানরকে পতিত হইবার যোগ্য হয়, ধর্ম্ম বিষয়ে তোমার লক্ষণ নির্দ্দেশও এই রূপ কিছু হইবে। তর্ক দ্বারা কেহ কেহ দুঃসাধ্য পরম জ্ঞান লাভ করিতে উদ্যুক্ত হয়। বহু সংখ্য কোন কোন পণ্ডিত "শ্রুতি হইতেই ধর্ম্ম" এই রূপ নির্দ্দেশ করেন। তোমার সে মতের প্রতি আমি দোষারোপ করি না; কিন্তু শ্রুতি নির্দ্দিষ্ট সমস্ত ধর্ম্মও বিহিত হয় না। দেখ, প্রাণি বর্গের মঙ্গল উদ্দেশেই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে; যাহাতে প্রাণি গণের হিংসা না হয়, তন্নিমিত্তই ধর্ম্মের লক্ষণ করা হইয়াছে; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা অহিংসা সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। ধর্ম্ম প্রজা সকলকে ধারণ অর্থাৎ রক্ষা করেন, এই ধারণ প্রযুক্তই পণ্ডিতেরা ধর্ম্ম বলিয়া নির্দ্দেশ করেন; অতএব সিদ্ধান্ত এই, যাহা ধারণ সংযুক্ত, তাহাই ধর্ম্ম। যাহারা তর্ক দ্বারা হরণেচ্ছু হইয়া কদাচিৎ ধর্ম্ম ইচ্ছা করে, যদি কোন কথা না বলিয়া তাহাদের নিকট হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়, তবে কোন ক্রমে বাক্যালাপ করিবে না। যদি অবশ্যই আলাপ করিতে হয়, অথবা কিছু না বলিলে যদি শঙ্কা করে, সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়; সেই মিথ্যা নিঃসন্দেহ সত্য হইবে। পণ্ডিতেরা কহিয়া থাকেন, যে ব্যক্তি কার্য্য সকলের উদ্দেশে ব্রত করিয়া কর্ম্ম দ্বারা তাহা প্রতিপালিত করিতে না পারে, সে তাহার ফল প্রাপ্ত হয় না। প্রাণ বিনাশ, বিবাহ, সমুদয় জ্ঞাতিগণের বধ বা বিপদ এবং সর্ব্বস্বাপহারে নাই [illegible] এই সকল স্থলে মিথ্যা কহিলে হইলেও তাহা মিথ্যা হইবে না। শপথ দ্বারাও তস্কর দিগের সংসর্গ হইতে যে মুক্ত হয়, ইহাতে ধর্ম্ম তত্ত্বার্থদর্শী পণ্ডিতেরা অধর্ম্ম জ্ঞান করেন না। সে স্থলে মিথ্যা বলাই শ্রেয়ঃ; তাহা নিঃসন্দেহ সত্য হয়। সাধ্য সত্ত্বে তাহাদিগকে ধন দেওয়া কর্ত্তব্য নহে; কেন না পাপাত্মা লোকদিগকে যে ধন প্রদত্ত হয়, তাহা দাতাকেও পীড়িত অর্থাৎ নরকগ্রস্ত করে। অতএব ধর্ম্মের নিমিত্ত মিথ্যা বলিয়া মিথ্যাবাদী হইতে হইবে না। হে পার্থ! আমি তোমার নিকটে ধর্ম্মের এই লক্ষণ নির্দ্দেশ যথা বিধি বর্ণন করিলাম; ইহা শুনিয়া, যুধিষ্ঠির তোমার বধ্য হইতে পারেন কি না, তাহা বল।" *

(অনন্তর অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণের উপদেশানুসারে জ্যেষ্ঠকে "তুমি" সম্বোধন দ্বারা অমর্য্যাদারূপ মৃত্যু প্রাপ্ত করাইলেন; কিন্তু জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার অপমান করিয়া আত্মগ্লানি উপস্থিত হওয়ায় স্বীয় শিরশ্ছেদ করিতে উদ্যত হইলে আবার শ্রীকৃষ্ণের পরামর্শে আত্ম প্রশংসা রূপ মৃত্যু দ্বারা শেষে অর্জ্জুন আপনাকে বিগত শোক করিলেন।)

ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির কর্ত্তৃক পরিপৃষ্ট হইয়া মহামতি ভীষ্ম দেবও শান্তি পর্ব্বে এই ভগবদ্বাণীরই অনুবাদ মাত্র করিয়াছেন, এবং যুধিষ্ঠিরকে সত্যধর্ম্মের উপদেশ কালে বলিয়া ছিলেন, "সাধুগণের সন্নিধানে সত্য ধর্ম্মই সতত আদরণীয়, সত্যই সনাতন ধর্ম্ম; সকলে সত্যকে সৎকার করিবে, সত্যই পরম গতি। তপস্যা ও যোগ সাধন সত্যধর্ম্ম, সত্যই সনাতন ব্রহ্ম, সত্যই পরমোৎকৃষ্ট যজ্ঞ বলিয়া উক্ত হন, সমুদয় বস্তুই সত্যে প্রতিষ্ঠিত রহিয়াছে। সত্যের আকার ও লক্ষণ কি প্রকার, তাহা আমি যথাক্রমে আনুপূর্ব্বিক কহিতেছি এবং যে প্রকারে সত্য প্রাপ্ত হওয়া যায়, তাহাও কীর্ত্তন করিতেছি, তুমি তাহা শ্রবণ করিবার যোগ্য পাত্র। হে ভারত! সমস্ত লোক মধ্যে সত্য ত্রয়োদশ বিধরূপে বিখ্যাত। হে রাজেন্দ্র! সত্য, সমতা, দম, অমাৎসর্য্য, ক্ষমা, লজ্জা, তিতিক্ষা, অনসূয়া, ত্যাগ, ধ্যান, ধৃতি, আর্য্যত্ব, সর্ব্বভূতের প্রতি সততদয়া ও অহিংসা এই ত্রয়োদশ প্রকার সত্যের আকার। তন্মধ্যে অব্যয় ও অধিকারী নিত্য পদার্থের নাম সত্য, সর্ব্ব ধর্ম্মের অবিরুদ্ধ যোগ দ্বারা তাহা প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

ক্রমশঃ।

* [illegible]

ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়।

ধর্ম্ম প্রচারক।

" কুলং পবিত্রং জননী কৃতার্থা বসুন্ধরা পুণ্যবতী চ তেন
অপার সম্বিৎ সুখসাগরেস্মিন্, লীনং পরে ব্রহ্মণি যস্য চেতঃ "।

১৫শ ভাগ | " এক এব সুহৃদ্ধর্ম্মো নিধনেঽপ্যনুযাতি যঃ। | শকাব্দা ১৮১৪
১২শ সংখ্যা | শরীরেণ সমন্নাশং সর্ব্বমন্যত্তু গচ্ছতি ॥ " | চৈত্র মাস

যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা।

পূর্ব্বানুবৃত্তির পর।

নামভির্বলিমন্ত্রৈশ্চ নমস্কার সমন্বিতৈঃ।
দদ্যাৎ চতুষ্পথে সূর্পে কুশানাস্তীর্য্য সর্ব্বতঃ ॥

অনন্তর চতুষ্পথে সর্পোপরি কুশ বিস্তীর্ণ করিয়া নাম, মন্ত্র এবং নমস্কার সহকারে বলি দিবে।

কৃতা কৃতাংস্তণ্ডুলাংশ্চ পললৌদন মেবচ।
মৎস্যান্ পক্কাংস্তথৈবামান্ মাংস মেতাবদেবতু ॥
পুষ্পং চিত্রং সুগন্ধঞ্চ সুরাঞ্চ ত্রিবিধা মপি।
মূলকং পূরিকা পূপং তথৈবোড়েরকাঃ স্রজঃ ॥
দধ্যন্নং পায়সঞ্চৈব গুড়পিষ্টং সমোদকং।
এতান্ সর্ব্বান্ সমাহৃত্য ভূমৌ কৃত্বা ততঃ শিরঃ ॥
বিনায়কস্য জননী মুপতিষ্ঠেত্ততোম্বিকাং।
দূর্ব্বা সর্ষপ পুষ্পানাং দত্বার্ঘ্যং পূর্ণ মঞ্জলিং ॥

কৃতাকৃত তণ্ডুল, তিল চূর্ণ মিশ্রিত অন্ন, কাঁচা পাকা মৎস্য ও সেই প্রকার (কাঁচা পাকা) মাংস চিত্র বিচিত্র পুষ্প, উত্তম চন্দন, তিন প্রকার সুরা, মূলা, পূরি, পিষ্টক, ও উড়েরক স্রজ অর্থাৎ ক্ষুদ্র ২ রুটীর মালা দধিমিশ্রিত অন্ন, পায়স, গুড় পিষ্টক ও মোদক প্রভৃতি লইয়া ভূমি লুণ্ঠিত শিরঃ হইয়া বিনায়কের জননী অম্বিকা দেবীকে প্রণাম করিবে। দূর্ব্বা, সর্ষপ, ও পুষ্পাদি যুক্ত অর্ঘ্য ও অঞ্জলি দানানন্তর প্রার্থনা করিবে।

রূপং দেহি যশোদেহি ভাগ্যং ভগবতি দেহিমে।
পুত্রান্দেহি ধনং দেহি সর্ব্বকামাংশ্চ দেহিমে ॥

হে ভগবতি! আমাকে রূপ, যশ, সৌভাগ্য, পুত্র, ধন ও সর্ব্ব প্রকার কাম্য পদার্থ প্রদান করুন।

ততঃ শুক্লাম্বরধরঃ শুক্লমাল্যানুলেপনঃ।
ব্রাহ্মণান্ ভোজয়েদ্দদ্যাদ্বস্ত্রযুগ্মং গুরোরপি ॥

অনন্তর স্বয়ং শুভ্র বসন শ্বেত মাল্য ও শুক্ল চন্দন ধারণ করিয়া, ব্রাহ্মণ সকলকে ভোজন করাইবে ও গুরুকে বস্ত্র যুগল দান করিবে।

এবং বিনায়কং পূজ্যং গ্রহাংশ্চৈব বিধানতঃ।
কর্ম্মণাং ফলমাপ্নোতি শ্রিয়ঞ্চাপ্নোত্যনুত্তমাং ॥

এই প্রকার বিধি পূর্ব্বক গণনাথের পূজা ও গ্রহ সকলের পূজা করিলে, মনুষ্য আরব্ধ কর্ম্মের ফল ও উত্তম শ্রী লাভ করিয়া থাকে।

আদিত্যস্য সদাপূজাং তিলকং স্বামিনস্তথা।
মহাগণপতেশ্চৈব কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥

যে ব্যক্তি প্রত্যহ সূর্য্য, কার্ত্তিক, গণেশের পূজা ও

তিলক ধারণ করে সে ব্যক্তি সিদ্ধি লাভে সক্ষম হয়
ইতি গণপতি কল্পঃ॥

ক্রমশঃ।

মাধ্বাচার্য্যের ভাষ্য অথবা দ্বৈতবাদ।

মাধ্বাচার্য্য শকাব্দা ১১২১ শকে, অর্থাৎ শঙ্করাচার্য্যের আনুমানিক চারি শত বর্ষ পরে দাক্ষিণাপথে তুলব দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতার নাম মদিজী ভট্ট। * অনেকে অনুমান করেন যে, ইনি প্রথমে শঙ্করাচার্য্যের মতস্থ শিষ্য ছিলেন—তখন ইহাঁর নাম আনন্দতীর্থ ছিল। ¶ পশ্চাৎ দ্বৈতবাদের প্রতি ইহাঁর দৃঢ় বিশ্বাস হওয়ায় উক্ত নাম পরিত্যক্ত হয়। ইনি বেদান্তসূত্রের ভাষ্য, দশোপনিষদ্-ভাষ্য ইত্যাদি অনেক গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। ইহাঁর মতে জীবাত্মা সূক্ষ্ম, নিরাকার ও অমর পদার্থ এবং ঈশ্বরের সেবক। "তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো!" এই শ্রুতির অর্থ এমত নহে যে, হে শ্বেতকেতো! তুমিই ব্রহ্ম। এস্থলে কর্ম্মধারয়-সমাস হইবে না। কিন্তু ষষ্ঠীতৎপুরুষ-সমাস দ্বারা "তৎ" শব্দের অর্থ "তস্য" হইবেক। অতএব উক্ত বাক্যের অর্থ এই যে, "শ্বেতকেতো! তস্য ত্বং অসি" অর্থাৎ হে শ্বেতকেতো! তুমি তাঁহারই, অর্থাৎ তুমি তাঁহারই নিয়ত সেবক, সহচর ও অনুচর। সুতরাং জীব ব্রহ্ম নহে। এই মতানুসারে পরমেশ্বর স্বতন্ত্র, অর্থাৎ পূর্ণ-স্বাধীন। জীব অস্বতন্ত্র, অর্থাৎ পরমেশ্বরের অধীন। যাঁহারা জীব ও ঈশ্বরের অভেদ-চিন্তাকে উপাসনা কহেন, অন্তে তাঁহাদের নরক হয়। জগৎ ব্রহ্মও নহে ভ্রমও নহে। অদ্বৈতবাদীরা জাজ্বল্যমান জগৎকে যে রজ্জুসর্পবৎ বলেন এবং জীবেতে যে ব্রহ্মকে অধ্যাস করিতে যান, তাহা অযুক্ত। অতএব জগৎ ও জীব সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্। "একমেবাদ্বিতীয়ং" অদ্বৈতবাদীরা এই শ্রুতির এই অর্থ করেন যে, "ব্রহ্মই এক এবং অদ্বিতীয়"। অর্থাৎ যাঁহা হইতে দ্বিতীয় আর কিছুই নাই, তিনি অদ্বিতীয়। অদ্বৈত বাদীদিগের এই প্রকার অর্থানুসারে জগৎ ও জীব থাকে না। অতএব সে অর্থ সম্পূর্ণ অসঙ্গত। "একমেবাদ্বিতীয়ং" এই শ্রুতিতে "একং" শব্দের অর্থ একমাত্র, অর্থাৎ বহু নহেন। "এব" শব্দের অর্থ "অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদক" অথবা "ইতরব্যবচ্ছেদক" অর্থাৎ অন্য-সম্বন্ধাভাব—অন্য যে দ্বিতীয়াদি তাহার সহিত সম্বন্ধাভাব। যেমন কতিপয় পদার্থকে এক, দুই, তিন, চারি করিয়া গণনা করা যায়। তাহার প্রত্যেকটিই অন্য-যোগ-ব্যবচ্ছেদক, অর্থাৎ অন্য হইতে স্বতন্ত্র, সেইরূপ পরমেশ্বরের একত্ব দুই, তিন, চারি প্রভৃতি অন্যান্য রাশি হইতে স্বতন্ত্র। "এব" শব্দের আর এক অর্থ "অযোগ-ব্যবচ্ছেদক" অর্থাৎ যাঁহাতে সর্ব্বদা একত্ব যুক্তই আছে, অর্থাৎ যিনি রূঢ় পদার্থ, যাঁহাকে বহু ভাগে ভঙ্গ করা যায় না এবং যিনি স্বরূপতঃ অনেক হইতে পারেন না। "শঙ্খঃ পাণ্ডুরএব" শঙ্খের পাণ্ডু বর্ণ যেমন স্বভাব, পরমেশ্বরের একত্ব সেই প্রকার স্বভাব। অতঃপর তিনি "অদ্বিতীয়ং"। দ্বিতীয় শব্দের অর্থ এখানে জগৎ ও জীব। আর তিনিই প্রথম। তিনিই প্রথমাবধি আছেন। জগৎ ও জীব তাঁহারই সৃষ্টি। অতএব তিনি স্রষ্টা হইয়া সৃষ্ট-বস্তু হইতে পারেন না। সুতরাং তিনি অদ্বিতীয়। এ স্থলে "অ" শব্দে "ন" অর্থাৎ তিনি "ন দ্বিতীয়ং"। "স দ্বিতীয়ং ন"। দ্বিতীয় যে সৃষ্ট জগৎ ও জীব তাহা তিনি নহেন। যেমন "ব্রাহ্মণাৎ অন্য অব্রাহ্মণ" ব্রাহ্মণ হইতে যে অন্য, তাহাকে যেমন অব্রাহ্মণ বলা যায়, সেই প্রকার "দ্বিতীয়াৎ অন্য অদ্বিতীয়"। দ্বিতীয়, অর্থাৎ জগৎ ও জীব হইতে যিনি অন্য, তিনি অদ্বিতীয়। এতাবতা "একমেবাদ্বিতীয়ং" শ্রুতির অর্থ এই যে,

* Wilson's Religious Sects of the Hindus p. 139. London 1861.

¶ See foot-note p. idem of ditto; also সর্ব্বদর্শন সংগ্রহ।

পরমেশ্বর একই, এক ভিন্ন বহু নহেন এবং জগৎও জীব হইতে ভিন্ন। অদ্বৈতবাদীরা কহেন "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" পরমেশ্বর ভিন্ন অপর কিছুই নাই। এ অর্থ অসঙ্গত। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, "এই এক ব্রহ্মেতে নানা পদার্থ নাহি"। অদ্বৈতবাদীরা জগৎকে যে ব্রহ্মেতে অধ্যাস করেন, ইহাতে সে কথা খণ্ডন হইল। অপর, অদ্বৈতবাদীরা মায়া, অবিদ্যা, অজ্ঞান, প্রকৃতি প্রভৃতি শব্দকে যে প্রকার নানা বেষ্টন পূর্ব্বক অর্থ করেন, মাধ্বাচার্য্য তাহা না করিয়া লেখেন যে, ঐ সকল শব্দের অর্থ কেবল ঈশ্বরের সৃষ্টি শক্তি মাত্র। ইহাঁর মতে অদ্বৈতবাদীরা কষ্টকল্পনা করিয়া ব্যাস-কৃত বেদান্তসূত্রের যে অর্থ করেন, তাহা অতি অশ্রদ্ধেয়।

মাধ্বাচার্য্যের তিরোভাবের পর বড় বড় আচার্য্য এইমতে অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন। সে সকল গ্রন্থ এ প্রদেশে কেহ অধ্যয়ন করে না। কেবল দাক্ষিণাপথে তৎসমূহের বহুল অধ্যয়ন ও অধ্যাপনা হইয়া থাকে।

মাধ্বাচার্য্য-প্রণীত দ্বৈতবাদকে ন্যায় ও বৈশেষিক দর্শনের অঙ্গীকৃত দ্বৈতবাদের সহ তুল্য কহা যাইতে পারে না। উক্ত দর্শনদ্বয় জীবাত্মাকে ও জগতের উপাদান পরমাণুকে যেমন ঈশ্বরের সমকালবর্ত্তী বলেন এবং তাহা পূর্ব্বে সৃষ্টি হওয়ার উল্লেখ করেন না, মাধ্বাচার্য্যের সে প্রকার মত নহে। ইহাঁর মতে জগৎ ও জীব পরমেশ্বরের সৃষ্টি, কিন্তু সৃষ্টির সহিত স্রষ্টা এক নহেন। রামানুজের মতের সহিতও মাধ্বাচার্য্যের মতের এক প্রকার ঐক্যই হইতেছে। যে ভিন্নতা আছে, তাহা কেবল ব্যাখ্যার প্রণালীতে মাত্র। মাধ্বাচার্য্যও একজন রামানুজের সদৃশ ঈশ্বরভক্ত এবং যখন তিনি জীবকে ঈশ্বরের অধীন অথচ অস্বতন্ত্র বলিয়াছেন, তখন অদ্বৈতবাদীদিগেরও গূঢ়তাৎপর্য্যের সহিত তাঁহার মত একই হইতেছে।

মা তুমি কি পাষাণী।

এত ডাকিলাম, এত কাঁদিলাম, এত করিয়া মরমের বেদনা জানাইলাম; তবুও মা মুখ তুলিয়া তাকাইলে না! তবুও তোমার অনন্ত হৃদয়ের মধ্যে আমার এ মরমের যাতনার কথা স্থান পাইল না! এই ধূধূয়মান্ সংসার-বহ্নি জ্বালার মধ্যে পড়িয়া তোমার এ হতভাগ্য সন্তান, অনল বিদগ্ধতরুর ন্যায় ধূধূ করিয়া জ্বলিতেছে, তাহা চক্ষে দেখিয়াও দয়া করিলে না? এই কি মা, তোমার সন্তান বৎসলতা! মা হইয়া যে এরূপ আপন সন্তানের ক্লেশ নিবারণ করে না, সে আবার কেমন মা, তাহাতো বলিতে পারিনা। শাস্ত্রে নাকি বলিয়া থাকে, তুমি দীন দয়াময়ী, দীনের দুঃখ মোচন কর বলিয়াই নাকি তোমার এই আশা ভরসা মাখা মধুর নাম। বাস্তবিকই যদি এ কথা সত্য হয়, তবে মা এ সংসার মরুক্ষেত্রের উত্তপ্ত বালুকা মিশ্রিত পথের পথিককে শান্তির শীতল ছায়া প্রদান করনা কেন? সুখের সুস্নিগ্ধ মলয় মারুত প্রবাহিত করিয়া দাও না কেন? তাহা হইলেই প্রাণ জুড়াইয়া যাইবে—হৃদয় শীতল হইবে। মা যাহার কৃপার সিন্ধু, সে তাহার বিন্দু মাত্র পায় না কেন মা! এ অবোধ সন্তান জ্বলিয়া পুড়িয়া কি চিরদিনই থাক্ হইবে! মনে বড় আশা ছিল যে, মা আমার দয়াময়ী, এ অবোধ সন্তান যদি কোন কষ্টে পড়িয়া মা দুর্গতি হরা তারা বলিয়া ডাকে, তা হলে মা আমার তৎক্ষণাৎ উদ্ধার করিবেন, অভাগা আমি, কি জানি কেন মা তোমার দয়ায় বঞ্চিত হইলাম। মা! তুমি দয়াময়ী না পাষাণী? না হয় মা আমি চির দিনই জ্বলিব, চির দিনই কাঁদিব, কাঁদিয়া হৃদয়ের বেদনা জানাইব, তবু তো মা প্রাণ থাকিতে আমার সাধের মাকে পাষাণী বলিতে পারিব না।

মা! লোকে বলে তোমাকে ডাকার মত না ডাকিলে তোমার দয়া হইবে কেন, অন্তরের সহিত ডাকিয়া দেখ, কপটতা শূন্য মনের সহিত ডাকিয়া দেখ, কেমন

তিনি না দয়া করেন ? হাঁ মা। এই কথাই কি সত্য ? কিন্তু মা! তোমাকে যদি প্রাণের সহিত ডাকিতে না পারি, তাহা হইলে কি তুমি দয়া করিবে না ? অবোধ ছেলেরা তো মাকে জ্বলাইয়া পোড়াইয়াই থাকে, কুপুত্র তো মায়ের অবাধ্যই হয়, পুত্র তো মায়ের নিকট আব্দার করিয়া থাকে, মা আমার দয়াময়ী বলিয়াই তো এত আবদার করি। যদি তোমার ডাকার মতই ডাক শুনিবে, তবে আমাকে তেমনি সরল সাধু অন্তঃকরণ দিয়া সৃজন করিলে না কেন, তাহা হইলে দেখিতাম, আমি মায়ের মনের মত হইতাম কি না, আমার মন প্রাণ মায়ের চরণে লুটাইত কি না। লোকে হয়ত বলিবে, তোমার মা তো তোমাকে অধর্ম্ম কর্ম্ম করিতে বলিতেছে না, তুমিই নিজে আত্মাকে কলুষিত করিতেছ। বলুক লোকে আমি পাপী—নারকী তাহাতে আমার অণুমাত্র ক্ষতি নাই; কিন্তু মা তুমি তো জানো, "ভূমৌ স্খলিত পাদানাং ভূমিরেবাবলম্বনং" ভূমিতে পিছলিয়া পড়িয়া গেলে সেই ভূমি ধরিয়াই আবার লোকে উঠিয়া থাকে; যদি মা! অবোধ আমি, না বুঝিয়া অপরাধ করি—পাতকী হই, তবু মা তুমি ভিন্ন আমার আরা আশ্রয় কে! দোষ করি, অপরাধ করি, তবু মা তোমার কাছেই আবদার করিব, তোমারই কাছে কাঁদিব।

তুমি মা অবোধ সন্তানকে কাঁদাইতে ভাল বাসো-বুঝি, তাই তুমি কাঁদাও। যাহা তোমার ইচ্ছা হয় তাহাই কর, যাহা তোমার ভাল লাগে মা! তাহাই আমি সহ্য করিব, আমি কিন্তু মা তোমার সেই চারু চরণ তলে, লুটপুটি দিয়া এ সংসার যন্ত্রনার ক্রন্দন শুনাইব, দেখিব মা দীন দয়াময়ি! তুমি দয়া কর কি না।

জানি আমি পাপী তাপী জগতের অধমাধম, জানি আমার শরীর মনের প্রত্যেক অণু পরমাণু অধর্ম্ম কার্য্যে পরিপূরিত, জানি আমি পরিণামে হয় তো অনন্ত কাল ধরিয়া মহারৌরব নরকের ভীষণ যন্ত্রণা উপভোগ করিব, কিন্তু মা তোমার এ হতভাগ্য সন্তানের একটি কথা কি শুনিবে ? এ অনাদি অনন্ত কাল ব্যাপী জ্বালাময় হৃদয়ের গভীর উচ্ছ্বাস কি তোমার চারু চরণের অমৃত ধারায় শীতল করিবে না মা, তুমি যে আমাকে মানব সাজে সাজাইয়া পাঠাইয়া দিলে তাহা কি কেবল চির জীবন দুঃখে জ্বলিবার নিমিত্ত ? পাঠাইলে ত সুখ শান্তি প্রদান কর, সৎপ্রবৃত্তি ছায়া প্রদান কর, তাহা হইলেত তোমার এ সুখের সংসার রাজ্যে আসিয়া আর দুঃখে আমাকে জ্বলিতে হইবে না। তোমার সুখের রাজ্যে আসিয়া মা আমাকে আর যেন দুঃখে জ্বলিতে পুড়িতে না হয়, তাই বলি মা! আর কাঁদাইওনা দীন দয়াময়ী মা আর পাষাণী হইওনা, দয়া করিয়া এই সংসার জ্বালা বিদগ্ধ সন্তানকে তোমার সেই শান্তিময় ক্রোড়ের এক পার্শ্বে স্থান প্রদান কর, দেহ শীতল হউক—হৃদয় জ্বালা নির্ব্বাপিত হউক, প্রাণ জুড়াইয়া যাউক, আর তোমার পীযুষ পূরিত প্রেমময় নাম করিতে ২ প্রেমানন্দে লুটপুটি দিতে থাকি। মা তুমি দয়াময়ী হও আর পাষাণী হও, দুঃখ দাও আর সম্পদ দাও, দেখো যেন মা! তোমাকে মা বলিয়া ডাকিতে ভুলিয়া না যাই। দিনান্তেও যেন তোমার অমৃতময় নাম এক ২ বার স্মরণ করিতে পারি, তাহা হইলেই আমি কৃতার্থ হইব।

দেব মামলেদার।

(পূর্ব্বপ্রকাশিতের পর)

১৮৭৭ ইংরাজী অব্দে, এতদঞ্চল দুর্ভিক্ষ দেখা-দিল। লোকের কষ্টের একশেষ হইল। আহারভাবে অনেকে হাহাকার করিতে লাগিল। কেহ কেহ মৃত্যু গ্রাসেও পতিত হইল। এই সময়ে, দেব মামলেদার বীরের ন্যায় কার্য্য করিতে লাগিলেন। কি প্রকারে দীন ব্যক্তিগণের জীবন রক্ষা হইবে, এই চিন্তা তাঁহাকে অস্থির করিয়া তুলিল। সাধ্যমত মুক্ত হস্তে অন্নদান

করিতে লাগিলেন। এই কার্য্যে, তাঁহার সহধর্ম্মিণী, অন্নপূর্ণার ন্যায় লোককে অন্ন পরিবেশন করিতে লাগিলেন। যত অন্নদান করিতে লাগিলেন, তত লোক সংখ্যা বৃদ্ধি হইতে লাগিল। এই ব্যাপার দেখিয়া, দেব মামলেদার নিজ দ্রব্যাদি বিক্রয় করিতে লাগিলেন। এবং তাঁহার স্ত্রী প্রকৃত সহধর্ম্মিণীর ন্যায় তাঁহার অঙ্গের আভরণাদি বিক্রয়ার্থ তাঁহার স্বামীর হস্তে প্রদান করিলেন। এই সমুদায় হইতে যে অর্থ পাইলেন, তাহার দ্বারা অন্ন ক্রয় করিয়া দুর্ভিক্ষ পীড়িত ব্যক্তি গণের দুঃখ দূর করিতে লাগিলেন। কিন্তু এ টাকা আর কত দিন থাকে? অনন্যোপায় হইয়া তিনি নানা স্থানে বড় লোকদের পত্র লিখিয়া অর্থ ভিক্ষা করিতে লাগিলেন। তাঁহার খ্যাতি চারি দিকে পরিব্যাপ্ত হইয়াছিল, এবং তাঁহার প্রতি সকলের ভক্তি ছিল, সুতরাং তাঁহার কাছে যথেষ্ট টাকা আসিতে লাগিল, এবং তিনিও মনের আনন্দে আতুরদিগের দুঃখ মোচন করিতে লাগিলেন। এই প্রকারে, একটী বৎসর অতিবাহিত হইল। ইহার পর দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হইল।

তদনন্তর যশোবন্ত রাও মানমাদ নামক স্থানে গমন করিলেন। এখানকার বিট্টল দেবের মন্দিরের অন্তর্গত ধর্ম্মশালায় সপরিবারে অবস্থিতি করিতে লাগিলেন। এই সময়ে, মহারাজা তুকোজিরাও হোলকার তাঁহাকে ইন্দোর নগরে লইয়া যাইবার জন্য এক খানি পত্র লিখিয়া, কোন লোকের দ্বারা, তাঁহার নিকটে পাঠাইয়া দিলেন। দেব মামলেদারের ইচ্ছা যে, স্বাধীন ভাবে তাঁহার জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করেন। এ জন্য তিনি মহারাজার অনুরোধ রক্ষা করিলেন না।

১৮৮১ খৃষ্টাব্দে, মহারাজা তুকোজিরাও হোলকার তীর্থ দর্শনার্থে দাক্ষিণাত্যে আগমন করিলেন। তীর্থাদি দর্শন করিয়া তিনি মানমাদে, দেব মামলেদারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য গমন করিলেন। পরস্পর সদালাপ হইল। মহারাজা যশোবন্ত রাওকে তাঁহার সমভিব্যাহারে লইয়া যাইবার জন্য বিশেষ রূপে অনুরোধ করিলেন; তিনি এবার মহারাজার অনুরোধ উপেক্ষা করিতে পারিলেন না। ইন্দোরে প্রত্যাগমন করিয়া, মহারাজা, যশোবন্ত রাওয়ের অবস্থিতির জন্য একটী উত্তম অট্টালিকা নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিলেন, এবং তাঁহার সাংসারিক এবং ধর্ম্ম কার্য্যে ব্যয়ের জন্য মাসিক বৃত্তি স্থির করিলেন। মহারাজা এবং তাঁহার পরিজনগণ প্রতি দিন দেব মামলেদারকে দর্শন করিতেন। ইন্দোরে অবস্থিতি কালে, নগরে লোক দলে দলে তাঁহাকে দেখিতে আসিত। কেবল ইন্দোরের কেন, দূর দেশ হইতেও কত লোক তাঁহার দর্শন লাভ প্রার্থনায় আগমন করিত। তিনি সকলের সহিত সদালাপ করিতেন। তাঁহাকে দর্শন করিয়া, লোকে প্রণামীর স্বরূপ টাকা দিত। তিনি তাহা দীন ব্যক্তি দিগকে বিতরণ করিতেন। উল্লিখিত দুর্ভিক্ষের সময়ে, দেব মামলেদারের কএক সহস্র টাকা দেনা হইয়াছিল। মহারাজার মাতা ঠাকুরাণী তাহা পরিশোধ করিয়াছিলেন।

ক্রমশঃ।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার

মন্ত্রণা মণ্ডলের বিশেষ অধিবেশন।

কাশী, ১৬ ফাল্গুন, রবিবার।

ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার পূর্ব্বতন মন্ত্রণা মণ্ডলের কতিপয় মহোদয়ের পরলোকবাস হওয়া প্রযুক্ত নূতন কতিপয় মহাত্মাকে তাঁহাদিগের স্থানে বরণ করা হইল এবং আরও কতক গুলি সুযোগ্য ব্যক্তি মন্ত্রণা মণ্ডলের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হইলেন। আবশ্যক হইলে মন্ত্রণা মণ্ডলের সভ্য সংখ্যা আরও পরিবর্দ্ধিত হইতে পারিবে। নবগঠিত মন্ত্রণা মণ্ডলের সভ্য বর্গের নাম নিম্নে প্রকটিত হইল।

শ্রীযুক্ত রাজা সীতেশচন্দ্র পাঁড়ে, পাকুড়, সভাধিনায়ক।
" দয়াল নাথ ভট্টাচার্য্য জমিদার, জেলা হুগলি, টুষ্টী
" দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায় " জেলা বীরভূম "
" জ্ঞানেন্দ্র নাথ মুখোপাধ্যায় " " "
" কৃষ্ণ নাথ মুখোপাধ্যায় " " "
" পূর্ণানন্দ সেন এম্ এ হেডমাষ্টার, দাঁইহাট স্কুল "

শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়, কাশী, কার্য্য সম্পাদক
" পণ্ডিত রাজারাম পাণ্ডে, কাশী, সহযোগী সম্পাদক
" রাধাকৃষ্ণ দাস শেঠ "
" তারাপ্রসন্ন বন্দ্যোপাধ্যায়, " সহকারী সম্পাদক
" হরিনারায়ণ চৌধুরি, কাশী, হিসাব পরিদর্শক
" কালীপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় এম্, এ, বি, এল, মুনসেফ, সদস্য
" উপেন্দ্র কিশোর রায় চৌধুরি, জমিদার, ময়মনসিংহ "
" ঈশ্বরচন্দ্র ঘোষ, উকিল, ঢাকা "
" পণ্ডিত প্রসন্ন চন্দ্র বিদ্যারত্ন, সংস্কৃত অধ্যাপক ঢাকা কলেজ "
" যদুনাথ দাস, জমিদার, ঢাকা "
" গোপেন্দ্র মোহন বসাক " "
" মহেন্দ্র নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, গবর্ণমেণ্ট প্লিডার, দারজিলিং "
" দুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়, কাশী "
" গিরীন্দ্র চন্দ্র দত্ত বি, এ, সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট হাতুয়া রাজ "
" মুন্সি বলদেব সহায়, উকিল, বেতিয়া। "
" দুর্গাপ্রসাদ, গবর্ণমেণ্ট প্লীডার, ছাপরা। "
" যদুনাথ সহায়, উকিল, ছাপরা। "
" রঘুনন্দন প্রসাদ সিং, বাঁকিপুর "
" পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী, প্রফেসার কাশী সংস্কৃত কলেজ "
" ভবানীচরণ ঘোষ, মুঙ্গের "
" মহেন্দ্র নাথ ঘোষ, " "
" দীননাথ গঙ্গোপাধ্যায়, দারোগার "
" ঠাকুর দাস, জমীদার কাশী "

বেদবিদ্যালয় সম্বন্ধীয় সমস্ত কার্য্য ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার মধ্যক্ষ মণ্ডলের তত্ত্বাবধানাধীন থাকিবে, ইহার স্বতন্ত্র ব্যবস্থাপক সভা আর থাকিল না।

বিদেশী সভ্যসদ্গণ পত্র দ্বারা এবং স্থানীয় সভাসদ্ বর্গ একত্র মণ্ডলী বদ্ধ হইয়া কার্য্য কলাপের ব্যবস্থা ও মন্তব্য করিবেন।

বিদেশী ও স্থানীয় সভাসদ্ বর্গের সম্মতি ক্রমে স্থির হইল যে ১৭ই [illegible] সোমবার শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যা নক্ষত্র বৃষভ লগ্নে "ধর্ম্ম নিকেতন" নামক সভা গৃহের প্রথম শিলান্যাস বা ভিত্তি স্থাপন করা হয় এবং সকলের প্রার্থনা এই যে সভার [illegible] পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় যেন নিজ হস্তে ধর্ম্ম নিকেতনের প্রথম শীলা স্থাপন করেন।

উপরোক্ত নিয়ম গুলি বিদেশীয় সভ্য গণের পত্রানুসারে এবং স্থানীয় সভ্য গণের মণ্ডলী বদ্ধ সম্মতি ক্রমে নির্দ্ধারিত ও স্বীকৃত হইল।

(উপস্থিত সভ্যগণের স্বাক্ষর)
শ্রীরাম মিশ্র শাস্ত্রী
শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
শ্রীরাজা রাম পাণ্ডে
শ্রীদুর্গাচরণ মুখোপাধ্যায়

ধর্ম্ম নিকেতন।

অনেক দিনের আশা ভরসা ও আকাঙ্ক্ষার পর মা অন্নপূর্ণা শুভ দিন দিয়াছেন। ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যালয় প্রায় ৯ বৎসর কাশীধামে আসিয়াছে, কিন্তু এ পর্য্যন্ত অর্থাভাবে ভাড়ার বাটীতে কার্য্য নির্ব্বাহ হইয়া আসিতেছিল। ক্রমে ২ যখন সঙ্কুচিত প্রায় সনাতন ধর্ম্মের পুনর্ব্বিকাশের জন্য বহু লোকের হৃদয় নাচিয়া উঠিল, যখন সনাতন ধর্ম্মের পুন প্রবাহ প্রবল হওয়াই ভাগবতী প্রকৃতির অনুকূল হইল, যখন বিশাল বিধর্ম্ম ব্যাঘাত রাশি হইতে স্বধর্ম্মকে রক্ষা করিবার জন্য সাধু সজ্জন ভক্ত মণ্ডলীর হৃদয় ব্যথিত হইয়া পড়িল, তখনই মা অন্নপূর্ণা দয়া করিয়া তাঁহার নিজ ধামে আশ্রয় দান করিলেন। কাশী ত্রিলোকাতীত অবিমুক্ত পুরী। যখন ত্রিলোকে কোন বিপত্তি বিড়ম্বনা উপস্থিত হয়, তখনই কাশীশ্বরীর কৃপায় তাহা বিমোচিত হইয়া থাকে। ত্রিলোকে যখন অন্নাভাবে দেব দানব মানবের অতিশয় কষ্ট হইয়াছিল তখন ত্রিলোকেশ ব্যোমকেশ ভগবান্ ভূতভাবন এই কাশী পুরীতেই মা দীনদয়াময়ী অন্নপূর্ণার নিকট হইতে অন্নভিক্ষা করিয়া লইয়া যান, ভগবান্ শঙ্করাচার্য্য নিজ বিপুল দিগ্বিজয়ের ভিত্তি ভূমি এই কাশী ক্ষেত্রেই নিরূপণ করিয়াছিলেন, প্রেমের অবতার প্রেমে মাতোয়ারা মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ দেব এই ধামেই দণ্ডী পণ্ডিত মণ্ডলী সহ শাস্ত্রীয় বিচারে বিজয় পতাকা উড়াইয়া জ্ঞানের কপালে ভক্তির তিলক চড়াইয়াছিলেন, পবিত্র ক্ষেত্র জানিয়া দিগ্দেশীয় সাধু পণ্ডিত সজ্জন মহাত্মাগণ এই স্থানকেই আশ্রয় করিয়া থাকেন, পতিত পাতকীর কোথাও গতি না হইলে, কাশী ধামেই সদ্গতি হয়, "প্রবোধ চন্দ্রোদয়ের" বিবেক নিশ্চয় বিজয় লাভের জন্য কাশীক্ষেত্রকেই রণ ভূমি স্থির করিয়াছিলেন, তাই পতনোন্মুখ সনাতন ধর্ম্ম ভীত চকিত হইয়া কাশীক্ষেত্রে "**ধর্ম্ম নিকেতন**" রূপ

দুর্জ্জয় দুর্গ নির্ম্মাণের ব্যবস্থা করিলেন। "ধর্ম্ম নিকেতনে ভারতবর্ষীয় আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার কার্য্যালয়, বেদ বিদ্যালয়, বিদেশীয় বেদ পাঠার্থী বর্গের বাস স্থান, শ্রৌতস্মার্ত্ত ক্রিয়া শিক্ষার্থ যজ্ঞ শালা, "ধর্ম্ম প্রচারক" কার্য্যালয়, ধর্ম্মামৃত যন্ত্রালয় আদি থাকিবে।

বিগত ১৭ই ফাল্গুন (ইং ২৭-২-৯৩) শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যানক্ষত্রে সোমবার প্রাতে কাশীস্থ হাটিস কটোরা, রাজ পথ পার্শ্ববর্ত্তিনী ভূমি বিবিধ বিচিত্র ধ্বজা পতাকা চন্দ্রাতপ ও শাখা পল্লব পুষ্প মাল্যাদি দ্বারা সুশোভিত ও দ্বারে পূর্ণ কলস, কদলী বৃক্ষাদি সুরক্ষিত হইল। এবং দ্বারপাল দণ্ডায়মান রহিল। বেলা ৯ টা হইতে ১২টার পর পর্য্যন্ত ঋগ্বেদী, সামবেদী, যজুর্ব্বেদী, ও অথর্ব্ব বেদী, ১০ জন পণ্ডিত যজ্ঞক্ষেত্রের চারি পার্শ্বে বসিয়া বৈদিক মন্ত্রদ্বারা পূজা, পাঠ, যজ্ঞ, হোমাদির অনুষ্ঠান এবং অবৈতনিক কার্য্য সম্পাদক মহর্ষি প্রতিম শ্রীযুক্ত তারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায় মহাশয় যজমানের আসনে বসিয়া কার্য্য সম্পাদন করিলেন। দলে ২ ভদ্র ও সাধারণ লোক আসিয়া পবিত্র অনুষ্ঠান দর্শন করিলেন ও এই পবিত্র কার্য্যের উদ্যোক্তৃ বর্গকে শত মুখে ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। ইংরাজি বাদ্যের মহা-রোলে, রসন চৌকীর হৃদয়োন্মাদিনী মধুর ধ্বনিতে ও মৃদঙ্গ কর তাল সহ হরিনামের মনোহর সংকীর্ত্তনে স্থান অপূর্ব্ব আনন্দযুক্ত হইয়া উঠিল। স্থানটী উৎসবের স্বর্গীয় সৌগন্ধে আমোদিত হইল। অতঃপর সভাসদ বর্গের প্রার্থনানুসারে ঊনবিংশ শতাব্দীতে সনাতন ধর্ম্ম পুনঃ প্রচারের প্রথম প্রবর্ত্তক, বর্ত্তমান সনাতন ধর্ম্মান্দোলনের সূচয়িতা ও বেদ বিদ্যালয়ের বিধান কর্ত্তা, ভারতীয় ধর্ম্ম সমাজের পরমাদরের পাত্র শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় "ভূগর্ত্তপীঠর মধ্যে শিলান্যাস করণার্থ অবতরণ করিলেন। ঢাকার প্রসিদ্ধ উকীল শ্রীযুক্ত ঈশ্বর চন্দ্র ঘোষ মহাশয় বেদ বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনার্থ যে রৌপ্য নির্ম্মিত শোভনশীল রেকাব ও কর্ণিক উপহার পাঠাইয়াছিলেন, সেই রেকাবে চূন সুরকি লইয়া ঐ কর্ণিক দ্বারা বেদ বিদ্যা বর্দ্ধনার্থ এই স্থানে মূল শিলা স্থাপন করিতে স্বামীজী উপবিষ্ট হইলেন। ইতি পূর্ব্বেই সেই স্থানে পূজোপচার-সহ পঞ্চ কলস সংস্থাপন, ধাতু রত্ন আদির সংস্থান করা হইয়াছিল। আজ ব্রহ্মাণ্ড বিধাত্রী বিশ্ব রচয়িত্রী মা-অন্নপূর্ণার অতুল স্নেহের পাত্র স্বামীজীর স্বপত্য কার্য্যের পবিত্র অনুষ্ঠান দেখিবার জন্য চারি দিকে লোক ঘিরিয়া দাঁড়াইল। স্বামীজী প্রেমাশ্রু পূর্ণ নেত্রে পরমাত্মাকে স্মরণ করিয়া বলিলেন, হে প্রভো! হে জগন্মাত! তুমি যেমন শূন্য হইতে বিশ্ব রচনা করিয়া শূন্যে ইহা স্বয়ং রক্ষা করিতেছ, সেই রূপ হে ধর্ম্ম স্বরূপ! হে বেদ বেদ্য পরমাত্মন্! তুমি তোমার ধর্ম্ম রক্ষার জন্য—বেদ বিস্তারের জন্য এই "ধর্ম্ম নিকেতনের মূল স্বরূপ—ভিত্তি স্বরূপ হইয়া সংস্থিত হও, তোমারই অনুরক্ত ভক্ত ঋষি বর্গের বংশধর গণকে ধর্ম্ম পথে রক্ষা করিবার জন্য, ইহার বৃদ্ধি ও পুষ্টি কর, তুমিই ধর্ম্ম নিকেতনের বিধাতা, নির্ম্মাতা ও অধিষ্ঠাতা, তোমাকে নমস্কার করি"। এই বলিয়া চূণ সুরকীর সহিত প্রেমাশ্রু জল মিশাইয়া স্বামীজী শ্লোকাঙ্কিত তাম্র ফলক ও পাঁচ খানি ইষ্টক বিন্যাস করিলেন। বাহিরে সনাতন ধর্ম্ম কী জয়, বিশ্বনাথ অন্নপূর্ণাজী কী জয়, জয় মা যোগেশ্বরী কী জয়, জয় শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীজী কী জয় ইত্যাদি তুমুল নিনাদে স্থানটী আনন্দ পূর্ণ হইল। অতঃপর যাজ্ঞিকগণকে সদক্ষিণ ভোজনাদি প্রদান ও উপস্থিত ব্রাহ্মণাদিকে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হইল।

তাম্র ফলকে খোদিতাক্ষরে নিম্নলিখিত শ্লোকটি লিপি বদ্ধ আছে—

নন্দাম্ভোধিনবেন্দু বৈক্রমসমা শ্রীমত্তপস্যে শুদি।
দ্বাদশ্যাং শশিপুষ্যভাজি ভবনং কাশ্যামিদং ন্যস্যতে ॥ *
নাম্না ধর্ম্ম নিকেতনং কলিবলাদাম্নায় বিদ্যা যথা।
হ্রাস ত্রাস মুপাগতাস্থিতিমতী বিশ্রামমাসাদয়েৎ ॥

* সম্বৎ ১৯৪৯, শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামিনী।

কলির প্রবল প্রতাপে নিজ দুর্দ্দশাশঙ্কা প্রযুক্ত বেদ বিদ্যা যে স্থানে সুখে বিশ্রাম করিবেন, সেই "ধর্ম্ম নিকেতন" শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী কর্ত্তৃক সম্বৎ ১৯৪৯ শুক্লা দ্বাদশী পুষ্যা নক্ষত্রে কাশীক্ষেত্রে প্রথম (ভিত্তি) স্থাপিত হইল।

অপরাহ্ণ ৩ টার পর হইতে বাঙ্গালী, হিন্দুস্থানী, দক্ষিণী পণ্ডিত বর্গ ও বিদেশীয় ভদ্র মণ্ডলী সভাস্থ হইলেন। প্রথমতঃ পণ্ডিত মণ্ডলীর মধ্যে স্বধর্ম্ম রক্ষা সম্বন্ধে অনেক শাস্ত্রীয় আলাপ, হইল তৎপরে কাশী সংস্কৃত কলেজের প্রফেসর শ্রীযুক্ত পণ্ডিত ভাগবতাচার্য্য, পণ্ডিত রামমিশ্র শাস্ত্রী ও পরিশেষে শ্রীমৎ স্বামীজী মর্ম্ম স্পর্শিনী বক্তৃতা করিলেন। সন্ধ্যার সময় পণ্ডিতদিগকে মিষ্টান্ন ও দক্ষিণা সহ সৎকার পূর্ব্বক সভা ভঙ্গ হইল।

বেদ বিদ্যালয় আদির জন্য ভিত্তি তো স্থাপিত হইল, এক্ষণে ভগবৎ কৃপাপাত্র ভক্ত গণ আশীর্ব্বাদ করুন যেন "ধর্ম্ম নিকেতন" শীঘ্র নির্ম্মিত ও প্রতিষ্ঠিত হয়।

সঙ্গীত বিদ্যা।

মনুষ্য সমাজে যত প্রকার বিদ্যা প্রচলিত আছে, তন্মধ্যে শাস্ত্রবিদ্যা, শস্ত্র বিদ্যা, শিল্পবিদ্যা এবং সঙ্গীত বিদ্যাই প্রধানা। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত বিদ্যাত্রয়ের বহুশ্রম সাধ্য ফলের; দেশ, কাল পাত্রবিশেষে তারতম্য থাকাতে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা বলিয়া লোকসমাজে গণ্য হইতে পারে নাই। সাধারণ মনুষ্যজাতি মধ্যে যে বিদ্যা সমভাবে আদৃতা, তাহাই শ্রেষ্ঠ বিদ্যা বলিয়া গণ্য হইতে পারে। সমস্ত জীবন ক্ষেপণ করিয়া কোন২ মনুষ্য শাস্ত্র বিদ্যায় বিশেষ ব্যুৎপন্ন হইয়া যে "চিরসুখ" লাভ করেন, অজ্ঞ লোকের নিকট তাহা অপরিচিত থাকে। ফলে যেমন শাস্ত্রবেত্তার গুণগরিমা শাস্ত্রবিদের নিকট, শিল্পীর নৈপুণ্য তাদৃশ শিল্পীর নিকট, শস্ত্রবিদ্যাবিশারদের শৌর্য্য বীর্য্য শূরবীরের নিকট বৈ অন্যত্র প্রকাশ হইবার উপায় নাই, সঙ্গীতবিদ্যা সেরূপ নয়। ইহা দেশকাল পাত্রের বিশেষ অপেক্ষা না করিয়া যে স্থানে যে সময়ে, যে কোন একটী শ্রুতিবিশিষ্ট জীব মাত্রের সম্মুখে ব্যক্ত করিলে সেই স্থানে সেই সময়ে সেই জীব মুগ্ধ ও আনন্দিত হইবেক। মনুষ্যের ত কথাই নাই, বন্য পশুপক্ষীকেও ক্ষণকাল সুস্থির হইয়া সুমধুর সঙ্গীতালাপ শ্রবণে মোহিত হইতে দেখা গিয়াছে। মৃগ ও সর্পজাতির কথা প্রসিদ্ধই আছে। অপিচ, সঙ্গীত বিদ্যা বিষয় শিক্ষা করিতে করিতেই যেমন অন্তঃকরণ আর্দ্র হয়, অন্য বিদ্যার সে ক্ষমতা নাই। এতাবতা সঙ্গীতবিদ্যাই যে সর্ব্বোৎকৃষ্ট বিদ্যা, তাহা বলা বাহুল্য। ভজনানন্দী মহাত্মারা বহু কাল গত হইয়াও যেন অদ্যাপি জীবিত আছেন বোধ হয়।

সঙ্গীততত্ত্বের প্রধান অঙ্গ দুইটি; সুস্বর ও তাল। গায়কের কণ্ঠস্বর সুমিষ্ট হইলে এবং তালবোধ থাকিলে আর কিছুরই অপেক্ষা থাকে না। রাগ রাগিণীর আলাপাদি গায়কেরা যাহা প্রকাশ করেন, আমার বিবেচনায় সে সকল কেবল বিড়ম্বনা মাত্র; কণ্ঠ ও তালবিরহে ঐ আলাপ "প্রলাপ" ও আর্ত্তনাদ বলিয়া শ্রুতি সুখ সম্পাদন করে না। স্বর তালে মনের ভাব প্রকাশ করা সঙ্গীততত্ত্বের উদ্দেশ্য; মনের ভাবও আবার নবরসাত্মক। অধিকন্তু ঈশ্বরের মহিমা বর্ণন ও গুণকীর্ত্তন করাই সঙ্গীত; অতএব এক "ভক্তিরসই" তদ্বিষয়ের বিলক্ষণ উপযোগী সন্দেহ নাই। সুস্বরে তালের সহিত ভক্তিরস মিশ্রিত ঈশ্বর গুণানুবাদকে সঙ্গীতচ্ছলে কীর্ত্তন ও শ্রবণ করিলে মন পবিত্র ও আর্দ্র হইয়া ঈশ্বরানুরাগে নিমগ্ন প্রায় জগৎযন্ত্রণা বিস্মৃত হয়। ভারতবর্ষে যত প্রকার গীতগ্রন্থ প্রচলিত আছে, জয়দেবকৃত "গীত গোবিন্দ" নামক সংস্কৃত গ্রন্থই সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও প্রাচীন; পরে নবীন গ্রন্থের মধ্যে বঙ্গদেশে রাজা রামমোহন রায় কৃত "গীতাবলী" রামপ্রসাদ সেন কৃত "পদাবলী" এবং দাশরথীকৃত "পাঁচালী," আর উত্তর পশ্চিম

প্রদেশে তুলসীদাস কবীরদাস, ও সুরদাসকৃত ভজনাবলীই উৎকৃষ্ট; কেন না এই সকল গীত গান করিলে যথার্থ ভক্তিরসের উদ্রেক হইয়া গীতা (গায়ক) ও শ্রোতা উভয়েই ভাবে গদ্গদ হইয়া আনন্দাশ্রু মোচন করিতে থাকেন। অপিতু, ভজনানন্দে যেমন নির্ভয়ে কালকর্ত্তন হয়, এমন আর কিছুতেই হয় না! এই হেতু পূর্ব্ব ২ সিদ্ধপুরুষেরা, ও ভক্তগণেরা যে কেবল "ভজন" করিয়া জীবন্মুক্তি লাভ করিয়াছেন, নাভাজীকৃত "ভক্তমাল" গ্রন্থে তাহার বিশেষ পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। দেবাদিদেব শঙ্কর, দেবর্ষি নারদ ও অন্যান্য গন্ধর্ব্ব, কিন্নর প্রভৃতি তাঁহারাই যে এই ভজনানন্দে আনন্দিত আছেন, অস্মদাদির সমস্ত শাস্ত্রই তাহার প্রমাণ। এমন কি আর্য্যজাতির মুখ্যশাস্ত্র যে বেদ, তাহা সমুদয় গান ও পরমেশ্বরের বহুরূপের সঙ্গীত বৈ আর কিছু নয়। সামবেদে সঙ্গীততত্ত্ব বিশেষ পরিমাণে নিরূপিত হওয়াতে বোধ করি শ্রীকৃষ্ণ গীতামধ্যে "বেদানাং সামবেদোস্মি" ইত্যাদি বাক্যে সামবেদের প্রাধান্য স্বীকার করিয়াছেন।

সত্য ও মিথ্যা কথা।

স্বধর্ম্ম রক্ষার জন্য প্রাণ দেওয়াও শ্রেয়ঃ; কিন্তু সাধন তৎপর পুরুষ যে স্থলে কেবল কথার দ্বারা অব্যাহতি পাইতে পারেন, এবং নিজ সাধন মার্গের কোন হানির আশঙ্কা দেখেন না, তথায় স্বমত রক্ষক অন্য পক্ষের শ্রুতিসুখকর কথাই সত্যের সাধক বিবেচনা করেন; একটা কথা রাখিবার জন্য প্রাণ দেওয়া অপেক্ষা জীবিত থাকিয়া সাধনে উন্নতিলাভ তাঁহাদের পক্ষে অধিক গুরুতর। নির্ব্বিঘ্নে নিজ সাধন কুশল জন্য এরূপ স্থলে—

সবসে বসিয়ে সবসে রসিয়ে সবসে লিজিয়ে সব্‌কা নাম।
হাঁ জী হাঁ জী করতে রহিয়ে বৈঠিয়ে অপনা ঠাম॥

এই রূপ প্রণালীই যুক্তিযুক্ত। তবে, যাহারা উচ্চ সাধন অঙ্গে অপ্রবৃত্ত, তাহাদের অন্ততঃ লৌকিক ও গৌণ কর্ত্তব্য পালনও শ্রেয়ঃ। নতুবা সতত অনিষ্টে রত থাকিয়া কর্ত্তব্য কার্য্য উপস্থিত হইলেই তাহার সত্যাসত্য দোষ গুণ বিচারে প্রবৃত্ত হইয়া তৎ সম্পাদনে পরাঙ্মুখ থাকিলে শেষে বিনাশই প্রাপ্ত হইতে হয়। শ্বেত কায় উচ্চৈঃশ্রবাকে দেখিয়া কশ্যপপত্নী বিনতা তাহার পুচ্ছ শ্বেতবর্ণ ও তাঁহার সপত্নী কদ্রু উহা কৃষ্ণবর্ণ বলিয়া স্বসন্তান সর্পগণকে উচ্চৈঃশ্রবার পুচ্ছ আবৃত করিয়া কৃষ্ণবর্ণ করিতে বলিলেন; কিন্তু যে সকল সর্পগণ জীব হিংসা পরায়ণ হইয়াও এই সময়ে কার্য্যটী অসত্য বোধে মাতৃ আজ্ঞা পালন করিল না, তাহারাই কদ্রুর শাপে অবশেষে রাজা জনমেজয়ের সর্পসত্রে ভস্মীভূত হইয়াছিল; অথচ বাসুকি প্রভৃতি ধর্ম্ম পরায়ণ নাগগণ দোষ দেখিয়া মাতৃ আজ্ঞা অবহেলা করিলেও, নাগযজ্ঞে তাহাদের কোনই হানি হয় নাই। অতএব দেখা যাইতেছে, সামর্থ্যমত কর্ত্তব্য পালনেই সত্য ও ধর্ম্ম রক্ষা হইয়া থাকে। পিতা মাতার প্রাণ রক্ষার্থে তাঁহাদের দত্ত শরীরও দেয়, ইহাই শাস্ত্রের বিধি, পুরাণাদিতে অনেক স্থলে পিতা মাতার জন্য প্রাণ দিয়া পুত্রের মহৎপুণ্য ফলের দৃষ্টান্ত দেখিতে পাওয়া যায়। সুতরাং শাস্ত্রবিহিত বলবতা, অদৃষ্ট মনঃই কুশলের আকর।

অনেকের মহাভারতের দ্রোণপর্ব্ব পাঠ করিয়া ধারণা আছে, যে, দ্রোণ কর্ত্তৃক সত্যবাদী বোধে পৃষ্ট হইয়া এবং স্বপক্ষ রক্ষার্থ শ্রীকৃষ্ণ কর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া রাজা যুধিষ্ঠির অশ্বত্থামার মিথ্যা মৃত্যুর কথা প্রচারে নরকে গিয়াছিলেন; একটু বিবেচনা করিয়া দেখিলেই বোধ হইবে এ সংস্কারটী সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। ঘটনাটী এই —" দ্বিজশ্রেষ্ঠ দ্রোণের এইরূপ নিশ্চয় বোধ ছিল, যে যুধিষ্ঠির ত্রিলোকের ঐশ্বর্য্য প্রাপ্ত হইলেও কদাচ মিথ্যা বলিবেন না। কেননা তিনি বাল্যাবধি ধর্ম্মরাজকে সত্যবাদী বলিয়া জানিতেন, সেই নিমিত্তই, ভীম অশ্বত্থামা নামক হস্তীকে বধ করিয়া দ্রোণের নিকট অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ দিলে, দ্রোণ অপর কাহাকেও বিশ্বাস না করিয়া যুধিষ্ঠিরকেই জিজ্ঞাসা করিলেন "যুধিষ্ঠির! আমার পুত্র অশ্বত্থামা জীবিত আছেন, না নিহত হইয়াছেন?" ঐ সময় গোবিন্দ যোধগণাগ্রগণ্য দ্রোণকে লক্ষ্য পূর্ব্বক "ইনি আর কিয়ৎকাল জীবিত থাকিলেই পৃথিবী পাণ্ডব শূন্য করিবেন" এই রূপ বিবেচনা করিয়া সকাতরে যুধিষ্ঠিরকে বলিলেন, মহারাজ! আমি সত্য বলিতেছি, যদি দ্রোণ রোষাবিষ্ট হইয়া আর অর্দ্ধ দিবস যুদ্ধ করেন, তাহা হইলে আপনার সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হইবে। অতএব দ্রোণ হইতে আমাদিগের পরিত্রাণ নিমিত্ত এক্ষণে আপনার সত্য অপেক্ষা মিথ্যা বলা শ্রেয়; জীবন রক্ষার্থে মিথ্যা ব্যবহার করিলে, মনুষ্যকে পাপে লিপ্ত হইতে হয় না।" যুধিষ্ঠির ভীম কর্ত্তৃক উত্তেজিত বিশেষতঃ বাসুদেবের আদেশ ক্রমে এবং অবশ্যম্ভাবী প্রযুক্ত মিথ্যা বলিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তৎকালে ধর্ম্মনন্দন মিথ্যা ভয়ে নিমগ্ন অথচ জয়াসক্ত চিত্ত হইয়া অব্যক্তস্বরে হস্তীশব্দ উচ্চারণ করিয়া স্পষ্টাক্ষরে "অশ্বত্থামা নিহত হইয়াছে কহিলেন। ইতঃপূর্ব্বে যুধিষ্ঠিরের রথ চতুরঙ্গুল পরিমাণে উচ্ছ্রিত ছিল, কিন্তু এক্ষণে এই রূপ মিথ্যা ব্যবহার করাতে তাঁহার রথ চক্র ভূতল স্পর্শ করিল।" এদিকে মহারথী দ্রোণ যুধিষ্ঠির মুখে পুত্রের তাদৃশ বিপদ বার্ত্তা শ্রবণ করিয়া

শোকানলে সন্তপ্ত এবং জীবনে নিরাশ হইয়া যোগাবলম্বন করিলে দ্রোণ যথার্থ দ্রুপদরাজ কর্তৃক অনুষ্ঠিত যজ্ঞে উৎপন্ন ধৃষ্টদ্যুম্ন অর্জ্জুন কর্তৃক বারম্বার নিবারিত হইলেও, দ্রোণের শিরশ্ছেদ করিলেন। স্বর্গারোহণ পর্ব্বে ইন্দ্র যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা নরক প্রদর্শনানন্তর বলিলেন রাজন! তুমি ছলপূর্ব্বক দ্রোণকে সন্তানের নিমিত্ত প্রতারণা করিয়াছিলে, এই জন্য আমি তোমাকে ছল ক্রমে নরক দর্শন করাইলাম।"

উপরোক্ত ঘটনাবলী দেখিলে প্রথমতঃ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাবাদী বলিয়াই সন্দেহ হয়; যে হেতু মিথ্যা কথনের ফল রথের ভূমিস্পর্শ ও নরক দর্শন যুধিষ্ঠিরের হইয়াছিল; কিন্তু এক[illegible]িতে হইবে এখানে কোন কার্য্যটী মিথ্যার দোষে দূষিত। ত্রিকালজ্ঞ বাসুদেবের নিকট কত কোটী যুগান্ত ব্যাপী জীবনও যাঁহার নিমেষোন্মেষে লয় হইয়া যায়, অশ্বত্থামা যে মৃত তাহাতে আর ভুল কি? * আমরা এখন শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্ব প্রমাণ করিতে বসি নাই, সুতরাং যুধিষ্ঠির যে তাঁহাকে ঈশ্বরাবতার বলিয়া জানিতেন, ইহা বলিলেই যথেষ্ট হইবে। যুধিষ্ঠির বাসুদেবের কথায় বিশ্বাস করিয়া ঈশ্বরাদেশ জানিয়া কোন সন্দেহ না করিয়াই কার্য্য করিলে ভগবানের প্রকৃত আদেশ পালন করিতে পারিতেন। সুতরাং ভগবদ্বাক্যে অবিশ্বাসই তাঁহার পাপের মূল কারণ। তিনি সত্যপরায়ণ হইলেও, যাঁহার সত্তায় সত্যের সত্তা, তাঁহার বাক্যে সন্দিহান হইয়া নিঃসন্দেহই ধর্ম্মচ্যুত হইয়াছিলেন। ধর্ম্মপুত্র কি, স্বয়ং ধর্ম্মও যাঁহার মহিমায় মহিমান্বিত, সত্যাসত্য বিচার তৎপর শাস্ত্র যাঁহার নাম কীর্ত্তন করিয়া পূজিত ও প্রতিষ্ঠিত, যাঁহার জন্যই লোকে অনুরাগে ধর্ম্মের সেবা করিয়া থাকে, সত্য স্বরূপ যিনি, সেই ভগবদ্বাক্যে মূঢ়তা জনিত অসত্য বুদ্ধির ফল যে হাতে হাতেই ফলিবে। যুধিষ্ঠির অবশ্যম্ভাবী বিপদ অবগত হইয়াও মিথ্যা মোহে মুগ্ধ হইয়া যুদ্ধ কালীন নিষ্কাম ভাবে ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালনে সঙ্কুচিত হইয়া স্বধর্ম্ম ভ্রষ্ট হইয়াছিলেন। এই অধর্ম্ম হেতুই তাঁহার রথ পূর্ব্বের ন্যায় শূন্যে থাকিতে পারে নাই। অবশেষে, তিনি যে মিথ্যা বলিলেন, এই ধারণাই তাঁহাকে মনঃকৃত মায়াময় নরকে নীত করিয়াছিল যে হেতু "মন এব মনুষ্যাণাং কারণং বন্ধমোক্ষয়োঃ"। যুধিষ্ঠির যদি তখন অধর্ম্মের পরাভব ও ধর্ম্ম রক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতেছেন স্মরণ করিয়া নিষ্কাম হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম পালন জন্য বাসুদেবের আদেশে অকপটে সত্য ঈশ্বর বাক্য বলিয়া নির্ব্বন্ধ হইয়া "অশ্বত্থামা হত হইয়াছে" বলিতেন, তবে কোন বিপত্তিই হইত না; কিন্তু ভ্রান্তিই তাঁহার ক্লেশের কারণ হইয়াছিল। ভগবদ্বাক্যে মিথ্যা দোষ দৃষ্টিই যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যা কথা জন্য পাপে লিপ্ত করিয়াছিল। তাৎকালিক মনের দোষেই তিনি মলিন হইয়াছিলেন। দ্রুপদ রাজ সমক্ষে তিনি যেরূপ বলিয়াছিলেন "আমার বাগিন্দ্রিয় কখনও মিথ্যা কহে না", শ্রীকৃষ্ণের আদেশ বাক্য বলিবার সময় তাঁহার সেই বিশ্বাসের যেন হ্রাস হইয়াছিল, তাঁহার মুখ হইতে অশ্বত্থামার মৃত্যু কথা নির্গত হইয়া কিরূপে বিতথ হইবে ইহা যেন তিনি তখন বিস্মৃত হইয়াছিলেন। এই আত্মবিস্মৃতিই মিথ্যা দোষে তাঁহাকে বাধিত করিয়াছিল; নতুবা প্রকৃতপক্ষে শ্রীকৃষ্ণের উপদেশে বা তাঁহার কার্য্যে কিছুমাত্রও মিথ্যাত্ব নাই। সত্যে মিথ্যার বোধই মিথ্যার কারণ পাপস্পর্শ ও নরক দর্শন মিথ্যা পাপকে সত্য বলিয়া দৃঢ় প্রতীতি হওয়ায় এই যুধিষ্ঠিরের মিথ্যা নরকেও সত্য ধারণা হইয়াছিল। আশা করি পাঠক, অবশ্য এখন বুঝিয়াছেন যে শ্রীকৃষ্ণ যুধিষ্ঠিরকে যাহা করিতে আদেশ করিয়াছিলেন এবং সন্দিহান হইয়া যুধিষ্ঠির যাহা করিয়াছিলেন, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্পাপ ও সত্যের প্রতিষ্ঠাপক, কিন্তু তাহাতে পাপ বুদ্ধিই+ যুধিষ্ঠিরকে মিথ্যাসক্ত ও বিড়ম্বিত করিয়াছিল। এই জন্য পুনরায় বলিতেছি শুভ সংকল্পে আর্ষোক্তি অনুগমনই সত্যপথ, তাহাতেই পরম শ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে।

* গীতা ১১ অঃ ২৬, ২৯, ৩২, ৩৪।

+ আমরা যথেচ্ছা পূর্ব্বক অভিলাষানুরূপ অসৎকার্য্যকেও সৎ বলিতে পারি না; কিন্তু যাহা শাস্ত্রসম্মত, তাহা অসৎ বোধ হইলেও সাধু। যাঁহারা ঈশ্বরাদিষ্ট বা ঈশ্বরভক্ত ঋষিপ্রোক্ত উপদেশে বিশ্বাস করেন না, অথবা অন্য কোন জাতির ও ধর্ম্ম শাস্ত্রে বিশ্বাস করেন না, কেবল যুক্তি মাত্র অবলম্বন করিয়া সত্যাসত্য নিরূপণে সচেষ্ট, সেই ঐহিক স্বার্থবাদ (utilitarian morality) সামাজিক নীতিপরায়ণ নাস্তিকগণের পক্ষে সত্য কখনই অসম্ভব, তাহারা স্বার্থ সিদ্ধির সম্ভাবনায় গোপনে সকল দুষ্কর্ম্মই করিতে পারে। এই নীতি অনুসারে রাজ্য শাসনে দুষ্টগণ ধরা পড়িলেই শাস্তি পায় বটে; কিন্তু অপ্রকাশ্যে অন্যের সর্ব্বনাশ করিয়াও লোক সমাজে সাধু শিরোমণি হইয়া থাকে। সত্যের নিষ্ঠা ঈশ্বরানুরক্ত মহাত্মার হৃদয়েই হইয়া থাকে, লোকের বিচারের অপেক্ষায় কেহ সত্য পরায়ণ হয় না; কিন্তু দুর্ব্বৃত্ত, ঈশ্বরের অস্তিত্বে বিশ্বাস বিহীন, ঈশ্বরানুগৃহীত মহাপুরুষগণের বাক্যে অশ্রদ্ধাবান্ নরাকার পশুগণের অন্তরে সত্যের স্থান কোথায়? সুতরাং বিচারবান্ পুরুষ দেখিবেন যে নাস্তিক অবিশ্বাসী ব্যক্তি তো মিথ্যাবাদীই, যে হেতু সে প্রথমেই স্বতঃ সিদ্ধ সত্যের (ঈশ্বরের) অপলাপ করিয়াছে। এই সঙ্গে আমরা নিম্নে পাঠকগণের কৌতূহল নিবারণার্থ বাইবেলে উল্লিখিত ঈশ্বরানুমোদিত মিথ্যা ব্যবহারের স্থান উদ্ধৃত করিয়া দিলাম। আমাদের ইহা দ্বারা বাইবেলের অযথা সমালোচনা উদ্দেশ্য নয়, অথবা খৃষ্টধর্ম্মীগণকে উপহাস করিতেও প্রবৃত্ত হই নাই এবং ধর্ম্ম বিশ্বাসের অনুগত হইয়া দেখিয়াছি, তাহা তৎকালোচিতই হইয়াছে; কিন্তু অস্মদ্দেশীয় যে সকল অবোধগণ আর্য্য ধর্ম্মে অবিশ্বাস বশতঃ ধর্ম্মজিজ্ঞাসার জন্য পাশ্চাত্য প্রভুদের পদ সেবা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের শিক্ষার জন্য, এবং পাদরীগণ যে ক্রূর বুদ্ধির বশবর্ত্তী হইয়া আর্য্য শাস্ত্রের অবমাননা করিয়া থাকেন, সেই দোষ দৃষ্টিতে দেখিলে যে বাইবেলও মিথ্যা কথায় পূর্ণ বোধ হইবে ইহাই

ভগবন্! তর্কের দ্বারা তোমার তত্ত্ব বুঝিতে গিয়া মূঢ় হই করিয়াছি, যুক্তির পথে নৈরাশ্য তৃষ্ণায় একান্ত ক্লান্ত হইয়াছি, সদসৎ কি, তাহা তুমিই বলিতে পার, সত্য মিথ্যা সম্বন্ধে মানুষের স্থিরতা উন্মত্ততা মাত্র, প্রভো। তাই কাতরে এই ভিক্ষা চাই যেন সেই সত্যস্বরূপ তোমাকে স্মরণ করিয়া কার্য্য কালে আমরা সদৈব বলিতে পারি— "ত্বয়া হৃষীকেশ হৃদিস্থিতেন যথা নিযুক্তোঽস্মি তথা করোমি"।

পরিব্রাজকের নিন্দা।

পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহোদয় "বেদ বিদ্যালয়" স্থাপন করিয়া অবধি অনেক বৃথা প্রতিষ্ঠাভিমানী ব্যক্তির বিষনয়নে পড়িয়াছেন। তাঁহার প্রতিভা ও প্রতিষ্ঠা সজ্জন সাধু হৃদয় মহোদয়গণের চিত্ত আকর্ষণ করিতেছে দেখিয়া, ধনাঢ্য, জমীদার ও প্রধান ২ পদস্থ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে অতিশয় অনুরাগ করেন বলিয়া মনের ব্যথায় অনেক অসূয়া পরবশ লোকে তাঁহার অযথা কুৎসাকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেছে। সজ্জনগণ তাহাদের কথায় কর্ণপাত না করাতে তাহাদের আরও মনোবেদনা বাড়িতেছে। স্বামীজী স্বদেশের ও স্বধর্ম্মের জন্য প্রাণপণে পরিশ্রম করিতেছেন, ইহাতে সকলেই উপকার পাইতেছেন ও পাইবেন। তাঁহার হানি করিতে গেলেই লোকের নিজের হানি হইবে। তিনি সন্ন্যাসী, তাঁহার নিন্দা বা প্রশংসায় তাঁহার নিজের কোন ক্ষতি বৃদ্ধি হইবে না।

ব্রহ্মচারীর বেশধারী তারক খাসনবিশ নামক এক জন বিক্রমপুর বাসী বাঙ্গালী, (বোধ হয় তাহার কোন কাজ কর্ম্ম নাই,) কয়েক বর্ষ হইতে দেশে ২ স্বামীজীর বিরোধে কুৎসা রটনা করিয়া বক্তৃতা দিয়া বেড়াইতেছে। সাধু হৃদয় কোন ব্যক্তিই তাহাকে আদর করিতেছেন না। এ লোকটা বাঙ্গালী হইয়া হিন্দীতেই কথা কয়, অথচ বিশুদ্ধ হিন্দী জানে না। জিজ্ঞাসা করিলে ভাণ করিয়া বলে বঙ্গালা থোড়া ২ সমঝতা হ্যায়। এই ব্যক্তিকেই পুলিশ পঞ্জাব হইতে রাজদ্রোহী বলিয়া গ্রেপ্তার করিয়া কাশীতে আনিয়াছিল। এখানে অনেক ভদ্র লোক পড়িয়া তাহাকে মুক্ত করিয়া দেন। এখনও পুলিশ তাহার চরিত্র চেষ্টার তত্ত্বানুসন্ধান করিয়া থাকে। পরিব্রাজক মহাশয়কে তাঁহার গুরু স্বামী যে সন্ন্যাসোচিত "স্বামী" উপনাম দিয়াছেন, ইহা তাহার সহ্য হয় না।

সম্প্রতি যে লোকটা ঢাকায় গিয়া স্বামীজীর বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিতে গিয়া বড় লজ্জা পাইয়াছে। তাহার বক্তৃতার বিজ্ঞাপনে ঢাকার কোন ভদ্র ও পদস্থ ব্যক্তিই স্বাক্ষর করিতে চাহেন নাই। এবং যে ঢাকায় স্বামীজীর বক্তৃতা শুনিতে সাত আট হাজার লোক একত্র হইত, সেই ঢাকায় উহার বক্তৃতা শুনিতে ৩।৪ ডজন মাত্র লোক হইয়াছিল। ঢাকা হইতে শ্রীমান্ প্রসন্ন কুমার গুহ নামক এক ব্যক্তি লিখিয়াছেন।

"শ্রীযুক্ত তারক চন্দ্র ব্রহ্মচারী নামক এক ব্যক্তি ৺ বারাণসী ধাম হইতে ঢাকায় আসিয়া শ্রীযুক্ত পরিব্রাজক মহাশয়ের বিরুদ্ধে নানা কুৎসা করিয়া দুই একটী বক্তৃতা প্রদান করিয়াছিলেন; এক বক্তৃতাতে ৩০ জন এবং অন্যটীতে ৫০ জনের অধিক লোক সমাগম হইয়া ছিলনা; পরে তিনি লেজ গুটাইয়া ঢাকা নগরী হইতে পলায়ন করিয়াছেন।"

ঢাকা হইতে প্রকাশিত "সারস্বত পত্রে" লিখিত হইয়াছে —

শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র খাসনবিস মহাশয় ব্রজবিহারী বাবু প্রভৃতি অনেকেরই পরিচিত ব্যক্তি। ব্রহ্মচারী হইয়া অথবা কএক বৎসর কাশীতে থাকিয়া তিনি সচরাচর হিন্দীভাষাতেই আলাপ করিয়া থাকেন। বাঙ্গালা-ভাষা বুঝেন কি না, একথা জিজ্ঞাসা করিলে, "থোড়া থোড়া বাঙ্গ্‌লা বাৎ সমঝ্‌তা" এইরূপ উত্তর দেন; বোধ হয়, এই সকল কথায় তাঁহাদের মনে একটা খট্‌কা লাগিয়াছিল। আবার ঢাকার হিন্দুধর্ম্মসভায় প্রায় আট হাজার হিন্দু সমবেত হইয়া, বিদায়কালে যে পরিব্রাজক শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর সমর্থন করিয়াছিলেন; ও যে পরিব্রাজকের গতি কেবল বঙ্গদেশ নহে, প্রায় সমস্ত ভারতবর্ষের অধিকাংশ হিন্দু একাধ অনুরক্ত এবং যাঁহার সদুপদেশপূর্ণ উপদেশ পরম্পরায় হিন্দু-সমাজের অগণিতসংখ্যক জনক জননী ও আত্মীয়গণ পরমস্নেহাস্পদ

দেখাইবার জন্য কয়েকটী স্থান আমরা সন্দেহ উদ্ধৃত করিতে বাধ্য হইলাম।

I Samuel XVI 1 2.	Numbers XIV 31 +
Joshua II 4, 5, 6	Romans III 7
James II 25	2 Corinthians
Exodus I 18—20	XII 16
I Kings XXII 21, 22	

অজ্ঞাতসারে পুত্র, ভ্রাতা, ভাগিনেয় প্রভৃতিকে বিধর্ম্মীর খর্পর হইতে নির্ম্মুক্তিলাভ করিতে দেখিয়া আনন্দিত আছেন ও সুখে নিদ্রা যাইতেছেন; কোন্ হিন্দু বল, হিন্দুসমাজের সেই পরম উপকারক নিঃস্বার্থদেশহিতৈষী পরিব্রাজকের সদুপদেশের ও সদাচরণের বিরুদ্ধে বক্তৃতাদান করিতে অনুমোদন করিবেক? যাহা হউক, এ সকল কথা বলিয়া ফল নাই। থাস্‌নবিস্ মহাশয় যখন দেখিলেন অত্রত্য হিন্দুসমাজের প্রায় কাহারও নিকট হইতে তাদৃশ বক্তৃতা প্রদানের অনুমতি বা সহানুভূতি পাইলেন না, তখন, সেদিন নিজেই তিনি, বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম সম্বন্ধে বক্তৃতা দিব বলিয়া এক বিজ্ঞাপন প্রচার করিয়া ঢাকা পোগোজ স্কুল গৃহে সন্ধ্যার পরে উপস্থিত হয়েন। অনেক উকীল প্রভৃতির নিকট পত্রাকারে ঐ বিজ্ঞাপন প্রেরিত হইয়াছিল; বিজ্ঞাপন প্রাপ্তিমাত্র প্রায় সকলেই এমন সভায় যাইব না, এই বলিয়া সঙ্কল্পারূঢ় হইয়াছিলেন। সুতরাং সভাস্থলে ত্রিশ চল্লিশ জনের অধিক লোক হয় নাই।

থাস্‌নবিস ব্রহ্মচারীর নিমিত্ত বারান্তরে আমরা সবিস্তারে উল্লেখ করিব। কিন্তু তিনি কাশীবাসী হইয়া যে তন্ত্রশাস্ত্র মানেন না ইহা বড়ই আশ্চর্য্য। শিববাক্যে যাঁহার অবিশ্বাস, এবং শিবপ্রোক্ত শাস্ত্রকে যিনি 'মোহন' শাস্ত্র বলিয়া নির্দ্দেশ করেন, আমরা সবিনয়ে অনুরোধ করি, বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের উপকারার্থ যেন, তিনি দয়া করিয়া কষ্ট স্বীকার না করেন।

উপসংহারে এই মাত্র বলিয়া অদ্য নিরস্ত হইব যে, হিন্দুসমাজের আজি কালি যেরূপ দুর্দ্দশা, তাহাতে স্বগৃহ মধ্যে আত্মকলহ ঘটাইবার নিমিত্ত এবং যাঁহারা হিন্দুসমাজের পরমবান্ধব তাঁহাদিগকে নিন্দা করিবার নিমিত্ত কুচক্রীকর্ত্তৃক প্ররোচিত হইয়া যাঁহারা হিন্দুসমাজের প্রচারকার্য্যে প্রবৃত্ত বলিয়া প্রচার করেন, হিন্দুসমাজ দূর হইতে তাঁহাদিগকে নমস্কার করিয়া নিবৃত্ত হইবেন, সন্দেহ নাই।

"ঢাকা প্রকাশ" লিখিয়াছেন—

বক্তা এই সকল কথার সঙ্গে শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের সন্ন্যাস গ্রহণাদিতে যে দোষ দিয়াছেন, তজ্জন্য আমরা দুঃখিত হইয়াছি। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যদি সন্ন্যাস ও দ্বিজত্ব গ্রহণের অধিকারী না হন, তবে তাহা গ্রহণ জন্য তাঁহাকে দোষী করা যায় না। কেননা বৈদ্যের উপবীত গ্রহণের ব্যবস্থাও তিনি সৃষ্টি করেন নাই, মহানির্ব্বাণ তন্ত্রখানিও তাঁহার সৃষ্ট নহে। বৈদ্যের যদি উপবীত গ্রহণের অধিকার না থাকে, তবে তজ্জন্য তাহার ব্যবস্থাদাতারা এবং সম্ভবতঃ তাঁহার উপনয়নদাতা সমাজ দোষী; আর, অপর শাস্ত্রের নিকটে মহানির্ব্বাণ তন্ত্রের মত বিচার দ্বারা খর্ব্ব না হওয়া পর্য্যন্ত তদনুসারে সন্ন্যাস গ্রহণ যে অন্যায়—তাহাও বলা যায় না। অতএব ব্রহ্মচারী মহাশয় যে পর্য্যন্ত বৈদ্যের দ্বিজত্ব ও সন্ন্যাস গ্রহণে অনধিকারিত্ব পণ্ডিত সমাজ কর্ত্তৃক স্বীকার করাইতে না পারিবেন, ততকাল শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীকে তজ্জন্য দোষী করিলে নিতান্ত অন্যায় হইবে; এবং লোক সমাজে নিজেরই নিন্দা হইবে।

ময়মনসিংহ হইতে প্রকাশিত "চারুবার্ত্তা" লিখিয়াছেন—

শ্রদ্ধাস্পদ পরিব্রাজক শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামীর উপলক্ষে ঢাকা জিলায় নানা জনে নানারূপ কথা বলিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী যেরূপ মহৎজীবনের আদর্শ স্থলে দাঁড়াইয়া সংসারে প্রেমানন্দ বিলাইতেছেন ইহাতে পরশ্রীকাতর নিন্দুকের নিন্দায় তাঁহার মহাপুরুষত্বের কোন হানি হইবে বলিয়া আমরা বিশ্বাস করি না, পরন্তু পরিব্রাজক মহাশয়ের ইহাতে গৌরবই বৃদ্ধি হইবে। সুবর্ণ পুনঃ ২ দগ্ধ হইলে যেমন তাহার গুণের পরিচয় পাওয়া যায়, আমরা আশা করি হিংসা দ্বেষ ও অসূয়া রূপ অগ্নি দাহে শ্রীকৃষ্ণানন্দরূপ সুবর্ণ গুণ গরিমায় আপামর সাধারণে পরিচিত হইবেন।

কাছাড় হইতে প্রকাশিত "শিলচর" লিখিয়াছেন—

"আত্মবৎ মন্যতে জগৎ"

যে, যেমন সে জগৎকে সেইরূপই দেখে। সাধু, সকলকে সাধুই বিবেচনা করেন, এবং অসাধু সকলকে অসাধুই ভাবিয়া থাকে। ইহাত স্বতঃসিদ্ধ বাক্য। কাজেই স্বামীজী কাহারও নিকট সাধু সন্ন্যাসী আর কাহারও নিকট ভণ্ড পাষণ্ডী। ইহাতে আমরা চমৎকৃত হইনা। চারি যুগ ভরিয়াই ইহা হইয়া আসিতেছে। পরমব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই যখন কলঙ্কের হাত হইতে মুক্তি পান নাই, মানুষের পক্ষে কা কথা? এমন যে জিতেন্দ্রিয় সর্ব্ব ত্যাগী হরিপরায়ণ মহাযোগী মহাপ্রভু গৌরাঙ্গ, তাঁহাকেও অলীক কলঙ্কের ভার বহন করিতে হইয়াছিল। তখন স্বামীজী সহিবেন না কেন? গগন চাঁদেও যে কলঙ্ক আছে। এ কলঙ্ক দোষের নহে, গুণের।

বরিশাল হইতে প্রকাশিত "কাশীপুর নিবাসী" লিখিয়াছেন—"আমরা শ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী মহাশয়ের কার্য্যের ভিত্তি সুদৃঢ় হইতেছে দেখিয়া বুঝিতেছি, এই, ভারত হইতে হিন্দুধর্ম্ম বিলয় প্রাপ্ত হওয়ার নহে।"

বোম্বাই হইতে প্রকাশিত "ইন্দু প্রকাশ" লিখিয়াছেন—

"Kumar Sreekrishna is an able and popular lecturer. His work is especially of a highly useful kind. ×× He has left off all family ties and devoted himself entirely to the work of public preaching. He preaches the religion of Bhakti i e— the love of God. He has become a Paribrajok i. e. an ascetic and travelled in distant and different parts of India. So far as his work is concerned, we fancy it is of a character to be distinctly welcomed."

ধর্ম্মোৎসব।

কানপুর।

বিগত ৯ই ফাল্গুন কানপুর হরিভক্তি প্রদায়িনী সভার তৃতীয় বাৎসরিক মহোৎসব কার্য্য সুচারুরূপে সম্পাদিত হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষে ৮ই ফাল্গুন সায়ংকাল হইতে রাত্রি ১০ ঘটিকা পর্য্যন্ত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন এবং পরমহংস শ্রীযোগজীবনানন্দ সরস্বতী ও পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী দ্বয়ের ধর্ম্ম বিষয়িণী জ্ঞানগর্ভ বক্তৃতা হইয়াছিল। ৯ই ফাল্গুন রবিবার প্রাতঃকাল ৭ ঘটিকা হইতে ২ ঘটিকা পর্য্যন্ত নগর সঙ্কীর্ত্তন শ্রীমন্নারায়ণের পূজা, হোম, শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা, ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ পাঠ, ২টা হইতে ৩টা পর্য্যন্ত ব্রাহ্মণ ভোজন, ৩টা হইতে ৬টা পর্য্যন্ত দরিদ্র দিগকে অন্নদান এবং ৬টা হইতে রাত্রি ১০টা পর্য্যন্ত হরিনাম সঙ্কীর্ত্তন ও পরিব্রাজক মহোদয়ের "স্বধর্ম্ম" বিষয়ে বক্তৃতা হইয়াছিল। এই উৎসব উপলক্ষে পরিব্রাজক শ্রীশ্রীকৃষ্ণানন্দ স্বামী ৺ কাশীধাম হইতে এখানে আসিয়া যে 'যে' বিষয়ে বক্তৃতা করিয়াছিলেন, লেখা বাহুল্য, যে তৎসমুদায় শ্রোতৃবর্গের সাতিশয় আনন্দ বর্দ্ধক হইয়াছিল। পরিব্রাজক মহাশয়ের মনোহারিণী বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেই উপকৃত হইয়া তাঁহাকে অগণ্য ধন্যবাদ প্রদান করিয়াছেন। তাঁহার চিত্তাকর্ষণী বক্তৃতা শ্রবণে অনেকেই চক্ষের জল সম্বরণ করিতে পারেন নাই।

উৎসবান্তে বিগত ১০ই ফাল্গুন অপরাহ্নে ৺ গুরু প্রসাদ সুকুলের দুর্গা বাটীতে উক্ত মহোদয় "উপাসনা" সম্বন্ধে হিন্দী ভাষায় সুদীর্ঘ বক্তৃতা করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তৃতা শ্রবণে এ প্রদেশের লোকেরা সাতিশয় পরিতৃপ্ত হইয়া মুক্ত কণ্ঠে প্রকাশ করিয়াছেন যে এরূপ বক্তৃতা কখন শ্রুত হয় নাই। সর্ব্ব সাধারণের নিতান্ত ইচ্ছাছিল যে স্বামী মহোদয়ের আরও দুই একটী বক্তৃতা শ্রবণ করেন, কিন্তু তাঁহার সময় না থাকায় সে আশা পূর্ণ হয় নাই। তৎপর দিবস ১১ই ফাল্গুন পরিব্রাজক মহাশয় এখান হইতে বিঠূর যাত্রা করিয়া ব্রহ্মাবর্ত্তে স্নান, মহামুনি বাল্মিকীর তপোবন দর্শন ও মহাত্মা "খণ্ডেরাও বাবাকে" সন্দর্শন ও তাঁহার সহিত কথোপকথন করিয়া প্রীতি লাভ করেন এবং সায়ংকালে কানপুরে প্রত্যাগমন করিয়া ৺ কাশীধামে যাত্রা করেন।

শ্রীধর্ম্মদাস মুখোপাধ্যায়
সম্পাদক।

আঁকনা পাড়া শ্রীরামপুর।

গত ১৯ ফাল্গুন হইতে ২৩শে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত অত্রস্থ হরিসভার ৩য় বার্ষিক শুভাধিবেশন নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হইয়াছে। তদুপলক্ষে গুপ্তি পাড়া নিবাসী পরম শ্রদ্ধাস্পদ পণ্ডিতবর শ্রীযুক্ত শ্রীপতি কবিরত্ন মহাশয় "কলির ধর্ম্ম" সম্বন্ধে হৃদয় গ্রাহিণী বক্তৃতা করিয়া শ্রোতৃবর্গকে আনন্দরসে আপ্লুত করিয়া ছিলেন, পরে দীন ভোজন, ও সঙ্কীর্ত্তন হইয়াছিল। ইতি

বিনয়াবনত
শ্রীঅক্ষয় কুমার শর্ম্মা
সম্পাদক।

সিরাজগঞ্জ।

গত ২১ শে মাঘ হইতে ২৫ শে মাঘ পর্য্যন্ত পাঁচ দিবস ব্যাপিয়া সিরাজগঞ্জ আর্য্য ধর্ম্ম প্রচারিণী সভার ৮ম বার্ষিক উৎসব উৎসাহ পূর্ব্বক নির্ব্বাহ হইয়াছে। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় আদি বক্তৃবর্গের সারগর্ভ সুদীর্ঘ বক্তৃতায় সকলেই নিতান্ত পরিতৃপ্ত হইয়াছেন।

শ্রীহর চন্দ্র নিয়োগী সভাপতি।

গোঁসাই দুর্গাপুর।

কয়েক দিন ধরিয়া এখানকার হরি সভার বার্ষিক উৎসব হইয়া গেল। শ্রীযুক্ত শিবচন্দ্র বিদ্যার্ণব মহাশয় প্রভৃতি ধর্ম্মার্থ বক্তাগণ আসিয়াছিলেন। বিদ্যার্ণব মহাশয়ের পঞ্চদেব সমন্বয় ও রাসলীলা ব্যাখ্যা অতিমনোহারিণী হইয়াছিল। ভক্ত গায়ক হরিদাস কীর্ত্তনীয়ার মধুর গানে সকলেই বিমোহিত হইয়াছিলেন।

শ্রীক্ষেত্র নাথ সেন।

শ্রীকৃষ্ণানন্দের মেলা।

এবারও বীরভূমজেলার সাঁইতাষ্টেশনের নিকট ময়ূরাক্ষী নদীর তটে গত বর্ষের ন্যায় মেলা হইয়াছিল। দোকান পাট, লোক জনের ভীড় যাহা ভিন্ন ২ স্থানীয় মেলায় হইয়া থাকে, তাহা এখানেও যথেষ্ট হইয়াছিল। শ্রীশ্রী অন্নপূর্ণা, শ্রীরাম জানকী, এবং শ্রীরাধা শ্রীকৃষ্ণের শ্রীমূর্ত্তিতে মেলা ভূমির শোভা বৃদ্ধি করিয়াছিল। অনেক

শিক্ষিত লোকের সমাগমে মালপাড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অক্ষয় কুমার গোস্বামী ও কলিকাতাস্থ শ্রীযুক্ত পণ্ডিত অম্বিকা চরণ বিদ্যারত্ন মহাশয় শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ও শ্রীমদ্ভাগবৎ ব্যাখ্যা ও বক্তৃতা করিয়াছিলেন। যাত্রা ও বাউলের গানে মেলা আনন্দ পূর্ণ ও বহু বৈষ্ণব ভোজনে সকলেই পরিতৃপ্ত হইয়াছিল। মেলার উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত বাবু দীনবন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত কৃপাসিন্ধু মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত রঘুনাথ মুখোপাধ্যায় আদি স্বামীজীর অনুরাগী বুগুলার জমীদার বর্গ মেলার কার্য্য কলাপের শৃঙ্খলা ও সৌষ্ঠব রক্ষার্থ যথেষ্ট যত্ন করিয়া সাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইতি

শ্রীঅন্নদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

“ধর্ম্ম-প্রচারকের” বর্ষ শেষ হইয়া আসিল। “ধর্ম্ম প্রচারকের” দরুন হিসাবাদি চুকাইবার এই সময়। অতএব “ধর্ম্ম প্রচারকের” গ্রাহক মহোদয় গণের নিকট সানুনয় নিবেদন যে বার্ষিক সাহায্য হিসাবে তাঁহাদিগের নিকট যাহা প্রাপ্য হইয়াছে, অনুগ্রহ পূর্ব্বক পাঠাইয়া দেন। অথবা মনিঅর্ডার করিতে তাঁহারা যে অসুবিধা বোধ করেন তাহা দূর করিবার জন্য আমরা আগামী বৈশাখ মাসের “ধর্ম্ম প্রচারক” তাঁহাদিগের নিকট ভিঃ পিঃ তে পাঠাইব, তাঁহারা মুল্য দিয়া গ্রহণ পূর্ব্বক অনুগৃহীত করিবেন।

বেদ বিদ্যালয়ের আয় ব্যয় মাহ ফাল্গুন ১২৯৯।

আয়।

মুষ্টি ভিক্ষা।

শ্রীভুবন মোহন সেন, আমিনপুর	১॥০
" পতিতপ্রাণ রায় ব্রাহ্মণগ্রাম	১৲
" ভগীরথ প্রামাণিক ঐ	১।৵০
" উমেশ চন্দ্র শর্ম্মণঃ শিমলা	৫৲
" দীন নাথ পাত্র, রামপুর হাট	৪॥/০
" রমেশ চন্দ্র সেন জামালপুর	।০
" মন্মথ রায়, ঐ	৷৷০
" ঈশান চন্দ্র রায় সরারচর, ময়মনসিংহ	৫৲
" সতীশ চন্দ্র মুখোপাধ্যায়, ভবানীপুর	৬৲
" রাসমোহন ধর চৌধুরী, পালিগ্রাম	॥১০
" গুরুদাস নাগ পাবনা	১০৲
" পতিত পাবন হালদার, ভান্ডাড়া	১৲
" কিশোরী মোহন দাস, সুজাপুর, ফুলবাড়ী	২৫৲
" চৈতন্য চরণ দাস শ্রীহট্ট	২৲
" তারক ব্রহ্মসেন গুপ্ত শলিখা	৩৲
৺ কাশীধামের মুষ্টি ভিক্ষা মাহ মাঘ	১৩॥৶১৫
	৯০/৫

মাসিক বৃত্তি।

শ্রীমহারাজা দ্বারভাঙ্গা মাহ জানুয়ারি	২০৲
" লবঙ্গ সুন্দরী বৃত্তি কাকিনা পৌষ ও মাঘ	২০৲
শ্রীবচ্চন সাহা, কাশীধাম	।০
" বিপিন বিহারি রায়, আরা	।৵০
" ক্ষেত্রনাথ মুখোপাধ্যায়, বারাসত	/০
" হরিদাস ভট্টাচার্য্য ঐ	/১০
" রমানাথ ঘোষ ঐ	/০
" রসিক লাল মিত্র কাশীধাম	৶০
	৪০৸৶১০

এককালীন দান।

শ্রীদীননাথ গঙ্গোপাধ্যায় ধারওয়ার (ধর্ম্মনিকেতন নির্ম্মাণার্থ)	১০৲
" কেনাচদার্য্য সন্তানেন, দাঁইহাট	২৲
" রমনী মোহন দাস, দিনাজপুর	২৲
" তারক নাথ বসু কাশীধাম	/০
	১৪/০
মোট আয়	১৪৫/১৫
তহবিল জমা	২২৬২৸১৫
	২৪০৭৸৶১০

ব্যয়।

আচার্য্য দিগের দক্ষিণা মাহ মাঘ	৩০৲
ছাত্র বৃত্তি	৩৪॥৫
নিম্ন শ্রেণীর কর্ম্মচারী	৭॥০
ডাক মাশুল	১৩॥/১০
ক্ষুদ্রব্যয় (ধর্ম্মনিকেতনের ভিত্তিস্থাপন বাবত)	৬৭।৶৫
	১৫৩৲
বাঁকী তহবিল	২২৫৪৸৶১০

শ্রীতারাপ্রসন্ন মুখোপাধ্যায়
অবৈতনিক কার্য্য সম্পাদক।